সবিতা

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(উত্তরপাড়া)

প্রিণ্টার—
শ্রীসূর্য্য কুমার মান্না
ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৪০ কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩৩৬

মূল্য দুই টাকা

বিজ্ঞপ্তি।

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক।

ইনি উচ্চ হৃদয় পুরুষ, আমার গ্রন্থের সাহায্যার্থ অনেক টাকা দান করিয়াছেন। ইনি একজন শাস্ত্রশ্রদ্ধালু ব্যক্তি। ভাল জিনিসের প্রচারে বিশেষ উৎসুক। বিশেষ ধর্ম্মসমন্বয় বা পন্থা চারি ভাগে, বেদ উপনিষদ্ দর্শন, স্মৃতি পুরাণ ও বর্ত্তমানে প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যে অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন এবং সবিতা গ্রন্থের পোষকতা স্বরূপ এই গ্রন্থাবলী সকল গৃহস্থেরই পাঠ করা উচিত। ইনি যে কয়খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সারপূর্ণ, ইহার একখানা ক্ষুদ্র "বৌদ্ধধর্ম্ম" গ্রন্থখানা দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছি। ইহার সারগ্রহণ শক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। এই বৃদ্ধ বয়সে এরূপ উৎসাহ, উদ্যম দেখিয়া আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া "উৎসাহ দানব্রত" সমাপন করুন।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

নবমাধ্যায়।

মুখবন্ধ।

জগতে প্রাণী অসংখ্য; অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য জাতি শ্রেষ্ঠ। অসংখ্য মনুষ্য জাতির মধ্যে আবার আর্য্য জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন আর্য্য জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? গুণগ্রাহী বলিয়া, একমাত্র আর্য্য জাতিই কি স্থাবর কি জঙ্গম পদার্থের গুণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সাদরে পূজা করিয়াছেন, যেমন বট, অশ্বত্থ। বট বৃক্ষ ও অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে কি উপকার সাধিত হয়, তাহা এখন পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতি জানিতে পারিয়াছে কি? একমাত্র আর্য্য জাতিই তাহা পারিয়াছে, তাই তাঁহারা ঐ দুই বৃক্ষকে দাম্পত্য প্রেমে আবদ্ধ করিয়া, বিবাহ সূত্রে শৃঙ্খলিত করত জগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গম সকলকেই প্রশস্ত ও প্রশান্ত হৃদয়ে আদর ও আলিঙ্গন করিতে এমনটি আর কেহ পারিয়াছে কি? তাই আর্য্য জাতি শ্রেষ্ঠ। ঐ শ্রেষ্ঠ আর্য্য জাতির মধ্যে কেহ সাধক, কেহ জাপক, কেহ তাপস, কেহ রাজস, কেহ ভক্ত, কেহ নক্ত, কেহ যোগী, কেহ ভোগী; কেহ জ্ঞানী, কেহ ধ্যানী; কেহ ধনী, কেহ দানী; কিন্তু আমি ভক্তও নই, ভাক্তও নই, ধনী দানী কিছুই নই; আমি দীন, দীনাতিদীন, দীনবন্ধুদর্শনে দিননাথের শরণে বিশিষ্ট দীন। বিশেষতঃ সবিতা প্রসবেন খ্যেত ব্রহ্ম পূর্ব্বম। যে হেতু দীন, সে হেতু প্রার্থী। কিসের দীন, কিসের প্রার্থী? শ্রেষ্ঠতায় দীন, দীনত্ব ঘুচাইতে প্রার্থী। এ জগতে সকলেই শ্রেষ্ঠ হইতে চায়। কিন্তু চাওয়া মাত্রই কি পায়? পাইতে হইলে চাই উপায়। সে উপায় কোন পায়? বিজ্ঞানের পায়। জগতে যখন যে জাতি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তখন বিজ্ঞানের সেবা করিয়াই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আমরা আর্য্য জাতি, আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ পূজ্য ও গুরু ইত্যাদি। শব্দার্থ দ্বারা বুঝা যায়, জাতির মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, পূজনীয়, বরেণ্য তাহারাই আর্য্য। শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ কি? যাহার আশয়, বিষয়, চিত্ত, চিন্তা, কার্য্য ও কারণ শ্রেষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ। চিত্ত উন্নত হয় কিসের দ্বারা? উন্নত চিন্তা দ্বারা। চিন্তা শ্রেষ্ঠ হয় কিসের দ্বারা? উন্নত বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা। উন্নত বিজ্ঞান কারে বলি? শুন, কারে বলি।

বিজ্ঞান।

(বি+জ্ঞা+অন্)=বিজ্ঞান অর্থাৎ যদ্দারা বিশিষ্টরূপে জ্ঞান লাভ হয়, তাহারই নাম বিজ্ঞান। বিশিষ্টরূপে জ্ঞান হয় কাহার দ্বারা? মূলানুসন্ধানের দ্বারা। পদার্থের মূলে গেলেই জ্ঞান সমাপ্ত হয়। সুতরাং মূলানুসন্ধানই জ্ঞানের কার্য্য, তাহাই বিজ্ঞান। জীবনের মধ্যাহ্নকালে, যৌবনের পূর্ণ প্রকাশিত সময়ে, চৌদিক সজ্জিত প্রাকৃতিক বস্তুর

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন আমরা শুধু বিস্মিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি না, বিস্ময় উদ্দীপক বস্তুকে কেবলমাত্র দেখিয়াই আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না, পরন্তু সেই পদার্থের মূল কি; তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইতেই বিজ্ঞানের আবির্ভাব। আমরা যখন অন্ধকারময়ী রজনীর নিস্তব্ধ নিশিথ সময়ে অসংখ্য তারকামালা খচিত অনন্ত নীলনভোমণ্ডল জ্যোতিষ্কপূর্ণ নিরীক্ষণ করি, তখন মনে হয় ইহা কি? ইহার শেষ কোথায়? কিয়ৎক্ষণ পরেই মনে হয়, অনন্তের কি কোথাও অন্ত আছে? অসীমের কি কোথাও শেষ আছে? পৃথিবীও অনন্ত, আকাশও অনন্ত এবং তদন্তর্গত জ্যোতিষ্ক জগতও অনন্ত। আমরা আকাশের সমস্ত ভাগ দৃষ্টি করিতে পারি না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অনন্ত আকাশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। রজনীতে আমরা যে ভাগ দৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহা যেরূপ অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ, তৎকালে অদৃষ্ট আকাশের অন্যান্য অংশও সেইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ থাকে। যখন অতি অল্পমাত্র স্থানে এত নক্ষত্র দেদীপ্যমান আছে, তখন এই অনন্ত নভোমণ্ডলে যে কত নক্ষত্র আছে, তাহার সংখ্যা করিতে কি কেহ সাহসিক হইতে পারে? আকাশ সমুদ্রে ভাসমান এই সকল জ্যোতিষ্ক বিন্দু কেনই বা একবার দৃশ্য আর বার অদৃশ্য হইতেছে? কেনই বা এই ভূলোক প্রতি দিবস এক এক বার আলোক সাগরে ভাসমান হইয়া পুনরায় তিমির সমুদ্রে নিমগ্ন হয়? কেনই বা প্রতিনিয়ত রাত্রি অবসানে দিবা এবং দিবা অবসানে রাত্রি হয়? কেনই বা সন্ধ্যা সমাগমে অবনিমণ্ডল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় ও কেনই বা নিশাকালে নভোমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ডবৎ নক্ষত্রনিকর নয়নগোচর হয়? আবার কেনই বা উষা আগমনে অদৃশ্য হইয়া যায়? কেনই বা নিশানাথ পৌর্ণমাসী যামিনীতে পূর্ণচন্দ্ররূপে সমুদিত হইয়া দিক সকল সমুজ্জ্বল করেন? আর কেনই বা অমাবস্যার তামসী রজনীতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া ধরণীকে অন্ধকার সাগরে নিক্ষেপ করেন? কেনই বা প্রভাকরের কররাশি প্রখর? কেনই বা চন্দ্রের চন্দ্রিকা জাল নির্ম্মল? ফলতঃ কিরূপ অবস্থায়, কিরূপ নিয়মে কোন কার্য্য সাধিত হয়, ইহা অনেক স্থলে নিরূপণ করিলেও করিতে পারা যায়, কিন্তু কেন ঐরূপ অবস্থায় ঐরূপ কার্য্য হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষই বিজ্ঞানের জন্মভূমি, বিজ্ঞানের আদি ও শেষ স্থান ভারতবর্ষ। মহা মহা বিজ্ঞান আর্য্যজাতিই আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার মহাফল আর্য্যজাতিই ভোগ করিয়াছেন। ভারতবাসী রাসায়নিক বিজ্ঞান বলে আয়ুর্ব্বেদের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন জ্যোতি-র্বিজ্ঞান বলে বজ্রাদি তৈজসাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছেন। এবং জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সহিত মনুষ্য প্রকৃতির কি সম্বন্ধ তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। শেষ যোগ-বিজ্ঞান বলে চরম পদার্থের প্রাপ্তি সংঘটন করিয়াছেন। মহাবিজ্ঞান ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা মৃত্যুকে আয়ত্ত ও নিরোগীত্ব লাভ করিয়াছেন। মহাবিজ্ঞান তপস্যাদি দ্বারা ত্রিলোকীতে যাতায়াত ও ত্রিকালজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন; যাগযজ্ঞাদি দ্বারা মহাব্যাধি নাশ ও বসুন্ধরাকে সশস্যান্বিত করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়াছেন। যে মহাবিজ্ঞান বলে মহাবৈজ্ঞানিকগণ যজ্ঞাগ্নি হইতে

স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি সংঘটন করিয়াছেন, সূর্য্যাগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাব করিয়াছেন, হায়! সেই বিজ্ঞান আজ কোথায়? সে সব মহাপুরুষই বা কোথায়? আজ সে বিজ্ঞান নাই, জ্ঞান নাই, জ্ঞানদাতা নাই; আজ সকলেরই অভাব, আছে কেবল সেই স্মৃতি। হায় যে বিজ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, যে বিজ্ঞানপ্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ়তা লাভ করে, সেই বিজ্ঞানশিক্ষা আজ কোথায়? যদি জাতীয় উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহারগত সুখের বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে বিজ্ঞানকেই সাবলম্বন করিতে হইবে। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক রহস্য ভাণ্ডারের চাবিস্বরূপ! যে রহস্য দ্বারা অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ হইতে পৃথিবীর কঠিন আচ্ছাদন সৃজিত হইয়াছে; হায়! আজ আমাদের সে সব কিছুই নাই; এখন অতীত কালেই আমাদের অহঙ্কার, স্মৃতিতেই আমাদের মাহাত্ম্য; আমরা ধনী হইয়াও দরিদ্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি; সুতরাং অতীত কথা নাড়া চাড়া করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। যে দিন বিজ্ঞান আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন, সেই দিন আমরা কৃতার্থ হইব এবং সেই দিন অতীত ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমানের অহঙ্কার হইয়া দাঁড়াইব, সেই দিন সর্ব্বতোভাবে আমাদের উন্নতি হইবে। তখন ধনে, জনে, মানে আমরা সকলের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিব।

বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানই এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য। ঐ যে প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, যিনি বিশ্বের তাবৎ পদার্থেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি না থাকিলে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, যে তেজ হইতে এই জ্যোতির্ম্ময় বিশ্ব সৃষ্ট হইয়া লালিত, পালিত ও বর্দ্ধনান্তর যে তেজেই শেষ আত্মসমর্পণ করে, সেই "ধিয়োযোনঃ" তেজ কি? যে সবিত্রি তেজে পবিত্র হইয়া আমরা সংসারে স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া আধিব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পাইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি, যাহার প্রভায় জগৎ উদ্ভাষিত হয়, সেই "তৎসবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গ" কি? এবং তাঁহার প্রভাবই বা কি? তাহা আমরা একবারও অনুধাবন করিতে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করি না, প্রত্যুত তাহাকে জড়-বৈজ্ঞানিকের মত জড় বলিয়া উপেক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করি না। যে জড়িয় তেজের উপাসনা দ্বারা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ জড়াতীতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং অজ্ঞানতম ভেদ করিয়া,—

নতদ্ভাসয়তেসূর্য্যো নশশাঙ্কো নপাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ননিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তথা নাহি করে দীপ্তিদান।
যথা গেলে নাহি জন্ম সে মম পরমধাম॥

পরং জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া পরমধাম দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা জড় বলিয়া উপেক্ষা করি, সুতরাং দুর্দৈব আর কারে বলি।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যিনি ভগবানের অসীম মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া গলদশ্রুনয়নে পুলকিত মনে তাঁহার পদারবিন্দ অর্চ্চনা করেন, তাহারই বিজ্ঞান-শিক্ষার শ্রম সার্থক। বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বিশ্বেশ্বরের প্রতি মনঃ সমর্পণ করিয়া তাঁহার করুণাকটাক্ষ লাভ করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বিষয় আর কি হইতে পারে?

আর্য বিজ্ঞান।

প্রাণীমাত্রেই নিজের যৎসামান্য জ্ঞানকেই প্রচুর বলিয়া মনে করে এবং তাহাকেই এক প্রকার ঠিক বলিয়া অবধারণ করে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে কত ভ্রান্তি রহিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। জ্ঞানের সীমা যে কোথায়, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই; মনকে প্রবোধ দিবার জন্য উহার মধ্যেই একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া হয়। ঐ সীমার শেষ যাহা তাহাই "আর্যজ্ঞান"। মনুষ্য জ্ঞানের আবিষ্কৃত বিষয়কে বিজ্ঞান বলে। মনুষ্য জ্ঞানের যেমন ইতর বিশেষ আছে, বিজ্ঞানেরও তেমন ইতর বিশেষ আছে। মনুষ্যজ্ঞান যত উন্নত হইবে, বিজ্ঞানও তত উন্নত আকার ধারণ করিবে। প্রাণীমাত্রেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান স্বাভাবিক বর্ত্তমান রহিয়াছে, একমাত্র মনুষ্যই অতীন্দ্রিয়জ্ঞানে জ্ঞানবান। এমন কি হিংস্রক অসভ্য বর্ব্বর মনুষ্যেরও কিছু না কিছু অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আছে। সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের শেষ সীমায় যাহারা অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের নাম "ঋষি"। যথা,—

ঋষিহিংসাগতৌধাতুর্বিবদ্যা সত্য তপঃ শ্রুতিঃ।
এবসন্নিচয়ো যস্মাৎ ব্রাহ্মণশ্চ ততঃ স্তৃষি॥
নিবৃত্তি সমকালস্তু বুদ্ধ্যাব্যক্তি মৃষিস্বয়ং।
ঋষন্তে পরমাং যস্মাৎ পরমর্ষি স্ততঃ স্মৃতঃ॥
গত্যর্থাদৃষতে ধাতু নাম নিবৃত্তিকারণং।
যস্মাদেষ স্বয়ম্ভুত স্তস্মাচ্চ ঋষিতামতা॥ ১২০ অঃ—মাৎস্যে॥

অর্থাৎ যাহারা জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, জ্ঞানী, ধ্যানী, তাপস তাঁহারাই ঋষি, ঋষিরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে জ্ঞানবান। আর্য্য বিজ্ঞান কাহার নাম?

(১) অতীন্দ্রিয় ঋষিজ্ঞানে উদ্ভাবিত যে বিজ্ঞান, তাহার নাম 'আর্য্য বিজ্ঞান' বা—

(২) সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে প্রকাশিত বিজ্ঞানের নাম 'আর্য্য বিজ্ঞান' বা—

(৩) যে বিজ্ঞানের মূলে আর্য্যজাতি ভিন্ন আর কেহই প্রবেশ করিতে পারে না তাহা "আর্য্য বা আর্ষ বিজ্ঞান"। আর্য্যজাতি যেমন সকল জাতি হইতে পৃথক, আর্য্যবিজ্ঞান ও তদ্রূপ অন্য জাতীয় বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, কেন ভিন্ন? ঋষিজ্ঞানে আবিষ্কৃত বলিয়া, যাহা ঋষিজ্ঞানে উদ্ভাবিত তাহা মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ, তাহাতে ভ্রান্তি সম্ভবে না, সুতরাং অভ্রান্ত ও

শ্রেষ্ঠ, শত শত যুগ শত শত কল্প অতিক্রম হইলেও এই মহাসত্যের লয় নাই, ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, ইহা ঘোর অন্ধকারেও বাতহীন প্রদেশস্থ দীপ স্বরূপ হইয়া সার সত্যের পথ দেখাইতেছেন। জিতেন্দ্রিয় ঋষি মস্তিষ্ক নিসৃতজ্ঞান, আর অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য মস্তিষ্ক নিসৃত-জ্ঞান কখন ও সমান হইতে পারে না। সংযমী তাপস হৃদয় উদ্ভাসিত বিজ্ঞানের সহিত কখনও কি অসংযমী হৃদয় উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের সমকক্ষতা সাব্যস্ত হইতে পারে? সত্ত্বগুণে মার্জ্জিত বুদ্ধি প্রকাশিত বিজ্ঞান, আর রজস্তমোগুণোত্থিত বিজ্ঞানের ফলে বিষম পার্থক্য। অমূল্যের মূলে আর্য্যবিজ্ঞান ছাড়া আর কাহারও যাইবার সামর্থ নাই। আর্য্যবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় অতিমহান, তাই ইহা মহাবিজ্ঞান। আর্য্যজাতি আবার কিরূপে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া "আর্য্য" পদবাচ্য হইতে পারে, এত গ্রন্থে ইহাই আলোচ্য। আর্য্যবিজ্ঞানেরই অপর নাম "অধ্যাত্ম বিজ্ঞান"।

বিজ্ঞান দুই প্রকার, এক জড় বিজ্ঞান, আর এক অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। শুন জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের তারতম্য।

জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধিকার নির্ণয়।

(১) জড়বিজ্ঞান।—মনে কর ব্যাধি হইয়াছে ব্যাধি হইলে কি করা কর্ত্তব্য? ব্যাধি-নিবারক ঔষধ সংগ্রহ করা। জড়বিজ্ঞান রোগনাশের অনেক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাও নিশ্চয়রূপে নয়, কিন্তু ব্যাধি না হইবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে,—

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।—ব্যাধি না হইবার উপায় আবিষ্ককার করিয়াছেন।

(২) জড়।—মনে কর শক্তির হ্রাস হইয়াছে, হ্রাস হেতু জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অবসাদ-গ্রস্থ হইয়াছ, এখন কি করা উচিত? অসম্পূর্ণ জড়বিজ্ঞান উপদেশ দিতেছেন, আমরা জরা-বার্দ্ধক্য ঘুচাইতে পারিব না, তবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ; যতক্ষণ অন্য পদার্থ হইতে শক্তি আহরণ করিতে পার কর, ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম।—আদৌ শক্তি হ্রাস না হইবার উপায়, বার্দ্ধক্য না ঘটিয়া নিত্য কৈশোরে অবস্থিতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) জড়—মহাব্যাধিকুষ্ঠাদি নাশে জড়বিজ্ঞান কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—তাহার পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৪) জড়—মেঘোৎপত্তি বিষয়ে জড়বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ, এখন পর্য্যন্ত কোন অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় নাই, পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান তাহা করিয়াছে, পরে দৃষ্ট হইবে।

(৫) জড় মনুষ্য সৃষ্টি করিবার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে নাশ করিবার অনেক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—উপরোক্ত দুই উপায়ই আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৬) জড়—মৃতকে পুনর্জীবিত করিবার কৌশল ইহার অজ্ঞাত পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—তাহা জ্ঞাত।

(৭) জড়—মৃতের সহিত জীবিতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অপারগ হইয়াছেন, পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—মৃতের সহিত জীবিতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

(৮) জড়—জাতিস্মরত্ব লাভ করিবার বিধান জড়বিজ্ঞান দিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—আর্য্যবিজ্ঞান তাহার বিধান করিয়াছেন।

(৯) জড়—অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভের কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—তাহা পারিয়াছে।

(১০) জড়—এক স্থানে স্থিতি হইয়া সমস্ত সৌর জগৎ নিরীক্ষণ করিবার উপায় জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—তাহা পারিয়াছে।

(১১) জড়—যে উপায়ে স্থূল শরীর বায়ুর ন্যায় গতি শক্তি সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—তাহা জানে।

(১২) জড়—ব্রহ্মলোক হইতে পাতাল পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের গতি বিধি আছে, যেমন রঘু দশরথ অর্জ্জুনাদি পুষ্পক বিমানাদির সাহায্যে সৌর জগতের যে কোন স্থানে যাতায়াত করিতে পারিত। পক্ষান্তরে—

অধ্যাত্ম—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের গতি তাহারও উর্দ্ধে অর্থাৎ যে স্থানে সূর্য্য চন্দ্রের প্রকাশ নাই, সদা গতির গতি নাই, সেই স্থানে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান গতি করিয়াছে, তাহাই দেখা যাইবে।

বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা।

বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা কি? অজ্ঞান বা অশক্তি নাশ করা। প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থসাধ্য নির্দ্দেশ, অজ্ঞান নাশের সাধনা নির্দ্দেশের নাম সাধ্য নির্দ্দেশ। যে সাধনা দ্বারা অজ্ঞান, অসাধ্য অশক্তি অপনোদন হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করাই বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা বা সাধ্য নির্দ্দেশ বিজ্ঞানের উপায়েই বিশিষ্টরূপে অজ্ঞান নাশ পায়। অজ্ঞান নাশ হইলে অশক্তি আপনি পলায়ন করে, অশক্তিনাশে সাধ্য সাধন অপরিহার্য্য, মূল কথা অজ্ঞান থাকিলে শক্তি-সামর্থ্য

সবই ঢাকা থাকে, সুতরাং বুঝা গেল অজ্ঞান, অশক্তি ও অসাধ্য একার্থবাচক জ্ঞান, শক্তি ও সাধ্য একার্থবাচক। বিজ্ঞানের প্রভাবেই জ্ঞান শক্তি-সামর্থ্য বর্দ্ধিত হয় ও সুখের উপায় নির্দ্দেশ হয়। এই বিজ্ঞানের তাহাই প্রতিজ্ঞা।

বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

(১) অজ্ঞাননাশান্তর অশক্তি ধ্বংশ করিয়া শক্তি সামর্থে প্রতিষ্ঠিত করা।

(২) সকল দ্রব্যই সর্ব্ব শক্তির আশ্রয়, কি উপায়ে নরদেহ দেব দেহে পরিণত হইতে পারে নিত্য প্রসবিনী প্রকৃতি হইতে কিরূপে বিভূতি সকল সুপ্রসব করান যাইতে পারে, সেই শক্তি সামর্থ যে উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

(৩) স্থির যৌবন, নিত্যসুখ যাহার দ্বারা ঘটিতে পারে।

(৪) অরোগী, সবল, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ট ও দীর্ঘায়ু হইয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করা যাইতে পারে।

(৫) যে উপায়ে মহা ব্যাধি মহা ব্রণী, মহা শূলী, মহাকুষ্ঠি ব্যাধিমুক্ত, শূলমুক্ত হইতে পারে।

(৬) যে উপায়ে দুর্ভগত্ব ঘুচিয়া সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে, যে উপায়ে দৈব মানুষকৃত উপদ্রব ধ্বংশ হইতে পারে।

(৭) যাহার কৃপায় অন্ধতা দূরীকৃত হইয়া চক্ষুষ্মান হওয়া যায়, দারিদ্র রোগ, শোক, ভয় এককালে দূরে পলায়ন করে, তাহা দেখানই এই বিজ্ঞানে উদ্দেশ্য।

(৮) যে উপায়ে দীনতায় দীন হইয়া দীনবন্ধু দিননাথকে দিননাথ তনয়গণ, দর্শন করিতে পারে।

(৯) যে উপায়ে তীক্ষ্ণ "ধীশক্তি" সম্পন্ন হওয়া যাইতে পারে।

(১০) যে উপায়ে সুনীতি রক্ষিত হইয়া চরিত্রবান, সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়া বল, রূপ, স্বরশুদ্ধি, বর্ণশুদ্ধি, মৃদুতা, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী, সুকুমারতা ও বিভূতি অর্জ্জিত হয় ;

(১১) যে উপায়ে জাতি স্মরত্ব, শ্রুতিধরত্ব, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্যাদি সদগুণে মণ্ডিত হওয়া যাইতে পারে।

(১২) যে উপায়ে বায়ুর ন্যায় শরীরে ও অনুত্তম গতিশক্তি জন্মিতে পারে।

(১৩) যে উপায়ে পদার্থের বিজ্ঞান দৃষ্টি নিপতিত হইতে পারে, তাহার জ্ঞান আবিষ্কার করাই এই বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা।

জ্যোতিষ্ক জগৎ।

জগৎ জ্যোতির্ম্ময়, সেই হেতু জগৎকে জ্যোতিষ্ক জগৎ বলে। জগৎ জ্যোতির্ম্ময় কেন? সৌর তেজ হইতে ইহার উৎপত্তি, সৌর তেজ দ্বারা ইহা পোষিত হইয়া অবস্থিত এবং অন্তে সৌর তেজেই ইহার লয়; সুতরাং আদ্যন্তই ইহা জ্যোতির্ম্ময়। সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, সপ্ত দ্বীপ এই সৌর তেজেই উদ্ভাষিত, উল্লসিত, পোষিত, তোষিত, রসিত, রক্ষিত ও সৃজিত।

সেই সৌরতেজ কি? তাহা কোথা হতে আসিল? কোথায় ইহার উৎপত্তি, কাহাতে উহার স্থিতি এবং কোথায় ইহার লয়?

এই বিশ্বে কত সূর্য্য কত চন্দ্র, কত গ্রহ, কালে উৎপন্ন হইয়া কোথায় বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে? অনন্ত আকাশে হয় ত অনন্ত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদি অনন্তকাল ধরিয়া আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে, তাহার নির্ণয় কি কেহ করিতে পারিয়াছে?

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণং।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষ স্বাপক্ষ পাততঃ॥ ১৪২॥
নিরূপয়িতু মারব্ধে নিখিলৈরপিপণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসুকাসুচিৎ॥ ১৪৩॥ চিত্র—পঞ্চদশী।

এই যে সচরাচর জগৎ সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান প্রকাশিত দেখিতেছি, ইহার কোন এক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেও তাহার বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না। যদি সমস্ত পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই জগতের কোন এক বস্তুর তথ্য নিরূপণ করিতে আরব্ধ করেন, তথাপি কোন না কোন পক্ষে অবশ্যই তাঁহাদিগের অজ্ঞান প্রকাশ পাইবে এবং তাহার তথ্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইবেন। অকুল আকাশ-সাগরে একদিকে নূতন ভুবন উৎপন্ন হইতেছে এবং অন্যদিকে হয় ত পুরাতন ভুবন বিনষ্ট হইতেছে। কখন কোথাও বা কোন অভিনব লোক উৎপন্ন হইতেছে এবং কোথাও বা কখন কোন লোক বিলীন হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? যে পারে তাহাই আর্য্যের "আর্ষ বিজ্ঞান"। একমাত্র আর্য্য বিজ্ঞানই দেখাইতেছে এই সৌর জগৎ কোথা হতে আসিয়াছে এবং কোথায় ইহার লয়।

এই জগতের নাম জ্যোতিষ্ক জগৎ বা সৌরজগৎ, কারণ সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থই এ জগতের সম্রাট! একটি জ্যোতিষ্মান জ্যোতিষ্ক ও তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান গ্রহ উপগ্রহাদি সমেত জগৎ নামে অভিহিত হয়। জ্যোতিষ্মান জ্যোতিষ্কটী জগতের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া থাকে। সূর্য্য যে জগতের কেন্দ্র তাহাকে সৌরজগৎ এবং নক্ষত্র যে জগতের কেন্দ্র তাহাকে নক্ষত্র জগৎ কহে।

আকাশে যে সকল নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারা এক একটী জগতের কেন্দ্র। ঐ সকল নক্ষত্র জগতের চতুর্দ্দিকে বহুদূর বিস্তীর্ণ গাঢ় তিমিরাবৃত নভঃস্থল আছে। ঐ তিমিরাবৃত নভঃস্থলের মধ্যবর্ত্তী জগৎ সমূহকে অর্থাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির সমষ্টিকে দ্যুলোক বলিয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের অনুমিত অংশ অসংখ্য দ্যুলোকে বিভক্ত। ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কত দ্যুলোক আছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? ব্রহ্মাণ্ড দূরে থাকুক, ইহার যৎকিঞ্চিৎ অংশ যাহা এ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষীভূত ও অনুমিত হইয়াছে, তাহারই বিশালতার বিষয় চিন্তা করিলে আমাদিগকে হতজ্ঞান হইতে হয়। ঐ অনুমিত অতি অল্প অংশে কত গ্রহ উপগ্রহাদি আছে, তাহাই বা কে নির্ণয় করিবে? সমগ্র পৃথিবীর সহিত একটী বালুকাকণার বা একটি পরমাণুর যেরূপ তুলনা হয়, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত পরিজ্ঞাত অংশের তাহাও হইতে পারে না। ঐ যে আকাশ সমুদ্রে ভাসমান স্বর্ণ বালুকাকণার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে ও একটি ঐক্য বন্ধনের নিয়ম দেখা যায়, যে নিয়মে সকলেই এক পরিজনের ন্যায় স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে; যেমন কতকগুলি মানুষের সমষ্টি একটি পরিবার, কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি একটি সম্প্রদায়, কতকগুলি সম্প্রদায়ে একটি জাতি, কতকগুলি জাতিতে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলী; জ্যোতিষ্ক জগতেরও তদ্রূপ। পৃথিবী এবং অপর কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার, সূর্য্য এই পরিবারের কর্ত্তা। এইরূপ কত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক পরিবারের কর্ত্তা কত লক্ষ লক্ষ সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান তাহার সংখ্যা নাই। নক্ষত্র খচিত যে অল্পমাত্র আকাশ খণ্ড আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়া মনে হয়, সেই আকাশেই সৌরজগতের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সকল নক্ষত্রই এক একটি সূর্য্য। এই সকল সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত যে, উহাদিগের গ্রহ উপগ্রহাদি আমাদের দৃষ্টিগোচরই হয় না, অনন্ত সৌর জগতে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা কত অসংখ্য বৃহত্তর সূর্য্য রহিয়াছে তাহার ইয়ত্বা কে নির্ণয় করিবে? কত শত শত ব্রহ্মাণ্ড একটির পর একটি করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে উদিত ও অস্তমিত হইতেছে এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে কত সহস্র সহস্র সূর্য্য সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক জগতের সম্রাট্‌রূপে ঘুরিতেছে, তাহা আমাদের জ্ঞানের অতীত। মানব! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ! অপার মহিমা ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তুমি একটি কীটাণুতুল্য হইতে পার? না তোমার নিবাসভূমি এই ধরিত্রী একটি হস্তামলকবৎ প্রতীয়মাণ হইতে পারে? ইহা দ্বারা বুঝিয়া দেখ পরমেশ্বরের তত্ত্ব তোমার বুঝিবার সাধ্য আছে কিনা? এই বিশ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে; যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, এবং অন্তে যাঁহাতে এই বিশ্ব বিলয় প্রাপ্ত হইবে, সেই বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বপাতা, বিশ্ব সংহর্ত্তা, বিশ্বেশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতিও বিলয় বিষয়ক তত্ত্ব সকল বিশেষরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন; বৈজ্ঞানিকেরা অনুমাণ করেন—সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া একটি মাত্র বিশাল তেজঃপুঞ্জ বাষ্পময় মণ্ডলাকার পদার্থ বিদ্যমান

ছিল, সেই তেজোময় মণ্ডলাকার পদার্থ অনবরত প্রচণ্ডবেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নভোমণ্ডলে আবর্ত্তন করিত এবং তাহারই ভীষণ ঘূর্ণন বেগে সময়ে সময়ে যে সকল পদার্থ স্ফুলিঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল পদার্থের পরিণামে ইদানীন্তন গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিবৃত এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই উপরোক্ত আধুনিক অনুমান, সেই আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরই একাংশ।

এই দেখ সেই কল্পনাতীত যুগের "আর্ষবিজ্ঞান" কি বলিতেছেন ;—

সবিতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রণম্য জগতামাদ্যং ব্রহ্মাণ্ড ধ্বান্ত নাশনং।
ভাস্করং তদ্‌গুণং কিঞ্চিন্মূকোবক্তুং সমারভেৎ॥

ব্রহ্মাণ্ডের তমনাশকারী, জগতের আদিদেব আদিত্যকে প্রণাম করিয়া ভাস্করের কিঞ্চিৎ গুণ এই মূক বলিতে আরম্ভ করিল।

যঃ সৃষ্টি স্থিতি নাশ হেতু রমল জ্যোতির্মহাশক্তিমান্
যস্তুদিত্য মহান্ তমিস্রনিচয়ান্ সংহত্যতিগ্মাংশুভিঃ।
প্রাণান্ প্রাণ ভৃতাং দদাতি নিতরাং পূতো জগৎ পাবনঃ
তস্যাদিত্যগুণ প্রকাশ বিষয়ে খদ্যোতবন্মানবঃ॥

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের হেতু এবং অমল জ্যোতিঃ ও পবিত্র ও জগৎ পাবন এবং যিনি উদিত হইয়া মহান্ধকার সমূহকে স্বীয় কর সমূহ দ্বারা বিনাশ করতঃ প্রাণিদিগের জীবন দান করেন; সেই আদিত্যদেবের গুণ প্রকাশ বিষয়ে আমি খদ্যোতবৎ (জোনাকীর ন্যায়)।

তৃষ্ণাতরঙ্গ-দুস্তর-সংসারাম্ভোধি লঙ্ঘনেতরণিঃ।
উদয় বসুধাধরারুণ মুকুটমণিঃ পাতুবস্তরণিঃ॥

হোরাবিজ্ঞানরহস্যং।

সংসার বিষয়ক স্পৃহাসমূহরূপতরঙ্গ দ্বারা দুস্তর সংসাররূপ সমুদ্র পারের যিনি নৌকা স্বরূপ এবং যিনি উদয়াচলের অরুণ বর্ণ মুকুটমণি, সেই সূর্য্য আমাদিকে রক্ষা করুন।

নত্বা ব্যোমাসনস্থং ত্রিভুবননমিতং দেবমাদ্যং দিনেশং
তারা-নক্ষত্র-রাশি-গ্রহকুল-তিলকংশর্ব্বরী শঙ্কনত্বা॥
নত্বা কর্ম্মস্বভাবং প্রতিপদগহণং প্রাক্‌কৃতং কর্ম্মবীজং।
অজ্ঞানান্ধস্য জন্তোর্ভ্রম পটহরণং লিখ্যতে শাস্ত্রসারং॥

হোরাবিজ্ঞানরহস্যং।

অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের অজ্ঞাননাশক জ্যোতির্বিবরণ লিখিতে অগ্রসর হইতেছি, অতএব ব্যোমা সনে অবস্থিত, ত্রিভুবনের নমস্য; সেই আদিদেব দিননাথ ভাস্কর দেবকে

নমস্কার করি; এবং তারাগণ, নক্ষত্রবৃন্দ, রাশিসমূহ ও গ্রহকুলতিলক সেই নিশাপতি চন্দ্রমাকে নমস্কার করি; আর পদে পদে দুর্ব্বোধ কর্ম্মাত্মক সেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মবীজকেও নমস্কার করি।

যস্তমোহন্তি তীব্রাত্মা স্বভাভির্ভাসয়ন্ নভঃ।
ঘর্ম্ম শীতাম্ভসাং যোনিস্তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ॥ ১৭॥ ১৪ অঃ
—১অং—বিষ্ণুপু

যে তীব্রাত্মা স্বীয় দীপ্তি দ্বারা আকাশ প্রকাশিত করিয়া তমো বিনাশ করেন এবং যিনি ঘর্ম্ম, শীত ও জলের যোনি, সেই সূর্য্যাত্মাকে নমস্কার।

আদিত্য প্রকাশ
বা
মহতত্ত্ব বিকাশ।

জগতের যাহা আদি তাহাই আদিত্য, সাংখ্যে তাহাই মহতত্ত্ব। যখন এই সৌর-জগৎ অজ্ঞেয়তার শূন্যবক্ষে ভ্রাম্যমাণ ছিল, মনে ভাবিয়া দেখ কল্পনার সেই দুর্নিরীক্ষ্য, ধারণার অনধিগম্য, সৃষ্টিরাজ্যের সেই প্রাথমিক যুগ কি রোমহর্ষণ! কি ভয়ঙ্কর! যে সময়ে সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, গ্রহ ছিল না, নক্ষত্র ছিল না, যখন জীব নাই, জন্তু নাই, জলেস্থলে প্রভেদ নাই, সমস্তই একাকার; যখন হিমাদ্রি কি বিন্ধ্যাচল, ভূমধ্য কি ভারত সাগর দৃশ্য গোলকে বিভিন্নতা জন্মাইত না; সমস্তই এক, যখন ভোক্তা, নাই ভোজ্য নাই, দ্রষ্টা নাই, দৃশ্য নাই, সুখ দুঃখের অনুভূতি নাই, হর্ষবিষাদের ক্রীড়া নাই, পৃথিবী শূন্যময়।

অনন্ত আকাশতলে অনন্ত পয়োধি নীর।
অনন্ত যুগান্ত হতে তরঙ্গিত সুগভীর॥
নাহি সূর্য্য চন্দ্র তারা নাহি গ্রহ উপগ্রহ।
নাহি বহে বিশ্ব প্রাণ মৃদুমন্দ গন্ধবহ॥
নীরব নিঝুমস্তব্ধ স্পন্দহীন চারিপাশ।
মহা প্রলয়ের চিহ্ন দিকে দিকে সুপ্রকাশ॥

তখন কি ছিল? তখন এই দ্রষ্টা জীবই বা কোথায় ছিল এবং এই দৃশ্য সৌরজগৎই বা কোথায় ছিল? তখন কার অবস্থা কি প্রকার? ভাবিতে গেলে মন চমকিয়া উঠে, আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, স্বতঃই মনে হয় সেই রোমহর্ষণ যুগে কি ছিল, কে ছিল? এই সৌরজগৎ কোথা হইতে আসিল? মানব মন সেই অতীতের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিতে

না পারিয়া হতাশ হৃদয়ে নিজের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া, এমন কাহাকে সে অনুসন্ধান করে, যে তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারে। জগতের প্রত্যেক জীবকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে, অহে! তোমরা কেহ কি সে অতীতের কথা বলিতে পার। কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না।

তবে সেই সুদূর অতীতের সাক্ষী কে?

একমাত্র আর্য্য জাতির সেই "অপৌরষেয় বেদ"।

সেই অতীত দর্শক অপৌরষেয় বেদ কি বলিতেছেন শুন।

অধ্যাত্ম্য খণ্ড।

ঋগ্বেদ—১০—১২৯ সূক্ত।

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী॥ ভাব বৃত্তং॥ ত্রিষ্টুপ্॥

না সদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং না সীত্রজোনো ব্যোমাপরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্যশর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং নতর্হিনরাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিংচনাস॥ ২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছ্যোনাভ্বপিহিতং যদা সীত্তপসস্তন্মহি নাজায়তৈকং॥ ৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবং ধুমসতি নিরবিং দন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়োমনীষা॥ ৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মি রেষামধঃ স্বিদাসীতুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫॥
কো অদ্ধাবেদকইহ প্রবোচৎ কুত আজাতাকুতইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কোবেদযত আবভূব॥ ৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদিবাদধে যদিবান।
যো. অস্যাধ্যক্ষঃ পরমেব্যোমন্তসোঽহয়ং বেদ যদিবানবেদ।

ঐশ্বণকের অর্থ—

পরমাত্মাদেবতা। প্রজাপতিঋষি। ত্রিষ্টুপছন্দ।

১। তৎকালে যাহা ছিল না, তাহা কখনও ছিল না; যাহা আছে, তাহাও ছিল না

পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তৃত আকাশও ছিল না, আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গমও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না; রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না, কেবল সেই এক মাত্র বস্তু বায়ু সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথমে উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। মহিমা অর্থাৎ পঞ্চভূত উদ্ভব হইলেন। উঁহাদিগের রশ্মি দুইপার্শ্বে ও নিম্নদিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিকে স্বধা অর্থাৎ অন্ন রহিল। প্রযতি অর্থাৎ ভোক্তা পুরুষ ঊর্দ্ধদিকে রহিলেন।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল কোথা হইতে আসিল। দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল তাহা কে বা জানে।

৭। এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরম ধামে আছেন! অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।

ঋগ্বেদ—১০—১৭৭ সূক্ত।

পতং গঃ প্রজাপত্যঃ ॥ মায়াভেদঃ ॥ ১ জগতী, ২, ৩ ত্রিষ্টুপ ॥

পতংগমক্তম স্বরস্য মায়য়া হৃদাপশ্যংন্তি মনসাবিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রে অংন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে মরিচীনাং পদ মিচ্ছংন্তি বেধসঃ ॥ ১ ॥
পতংগো বাচং মনসা বিভর্তিতাং গন্ধর্বোহবদদ্গর্ভে অংন্তঃ।
তাং দ্যোত মানাং স্বর্য়ং মনিষামৃতস্য পদেক বয়ো নিপাংতি ॥ ২ ॥
অপশ্যং গোপামনি পদ্যমানমাচ পরাচ পথিভিশ্চরং তং।
স স ধ্রীচীঃ সবিষুচীর্বসান আবরীবর্তি ভুবনে ষং তঃ ॥ ৩ ॥

ঐ ঋকের অর্থ—

মায়াদেবতা, পতঙ্গঋষি। ১ প্রথম জগতীচ্ছন্দ, ২, ৩ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রিষ্টুপছন্দ।

১। বিদ্বান্‌গণ মনে মনে আলোচনা পূর্ব্বক মানস চক্ষে একটী পতঙ্গের দর্শন পান,

দেখেন যে অসুরের মায়া উঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, উহা সমুদ্রের মধ্যে ঘটিতেছে, তাঁহারা বিধাতার কিরণ সমূহের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করেন। (ক)

২। পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন, গর্ভের মধ্যে গন্ধর্ব্ব তাঁহাকে সেই বাক্য শিখাইয়াছে; সেই বাণী দিব্যরূপিণী, স্বর্গ সুখের প্রদান কর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বানগণ সেই বাণীকে সত্য পথে রক্ষা করেন। (খ)

৩। দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে নানা পথে গমন করিতেছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক পৃথক পরিধান করিতেছে। এইরূপ সে বিশ্ব সংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে। (গ)

(ক) জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তা দ্বারা জানা যায়। সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন। পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই মায়া হইতে মুক্তি। সায়ন।

(খ) জীবাত্মার মনে, বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে, গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ দেবতা* তাঁহার মনে গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আদান করিয়া থাকেন। বাক্যের শক্তি অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখন মিথ্যার দিকে লইয়া যান না। সায়ন।

(গ) জীবাত্মার ধ্বংস নাই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন, কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটী একটী গুণ ধরেন, নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। সায়ন।

মানব কল্পনা বেদের এই তত্ত্ব দিয়াই নিস্তব্ধ, সে আর কিছুই দিতে পারিল না। তবে এই নানা সৃষ্টিময়ী সৌরজগৎ কোথা হইতে আসিল? কাহা হতে হইল? ইহার কি কেহ মূল নাই? ইহা কি আপনা হইতে উদ্ভূত? অথবা ইহার পিতা মাতা কেহ আছে? এই অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের সাক্ষী কে? জড়বিজ্ঞান এই তমোময়ী যবনিকা ভেদ করিতে পারিল না। একমাত্র আর্য্যের আর্য্যবিজ্ঞানই এই দুর্নিরীক্ষ অজ্ঞেয়তার যবনিকা অন্তরাল করিয়া জগতকে দেখাইতেছেন, এই দেখ! তোমার অতীতে—

কি ছিল, কে ছিল, কে আসিল এবং কিরূপে আসিল।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

প্রশ্ন—(১) কি ছিল ?

অসীম জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন মনুমুখনিঃ সৃত প্রথম বাণী—

আসীদিদং তমোভূত মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ মনু ॥

যখন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই সকল প্রমাণের বিষয় ছিল না যে সময়ে একমাত্র মহাপ্রলয়ের প্রগাঢ়তমঃ স্তোমের একাধিপত্য নৈরাশ্য ও ভীতি ব্যঞ্জনা করিতেছিল।

পুরাত্বেকার্ণবে লোকে নষ্টে স্থাবর জঙ্গমে ।
নষ্ট চন্দ্রার্ক্য নক্ষত্রে প্রনষ্ট পবনানলে ॥ ২১ ॥
অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ং ভাবাভাব বিবর্জ্জিতম্ ।
নিমগ্ন বীরুৎ সতৃণং তমোভূতং সুদুর্দ্দিনম্ ॥ ২২ ॥ ২অঃ

—বামন পুঃ ॥

পুরাকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবে মগ্ন হওয়ায় স্থাবর, জঙ্গম, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র, অনল, অনিল, বিনষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে সংসার ভাবাভাব বিবর্জ্জিত, অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয়, তমসাচ্ছন্ন সেই ঘোর দুর্দ্দিন অতি ভয়ঙ্কর ছিল ॥ তখন—

(২) কে ছিল ?

বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষ।

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাসীৎ" ।

মহাপ্রলয়ে সেই সত্যস্বরূপ সদাত্মিকা পরব্রহ্ম বিরাজিত ছিলেন।

নাহো ন রাত্রির্ন্ননভো ন ভূমি-
র্নাসীৎ তমোজ্যোতিরভূন্নচান্যৎ ।
শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাং স্তদাসীৎ ॥ ১।২।২২ বিষ্ণুপুরাণ ॥

যখন দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না, আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না; যখন রাত্রির অভাবে অন্ধকার, দিবার অভাবে জ্যোতিঃ, অথবা অন্য কোন পদার্থই ছিল না; তখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, বুদ্ধির অগম্য একমাত্র প্রকৃতিপুরুষ বা পরব্রহ্ম অব্যক্ত বিশ্ববীজরূপে অবস্থিতি করিতেছিল।

ইদং দৃশ্যং যদানাসীৎ সদসদাত্মকঞ্চযৎ।
তদা ব্রহ্মময়ং তেজোব্যাপ্তিরূপঞ্চ সম্ভূতম্॥
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ শীতং নোষ্ণন্তু পুত্রক।
আদ্যন্ত রহিতং দিব্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্॥

২অঃ—জ্ঞান-শিঃ-পুঃ॥

যে সময়ে সদসদাত্মক এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল না, তখন সত্য জ্ঞান অনন্ত সর্ব্ব-ব্যাপক দিব্য ব্রহ্মময় পরমজ্যোতি বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, শীত নহেন, উষ্ণ নহেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই।

যখন জগতে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব ছিল না, যখন এই সৌরমণ্ডল গাঢ় তমাবৃত ছিল এবং মহাপ্রলয়ের ঘোরাযামিনীর বিভীষিকাময়ী তমস্তোম সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া একাধিপত্য প্রকাশ করিতেছিল, তখন সহসা পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া, কোন এক মহান্ জ্যোতির আগমন জানাইল।

কে তুমি মহাভাস্বান তমস্তোম অপসারিত করিয়া মহাকাশে উদিত হইলে?

কে তুমি মহাপুরুষ তামসী শয্যাত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে?

কে তুমি বিশ্বকে আলোকিত করিয়া, জগৎকে পুলকিত করিয়া মহানন্দে মহাব্যোমে আগমন করিলে?

কে তুমি মহান্‌দ্যুতি মহাপ্রভায় বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইতেছ?

তুমিই কি সেই "তৎসবিতুর্বরেণ্যংভর্গ?"

অথবা তুমিই কি সেই জগজ্জ্যোতির জ্যোতি, গীতার মহাজ্যোতি—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌতত্তেজো বিদ্ধিমামকং॥
আদিত্য নামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবি রংশুমান?

তুমিই কি জ্যোতিষ্কগগনে দীপ্তিমান্ তমোনাশক তেজঃপুঞ্জ দিবাকর?

(৩) কে আসিল?

এ সৌরজগৎ কোথা হইতে আসিল? যে ছিল সেই আসিল?

যে যায়, সেই আইসে, যে আইসে সেই যায়, সতের বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি নাই। এই নিয়মে জগতে কিছুরই যখন বিনাশ নাই, তখন এই সৌরজগৎ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনো সেইরূপই আছে, পরেও এইরূপই হইবে, মাত্র বিশেষ এই একবার অব্যক্তেগমন আবার ব্যক্তে আগমন। "একমেবা দ্বিতীয়ম্" এই সৌরমণ্ডল উহারই বিকাশ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নাই, সুতরাং ঐ সবিতৃ উহারই বিভূতি, উহারই মূর্ত্তি। উনি স্বয়ং ঐ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্র রশ্মি শতধা বর্ত্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজা নামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

প্রশ্নোপনির।

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, অগ্নিরূপ, সর্ব্বাশ্রয়, জ্যোতিরূপ, অদ্বিতীয়, তাপক্রিয়াকারী, সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞেরা জানেন। এই সহস্র রশ্মি প্রাণীভেদে শতধা বর্ত্তমান এবং প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইতেছে।

মহানুভব মনু বলিতেছেন—

ততঃস্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এবস্বয় মুদ্বভৌ ॥ মনু ॥

যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য, অবয়ববিহীন, অব্যক্ত ও সনাতন এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্যপুরুষ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে সমন্বিত হইয়া তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক হইয়া প্রকাশকরূপে আপনিই আবির্ভূত হইলেন।

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কুটস্থোজগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজসা পিবতীব্রমাত্ম প্রস্বাপনংতমঃ ॥ ১৯ ॥

২৬ আঃ—৩ স্কন্ধ ভগবৎ।

জগতের অঙ্কুর স্বরূপ পরমপুরুষ, আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়া আপনার তেজোদ্বারা প্রলয়কালীন সুমহত্তম পান করিল, অর্থাৎ প্রলয় সময়ে যে তমঃ এই মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে লীন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং তেজোরূপে আবির্ভূত হইলেন।

আদিত্যোৎপত্তি।

প্রজাপাল উবাচ—

শরীরস্য কথং মূর্ত্তি গ্রহণং জ্যোতিষোদ্বিজ।
এতন্মে সংশয়ংছিন্ধি প্রণতস্য দ্বিজোত্তম ॥ ১ ॥

মহাতপা উবাচ—

যোঽসাবাত্মাজ্ঞানশক্তিরেকএব সনাতনঃ।
সদ্বিতীয়ং যদাচৈচ্ছত্তদা তেজঃ সমুত্থিতম্ ॥ ২ ॥
তৎসূর্য্যইতিভাস্বাংস্তু অন্যোন্যেন মহাত্মনঃ।
লীনীভূতানি তেজাংসি ভাসয়ন্তি জগত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥
তস্মিন্ সর্ব্বে সুরাঃ সিদ্ধগণাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
স্বয়ম্ভূতা ইতি বিভোতস্মাৎ সূর্য্যস্তুসোঽভবৎ ॥ ৪ ॥
লীনীভূতস্য তস্যাশু তেজসোঽভূচ্ছরীরকম্।
পৃথক্তেন রবিঃ সোঽথ কীর্ত্ততে বেদবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥
ভাসয়ন্ সর্ব্বলোকাংস্তু যতোঽসাবুত্থিতোদিবি।
অতোঽসৌ ভাস্করঃ প্রোক্তঃপ্রকর্ষাচ্চ প্রভাকরঃ ॥ ৬
দিবাদিবস ইত্যুক্ত স্তৎকারিত্বাদ্দিবাকরঃ।
সর্ব্বস্যজগতস্ত্বাদিরাদিত্যস্তেন উচ্যতে ॥ ৭ ॥
এতস্য তেজসাজাতা আদিত্যা দ্বাদশ পৃথক্।
প্রধান এক এবায় জগৎসু পরিবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥
তং দৃষ্ট্বা জগতোব্যাপ্তিং কুর্ব্বাণং পরমেশ্বরম্।
তস্যৈবাস্তঃস্থিতাদেবা বিনিষ্ক্রম্য স্তুতিংজগুঃ ॥ ৯ ॥

দেবা উচুঃ—

ভবান্ প্রসূতির্জ্জগতঃ পুরাণঃ
প্রপাসি বিশ্বং প্রলয়েচহংসি।
সমুত্থিতস্ত্বং সততং প্রপাসি
বিশ্বং সদাগ্নং প্রণতাঃস্যনিত্যম্ ॥ ১০ ॥

ত্বয়া ততং সর্ব্বত এব তেজঃ
প্রতাপিতং সূর্য্য যজ্ঞ প্রবৃত্তো।
সপ্তাশ্চযুক্তেচরথেস্থিতস্ত্বং
কালাত্মমন্বন্তর বেগযুক্তে ॥ ১১॥
প্রভাকরস্ত্বং রবিরাদিদেবঃ
আত্মাসমস্তস্য চরাচরস্য।
পিতামহস্ত্বং বরুণো যমশ্চ
ভূতম্ভবিষ্যচ্চ বদন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ১২ ॥
তেজোঽরিবিধ্বংসন বেদমূর্ত্তে
প্রপাহি চাস্মান্ শরণাগতান্ সদা।
বেদান্ত বেদ্যোঽসিমখেষু দেব
ত্বং হূয়সে বিষ্ণুরিতি প্রসীদ ॥ ১৩ ॥
ইতি স্তুতস্তৈং সুরনাথ ভক্ত্যা।
প্রপাহিশম্ভো ন ইতি প্রসহ্য ॥ ১৪ ॥
এবং স্তুত স্তদাদেবৈঃ সৌম্যাং মূর্ত্তি মথাকরোৎ।
প্রকাশত্বং জগামাশু দেবতানাং মহাপ্রভুঃ ॥ ১৫ ॥
এতৎ সর্ব্বসুরাণাস্তু দহনং শামিতং পুরা।
সপ্তম্যাং খলু সূর্য্যেন মূর্ত্তিঞ্চ কৃতবান্ রবিঃ ॥ ১৬ ॥
এতাং যঃ পুরুষোভক্ত্যা তপায়াং সূর্য্যমর্চ্চয়েৎ।
শাকাহারেণ তস্যাসৌ ফলমিষ্টং প্রযচ্ছতি ॥ ১৭ ॥
এতত্তে কথিতং রাজন্ সূর্য্যাখ্যানং পুরাতনম্।
আদি মন্বন্তরে বৃত্তং মাতরঃ শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥

২৬ অঃ বারাহে।

ইতি বরাহ পুরাণে আদিত্যোৎপত্তির্নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

মহীপতি প্রজাপাল কহিলেন, দ্বিজবর! জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মূর্ত্তি গ্রহণ কিরূপে হইল? এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। তপোধন মহাতপক কহিলেন, রাজন্! যিনি সেই সনাতন অদ্বিতীয় জ্ঞানময় আত্মা, তিনি দ্বিতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে বাসনা করিবামাত্র তাঁহার শরীর হইতে এক জ্যোতি সমুদ্গত হইল। ঐ জ্যোতিই প্রদীপ্ত সূর্য্য। সূর্য্যকিরণে জগত্রয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যে ভগবান্ নারা-

রণের শরীর হইতে সমুদয় দেবগণ, সমস্ত সিদ্ধগণ এবং সমুদয় মহর্ষিগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিভুর শরীর হইতে সূর্য্যও সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ প্রদীপ্ত তেজ তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহার শরীরেই বিলীন হয়, কিন্তু পরিশেষে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়া যাহা পৃথকরূপে প্রকাশিত হইল, বেদবাদিগণ তাঁহাকেই রবি কহেন। ঐ রবি স্বীয় তেজ প্রভাবে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন ; তাহাতেই তাঁহার নাম ভাস্কর এবং প্রকৃষ্ট প্রভা বিতরণ করাতে তাঁহার নাম প্রভাকর হইয়াছে। দিবা শব্দের অর্থ দিবস, সেই দিবা তাঁহার দ্বারা কৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দিবাকর কহে। ঐ সূর্য্য জগতের আদি বলিয়া আদিত্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐ সূর্য্যের তেজ হইতে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান, তিনিই এই জগতে বিচরণ করিতেছেন। জগতে ঐরূপ তেজোবিস্তার দর্শনে তাঁহার শরীর হইতে নিক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে দেবগণ স্তব করিতে লাগিলেন।

ভগবন্! তুমি জগতের আদিপুরুষ, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন তুমিই ইহার সংহার করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বদা সমুদয় বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছ, অতএব হে বিশ্বপালক! আমরা নিয়ত তোমার চরণে প্রণত, আমাদিগকে রক্ষা কর। ঐ তেজ তোমারই শরীর হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কালরূপ অক্ষ ও মন্বন্তররূপ বেগবিশিষ্ট সপ্তাশ্বযুক্ত রথে যে সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, উনি সূর্য্য নহেন, উনিই তুমি। বিভো, তুমিই প্রভাকর, তুমিই রবি, তুমিই আদিদেব, তুমিই সমস্ত চরাচরের আত্মা, তুমিই পিতামহ, তুমিই বরুণ, তুমিই যম, তুমিই ভূত এবং তুমিই ভবিষ্যৎ।

হে অরাতিনিপাতন! হে দেবমূর্ত্তে! আমরা তোমার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি বেদান্ত বেদ্যপুরুষ, যজ্ঞকার্য্যে তোমায় বিষ্ণু বলিয়া আহুতি প্রদান করে রাজন্! দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে, ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণ তৎক্ষণাৎ সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

প্রথমতঃ তেজপ্রভায় কিছুই লক্ষিত হইতে ছিল না, এক্ষণে তিনি সুখলক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। মহীপতে! এই সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ দেবগণের দাহনিবৃত্তি ও সূর্য্যের মূর্ত্তিধারণ, সপ্তমী তিথিতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে শাক মাত্র আহার করিয়া সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যের আরাধনা করেন, তিনি অনায়াসে সূর্য্যের নিকট অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন এই আমি আদি মন্বন্তরের সূর্য্যোৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

আদিত্য জন্ম।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ব্রহ্মা স্বরূপং জগতামশেষাণাং বরপ্রদম্।
আদি মধ্যান্ত ভূতঞ্চ সর্গস্থিত্যন্তকর্ম্মসু॥
যতোঽখিলমিদং যস্মিন্নশেষঞ্চ স্থিতং দ্বিজ।
যৎ স্বরূপং জগচ্চেদং সদেবাসুর মানুষম্॥
যঃ সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা সনাতনঃ।
আদিত্যা মভবন্তাস্মান্ পূর্ব্বমারাধিতস্তয়া॥

*   *   *   *

বিস্পষ্টা পরমাবিদ্যা জ্যোতির্ভাশাশ্বতীস্ফুটা।
কৈবল্যং জ্ঞানমাবির্ভূঃ প্রাকাম্যং সং বিদে বচ
বোধশ্চাব গতিশ্চৈব স্মৃতির্ব্বিজ্ঞান মেবচ।
ইত্যেতানীহ রূপানি তস্য রূপস্যভাস্বতঃ॥
শ্রূয়তাঞ্চ মহাভাগ বিস্তরাদগদতো মম।
যৎ পৃষ্ঠবানসি রবে রাবির্ভাবো যথাভবৎ॥
নিষ্প্রভেঽস্মিন্ নিরালোকে সর্ব্বত স্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ডমভূদেক মক্ষরং কারণং পরম্॥
তদ্বিভেদ তদন্তঃস্থো ভগবান্ প্রপিতামহঃ।
পদ্মযোনিঃ স্বয়ং ব্রহ্মা যঃ স্রষ্টা জগতাং প্রভুঃ॥
তস্মুখাদো মিতি মহানভূচ্ছব্দোমহামুনে।
ততো ভূস্তু ভুবস্তস্মাৎ ততশ্চ স্বরনন্তরম্॥
এতা ব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ স্বরূপং তদ্বিবস্বতঃ।
ওমিত্যস্মাৎ স্বরূপাত্তু সূক্ষ্মরূপং রবেঃ পরম্॥
ততোমহ রিতি স্থূলং জনং স্থূলতরং ততঃ।
ততস্তপ স্ততঃ সত্য'মিতি মূর্ত্তানি সপ্তধা॥
স্থিতানি তস্য রূপানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
স্বভাব ভাবয়োর্ভাবং যতো গচ্ছন্তি সংশয়ম্॥

আত্মস্তং যৎ পরং সূক্ষ্মমরূপং পরমং স্থিতম্।
ওমিত্যুক্তং ময়াবিপ্র তৎপরং ব্রহ্ম তদ্বপুঃ ॥

১০১ অঃ—মার্কণ্ডেয়।

ইতি মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে একাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তস্মাদণ্ডাদ্বিভিন্নাত্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্ত জন্মনঃ।
ঋচো বভূবুঃ প্রথমং প্রথমাদ্বদনান্মুনে ॥
জবাপুষ্পনিভাঃ সদ্যস্তেজো রূপাস্তু সংহতাঃ।
পৃথক্ পৃথগ্বিভিন্নাশ্চ রজো রূপবহাস্ততঃ ॥
যজুংসিদক্ষিণাদ্বক্ত্রাদনিরুদ্ধানিকাঞ্চনম্।
সাদৃশ্বর্ণং তথা বর্ণান্যসংহতি ধরাণি চ ॥
পশ্চিমং যদ্বিভোর্বক্ত্রং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
আবির্ভূতানি সামানি ততশ্ছন্দাং সিতান্যথ ॥
অথর্ব্বাণমশেষঞ্চ ভৃঙ্গাঞ্জ ন চয়প্রভম্।
যাবদেঘার স্বরূপং তদাভিচারিক শান্তিকম্ ॥
উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাৎ তস্যবেধসঃ।
সুখসত্ত্বতমঃ প্রায়ং সৌম্যা সৌম্য স্বরূপবৎ ॥
ঋচো রজো গুণাঃ সত্ত্বং যজুষাঞ্চ গুণোমুনে।
তমো গুণানি সামানি তমঃ সত্ত্ব মথর্ব্বিসু ॥
এতানি জ্বলমানানি তেজসা প্রতি মেনবৈ।
পৃথক্ পৃথগব স্থানং ভাঞ্জি পূর্ব্বমিবাভবন ॥
ততস্তদাদ্যং যৎতেজ ওমিত্যুক্ত্যাভিশব্দতে।
তস্য স্বভাবাদ্ যৎ তেজস্তৎ সমাবৃত্য সংস্থিতম্ ॥
যথা যজুর্ম্ময়ং তেজস্তদ্বৎ সাম্নাং মহামুনে।
একত্ব মুপ যাতানি পরে তেজসি সংশ্রয়ে ॥
শান্তিকং পৌষ্টিকঞ্চৈব তথাচৈ বাভিচারিকম্।
ঋগাদিমূলয়ং ব্রহ্মণ্ ত্রিতয়ং ত্রিযথাগমৎ ॥
ততো বিশ্বমিদং সদ্য স্তমোনাশাৎ সুনির্ম্মলম্।
বিভাবনীয়ং বিপ্রর্ষৈর্তির্য্যগূর্দ্ধ মধস্তথা ॥

তত স্বন্মণ্ডলীভূতং ছান্দসং তেজ উত্তমম
পরেণ তেজসা ব্রহ্মন্নেকত্বমুপযাতিতৎ॥
আদিত্য সংজ্ঞামগমদাদাবেব চতোঽভবৎ।
বিশ্ব স্যাস্য মহাভাগকারণঞ্চাবায়াত্মকম্॥
প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনেচৈব তথাচৈ বা পরাহ্ণিকে।
ত্রায়তপতিসাকালে ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা॥
ঋচস্তপন্তি পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যাহ্ণে চ যজুংষিবৈ।
সামানি চাপ রাহ্ণে বৈ ত পন্তি মুনিসত্তম॥
শান্তিকং ঋক্ষু পূর্ব্বাহ্ণে যজুঃস্বন্তর পৌষ্টিকম্।
বিন্যস্তং সাম্নি সায়াহ্ণে আভিচারিক মন্ততঃ॥
মধ্যন্দিনেঽ পরাহ্ণে চ সমেচৈ বা ভিচারিকম্।
অপরাহ্ণে পিতৃ্ণাস্তু সাম্না কার্য্যাণিতানিকৈ॥
বিসৃষ্টৌ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মাস্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তেচ তস্মাৎ তস্যা শুচি ধ্বনিঃ॥
তদেব ভগবান্ ভাস্বান্ বেদাত্মাবেদ সংস্থিতঃ।
বেদবিদ্যাত্মকশ্চৈব পরঃ পুরুষ উচ্যতে॥
স্বগস্থিতান্ত হেতুশ্চ রজঃ সত্ত্বাদিকান্ গুণান্।
আশ্রিত্য ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদি সংজ্ঞামভ্যেতি শাশ্বতঃ॥
দেবৈঃ সদেড্যঃ সত্নু বেদমূর্ত্তিঃ।
রমূর্ত্তিরাদ্যোঽখিল মর্ত্ত্যমূর্ত্তিঃ॥
বিশ্বাশ্রয়ং জ্যোতিরবেদ্যধর্ম্মা।
বেদান্ত গম্যঃ পরম পরেভ্যঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

এই মার্ত্তণ্ডদেব ব্রহ্মস্বরূপ, অশেষ জগতের বরপ্রদ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ম্মে যিনি আদি-মধ্য-অন্তস্বরূপ, যাঁহা হইতে এই অখিল জগৎ উদ্ভূত, যাঁহাতে অশেষ জগৎ অবস্থিত, এই দেবাসুরও মানুষ সমন্বিত জগৎ যাঁহার স্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূত স্বরূপ, যিনি সর্ব্বাত্মা এবং যিনি সনাতন পরমাত্মা, সেই ভাস্বান্ সূর্য্য পূর্ব্বে অদিতিকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বিবস্বান্ সকল জগতের রূপ, বিস্পষ্টা, পরমাবিদ্যা, জ্যোতির্ভা, শাশ্বতী ও প্রকাশিতা দীপ্তি, কৈবল্য, জ্ঞান, আবির্ভাব, প্রকাম্য, সংবিৎ, বোধ, অবগতি,

স্মৃতি ও বিজ্ঞান; এই সমস্তই সূর্য্যমূর্ত্তির স্বরূপ। হে মহাভাগ! যেরূপে রবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আমি বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি শ্রবণ কর।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন এই জগৎ নিষ্প্রভ, আলোকশূন্য, সর্ব্বতোভাবে তমসাচ্ছন্ন হইলে, পরম কারণ ক্ষয় রহিত এক বৃহৎ অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যস্থিত ভগবান প্রপিতামহ পদ্মযোনি, যিনি জগতের স্রষ্টা, সেই প্রভু ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অণ্ড ভেদ করিলেন। হে মহামুনে! ব্রহ্মার মুখ হইতে তৎকালে "ওঁ" এই মহাশব্দ হইয়াছিল। ঐ ওঙ্কার হইতে প্রথমে ভূঃ, তৎপরে ভুবঃ অনন্তর স্বঃ উৎপন্ন হইল। এই তিন প্রকার ব্যাহৃতিই সূর্য্যের স্বরূপ, এই "ওঁ" স্বরূপ হইতেই রবির পরম সূক্ষ্মরূপ হইয়াছে। তৎপরে তাহা হইতে স্থূলরূপ 'মহ', তৎপরে স্থূলতররূপ 'জন', তৎপরে তদপেক্ষা স্থূলরূপ 'তপ' এবং তৎপরে তদপেক্ষাও স্থূলরূপ 'সত্য' উদ্ভূত হইল। সূর্য্যের এইরূপ সকল মূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল। ওঙ্কার হইতে বিবস্বানের স্থূল সূক্ষ্মভেদে এই অণ্ডরূপ জন্মিয়াছে। এই সকল রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে, সেহেতু ইহাদের স্বভাব ও ভাবের ভাব ও অভাব সংঘটিত হয়। হে বিপ্র! আমি যে তাঁহার ওম্ স্বরূপ পরম সূক্ষ্ম রূপের কথা কহিলাম, উহাই সকলের আদি ও অন্ত স্বরূপ, ঐ পরম রূপের কোন প্রকার আকার নাই। উহাই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। হে বিপ্র! সেই পরব্রহ্মই মার্ত্তণ্ডদেবের শরীর।

ইতি একাধিক শততম অধ্যায় ॥ ১০১ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মুনে! সেই অণ্ড বিভিন্ন হইলে, অব্যক্ত যোনি ব্রহ্মার প্রথম বদন হইতে ঋক সকল প্রথমে আবির্ভূত হইল। তাঁহারা জবাকুসুম সন্নিভ এবং তেজ ও রূপ এই উভয়ের এক শেষে অলঙ্কৃত। তাঁহারা সকলেই রজরূপধারী এবং কাহারও সহিত কেহ সম্বন্ধ নয়। অনন্তর ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ সকল অনাহত বেগে প্রাদুর্ভূত হইল। কাঞ্চনের যেরূপ বর্ণ, তাহাদের ও তদ্রূপ বর্ণ, তাহারাও পরস্পর অসংহত। অনন্তর ব্রহ্মার পশ্চিম বদন হইতে সাম সকল ও তত্তৎছন্দ সকল আবির্ভূত হইল। তদনন্তর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার উত্তর বদন হইতে ভৃঙ্গ ও অঞ্জনপুঞ্জ-সন্নিভ ঘোরস্বরূপ সমুদয় অথর্ব্বগণ প্রকটীভূত হইল। ঐ অথর্ব্বগণ শান্তিক ও আভিচারিক ভেদে দ্বিবিধ এবং সুখ, সত্ত্ব ও তমঃ প্রধান এবং সৌম্য ও অসৌম্য দ্বিবিধ স্বরূপ বিশিষ্ট।

হে মুনে! ঋক সকল রজোগুণ সম্পন্ন, যজুঃ সকল সত্ত্বগুণ সমন্বিত, সাম সকলই তমোগুণ বিশিষ্ট ও অথর্ব্বগণ তমঃ ও সত্ত্ব এই দ্বিবিধ গুণে মণ্ডিত। ইহারা অপ্রতিম তেজে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক পৃথক অবস্থিতি করিল।

অনন্তর সেই আদ্য তেজ, যাঁহার নাম ওম্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাঁহার স্বভাব হইতে যে তেজ সমুদ্ভূত হইল, তাহা উল্লিখিত আদ্য তেজকে সম্যক্‌রূপে আবরণ করিয়া অবস্থিতি করিল অর্থাৎ যজুর্ময় তেজ ও তদ্বৎসামময় তেজ পরস্পর মিলিত হইয়া, সেই পরম তেজে অধিষ্ঠিত হইল। হে ব্রাহ্মণ! এইরূপে শান্তিক, পৌষ্টিক ও অভিচারিক এই ত্রিতয় ঋক

প্রভৃতি ত্রিতয়ে লয় প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই তৎক্ষণাৎ সেই গভীর অন্ধকার বিনষ্ট হইলে সমুদয় সংসার সুনির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং তন্নিবন্ধন তাহা অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। অনন্তর সেই ছন্দোময় উৎকৃষ্ট তেজমণ্ডলীভূত হইয়া, উল্লিখিত পরম তেজের সহিত এক হইয়া গেল। এইরূপে আদিতে উদ্ভূত হইল বলিয়া, উহার নাম আদিত্য হইল।

হে মহাভাগ! ঐ অব্যয়াত্মক তেজই এই বিশ্বের কারণ। সেই ঋক্ যজুঃ সাম সংজ্ঞিত ত্রয়ই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন এই তিন কালে তাপ প্রদান করেন। তন্মধ্যে ঋক্ সকল পূর্ব্বাহ্নে, যজুঃ সকল মধ্যাহ্নে ও সাম সকল অপরাহ্নে তাপ্ত দিয়া থাকেন। পূর্ব্বাহ্নে ঋক্ সকলে শান্তিক, মধ্যাহ্নে যজুঃ সকলে পৌষ্টিক এবং সায়াহ্নে সাম সকলে অভিচারিক নিরূপ্ত হইয়াছে। মধ্যন্দিন ও অপরাহ্ন এই দ্বিবিধ সময়ে আভিচারিক এবং অপরাহ্নে সামদ্বারা পিতৃগণের কার্য্য করিবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে ঋঙ্ময়, বিষ্ণু স্থিতিকালে যজুর্ম্ময় ও রুদ্র অন্তকালে সামময় হইয়া থাকেন। এই কারণেই এইরূপে ভগবান্ ভাস্কর বেদাত্মা, বেদ সংস্থিত ও বেদ বিদ্যাময় পরমপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। এই কারণেই তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু এবং রজ ও সত্ত্বাদি গুণ আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি বেদমূর্ত্তি ও অখিল মর্ত্ত্যমূর্ত্তি, আবার তিনি অমূর্ত্তি তিনি আদ্য ও বিশ্বের আশ্রয়। তিনি জ্যোতিঃ স্বরূপ, তিনি বেদান্তগম্য ও পরাৎপর এবং দেবগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করেন।

ইতি মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

আদিত্য প্রকাশ।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ—উনবিংশ খণ্ড—তৃতীয় প্র পাঠকঃ)

আদিত্যোব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপ ব্যাখ্যান মসদেবেদমগ্র আসীৎ
তৎ সদাসীত্তৎ সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সম্বৎসরস্যমাত্রামশয়ত
তন্নিরভিদ্যতে তে আণ্ডকপালেরজতঞ্চ সুবর্ণাঞ্চাভবতাম্॥ ১ ॥

আদিত্যই ব্রহ্ম, কেননা ব্রহ্মের সত্তাতে যেমন জগতের সত্তা, তদ্রূপ আদিত্যের সত্তাতেই জগতের সত্তা। এই জগৎ পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল অর্থাৎ নামরূপাদি বিশিষ্ট ছিল না। এই নাম রূপের ব্যক্তিভাবও আদিত্যের অধীন। আদিত্যের অভাবে এই জগত অন্ধীভূত থাকে। তখন নাম রূপাদি কিছুই প্রকাশ পাইতে পাবে না। অতএব আদিত্যই জগতের সদসত্তা প্রতিপত্তির কারণ অর্থাৎ আদিত্যের প্রকাশেই জগতের নামরূপাদি পরিজ্ঞান হইয়া জগৎকে সৎ বলিয়া বোধ হয় এবং সেই 'াদিত্যের অপ্রকাশ হইলেই নামরূপাদির বিজ্ঞান থাকে না; সুতরাং জগৎ অসদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আদিত্যই এই জগতে সত্ব ও অসত্ব প্রতিপাদন করেন, অতএব সেই আদিত্যকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে। উৎপত্তির পূর্ব্বে সকলই স্তিমিত ও স্পন্দবিহীন হইয়া অসতের ন্যায় থাকে, অনন্তর উহা অসৎ কার্য্যাভিমুখ হইয়া কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি জন্মিলেই সদ্রূপে পরিণত হয়, পরে তাহার স্পন্দন হইতে থাকে, তখন অঙ্কুরীভূত বীজের ন্যায় নামরূপাদি ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। অনন্তর ক্রমশঃ স্থূল হইয়া উঠে। তখন জল হইতে অণ্ড সমুৎপন্ন হয়, ঐ অণ্ড সংবৎসরকালে পরিণামাদি বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, সংবৎসরের পর পক্ষি ডিম্বের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যায়, অনন্তর সেই ভগ্ন ডিম্ব হইতে রজত ও স্বর্ণরূপ কপালদ্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১

তদ যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সাদ্যৌর্যজ্জরায়ুতে পর্ব্বতা
যদুল্বংসমেঘোনীহারো যাধমনয়স্তানদ্যোযদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত কপালদ্বয়ের মধ্যে যে রজতময় কপাল, তাহাই পৃথিবী এবং অণ্ডের যে অধোগত কপাল আর সুবর্ণরূপ যে কপাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা স্বর্গলোক এবং ঊর্দ্ধগত কপাল। আর অণ্ডের যে সকল স্থূল জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন তাহারাই পর্ব্বত হইয়াছিল। সেই অণ্ডের যে সূক্ষ্ম জরায়ু তাহা মেঘের সহিত নীহার হইয়াছিল। আর জাত গর্ভের যে ধমনি অর্থাৎ শিরা সকল, তাহারাই নদী এবং ঐ অণ্ডের যে বস্তিদেশগত জল, তাহাই সমুদ্র। ২

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্য স্তং জায়মানং ঘোষা
উলূলবো, সুদতিষ্ঠন্ত সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বেচকামাস্তস্যাস্তস্যোদয়ং
প্রতিপ্রত্যায়নং প্রতিঘোষা উলূলবোঽনুতিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে
চৈব কামাঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর সেই অণ্ডেতে যে গর্ভরূপে জন্ম হইয়াছিল, তাহাই এই আদিত্য, সেই আদিত্যকে জায়মান দর্শন করিয়া শব্দ সকল উলুধ্বনিরূপে বিস্তীর্ণ হইয়া উত্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের এই প্রথম পুত্র জন্মকালে স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয় এবং সেই ভূত সকলের কাম্য বিষয় স্ত্রী, বস্ত্র, অন্ন প্রভৃতি সকলই উৎপন্ন হইয়াছিল। যেহেতু আদিত্য জন্মই সকলের নিমিত্ত অর্থাৎ আদিত্যের জন্ম হইতেই কাম্য বিষয় সকলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই আদিত্যই সকলের আদি; অতএব সেই আদিত্যের উদয়েই সকলের উদয় এবং তাহার অস্তেই সকলের অস্ত হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের জন্মকে নিমিত্ত করিয়াই সকল ভূত অন্ন, বস্ত্র, স্ত্রী প্রভৃতি কাম্য বিষয় এবং উলুধ্বনি এই সমস্তই উত্থিত হইয়াছিল। ৩

স য এতমেবং বিংশ বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যু পাস্তে, ভ্যাসোহ যদেনং
সাধবো ঘোষা আচগচ্ছেয়ু রূপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্ ॥ ৪ ॥

যিনি উক্ত প্রকারে আদিত্যেতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিয়া যথোক্ত মাহাত্ম্যশালী আদিত্যের উপাসনা করেন, তিনি সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর এইরূপে পুনঃ পুনঃ এই ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিলে, তাহার শব্দ সকলও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই সাধকের কোনরূপ পাপ সংসর্গ থাকে না, সর্ব্বদা পুণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

নহবা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা
হৈবাস্মৈভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥

১১ খণ্ড—৩ প্রজা—ছান্দোগ্য।

যিনি সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আদিত্যদেব কখনও উদিত বা অস্তমিত হয়েন না, সর্ব্বদাই তাঁহার দিবা থাকে। যিনি এই বেদ গুহ্য ব্রহ্মোপনিষদ সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহার নিকট উদয়াস্তের সম্ভব নাই। সেই জ্ঞানী ব্যক্তিও উদয়াস্ত-বিহীন ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন।

তমঃ স্তোমাবৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরং।
রাশি গ্রহোড়ু সংখাতং সৃজন্ সূর্য্যোঽভবত্তদা ॥ হোরা বিজ্ঞান ॥

ইচ্ছাময় পরমেশ্বর, গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বলিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সংসারের সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেন। অখণ্ড আলোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল; বিহগ-

বৃন্দের প্রতি মধুর কল-কূজনে বনস্থলী উল্লাসিত করিতে লাগিল; জল-স্রোতঃ অব্যক্ত মধুর-নাদে ক্রমে বিবর্দ্ধিত হইয়া বসুন্ধতীকে মুখরিতা করিল; নানাবিধ শস্য সুসময়ে পুলিন প্রান্তর অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইল; বিবিধ ফল কুসুমে বনভূমি রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিল; উন্মত্ত শ্বাপদ সমূহের বিকট ক্রীড়াভিনয়ে বনস্থলী ভীতি বিস্তার করিতে লাগিল; জায়মান জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জপদার্থে জগৎ সংসার পরিপূরিত হইল।

পরমেষ্ঠীর পরম করুণায় প্রসুপ্ত জগৎ জাগরিত হইয়া তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। স্থাবর জঙ্গম নবজীবনে নব উৎসাহে কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রধাবিত হইল।

বুঝা গেল আদিতে আদিদেবই আদিত্যরূপে অদিতি গর্ভে আবির্ভূত হইলেন।

(৪) কিরূপে আসিল?

সবিতৃদেবের উৎপত্তি কিরূপে হইল? কাহা হতে হইল?

অন্তর্গর্ভ্ভ প্রজাপতির পশ্যৎ প্রকৃতিং পরাং।
সাসূয়ত হৈমমণ্ডং যদ্রূপং চাক্ষুষভবেৎ॥ শ্রুতি॥

পরমপুরুষ পরা প্রকৃতিকে ঈক্ষণ অর্থাৎ আলিঙ্গন করিলে, তিনি নিজ গর্ভে হিরণ্য গর্ভকে ধারণপূর্ব্বক এক হেমময় অণ্ড প্রসব করিলেন।

ভাগবতের সৃষ্টি প্রণালী যথাঃ

কাল বৃত্ত্যাতুমায়ায়াং গুণ মষ্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্য মাধত্তবীর্য্যবান॥ ২৬॥
ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্ব মব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্ম দেহংস্থ বিশ্বং ব্যঞ্জং স্তমোনুদঃ॥ ২৭॥

৫ অঃ—৩ স্কন্ধ ভাগবৎ॥

চিচ্ছক্তিযুক্ত পরমাত্মা কালশক্তি বশতঃ গুণ ক্ষোভযুক্ত মায়াতে আমার অংশ স্বরূপ যে পুরুষ, প্রকৃতির উপরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্বারা বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করে। ২৬

তদনন্তর কাল প্রেরিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহতের সৃষ্টি হইল, তাহাতে বিজ্ঞানাত্মা এবং তমোনাশক পরমেশ্বর, উচ্ছূন বীজ যেমন অঙ্কুরাদিরূপে বৃক্ষকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ স্বদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিলেন। ২৭

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌপরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং॥ ১৮॥

২৬ অঃ—৩ স্কন্ধ ভাগবৎ।

প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে পরম পুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে অর্থাৎ অভিব্যক্তি স্থানে আপনার চিৎস্বরূপ বীর্য্য আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন, ঐ মহত্তত্ত্ব হিরণ্ময় অর্থাৎ প্রকাশ বহুল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আদিত্যাবির্ভাব যথা ;—
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়াচ দ্বিধারূপো বভূবহ ।
স্ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ ॥
তাংদদর্শ মহাকামী কামাধারঃ সনাতনঃ ।
অতীব কমনীয়াশ্চ চারুচম্পক সন্নিভাম্ ॥
দৃষ্টি মাত্রং তয়াসার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে
রাসোল্লাসেষু রহসি রাসক্রীড়াঞ্চকারহ ॥
নানাপ্রকার শৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব ।
চকার সুখ সম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ ॥
ততঃ স চ পরিশ্রান্ত স্তস্যা যোনৌ জগৎপিতা ।
চকার বীর্য্যাধানশ্চ নিত্যানন্দঃ শুভক্ষণে ॥
গাত্রতোযোষিত স্তস্যাঃ সুরতান্তেচ সুব্রত ।
নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়াস্তেজসাহরেঃ ॥
মহারমণ ক্লিষ্টায়ানিশ্বাস সশ্চবভূবহ ।
তদাধার শ্রমজলং তৎসর্ব্বং বিশ্বগোলকং ॥
স চ নিশ্বাস বায়ুশ্চ সর্ব্বধারো বভূবহ ।
নিশ্বাস বায়ুঃ সর্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেষু চ ॥
অথসা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্গর্ভং দধারহ ।
শত মন্বন্তরঃ যাবজ্জ্বলন্তি ব্রহ্ম তেজসা ॥

* * * * * *

শত মন্বন্তরাতীত কালেঽতীতেঽপি সুন্দরী ।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরং ॥

ইচ্ছাময় পরমেশ্বর সৃষ্টি সময়ে "আমি বহু হইব" ইচ্ছা করিয়া বামাংশ হইতে প্রকৃতি এবং দক্ষিণাংশ হইতে পুরুষ আবির্ভূত করিলেন। মহাকামী কামাধার সনাতন পুরুষ ; সেই স্ত্রীরূপা অতি কমনীয়া প্রকৃতিকে দর্শন করিলেন। রসিক শ্রেষ্ঠ রাসেশ দৃষ্টিমাত্রই তাঁহার সহিত রাসমণ্ডলে নির্জ্জনে রাসোল্লাসোন্মত্ত হইয়া রাসক্রীড়া করিলেন। সেই নিত্যানন্দস্বরূপ

জগৎ পিতা ভগবান্ ব্রহ্মার আয়ু পরিমিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত নানাপ্রকার রতি সুখ উপভোগ করিলেন, তদনন্তর, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শুভক্ষণে তদ্গর্ভে শুক্র নিক্ষেপ করিলেন। সুরতাবসানে হরি তেজঃ পরিশ্রান্তা সেই স্ত্রীরূপা প্রকৃতির গাত্র হইতে শ্রমজল নিঃসরণ হইতে লাগিল। মহাসুরত ক্রীড়াজনিত ক্লেশ পরিভূতা সেই স্ত্রীর নিশ্বাস বায়ু সবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল; তাঁহার শরীর হইতে যে সমস্ত শ্রমজল অনবরত গোলাকারে পতিত হইল, তাহা হইতেই গোলাকার বিশ্ব সকল সৃষ্টি হইল, এবং সেই সমস্ত নিশ্বাস বায়ুই সকলের আধারস্বরূপ হইয়া, এই জগতে সমস্ত জীবগণের নিশ্বাস বায়ুরূপে পরিণত হইল। অনন্ত সেই কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণনিহিত ব্রহ্মতেজে নিয়ত সন্তপ্ত হইয়া একশত মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। শত মন্বন্তরের অধিক কাল অতীত হইলে বিশ্বাধারের প্রধান আলয় স্বরূপ স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল একটী ডিম্ব প্রসব করিলেন। ইহাই বৃহৎ অণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড বা সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ যোগে প্রকৃতির প্রথমবিকার মহত্তত্ত্ব,[পুরাণে হিরন্ময় কোষ, হিরণ্য গর্ভ, বিরাট, আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য ইত্যাদি।

গীতায় সবিতৃ প্রকাশ যথা ;—

মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারতঃ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়সম্ভবন্তিযাঃ।
তাসাং ব্রহ্মমহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবর জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্ত দ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ গীতা॥
লিঙ্গ যোন্যাত্মিকা জাতাইমা মাহেশ্বরী প্রজা॥ ব্রহ্মসং॥

যোনি মম মহদ্ব্রহ্ম করিতাতে গর্ভাধান।
তাতে জম্মে হে ভারত! লভে সর্ব্বভূত গ্রাম॥
সকল যোনিতে হয় যেই মূর্ত্তি সম্ভবিতা।
মহদ্ব্রহ্ম যোনিতার আমি বীজ প্রদপিতা॥
যাহা কিছু লভে জন্ম স্থাবর জঙ্গম সব।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে জানি বে ভরতর্ষভ॥

এবম্প্রকারে আব্রহ্ম কীটাদি বিবিধ যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাদি মূর্ত্তি সমূহ উদ্ভূত হয়, অব্যক্তা পরমা প্রকৃতি তাহাদের গর্ভধারিণী মাতা এবং অব্যক্ত পরম পুরুষই বীজাধানকারী পিতা, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব এই দুই শক্তিই স্বতন্ত্রভাবে নিত্য বিদ্যমান আছে; এই দুই শক্তির সংযোগই সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিক্রম বা সবিতার আবি-

র্ভাব যৌন সংসর্গ প্রণালীরই অনুরূপ। পিতা যেমন সন্তান লাভ কামনায় পত্নীর যোনিদ্বার পথে গর্ভেরেত সেক করিয়া থাকেন, পরমপুরুষও মহদ্রূপ যোনিপথে গর্ভাধান বা রেতঃ সেক দ্বারা এই সৃষ্ট পদার্থ সমূহের উদ্ভব করিয়া থাকেন। পিতার শরীরে পুত্রের সূক্ষ্ম অংশ সমূহ যেরূপ সংযুক্ত থাকে এবং পিতা যেমন রেতঃরূপে স্বয়ংই রূপান্তর ধারণ করিয়া পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন এবং যথাকালে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে এই সৃষ্ট পদার্থপুঞ্জে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি যখন "অহং বহুস্যাম" আমি বহু হইব এইরূপ বাসনাপরতন্ত্র হন, তখনই প্রকৃতিতে গর্ভাধান বা বীর্য্য সেক করেন। সেই গর্ভধান ব্যাপারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম প্রভু হিরণ্য গর্ভের বা আদিত্যদেবের আবির্ভাব বা জ্যোতির্ময়পিতজ্জ্যোতির ব্যক্তাবস্থা। তদনন্তর এই সৃষ্টি প্রবাহ। ইহাই প্রকৃতি-পুরুষের যৌন সংসর্গ ও তাহারই পরিণামস্বরূপ সৃষ্টি-প্রবাহ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে তেজোময় পরব্রহ্ম হইতে তেজোময় সৌরজগতের আবির্ভাব হইয়াছে। বিশ্ব তেজোময়, বিশ্বে এমন কোন একটী পদার্থ নাই, যাহাতে তেজ নাই। জগৎ যখন ঘোর ঝটিকাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে, অমাবস্যার নিশাকে জলদে আবৃত করিয়া অন্ধকারকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়াছে, শিলা বৃষ্টিতে প্রাণী সকলকে কম্পিত করিতেছে, তখন মনে হইতে পারে, এ শিলাতে তেজ নাই, এ অন্ধকারে জ্যোতিঃ নাই; কিন্তু তাহা ভ্রম। কারণ জ্যোতিঃ ছাড়া অন্ধকারের উপলব্ধি নাই, তেজ ছাড়া পদার্থের অস্তিত্ব নাই। অন্ধকারে জ্যোতিঃ অপ্রকাশ, শিলায়তেজ অব্যক্ত। আবার ইহাও স্বতঃসিদ্ধ, দুই বস্তু ঘর্ষণ ছাড়া তেজের অভিব্যক্তি নাই।

(১) এই সৌরতেজ আসিল কোথা হইতে? সেই পরং তেজ হইতে।

(২) আসিল কিরূপে? যৌন সংসর্গ প্রণালীর অনুরূপে।

(৩) যৌন সংসর্গ প্রণালীক্রমে মনুষ্যমণ্ডলীর যেরূপ আবির্ভাব, সৌরমণ্ডলেরও সেইরূপ আবির্ভাব।

(৪) যৌবিক নিয়মে শুক্র যে পদার্থ, ঐশ্বরীক নিয়মে সূর্য্য সেই পদার্থ।

(৫) মনুষ্যবীর্য্য "শুক্র" ব্রহ্মবীর্য্য "সূর্য্য"।

(৬) যৌবিক তেজের নাম শুক্র, ব্রহ্ম তেজের নাম সূর্য্য।

(৭) যে নিয়মে শুক্রের উৎপত্তি, সেই নিয়মে সূর্য্যের উৎপত্তি।

(৮) প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হেতু যে ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি হয়, তৎঘর্ষণোৎপন্ন মথিত তেজের নাম শুক্র, আর ঐ নিয়মে মহান প্রকৃতি-পুরুষ হইতে যে তেজের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম সূর্য্য।

(৯) শুক্র ক্ষুদ্র প্রকৃতি-পুরুষ হইতে আর সূর্য্য মহান্ প্রকৃতি-পুরুষ হইতে আবির্ভূত, এই মাত্র বিশেষ।

(১০) যে নিয়মে শুক্র প্রকৃতি-পুরুষে গুপ্তভাবে লীন , সূর্য্যও সেই নিয়মে মহতে লীন ছিল।

(১১) যে নিয়মে অব্যক্ত শুক্র ব্যক্তে প্রকাশ হয়, সে নিয়মে অব্যক্ত সূর্য্য ব্যক্তে প্রকাশিত হইল। যাহা ছিল তাহাই আসিল, নূতন কিছু উৎপন্ন হয় নাই।

(১২) তুমি যেমন তোমার পুত্রের বীজরূপে দণ্ডায়মান ছিলে, মহান্‌ও তেমনি বিশ্ববীজরূপে দণ্ডায়মান ছিল।

(১৩) তোমার আনন্দ উচ্ছ্বাসে যেমন অব্যক্ত পুত্রের আবির্ভাব, তদ্রূপ আনন্দ-ময়ের আনন্দ উচ্ছ্বাসে সূর্য্যের আবির্ভাব। প্রকৃতিদর্শনে তোমার যেমন আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, মহান্ প্রকৃতিদর্শনে মহান্ পুরুষের তদ্রূপ আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়। একই নিয়ম। নূতন সৃষ্টি কাহারও নাই। বীজও নিত্য, প্রবাহও নিত্য; একবার অব্যক্তে গমন, আবার ব্যক্তে আগমন; একবার আবির্ভাব, একবার তিরোভাব; আমরাও মহা অণ্ডে মহা কুষ্মাণ্ড সাজিয়া রঙ্গ বিরঙ্গের রঙ্গ করিয়া একবার যাইতেছি, আবার আসিতেছি।

(১৪) শুক্র ক্ষুদ্র অণ্ডাকৃতি, সূর্য্য বৃহৎ অণ্ডাকৃতি; এই জন্য ইহার নাম বৃহৎ অণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড।

(১৫) তেজোরূপী শুক্রের মধ্যে জীবের আবির্ভাব, তেজোরূপী সূর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আবির্ভাব।

(১৬) এক তোমা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহু জীব আবির্ভূত হইলেও, তুমি যে কে সেই থাক, তদ্রূপ মহান্ হইতে অনন্ত বিশ্ব আবির্ভূত হইলেও তিনি যে কে সেই থাকেন।

(১৭) শুক্রে যেমন একাধিক প্রাণী বাস করে, যেমন যমজাদি, সূর্য্যেও তেমনি একাধিক জগৎ বাস করে।

(১৮) ক্রীড়ার স্ফূর্ত্তি হেতু চিৎশক্তি হইতে চৈতন্যাংশ ছিটকাইয়া আসিয়া শুক্রে অবস্থিতি করে, কালে তাহারা রাম শ্যাম নামে কথিত হয়; তদ্রূপ মহান্ ক্রীড়ার স্ফূর্ত্তি হেতু চিৎশক্তি হইতে অসংখ্য চিদাণু ছিটকাইয়া আসিয়া সূর্য্যে অবস্থিতি করে, কালে তাহারাই ব্রহ্মাদিকীটা বিবুধা আখ্যায় আখ্যায়িত হয়।

(১৯) শুক্রের মধ্যে যেমন জীবের বর্দ্ধিত হইবার উপাদান নিহিত থাকে, তদ্রূপ সূর্য্যের মধ্যেও বহু জীবের বর্দ্ধিত হইবার বহু উপাদান নিহিত থাকে বা বিবুধার ভোগের জন্য মহান্ হইতে উপাদান আসিয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করে; কালে তাহাই ক্ষিত্যপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, বৃক্ষলতাদি আখ্যায় আখ্যায়িত।

(২০) পাখীর ছানা যেমন অণ্ডগর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া, কালপ্রাপ্তে অণ্ড ভাঙ্গিয়া নির্গত হয়; তদ্রূপ জগৎ সূর্য্যগর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া, কালপ্রাপ্ত হইলেই সূর্য্য হইতে বহির্গত হয়।

এখন মনে কর;—

মহান্ পুরুষ ও মহান্ প্রকৃতির সংযোগ হইয়াছে, সংযোগ হেতু মহান্ ক্রিয়াও উপস্থিত হইয়াছে; সেই ক্রীড়ার ফলেই প্রকৃতিগর্ভে সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় অণ্ড জন্মিয়াছে। সেই অণ্ডে চিৎপুরুষ হইতে অসংখ্য চিদাত্ম আসিয়াছে। এবং সেই চিদাত্মর ভোগের জন্য প্রকৃতি হইতে অচিদাত্মও আসিয়াছে। সেই চিদচিদাত্মর তালপাকান ভাবকেই বিরাট্ গর্ভ বা হিরণ্ময় কোষ বলে, যাঁহাকে আমরা সূর্য্য বা সবিতা নাম দেই।

জীব সৃষ্টি কার্য্যে ব্যক্ত হইলে, তাহার নিমিত্ত শব্দ স্পর্শাদি, ভূমি জলাদি, অন্নপানাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ আবশ্যক হইবে; সুকৃতি দুষ্কৃতি ভোগার্থ নানাবিধ কর্ম্মফলের দেশস্বরূপ অগণ্য অগণ্য লোকমণ্ডলীর প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত তত্ত্ব ও তাহার উপাদান প্রকৃতি হইতে আসিয়া হিরণ্ময় কোষে অবস্থিতি করিতেছিল, কালবশে এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্য নিষ্কাষিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সূর্য্যমণ্ডল শূন্যমার্গে মহাবেগে আবর্ত্তিত হইতেছিল, আবর্ত্তন হেতু সূর্য্যাংশ সমূহই পরিভ্রষ্ট হইয়া গ্রহ নক্ষত্রাদি, ভূমি জলাদিরূপে এই দৃশ্যমান বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে। আর পৌরাণিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা অণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একাংশে অন্তরীক্ষ্য বা জ্যোতির্ম্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি এবং অপরাংশে সশৈল সাগর সমন্বিত ভূতধাত্রী ধরিত্রী নির্ম্মাণ করিলেন। ফলিতার্থ একই।

সৃষ্টির আদিতে বা মহাপ্রলয়ে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এই সৌরজগত প্রকৃতি লীন ছিল বা সমস্তই অতি সূক্ষ্মরূপে চিদানন্দের মধ্যে সংহৃত ও সম্পুটিত ছিল। তখন বিকাশ ছিল না, বিস্তার ছিল না, জ্যোতিঃ ছিল না, গতি ছিল না, সকলই স্তম্ভিত, কেন্দ্রীকৃত, অতি সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন ছিল, আর সেই সকলের উপর একটা অজ্ঞেয়তার অন্ধকার অনাদি শৈত্যের স্থবিরতা বিরাজ করিতেছিল।

বাঙ্মনের অগোচর সে অবস্থা বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নয়। সে অবস্থা প্রায় মহা সুষুপ্তির সদৃশ। আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র যেমন নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতম বিদূরিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য প্রলয় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকৃতি গর্ভে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুরস্বরূপ) তমোভঙ্গকারক স্বয়ং প্রভু হিরণ্য গর্ভের আবির্ভাব হইল। আগমনশীল বালারুণ কিরণে মহানিশার অবসান জানাইল, প্রলয় নিদ্রাকালীন জীবগণকে প্রবোধিত করিল। যেমন জগৎ সুষুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বিকাশ আসিল; প্রকৃতির ঘোর তামসী মূর্ত্তির উপরি তদ্গর্ভোদ্ভেদী উদয়োন্মুখ সহস্রাংশু সমপ্রভ মহত্তত্ত্বরূপী প্রভু হিরণ্য গর্ভের আরক্তিম জ্যোতিঃ পতিত হইল। পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইল; মহা উষার আগমন জানাইল।

হিরণ্যশায়ী ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া মহানন্দে গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতাকে ধ্যান করিয়া ঋক্ বাণীতে আগমনশীল মহা উষাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। হে মহা উষে! তুমি এস! তুমি তমো নিবারণ করিয়া আমাদের নেত্রীস্বরূপ হইয়া উদিত হও।

উষাদেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি।

ওঁ প্রত্যু অদর্শায়ত্যুচ্ছংতী দুহিতাদিবঃ।

অপোমহি ব্যয়তিচক্ষসে তমোজ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ॥ ১ ॥ *

১। তমোনিবারিণী, দ্যুলোক দুহিতা উষা আগমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। তিনি দর্শনার্থে মহৎতমঃ অপাবৃত করিতেছেন, মনুষ্যের নেত্রী হইয়া জ্যোতিঃ (বিকাশ) করিতেছেন।

পদ্মপাণি পদ্মহস্তে পদ্মনাভের পদ্মজ্যোতিকে আহ্বান করিতেছেন—হে উষে! এস এস! তোমার প্রকাশ হইলে, আমরা অন্নের সহিত মিলিত হইতে পারি।

উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্য্যঃ সচাঁ উদান্নক্ষত্র মর্চিবৎ।

তবে দুষো ব্যুষি সূর্য্যস্য চ সংভক্তেন গমেমহি ॥ ২ ॥

২। সূর্য্য রশ্মিসমূহকে যুগপৎ উৎগত করিতেছেন, প্রাদুর্ভূত হইয়া নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করিতেছেন। হে উষে! তোমার ও সূর্য্যের প্রকাশ হইলে, আমরা যেন অন্নের সহিত মিলিত হই।

মঞ্জুপ্রাণ মঞ্জুনাশীকে সাদর আহ্বান করিতেছেন। হে সুখবহী, দ্যুলোক দুহিতে উষে! এস এস!

প্রতিত্বাদুহিতর্দিব উষোজীরা অভুৎস্মহি।

যাবহসি পুরুস্পার্হং বনম্বতি রত্নং নদাশুষে ময়ঃ ॥ ৩ ॥

৩। হে দ্যুলোক দুহিতা উষা! আমরা ক্ষিপ্রকারী হইয়া তোমাদিগকে প্রতিবুদ্ধ করিব। হে ধনবতি! তুমি স্পৃহনীয় বহুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন কর।

পরমেষ্ঠী পরমধনদাতা পরমাদেবীকে আহ্বান করিতেছেন। হে ধনদাত্রী উষে! এস এস! আমাদের মাতার ন্যায় মঙ্গলার্থী হইয়া আগমন কর।

উচ্ছংতী যাকৃর্ণোষি মংহনা মহিপ্রখ্যৈ দেবিস্বর্দৃশে।

তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মাতুর্ন সূনবঃ। ৪ ॥

৪। হে মহতী দেবী! তুমি তমো নিবারিণী ও মহমাযুক্তা। তুমি প্রবোধনার্থ ও দর্শনার্থ সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক্, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। পুত্রগণ যেরূপ মাতার প্রিয় হয়, সেইরূপ আমরা তোমার হইব।

অজযোনি অন্নদাকে ডাকিতেছেন, এস এস! হে ভোগদাত্রী উষে!

তচ্চিত্রং রাধ আভরোষো যদ্দীর্ঘশ্রুত্তমং।

যত্তে দিবোদুহিতর্মর্ত ভোজনং তদ্রাস্বভুন জামহৈ ॥ ৫ ॥

৫। হে উষা! যে ধন অতি দূরবর্ত্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, তুমি সেই বিচিত্র ধন আহরণ

* ঋগ্বেদ—৭মণ্ডল—৮১ সূক্ত। বশিষ্ঠঃ। উষা। ১,৩,৫ বৃহতী। ২,৪,৬ সতোবহতী ২৮

কর। হে দ্যুলোক দুহিতা! তোমার যে মনুষ্যদিগের ভোগযোগ্য অন্ন আছে, তাহা প্রদান কর, আমরাও ভোগ করিব।

হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যশায়ীকে আহ্বান করিতেছেন, হে হিরণ্যশায়ী উষে! এস এস! তুমি আমাদিগকে বাসস্থান দেখাইয়া দেও এবং অন্ন প্রদান কর।

শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনং বাজঁা অস্মভ্যং গোমতঃ।
চোদয়িত্রীম ঘোনঃ সূনৃতাবত্ন্যষা উচ্ছদপস্রিধঃ॥ ৬॥

৬। হে উষা! স্তোতাগণকে মরণ রহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান কর আমাদিগকে বহু গো বিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরয়ত্রী সুনৃত বাক্যবিশিষ্টা উষা শত্রুদিগকে দূরীকরণ করুন।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যকে স্বাগত আহ্বান।

পূর্ব্বাকাশে উষাদেবী ধীরে ধীরে লুকাইল। সবিতাদেবের আগমন জানাইল। পদ্মাসনে পদ্মযোনি সবিতা ধ্যান করিতেছেন।

সবিতা অনেক দূর হইতে আসিতেছেন; তিনি আমাদিগকে যথার্থ খবর দিবেন, তিনি আমাদিগকে যথার্থ পথ দেখাইবেন। অতএব এস দেব এই সোমরস পান করিয়া ক্লান্তি দূর কর।

সূর্য্যদেবতা। বিভ্রট ঋষি।

বিভ্রাড়্ বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতং।
বাতজূতো যে অভিরক্ষতিত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বিবাজতি॥ ১॥ *

অতি দীপ্তিশালী সূর্য্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রজাদিগকে স্বয়ংই রক্ষা করেন। প্রজাবর্গের পুষ্টিবিধান করেন এবং অশেষ প্রকার শোভা পান।

বিভ্রাড়্বৃহৎ সুভৃতং বাজ সাতমং ধর্মন্দিবোধরুণে সত্যমর্পিতং।
অমিত্রহা বৃত্রহাদস্যুহংতমংজ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহাসপত্ন হা॥ ২॥

২। সূর্য্যস্বরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হইতেছে; ইহা প্রকাণ্ড, অতি দীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, ইহার মত অন্নদান কেহ করে না, ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শত্রু নিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরদিগের বধকারী, বিপক্ষদিগের সংহারকারী।

* ঋগ্বেদ—১০ মণ্ডল—১৭০ সূক্ত। বিভ্রাট্ সৌযঃ॥ সূর্য্য॥ ১,৩ জগতী। ৪ আস্তারপংক্তিঃ॥

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধ ন জিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড্ ভ্রাজোমহি সূর্য্যোদৃশ উরুপ প্রথেসহ ওজো অচ্যুতং॥ ৩॥

৩। এই সূর্য্য সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি সকলি জয় করেন, ধন জয় করেন; ইহাকে প্রকাণ্ড কহে; ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন; অত্যন্ত দীপ্তি-শালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হইয়াছেন; ইনি বলস্বরূপ ও অবিচলিত তেজঃস্বরূপ।

বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষাস্বরগচ্ছো রোদনং দিবঃ।
যেনে মা বিশ্ব ভুবনান্য ভৃতা বিশ্বকর্ম্মণা বিশ্বদেব্যাবতা॥ ৪॥

৪। হে সূর্য্য! তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়াছে; তোমার প্রতাপ সকল কর্ম্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগযজ্ঞাদির অনুকূল, তাহার দ্বারা সকল ভুবন পুষ্টি লাভ করে।

পদ্মাসনে পদ্মযোনি পদ্মপাণি সবিতাদেবকে স্তব করিতেছেন;—

আদিত্য স্তব। ঋগ্বেদ—৮২ সূক্ত—৫ মণ্ডল।

সবিতাদেবতা শ্যাবাশ্ব আত্রেয় ঋষি—১ অনুষ্টুপ, ২-৯ গায়ত্রীচ্ছন্দ।

তৎ সবিতু র্ব্বৃনী মহে বয়ং দেবস্য ভোজনং।
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি॥ ১॥

১। আমরা দেব সবিতার নিকট প্রসিদ্ধ ভোগার্হধন প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যেন ভগের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভোগপ্রদ, শত্রুসংহারক (ধন) লাভ করি।

অস্যাহি স্বয়শস্তরং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ং। নমিনং তিস্ব রাজ্যং॥ ২॥

২। এই সবিতার সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বপ্রিয় ঐশ্বর্য্য কেহই নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

সহি রত্নানিদাশুষে সুবাতি সবিতা ভগঃ। তং ভাগং চিত্রমীমহে॥ ৩॥

৩। সেই সবিতা, ভগ, হব্যদাতাকে রমণীয় ধন প্রদান করেন। আমরা সেই ভজনীয় দেবের নিকট বরণীয় ধন প্রার্থনা করিতেছি।

অদ্যানোদেব সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগং। পরাদুঃষপ্ন্যং সুব॥ ৪॥

৪। হে দেবসবিতা! অদ্য আমাদিগকে সন্ততি ও ধন প্রদানকর এবং দুঃস্বপ্ন দূর কর।

বিশ্বানিদেব সবিতর্দ্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥ ৫॥

৫। হে দেবসবিতা! তুমি আমাদিগের সমস্ত দুর্ভাগ্য দূরকর এবং যাহা কল্যাণকর তাহা আমাদিগের অভিমুখে প্রেরণ কর।

অনাগসো অদিতয়ে দেবস্য সবিতুঃ সবে। বিশ্বাবামা নিধীমহি॥ ৬॥

৬। আমরা যেন দেব সবিতার আজ্ঞাক্রমে অদিতির নিকট নিরপরাধ হই, আমরা যেন সমস্ত বাঞ্ছিত (ধনের) অধিকারী হই।

আবিশ্বদেবং সৎপতিং সুক্তৈ রন্থা বৃণীমহে। সত্য সবং সবিতারং ॥ ৭ ॥

৭। অদ্য আমরা স্তোত্র দ্বারা বিশ্বদেবস্বরূপ সাধুগণের পালনকারী সত্যরক্ষকদেব সবিতার উপাসনা করিতেছি।

যইমেউভে অহনীপুরএত্য প্রযুচ্ছন্। স্বাধী দে'বঃ সবিতা ॥ ৮ ॥

৮। যে দেবসবিতা সম্যকরূপে ধ্যান যোগ্য ও যিনি নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে রাত্রি ও দিবসের পুরোগামী (অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছি)।

যইমা বিশ্বাজাতান্যা শ্রাবয়তি শ্লোকেন। প্রচু সুবাতি সবিতা ॥ ৯ ॥

৯। যে দেবসবিতা সমস্ত প্রাণিবর্গের নিকট নিজগৌরব ঘোষনা করিতেছেন ও তাহাদিগকে উজ্জীবিত করিতেছেন (অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছি)।

বিভীষিকাময়ী তামসী রজনীর অবসান দেখিয়া বেদগর্ভ বেদবাণীতে বেদমাতাকে আহ্বান করিতেছেন ;—

আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রীছন্দসাংমাতর্ব্র'হ্মযোনি নমোহস্তুতে ॥

হে বরপ্রদেত্র্যক্ষররূপিণী ব্রহ্মবাদিনী ছন্দোমাতঃ ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী দেবি! আগমন কর, তোমাকে নমস্কার।

পদ্মপাণি হিরণ্যপাণিকে আহ্বান করিতেছেন ;—

হিরণ্য পাণিমূতয়ে সবিতার মুপহ্বয়ে।
স চেত্তা দেবতা পদং ॥

ঋগ্বেদ—১ মণ্ডল-২২ সুক্ত-৫ শ্লোক।

হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমার রক্ষণার্থ আহ্বান করি, সেই দেব (যজমানের প্রাপ্য) পদ জানাইয়া দিবেন।

লোকনাথ লোকপ্রকাশক লোকলোচনকে আহ্বান করিতেছেন ;—

বিভক্তারংহবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ।
সবিতারং নৃচক্ষসং ॥

ঋগ্বেদ—১ মণ্ডল-২২-সুক্ত-৭ শ্লোক।

নিবাসহেতুভূত, বহুবিধ ধনের বিভক্তা ও মনুষ্যদিগের প্রকাশকারী সবিতাকে আমরা আহ্বান করি।

বেধা বেধাকে আহ্বান করিতেছেন ;—

উদুত্যং জাত বেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥

ঋগ্বেদ—১ম-৫০ সুক্ত-১ শ্লোক।

রশ্মিসমূহ জগৎ প্রকাশের জন্য তেজস্বরূপ ভাস্করদেবকে বহন করিতেছেন।

বেধা বেদোদয়কে আহ্বান করিতেছেন ;—

চিত্রং দেবানামুদ গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মাজগতস্তস্থুষশ্চ॥

ঋগ্বেদ—১ম-১১৫ সুক্ত-১ শ্লোক।

বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ মিত্র, বরুণ ও অগ্নি নেত্রস্বরূপ, সর্ব্বদেবাত্মক, স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল জগতের আত্মস্বরূপ ভাস্করদেব অতি বিচিত্ররূপে সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছেন।

কমলাসন কর্ম্মসাক্ষীকে আহ্বান করিতেছেন ;—

আকৃষ্ণেন রজসাবর্ত্ত মানোনিবেশয়ন্নমৃতং।
মর্ত্ত্যঞ্চহিরণ্ময়েন সবিতা রথেনাদেবোযাতি ভুবনানিপশ্যন্॥

ভাস্করদেব হিরণ্ময় রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য গগন যাবতীয় দর্শন করিতেছেন।

বেদগর্ভ বিবস্বান্‌কে প্রার্থনা করিতেছেন ;—

নমো বিবস্বতে ব্রহ্ম ন ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে।
শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পায় মাং নিত্যং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥

কর্ম্মফলপ্রদ, বিশ্বপ্রকাশক, বিষ্ণু তেজোময়, ব্রহ্ম তেজোময় দীপ্তিশালী জগৎপতে সহস্রাংশু সূর্য্যদেব আমাকে অনুকম্পা করিয়া এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

জগদ্যোনি জগদেক চক্ষুকে আহ্বান করিতেছেন ;—

নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎ প্রসূতি স্থিতিনাশ হেতবে।
ত্রয়ী ময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ শঙ্করাত্মনে নমঃ॥

জগতের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের কারণ, ত্রিবেদময়, ত্রিগুণধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করাত্মক সূর্য্যদেবকে নমস্কার।

পদ্মাসনে পদ্মযোনি পদ্মনাভের পদ্মজ্যোতিকে ধ্যান করিতেছেন :—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বন্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং॥

জবাকুসুমের ন্যায় লোহিত বর্ণ, মহাতেজা তমোরাশিনাশন, অখিল পাতকহা, কশ্যপনন্দন সূর্য্যদেবকে নমস্কার করি।

এই জগৎ যখন ঘোরতমসে আচ্ছন্ন ছিল, জগতে যখন কোন পদার্থই দৃষ্টিগম্য হয় নাই, যেন ঘোরা বিভীষিকায় আচ্ছন্ন, তখন সকলেরই এরূপ একটা ভাব মনে উদয় হয় যে, এ ঘোর বিভীষিকা তামসী রজনী কবে অবসান হইবে, সেই সময়ে যদি সহসা কোন তমো-নিবারিণী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে কি যে এক মহান্ আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সেই ঘোরাতামসী নিশির অবসানে তদ্গর্ভোদ্ভেদকারী মহাভাস্বানকে আগমন করিতে দেখিয়া অজযোনি বলিতেছেন, কে তুমি! ঘোর অন্ধকার অপসারণ করিয়া মহানন্দে মহাব্যোমে উদয় হইয়া পুলকালোকে বিশ্বকে পুলকিত করিতেছ?

কে তুমি! চেতনহীনকে চেতন দিলে, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দিলে, শক্তিহীনকে শক্তিদিলে? কে তুমি! নিদ্রিত জগৎকে জাগরিত করিলে? মৃতকে জীবিত করিলে, ভীতকে সাহসী করিলে? অহে! চিনিয়াছি তুমি কে! তুমিই সেই সাবিত্রিদেব সূর্য্য। এস দেব এস এস! আমরা তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্ম কৃত সামবেদোক্ত সূর্য্য স্তব।

ত্বং ব্রহ্মপরমং ধাম জ্যোতিরূপং সনাতনম্।
ত্বামহংস্তোতুমিচ্ছামিভক্তানুগ্রহকারকম্॥
ত্রৈলোক্যলোচনং লোকনাথং পাপ প্রমোচনম্।
তপসা ফলদাতারং দুঃখদং পাপিনাং সদা॥
কর্ম্মানুরূপ ফলদং কর্ম্মবীজং দয়ানিধিম্।
কর্ম্মরূপং ক্রিয়ারূপমরূপং কূর্ম্ম বীজকম্॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানামংশঞ্চ ত্রিগুণাত্মকম্।
ব্যাধিদং ব্যাধিহন্তারং শোক মোহ-ভয়াপহম্॥
সুখদং মোক্ষদং সারং ভক্তিদং সর্ব্বকামদম্।
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বরূপ সাক্ষিণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
প্রত্যক্ষং সর্ব্বলোকানাম প্রত্যক্ষ মনুষ্যকম্।
শশ্বদ্রসহরং পশ্চাদ্ রসদং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥
সিদ্ধিস্বরূপং সিদ্ধেশং সিদ্ধানাং পরমং গুরুম্।
স্তবরাজমিতি প্রোক্তং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ব্বব্যাধেঃ প্রমুচ্যতে।
আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগঃ শোকোভয়ং কালঃ॥
তস্য নশ্যতি বিশ্বেশশ্রী সূর্য্যকৃপয়াধ্রুবম্।
মহাকুষ্ঠীচগলিতোচক্ষুর্হানো মহা ব্রনী॥
যক্ষ্মাগ্রস্তো মহাশূলী নানা ব্যাধিযুতোঽপিবা।
মাসংকৃত্বা হবিষ্যান্নং শ্রুত্বা চ মুচ্যতে ধ্রুবম্॥

গণেশ খণ্ড—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি সে পরমধামে ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন এবং ভক্তানুগ্রহকারী, তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ত্রৈলোক্যের লোচন, লোকনাথ, পাপমোচনকারা; তপস্যার ফলদাতা এবং সর্ব্বদা পাপিদিগের দুঃখদাতা, তুমি লোককে কর্ম্মের অনুরূপ ফলদান

কর, তুমি কর্ম্মের বীজ এবং দয়ার আধার; আবার তুমিই কর্ম্ম ও ক্রিয়াস্বরূপ। তুমি লোককে ব্যাধিযুক্ত কর এবং ব্যাধি হইতে বিমুক্তও কর; তুমি শোক, মোহ এবং ভয়ের অপহারক। তুমি সুখ, মোক্ষ, ভক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দান কর; তুমি সারভূত। তুমি সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বস্বরূপ এবং সকল কর্ম্মের সাক্ষী, তুমি সকল লোকের প্রত্যক্ষ অথচ অতীন্দ্রিয় এবং অতর্কনীয়। তুমি নিত্য রসকারী, রসদায়ী, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা, সিদ্ধিস্বরূপ, নির্লেপ এবং সিদ্ধদিগের পরমগুরু।

এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর সামবেদোক্ত স্তবরাজ কথিত হইল;

এই স্তব পাঠের ফল যথা—যে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করে, সে সকল প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। বিশ্বেশ্বর শ্রীসূর্য্যের কৃপায় তাহার অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, ভয় এবং কলহ এই সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। মহাকুষ্ঠী, গলিতাঙ্গ, চক্ষুহীন, মহাব্রণী, যক্ষ্মা ক্রান্ত, মহাশূল রোগাক্রান্ত এবং নানাবিধ ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য, একমাস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া যদি এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং সর্ব্ব তীর্থের ফল লাভ করে; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পূর্ব্বে মালী ও সুমালী নামে দানবদ্বয় শ্বিত রোগগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ গলিত, শক্তিহীন এবং প্রভাশূন্য হইয়াছিল, তাহারা সূর্য্যের আরাধনা করিয়া ব্যাধিমুক্ত হয়। ইন্দ্রও সহস্রভগ হইয়া গলিত হইয়াছিল, তিনি ও সূর্য্যের আরাধনা করিয়া এই স্তব পাঠে ভগ স্থানে চ লাভ করেন।

মহানিশা অবসান দেখিয়া মহাজ্যোতির জ্যোতির্ধরকে জাধর স্তব করিতেছেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তং তুষ্টু বুর্দ্দে বা স্তথাদেবর্ষয়োরবিম্।
বাগ্‌ভিরীড্যমশেষস্য ত্রৈলোক্যস্য সমাগতাঃ॥

দেবা উচুঃ।

নমস্তে ঋক্ স্বরূপায় সামরূপায়তে নমঃ।
যজুঃ স্বরূপ রূপায়সাম্নাং ধাম বতে নমঃ॥
জ্ঞানৈক ধাম ভূতায়নির্ধূত তমসে নমঃ।
শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপায় বিশুদ্ধায়ামলাত্মনে॥
বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় পরস্মৈ পরমাত্মনে।
নমোঽখিল জগদ্ব্যাপি স্বরূপায়াত্মমূর্ত্তয়ে॥
সর্ব্ব কারণ ভূতায় নিষ্ঠায়ৈ জ্ঞানচেত সাম্।
নমঃ সূর্য্য স্বরূপায় প্রকাশাত্ম স্বরূপিণে॥

ভাস্করায় নমস্তুভ্যং তথাদিন কৃতে নমঃ।
শর্ব্বরী হেতবে চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্নাকৃতে নমঃ॥
ত্বং সর্ব্বমেতদ্ভগবান্ জগদুদ্ ভ্রমতাত্বয়া।
ভ্রমত্যা বিদ্ধমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্॥
ত্বদং শুভিরিদং স্পৃষ্ঠং সর্ব্বং সঞ্জায়তে শুচি।
ক্রিয়তেত্বৎ করৈঃ স্পর্শাজ্জলাদীনাং পবিত্রতা॥
হোমদানাদিকাধর্ম্মোনোপকারায় জায়তে।
তাবদ্যাবন্ন সংযোগি জগদেতৎ ত্বদং শুভিঃ॥
ঋচস্তে সকলাহ্যেতা যজূংষ্যেতানিচান্যতঃ।
সকলানি চ সামানি নিপতন্তিত্বদঙ্গতঃ॥
ঋঙ্ময় স্তং জগন্নাথ ত্বমেবচ যজুর্ম্ময়ঃ
যতঃ সামময়শ্চৈব ততোনাথ ত্রয়ীময়ঃ॥
ত্বমেব ব্রহ্মণো রূপং পরঞ্চাপরমেবচ।
মূর্ত্তামূর্ত্ত স্তথা সূক্ষ্ম স্থূলরূপ স্তথাস্থিতঃ॥
নিমেষ কাষ্ঠাদিময়ঃ কালরূপঃ ক্ষয়াত্মকঃ।
প্রসীদ স্বেচ্ছয়া রূপং স্বতেজ শমনং কুরু॥
এবং সংস্তূয়মানস্তুদেবৈর্দ্দেবর্ষিভিস্তথা।
মুমোচস্বং তদাতেজ স্তেজসাং রাশিরব্যয়ঃ॥
যৎ তস্য ঋঙ্ময়ং তেজোভবিতা তেন মেদিনী।
যজুর্ম্ময়েণাপিদিবং স্বর্গঃ সামময়ং রবেঃ॥
পাতিতা স্তেজ সোভাগাযেত্বষ্ট্রাদশথঞ্চ চ।
ত্বষ্ট্রৈব তেন সর্ব্বস্য কৃতং শূলং মহাত্মনা॥
চক্রং বিষ্ণোর্ব্বসুনাঞ্চ শঙ্করস্য সুদারুণা।
পাবকস্য তথা শক্তিঃ শিবিকা ধনদস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চ সুরারীণা মস্ত্রাণ্যুগ্রাণি যানিবৈ।
যক্ষা বিদ্যা ধরাণাঞ্চ তানি চক্রে স বিশ্বকৃৎ॥
ততশ্চ ষোড়শং ভাগং বিভর্ত্তি ভগবান্ বিভুঃ।
তৎ তেজঃ পঞ্চদশধাশাতিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৭৮॥

অঃ—মার্কণ্ডেয়ে॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবগণ ও দেবর্ষিগণ সমাগত হইয়া, সমুদয় ত্রৈলোক্যের পূজনীয় দিবাকরকে বক্ষ্যমান বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন;—দেবগণ কহিলেন, আপনি ঋক্‌স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সামস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের আশ্রয় বা তেজঃ প্রণোদিত করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্ঞানের একমাত্র আধার। আপনি বিশুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ। আপনি সর্ব্বদোষ বহিষ্কৃত ও অমলাত্মা এবং আপনাতে তমোগুণের লেশমাত্র নাই। আপনি সকলের বরিষ্ঠ, বরেণ্য ও পরস্বরূপ পরমাত্মা। আপনার স্বরূপ সমস্ত জগৎব্যাপী। আপনি আত্মমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের কারণ ও জ্ঞানচেতাদিগের চরম আশ্রয়স্বরূপ। আপনি সূর্য্যস্বরূপ ও প্রকাশাত্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভাস্কর, আপনাকে নমস্কার। আপনি দিনকর, আপনাকে নমস্কার। আপনি না থাকিলে রাত্রি হয় না, সন্ধ্যা হয় না ও জ্যোৎস্না হয় না, আপনাকে নমস্কার।

ভগবন্! আপনিই এই দৃশ্যমান বিশ্ব। আপনি ভ্রমণ ও উদ্‌ভ্রমণ প্রসঙ্গে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্ট করিয়া থাকেন। আপনার কিরণ সংস্পর্শে এই সমুদায় পবিত্রতা লাভ করে।

বলিতে কি আপনার করনিকর স্পর্শ করিলে, জলাদিরও পবিত্রতা সংঘটিত হয়। যাবৎ এই জগৎ তদীয় কিরণ সংযোগ প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ হোম ও দানাদি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও কোন উপকার পাওয়া যায় না।

তোমার এক অঙ্গ হইতে ঋক্ সকল, অপর অঙ্গ হইতে সাম সকল এবং অন্য অঙ্গ হইতে যজু সকল নিপতিত হইয়াছে।

জগন্নাথ! তুমি ঋগ্‌বেদময়, তুমি যজুর্ব্বেদময়, তুমি সামবেদময় এই কারণে তুমিই ত্রয়ীময়। তুমিই ব্রহ্মের স্থূল, আবার অব্যক্তরূপ। তুমি মূর্ত্ত আবার অমূর্ত্ত। তুমি সূক্ষ্ম আবার স্থূলরূপে বিরাজ করিতেছ। তুমি নিমেষ কাষ্ঠাদিময়, সকলের ক্ষয়কারক কালস্বরূপ এবং তুমি কামরূপ। অতএব প্রসন্ন হও এবং স্বকীয় তেজের উপসংহার কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ এইরূপে বিশিষ্টবিধানে স্তব করিলে, তেজোরাশি অব্যয়স্বরূপ দিবাকর তৎক্ষণাৎ স্বকীয় তেজঃ মোচন করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার যে তেজ ঋগ্বেদময়, তদ্দ্বারা মেদিনীসম্ভূত হইয়াছেন। যে তেজঃ যজুর্ম্ময় তদ্দ্বারা অন্তরীক্ষ বিনির্ম্মিত এবং যে তেজ সামময়, তদ্দ্বারা স্বর্গের উদ্ভব হইয়াছে।

মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা ঐরূপে তাঁহার তেজের পঞ্চদশ অংশ ক্ষয়িত করিলেন, তদ্দ্বারা শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, বসুগণের শঙ্করের ও পাবকের সুদারুণ শক্তি, ধনদের শিবিকা এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও অন্যান্য সুরগণের তত্তৎ প্রচণ্ড অস্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

ভগবান্ ভানু তদবধি ষোড়শ ভাগ তেজ ধারণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার তেজঃ ঐরূপে পঞ্চদশধাক্ষয়িত করিয়াছেন।

ব্রহ্মা কৃত সূর্য্য স্তব।

যখন মহাপ্রলয়ে বিশ্বমণ্ডলে নিবিড়তমঃস্তোম একাধিপত্য করিতেছিল, সেই রোমহর্ষণ ভীতি-ব্যঞ্জক মহানিশা অবসান হইল; এক মহান্ জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। সৃষ্টিরাজ্যের সেই প্রাথমিক যুগের প্রাথমিক জ্যোতি অসহ্য মনে করিয়া সিসৃক্ষু পদ্মযোনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি সৃষ্টি করিলেই, এই সৃষ্টি-সংহার-স্থিতি-কারণ মহা ভাস্করের তেজে বিনাশ পাইবে। প্রাণী সকল প্রাণহীন হইবে, সমুদয় সলিল শুকাইয়া যাইবে। এদিকে সলিল ব্যতিরেকে বিশ্বের সৃষ্টি হইবে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া ভগবান্ ভাস্বান ভাস্করকে স্তব করিতে লাগিলেন;—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্য সন্তাপ্য মানেতু তেজসোর্দ্ধমধস্তথা।
সিসৃক্ষুশ্চিন্তয়ামা ন পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ॥
সৃষ্টিঃ কৃতাপিমেনাশং প্রয়াস্যত্যভি তেজসঃ।
ভাস্বতঃ সৃষ্টিসংহার স্থিতিহেতোর্ম্মহাত্মনঃ॥
অপ্রাণাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে আপঃ শুষ্যন্তি তেজসা।
নচাম্ভসা বিনা সৃষ্টির্ব্বিশ্বস্যাস্য ভবিষ্যতি॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্তোত্রং ভগবতো রবেঃ।
চকার তন্ময়োভূত্বা ব্রহ্মালোক পিতামহঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নমস্তে যন্ময়ং সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বময়শ্চ যঃ।
বিশ্বমূর্ত্তিঃ পরংজ্যোতির্যং ধ্যায়ন্তিযোগিনঃ॥
যঋঙ্ময়োযো যজুষাং নিধানং।
সাম্নাঞ্চ যোযোনিরচিন্ত্য শক্তিঃ॥
ত্রয়ীময়ঃ স্থূলতয়ার্দ্ধ মাত্রা।
পরস্বরূপোগুণ পারযোগ্যঃ॥
তং সর্ব্ব হেতুং পরমেড্য বেদ্য।
মাদৌ পর জ্যোতির বহ্নিরূপম্॥
স্থূলঞ্চ দেবাত্ম তয়ানমস্যে।
ভাস্বন্ত মাদ্যং পরমং পরেভ্যঃ॥

স্থিতিং করোমি যদহং তবশক্তিরাস্তা।
তৎ প্রেরিতো জলমহী পবনাগ্নিরূপাং॥
তদ্দেবতাদি বিষয়াং প্রণবাদ্য শেষাং
নাত্মেচ্ছয়া স্থিতিলয়াব পিতদ্বদেব॥
বহ্নি স্ত্বমেব জল শোষণতঃ পৃথিব্যাঃ।
স্থিতিং করোমি জগতাঞ্চ তথাদ্যপাকম্॥
ব্যাপীত্ব মেব ভগবন্ গগন স্বরূপং।
ত্বং পঞ্চধাজগদিদং পরিপাসি বিশ্বন্॥
যজ্ঞের্যজন্তি পরমা জবিদোভবন্তং।
বিষ্ণু স্বরূপ মখিলোষ্টময়ং বিবদ্বব্॥
ধ্যায়ন্তি চাপিযতয়ো নিয়তাত্ম চিত্তাঃ।
সর্ব্বেশ্বরং পরমাত্ম বিমুক্তি কামাঃ॥
নমস্তে দেবরূপায় যজ্ঞরূপায়তে নমঃ।
পরব্রহ্মস্বরূপায় চিন্ত্যমানায় যোগিভিঃ॥
উপসংহর তেজো যৎ তেজসঃ সংহতি স্তব।
স্থষ্টের্ব্বিঘাতায় বিভোস্থষ্টৌচাহং সমুদ্যতঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেবংসস্তুতোভাস্বান্ ব্রহ্মণা সর্গ কর্ত্তৃণা।
উপসংহৃত বাং স্তেজঃ পরং স্বল্প মধারয়ৎ॥
চকারচততঃ স্থষ্টিং জগতঃ পদ্ম সম্ভবঃ।
তথা তেযু মহাভাগঃ পূর্ব্বকল্পান্তরেযুবৈঃ॥
দেবাসুরাদীন্মর্ত্ত্যাংশ্চ পশ্বাদীন্ বৃক্ষবীরুধঃ।
স সর্জ্জ পূর্ব্ববদ্ ব্রহ্মানরকাংশ্চ মহামুনে॥

ইতি মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে আদিত্য স্তবোনামত্র্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

মাকণ্ডেয় কহিলেন, সেই ভাস্করের তেজে অধঃ ও উৰ্দ্ধ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলে, পদ্ম যোনি পিতামহ স্থষ্টি কামনা বশংবদ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি স্থষ্টি করিলেই, এই স্থষ্টি সংহার-স্থিতি-কারণ মহাত্মা ভাস্করের তেজে বিনাশ পাইবে। প্রাণী সকল প্রাণহীন হইবে, সমুদয় সলিল শুকাইয়া যাইবে। এদিকে সলিল ব্যতিরেকে বিশ্বের স্থষ্টি হইবে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া, ভগবান ভাস্করকে স্তব

করিতে লাগিলেন—এই অখিল বিশ্বময়, যিনি সর্ব্বময়, যিনি বিশ্বমূর্ত্তি ও পরম জ্যোতিঃ, যে জ্যোতি যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন; যিনি ঋগ্বেদময়, যিনি যজুর্ব্বেদের নিধান, যিনি সাম সকলের উদ্ভব স্থান, যিনি অচিন্ত্য শক্তি, যিনি স্থূলত্বপ্রযুক্ত ত্রয়ীময়, অর্দ্ধ মাত্রা যাঁহার পরস্বরূপ, যিনি গুণাতীত, যিনি সকলের কারণ, যিনি পরম স্তবনীয় ও পরম জ্ঞেয়স্বরূপ, যিনি অবিজ্ঞরূপ আদ্য পরমজ্যোতিঃ; যিনি বেদাত্মা বলিয়া স্থূলস্বরূপ, সেই পরাৎপরও সকলের আদি ভাস্বানকে নমস্কার করি। তোমার যে শক্তি আত্মস্বরূপা, আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জল, মহী, পবন, অগ্নি, দেবতাদিও প্রণবাদি স্বরূপবিশিষ্ট অশেষবিধ সৃষ্টি করিয়া থাকি এবং তাহাদের যথাক্রমে স্থিতি এবং লয় ও বিধান করি। নিজের ইচ্ছায় কখন ঐরূপ করিতে পারি না। তুমিই বহ্নি, তৎ প্রভাবে জল শোষণ করিয়া, আমি পৃথিবী সৃষ্টি ও জগতের আদ্যপাক সম্পাদন করি।

ভগবন্! তুমি বিশ্বব্যাপী, তুমি আকাশস্বরূপ, তুমি এই বিশ্বজগৎপঞ্চধা পরিপালন করিতেছ। পরমাত্মবিৎ পুরুষগণ যজ্ঞ করিয়া, তোমারই যজন করেন। তুমি বিবস্বান্। তুমি বিষ্ণুস্বরূপ। তুমি সকলের ঈশ্বর ও পরাৎপর স্বরূপ। যতিগণও আত্মবিমুক্তির অভিলাষী হইয়া, আত্মা ও মন সংযত করিয়া তোমার ধ্যান করেন। তুমি দেবরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ এবং যোগিগণ তোমারই চিন্তা করেন, তোমাকে নমস্কার। বিভো! আমি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার ঐ তেজঃপুঞ্জ তাহার বিঘ্ন করিতেছে। অতএব এই তেজঃ উপসংহরণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপে বিশিষ্টবিধানে স্তব করিলে, ভগবান্ ভাস্কর স্বকীয় সেই পরমতেজের সংহরণ করিয়া, স্বল্পমাত্র তেজ ধারণ করিলেন। তখন পদ্মযোনি মহাভাগ ব্রহ্মা পূর্ব্ব কল্পান্তরে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদনুরূপ দেব ও অসুরাদি, মনুষ্য এবং পশ্বাদি, বৃক্ষ ও লতা সকল এবং নরক সমূহ সৃষ্টি করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মাকৃত সূর্য্য স্তব

আদি সর্গকালে সূর্য্যের রূপ বিসদৃশ ছিল। তাঁহাকে কমনীয় করিবার জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করায়, সূর্য্যদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার তেজকে শাতন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্তব করিতেছে;—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যতোহিভাস্বতোরূপং প্রাগাসীৎ পরিমণ্ডলম্।
ততস্তথেতিতং প্রাহত্বষ্টারং ভগবান্ রবিঃ॥
বিশ্বকর্ম্মাত্বনুজ্ঞাতঃ শাকদ্বীপে বিবস্বতঃ।
ভ্রমিমারোপ্য তৎ তেজঃ শাতনায়োপচক্রমে॥

ভ্রমতা শেষ জগতাং নাভিভূতেনভাস্বতা।
সমুদ্রাদ্রি বনো পেতা সারুরোহ মহীনভঃ॥
গগনঞ্চাখিলং ব্রহ্মন্ স চন্দ্র গ্রহতারকম্।
অধোগতং মহাভাগ বভু বাক্ষিপ্তমাকুলম্॥

বিক্ষিপ্ত সলিলাং সর্ব্বে বভূবুশ্চ তথাব্ধয়ঃ।
ব্যভিদ্যন্ত মহাশৈলাঃ শীর্ণসানুনিবন্ধনাঃ॥
ধ্রুবাধারাণ্য শেষাণি ধিষ্ণ্যানি মুনিসত্তম।
ত্রুট্যদ্রশ্মিনিবন্ধানি অধোজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥

বেগ ভ্রমণ সঞ্জাত বায়ুক্ষিপ্তাঃ সমন্ততঃ।
ব্যশীর্য্যন্ত মহামেঘা ঘোররাব বিচারিণঃ॥
ভাস্বদ্ভ্রমণ বিভ্রান্তং ভূম্যাকাশ রসাতলম্।
জগাদকুলমত্যর্থং তদাসীন্মুনি সত্তম॥

ত্রৈলোক্যে সকলে বিপ্রভ্রমমাণে স্থরর্ময়।
দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ভাস্বন্তমভিতুষ্টুবুঃ॥
আদি দেবোঽসিদেবানাং জ্ঞাত মেতৎ স্বরূপতঃ।
স্বর্গ স্থিত্যন্ত কালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি॥

স্বস্তিতেঽস্ত জগন্নাথ ঘর্ম্মর্ষা হিমাকর।
জুষস্ব শান্তিং লোকানাং দেবদেব দিবাকর॥
ইন্দ্রশ্চাগত্যতং দেবং লিখ্যমানং যথা স্তবৎ।
জয় দেব জগদ্ব্যাপিন্ জয়া শেষ জগৎপতে॥

ঋষয়শ্চততঃ সপ্ত বশিষ্ঠাত্রি পুরোগমঃ।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তি স্বস্তীতিবাদিনঃ॥
বেদোক্তাভি রথা গ্র্যাভির্বালিখিল্যাশ্চতুষ্টুবুঃ।
ভাস্বন্তং ঋগ্ভিরাত্মাভিলিখ্য মানং মুদাযুতাঃ॥
ত্বং নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষোধ্যেয়স্ত্বং ধ্যানিনাং পরঃ।
ত্বং গতি সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মকাণ্ডেঽপিবর্ত্ততাম্॥
শং প্রজাভ্যোঽস্ত দেবেশশংনোঽস্ত জগতাং পতে।
শংনোঽস্ত দ্বিপদে নিত্যং শংনশ্চাস্ত চতুষ্পদে॥

ততো বিদ্যাধরগণা যক্ষ রাক্ষসপন্নগাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বেশিরোভিঃ প্রণতারবিম্॥

উচুরেবং বিধো বাচোমনঃ শ্রোত্র সুখাবহাঃ।
সত্যং ভবতুতে তেজোভূতানাং ভূতভাবন॥

ততো হাহাহুহুশ্চৈব নারদস্তুম্বুরু স্তথা।
উপগায়িতুমারব্ধা গান্ধর্ব্ব কুশলারবিম্॥

ষড়্জ মধ্যম গান্ধার গ্রামত্রয় বিশারদাঃ।
মূর্চ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সপ্রয়োগৈঃ সুখপ্রদম্॥

বিশ্বাচীচ ঘৃতাচীচ উর্ব্বশ্যথ তিলোত্তমা।
মেনকা সহজন্যাচ রম্ভাশ্চাপ্সরসাংবরাঃ॥

ন নৃতুর্জগতাম্মীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ।
হাবভাব বিলাসাঢ্যান্ কুর্ব্বন্তোঽভিনয়ান্ বহূন্॥

প্রাবাদ্যন্ত তত স্তত্র বেণুবীণাদিদর্দ্দরাঃ।
পণবাঃ পুষ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ॥

দেবদুন্দুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
গায়দ্ভি শ্চৈবগন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চা প্সরোগণৈঃ॥

তূর্য্যবাদিত্র ঘোষৈশ্চ সর্ব্বং কোলাহলীকৃতম্।
ততঃ কৃতাঞ্জলি পুটাভক্তি নম্রাত্ম মূর্ত্তয়॥

লিখ্যমানং সহস্রাংশুং প্রণেমুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
ততঃ কোলাহলে তস্মিন্ সর্ব্বদেবসমাগমে॥
তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃ শনৈঃ।

ইতি হিমজলঘর্ম্মকালহেতো
র্হর কমলাসন বিষ্ণুসংস্তুতস্য।
তনু পরিলিখনং নিশম্যভানো
র্ব্রজতি দিবাকর লোকমায়ুষোঽন্তে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুতনু লিখনে ষড়ধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বকর্ম্মাকৃত সূর্য্য স্তব।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

লিখ্যমানেস্ততোভানৌ বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ
উদ্ভূত পুলকঃ স্তোত্র মিদং চক্রে বিবস্বতঃ॥

বিবস্বতে প্রণত হিতানুকম্পিনে।
মহাত্মনে সম জব সপ্ত সপ্তয়ে॥
সুতেজসকমল কুলাব বোধিনে।
নমস্তমঃ পটল পটাব পাটিনে॥
পাবনাতিশয় পুণ্য কর্ম্মণে।
নৈক কাম বিষয় প্রদায়িনে॥
ভাস্বরানল ময়ুখ শাগ্নিনে।
সর্ব্বলোকহিত কারিণে নমঃ॥
অজায় লোকত্রয় কারণায়।
ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়॥
নমো মহাকারুণি কোত্তমায়।
সূর্য্যায় চক্ষু প্রভবালয়ায়॥
বিবস্বতে জ্ঞান ভূতান্তরাত্মনে।
জগৎ প্রতিষ্ঠায় জগদ্ধিতৈষিণে॥
স্বয়ম্ভুবেলোক সমস্ত চক্ষুষে।
সুরোত্তমায়া তিমতেজসে নমঃ॥
ক্ষণমুদয়া চল মৌলিমালঃ।
সুরগণ সহিতোহিতো জগতঃ॥
স্ফুরু ময়ুখ সহস্রবপু।
জগতি বিভাসিত মাং সিন্দুদন্॥
ভবতিমিরা সবপান মদাৎ।
ভবতি বিলোহিত বিগ্রহাৎ॥
মিহির বিভাসি যতঃ সুতরাং।
ত্রিভুবন ভাবন ভানিকরৈঃ॥

রথ মধিরুহ্য সমাবয়বং।
চারু বিকম্পিত মুরুরুচিরম ॥
সতত মখিল হয়ৈর্ভগবন্।
চরসি জগদ্ধিতায় বিততম্॥

অমৃত সুধাংশুরসেন সমং।
বিবুধ পিতৄনপিতর্পয়সে ॥
অরিগণ সূদন তেনতব।
প্রণিপত্য লিখামি জগদ্ধিতায় ॥

শুক সমবর্ণ হয় প্রথিতং।
তব পদ পাংশু পবিত্রতলম্॥
নত জন বৎসল মাং প্রণতং।
ত্রিভুবন পাবন পাহিরবে ॥

ইতি সকল জগৎ প্রসূতিভূতং।
ত্রিভুবন পাবন ধামভূতম্॥
রবি মখিল জগৎ প্রদীপভূতং।
দেবং প্রণতোস্মি বিশ্বকর্ম্মাণম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সূর্য্য স্তবনং নাম সপ্তাধিক শততমোঽধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—ভগবান সূর্য্যের রূপ পূর্ব্বে মণ্ডলাকার ছিল, সেই জন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। তখন বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাইয়া, শাকদ্বীপে সূর্য্যকে ভ্রমিতে আরোপিত করিয়া, তদীয় তেজ ক্ষয় করিতে উদ্যত হইলেন। সমুদয় জগতের নাভিস্বরূপ ভগবান ভাস্বান ভ্রমিতে আরোহণ করিয়া, ভ্রমিতে আরম্ভ করিলে, সাগর, পর্ব্বত ও কানন সমেত সমগ্র মেদিনী আকাশে উত্থান করিল। ব্রহ্মণ! তৎ সহকারে চন্দ্র, গ্রহ ও তারার সহিত সমস্ত গগনও অধোগত, আক্ষিপ্ত ও আকুল হইয়া উঠিল। সাগর সকলের সলিলরাশি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মহাশৈল সকল বিদারিত ও তাহাদের সানু সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। ভগবান ভাস্কর সবেগে ভ্রমণ করাতে, যে সমীরণ সমুত্থিত হইল, তদ্দ্বারা মহামেঘ সকল ঘোর রবে সমন্তত বিচরণ করতঃ বিশীর্ণ হইতে লাগিল।

মুনিসত্তম! তৎকালে তদীয় ভ্রমণ বেগে আকাশ, পাতাল ও পৃথিবী সমুদয়ই বিভ্রান্ত হওয়াতে, এই নিখিল জগৎ অতিমাত্র আকুল হইয়া উঠিল। তখন সমুদয় ত্রৈলোক্য ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মার সহিত একযোগে ভগবান ভাস্করকে

এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—তুমি আদিদেব, দেবগণের ইহা স্বরূপতঃ পরিজ্ঞাত হইয়াছে। তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সময়ে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া বিরাজমান হইয়া থাক। তুমি জগতের নাথ। অতএব স্থিরভাব অবলম্বন কর। তুমি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই সকলের আকর। তুমি দেব দেব দিবাকর। অতএব লোক সকলের শান্তিবিধান কর।

ঐ সময় ইন্দ্রও আগমন করিয়া, সেই ভ্রমিযন্ত্রে আরোপিত দিবাকরকে এই বলিয়া স্তব করিলেন—তুমি সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছ, তোমার জয় হউক। তুমি অশেষ জগতের পতি, তোমার জয় হউক।

তৎকালে বশিষ্ঠ ও অত্রি প্রমুখ সপ্ত ঋষিও স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বিবিধ স্তোত্র সহায়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

বালখিল্যগণও পরম হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বেদোক্ত আদ্য ও অত্যুৎকৃষ্ট ঋক্ সকল দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন—তুমিই সকলের নাথ! তুমি মুক্ত পুরুষদিগের মুক্তি। তুমি ধ্যানশীলগণের ধ্যেয়। তুমি কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তমান সর্ব্বভূতের গতি, তুমি দেবগণের ঈশ্বর। তোমার প্রসাদে প্রজাগণের পরমকল্যাণ সমুদ্ভূত হউক। তুমি জগতের পতি। আমাদের শং (অর্থাৎ নিরতি সুখ, মঙ্গল ও শান্তিবিধান কর)। আমাদের দ্বিপদ সকলে শং বিহিত হউক। তোমার প্রসাদে আমাদের চতুষ্পদ সমূহেও শংবিহিত হউক। অনন্তর বিদ্যাধরগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ ও পন্নগগণ সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত মস্তকে শ্রুতিমনোহারিণী বচন পরম্পরা প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—তুমিই ভূতগণের সমুদ্ভাবন করিয়াছ, অতএব তোমার তেজ তাহাদের সহ্য হউক। অনন্তর ষড়জ, মধ্যম, গান্ধার ও তানত্রয় বিশারদ এবং গান্ধর্ব্বনিপুণ হাহা হুহু, নারদ ও তুম্বুরু মিলিত হইয়া, মূর্চ্ছনা ও প্রয়োগ সহিত তালসহকারে সুখপ্রদ বাক্যে স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, সহজন্যা রম্ভা এই সকল অপ্সরা শ্রেষ্ঠা হাবভাববিলাসভূষিত বহুবিধ অভিনয় প্রদর্শনপুরঃসর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে শত শত ও সহস্র সহস্র বেণু বীণা, দর্দ্দর, প্রণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবদুন্দুভি ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান, অপ্সরারা নৃত্য এবং তূর্য্য ও বাদিত্র সকল শব্দিত হওয়াতে সমুদয় কোলাহলময় হইয়া উঠিল। তখন সমুদয় দেবতা ভক্তিভরে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই ভগবান ভাস্করকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে সমুদয় দেবতার সমাগমে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইলে, বিশ্বকর্ম্মা ধীরে ধীরে ভাস্করের তেজ শাতন (অর্থাৎ কুঁদে চাঁচিয়া ফেলা) করিতে লাগিলেন।

ভগবান ভাস্কর হইতেই গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশিরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। হরিহর ব্রহ্মাও তাঁহার স্তব করেন। তাহার এই তেজ শাতন শ্রবণ করিলে মৃত্যুর পর দিবাকরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতি সূর্য্যের তেজোনিশাতন নামক ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা ভগবান ভানুমানের শরীর লেখন করিতে করিতে এই বলিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, তুমি তাহার হিত অনুষ্ঠান ও অনুকম্পা করিয়া থাক। তুমি বিরাট শরীরী। তোমার সাতটী অশ্ব সকলেই সমান বেগবিশিষ্ট। তুমি সুকোমল তেজের আধার এই জন্য কমল সকলকে বিকশিত করিয়া থাক। তমঃ পটল পাটনে তোমার পটুতার সীমা নাই, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের পবিত্রতা বিধান করিয়া থাক, তুমি অতিশয় পুণ্যকর্ম্মা, তুমি বহুবিধ অভিলষনীয় বিষয় প্রদান করিয়া থাক। তুমি পরম প্রভাবিশিষ্ট অনল ও কিরণমণ্ডলের আধার। তুমি সকল লোকের হিতকারী, তোমাকে নমস্কার। তোমার জন্ম নাই। তোমা হইতেই লোকত্রয় উদ্ভূত হইয়াছে। তুমি ভূতগণের আত্মা। তুমি বিশ্বের পতি; তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তুমি পরম কারুণিকগণেরও প্রধান। তুমি সকলের দৃষ্টিদাতা সূর্য্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিবস্বান্। তুমি জ্ঞানিগণের অন্তরাত্মা। তোমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি জগতের হিতৈষী। তুমি স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছ। তুমি লোক সকলের চক্ষু। তুমি সমুদয় দেবতার প্রধান। তোমার তেজের সীমা নাই, তোমাকে নমস্কার। ময়ূখ সহস্র তোমার বপু। তুমি জগতের মঙ্গল ও উপকার বিধান করিয়া থাক। তুমি দেবগণের সহিত ক্ষণকাল উদয়াচলের মৌলিমালারূপে বিরাজ করিয়া, অন্ধকার নিরাকরণপূর্ব্বক সংসারে স্বীয় প্রতিভা বিস্তার কর। সংসার তিমিররূপ মদ্যপান করিয়া, মদবশে ত্বদীয় বিগ্রহ অতিমাত্র লোহিত বর্ণ হইয়া উঠে। তাহাতেই তোমার ত্রিভুবনপ্রকাশকপ্রভা সমূহের আবির্ভাব হয়। সেই কারণে তুমি অতিমাত্র বিরাজমান হইয়া থাক।

ভগবন্! তোমার রথ পরম সুন্দর ও সমরূপ অবয়ব বিশিষ্ট তুমি সেই চারু বিকল্পিত রথে আরোহণ করিয়া অখিল তুরঙ্গম সহায়ে জগতের কল্যাণ সাধনার্থ সতত অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করিয়া থাক।

তুমি অমৃত ও সুধাংশু রসঃ যুগপৎ প্রদান করিয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান এবং অরিগণের নিধনসাধন কর, সেই জন্যই আমি প্রণামপূর্ব্বক জগতের হিত কামনায় তোমার তেজঃ শাতন করিতেছি। তুমি ভক্তবৎসল ও ত্রিভুবনের পাবন। আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর, তুমি জগতের প্রসূতিস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনের পরম পুণ্যময় ধামস্বরূপ, তুমি অখিল জগতের প্রদীপস্বরূপ, অধিক কি, তুমি ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মা, তোমাকে প্রণাম করি।

ইতি সূর্য্য স্তবনাম সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সূর্য্যস্তবং কুর্ব্বন্ বিশ্বকর্ম্মা দিবস্পতেঃ।
তেজসঃ ষোড়শং ভাগং মণ্ডলস্থ মধারয়ৎ ॥

শাতিতৈ স্তেজসোভাগৈর্দশভিঃ পঞ্চভিস্তথ :
অতীব কান্তিমচ্চারুভানোরাসীৎ তদাবপুঃ ॥

শাতিতঞ্চাস্য যৎ তেজ স্তেন চক্রং বিনির্ম্মিত
বিষ্ণোঃ শূলঞ্চ শর্ব্বস্যশিবিকা ধনদস্য চ।
দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেব সেনাপতে স্তথা ॥

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানা মায়ুধানি স বিশ্বকৃৎ।
চকার তেজসাভানোর্ভাস্বরাণ্য রিশাস্তরে ॥

ইতি শাতিত তেজাঃ স শুশুভে নাতি তেজসা।
বপুর্দ্দধার মার্ত্তণ্ডঃ সর্ব্বাবয়ব শোভনম্ ॥

১০৮ অঃ—মার্কণ্ডেয়ে ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে সূর্য্যের স্তব করিয়া তাঁহার তেজের ষোড়শ ভাগ মণ্ডলস্থ করিলেন। পনর ভাগ তেজ শাতিত হওয়াতে, ভানুর শরীর অতীব কান্তিবিশিষ্ট হইল। তাঁহার সেই পনর ভাগ তেজ দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের শূল, ধনদের শিবিকা, যমের দণ্ড ও কার্ত্তিকেয়ের শক্তি নির্ম্মাণ করিলেন, অনন্তর তিনি ভানুর উল্লিখিত তেজদ্বারা অন্যান্য দেবগণেরও শত্রুনাশার্থ পরম প্রভাবিশিষ্ট অস্ত্র সকল রচনা করিলেন।

এইরূপে তেজঃ শাতিত হওয়াতে, ভগবান্ ভানুমান অনতিতেজ ধারণ করিয়া যেমন শোভমান হইলেন, তেমনি তাঁহার শরীর ও সর্ব্বাঙ্গ শোভন হইল।

ব্রাহ্মণগণ কৃত ভানু স্তব।

ব্রাহ্মণাঊচুঃ।

দেবদানব যক্ষাণাং গ্রহাণাং জ্যোতিষামপি।
তেজসাভ্যধিকং দেবং ব্রজামশরণং রবিম্ ॥

দিবিস্থিতঞ্চ দেবেশং দ্যোতয়ন্তং সমন্ততঃ।
বসুধা মন্তরীক্ষঞ্চ ব্যাপ্নুবন্তং মরীচিভিঃ ॥

আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরম।
পূষাণমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্ ॥

চতুর্যুগাস্ত কালাগ্নিং দুষ্প্রেক্ষ্যং প্রলয়ান্তগম্।
যোগীশ্বরমনন্তঞ্চ রক্তং পীতং সিতাসিতম্॥
ঋষিণামগ্নিহোত্রেষু যজ্ঞদেবেষবস্থিতম্।
অক্ষরং পরমং গুহ্যং মোক্ষদ্বারমনুত্তমম্॥
ছন্দোভিরশ্বরূপৈশ্চ সকৃদ্যুক্ত বিহঙ্গমম্।
উদয়াস্ত মনে যুক্তং সদা মেরোঃ প্রদক্ষিণে॥
অমৃতঞ্চ ঋতঞ্চৈব পুণ্যতীর্থং পৃথখিধম্।
বিশ্বস্থিতিম চিন্ত্যঞ্চ প্রপন্নাঃস্মপ্রভাকরম্॥
যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ
বায়ুরা কাশ মাপশ্চ পৃথিবী গিরি সাগরাঃ॥
গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্রাদ্যা বানস্পতং ক্রমৌষধম্।
ব্যক্তা ব্যক্তেষুভূতে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবর্ত্তকঃ॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈবতে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপস্তুভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু॥
যস্য সর্ব্বমজস্যেদমঙ্গভূতং জগৎ প্রভোঃ।
সনঃ প্রসীদতাং ভাস্বান্ জগতাং যশ্চ জীবনম্॥
যস্যৈক ভাস্বরং রূপং প্রভামণ্ডল দুর্দৃশম্।
দ্বিতীয় মৈন্দবং সৌম্যং সনোভাস্বান্ প্রসীদতু॥
তাভ্যাঞ্চ যস্য রূপাভ্যামিদং বিশ্বং বিনির্ম্মিতম্।
অগ্নী ষোমময়ং ভাস্বান্ সনোদেবঃ প্রসীদতু॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্থং স্তুত্বা তদাভক্ত্যা সম্যক্ পূজয়তাং তথা।
তুতোষ ভগবান্ ভবাং স্ত্রিভির্ম্মাসৈ দ্বিজোত্তম॥
ততঃ সমণ্ডলা দুষ্পন্নরুণেণ সমপ্রভঃ।
অবতীর্য্য দদৌ তেভ্যো দুর্দ্দশো দর্শনং রবিঃ॥
ততস্তেস্পষ্ট রূপং তং সবিতার মজং জনাঃ।
পুলকোৎ কম্পিনো বিপ্রাভক্তিনম্রাঃ প্রণেমিরে॥

নমো নমস্তেহস্তু সহস্ররশ্মে
সর্ব্বস্য হেতুস্ত্বম শেষ কেতুঃ।

পাতাৎ স্বমীড্যোঽখিল যজ্ঞধাম
ধ্যেয় স্তথা যোগবিদাং প্রসীদ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুস্তবে নবাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণগণ বক্ষ্যমান বাক্যে ভাস্করের স্তব করিতে লাগিলেন—যিনি সমুদয় দানব, যক্ষ, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কগণের অপেক্ষা সমধিক তেজঃসম্পন্ন, আমরা সেই রবির শরণ গ্রহণ করিলাম। যিনি দেবগণেরও ঈশ্বর, যিনি আকাশে থাকিয়া কিরণ বিকিরণপূর্ব্বক বসুধা ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া, বিদ্যোতিত করেন, যিনি আদিত্য ও ভাস্কর, যিনি সবিতা ও দিবাকর, যিনি পূষা, অর্য্যমা, ভানু, স্বর্ভানু ও দীপ্তদীধিতি; যিনি চতুর্যুগান্ত কালাগ্নি, যিনি দুষ্প্রেক্ষ্য ও প্রলয়ান্তগামী যিনি যোগিগণের ঈশ্বর ও অনন্ত, যিনি রক্ত—পীত—শ্বেত কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট যিনি ঋষিগণের অগ্নিহোত্রে, সমুদায় যজ্ঞে ও সমস্ত দেবগণে অবস্থিত আছেন, যিনি পরম অক্ষরস্বরূপ ও নিরতিশয় গুহ্যরূপ, যিনি মোক্ষের দ্বারা, যাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহ নাই, যিনি ছন্দোরূপ অশ্ব সকল সহায়ে আকাশে গমন করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই মেরু প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উদিত ও অস্তমিত হয়েন, যিনি অমৃত স্বরূপে ও সত্য স্বরূপে, যিনি সমুদয় পুণ্যতীর্থ স্বরূপ, যিনি বিশ্বের আশ্রয় স্থান এবং চিন্তার অতীত, আমরা সেই প্রভাকরের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রজাপতি; যিনি বায়ু আকাশ, জল, পৃথিবী, পর্ব্বত, সাগর; যিনি গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ সমুদয়, যিনি বানস্পত্য, বৃক্ষ ও ওষধিবর্গ, যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদয় ভূতে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী ও বৈষ্ণবীতনু ভেদে যাঁহার স্বরূপ তিন প্রকার, সেই প্রভাকর প্রসন্ন হউন। যিনি জগতের প্রভু ও জন্ম রহিত; এই বিশ্বসংসার যাঁহার অঙ্গস্বরূপ, যিনি জগতের জীবন, সেই ভাস্কর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার এক ভাস্কর মূর্ত্তি প্রভামণ্ডলে পরিবেষ্টিত বলিয়া সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য এবং যাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি পরম সৌম্যভাববিশিষ্ট চন্দ্ররূপে, সেই ভাস্বান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার উল্লিখিত দুই মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্ববিনির্ম্মিত ও অগ্নীষোমময় হইয়াছে, সেই ভগবান ভাস্বান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজোত্তম! তাঁহারা তিন মাস ভক্তি সহকারে এই প্রকার স্তব করিয়া, সম্যকরূপে পূজা করিলে, ভগবান ভাস্কর তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও, অরুণ সম প্রভা ধারণ করিয়া, মণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক সকল পুলকভরে উৎকম্পিত ও ভক্তিভরে অবনত হইয়া, সেই স্পষ্টরূপ প্রভাকরকে এই বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, হে সহস্ররশ্মে! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি সকলের হেতু, তুমি সকলের কেতু, তুমি সকলের পূজনীয় ও স্তবনীয়। আমাদের সকলকে রক্ষা কর, তুমি সমুদয় যজ্ঞের শ্রেয় যোগবিদ্গণ তোমারই ধ্যান করেন। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

ইতি ভানু স্তব নাম নবাধিক শততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য কৃত সবিতা স্তব।

একদা যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণগণকে অল্পসার বলাতে, তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর, অতএব তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে প্রস্থান কর। তখন দেবরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুর্গণ বমন করিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই উদ্গীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন। ঋষিগণ তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়া তিত্তিরিরূপ ধারণকরতঃ সেই যজুর্গণকে গ্রহণ করিলেন, তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য, যে সকল যজুর্গণ বৈশম্পায়নের নিকট নাই অর্থাৎ ব্যাস যাহা তাঁহাকে বিভাগ করিয়া কহেন নাই, তাহা অন্বেষণ করিয়া লইয়া ঈশ্বররূপী সূর্য্যের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্মংশ্ছন্দাং স্যধিগবেষয়ন্।
গুরোর বিদ্যমানানি সূপতস্থেহর্কমীশ্বরম্॥ ৫৮॥

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিল জগতামাত্ম স্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চ চতুর্বিধ ভূত নিকায়ানাং ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তানামন্ত হৃদয়েষু বহিরপিচাকাশ ইব উপাধিনা ব্যবধীয়মানো ভবানেক এবক্ষণলব নিমেষাবয়বোপচিত সম্বৎসরগণে নাপামাদান বিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রা মনুবহতি ৫৯॥

যদুত বাব বিবুধর্ষভ-সবিতরদস্ত পত্যনুসবন মহরহরাম্নায় বিধিনোপতিষ্ঠ মানানামখিল-দুরিত-বৃজিনবীজাবভর্জন ভগবতঃ সমভিধী মহীতপনমণ্ডলং ৬০॥

যইহবাব স্থিরচর নিকরাণাং নিজ নিকেতনানাং
মন ইন্দ্রিয়াসুগণাননাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্যামী প্রচোদয়তি॥ ৬১॥

য এবেমং লোকমতি-করালবদনান্ধকার সংজ্ঞাজগরগ্রহ গিলিতং মৃতকমিব বিচেতনমনু লোক্যানুকম্পয়াপরমকারুনিক ঈক্ষয়ৈবোত্থাপ্যাহরহরনুসবনং শ্রেয়সি স্বধর্ম্মাখ্যাত্মাবস্থানে প্রবর্ত্তয়তি ৬২॥

অবনিপতিরিবা সাধুনাং ভয়মুদী রয়নটতি পরিত
আশাপালৈস্তত্র তত্র কমল কোষাঞ্জলি ভিরুপ হৃতার্হণঃ ৬৩॥

অথহ ভগবং স্তচ্চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবন গুরুভিরভিবন্দিতমহময়াতযাম-যজুষ্কাম উপসরামীতি ৬৪ ॥

শ্রীসুত উবাচ।

এবংস্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপ ধরোরবিঃ
যজুংষ্যযাত যামানি মুনয়েঽদাৎ প্রসাদিতঃ ৬৫ ॥
যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা-দশপঞ্চ শতৈর্বিভুঃ
জগৃহুর্বাজ সংজ্ঞস্তাঃ কান্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ ৬৬ ॥

৬ অঃ—১২ স্কন্ধ—ভাগ।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে ভগবন্ আদিত্য! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি একমাত্র হইয়াও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্বিধ ভূত সমূহের অন্তর্বাহে আকাশের ন্যায় নিরুপাধিরূপে বর্ত্তমান ও অখিল জগতের আত্মরূপে কালস্বরূপে অবস্থিত এবং ক্ষণ, লব, নিমেষ মুহূর্ত্তাদি অবয়বরূপ সম্বৎসরগণ দ্বারা জল আদান-প্রদানকরতঃ লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাক। ৫৯

হে বিবুধর্ষভ! হে সবিতঃ! হে তপন! তুমি নিত্য নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় বৈদিক বাক্য দ্বারা প্রস্তোতা ভক্তদিগের অখিল দুরিত ও তৎফল দুঃখ এবং তদ্বীজভূত অজ্ঞাননাশক, অতএব তোমার এই তাপজনক মণ্ডলকে আমি সম্যক্‌রূপে ধ্যান করি। ৬০

যে তুমি চরাচরভূত স্বীয় আশ্রিত জীবগণের জড়স্বরূপ মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণিগণের অন্তর্যামিরূপে তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ কর, সেই তোমাকে সম্যক্‌রূপে ধ্যান করি। ৬১

যে পরম কারুণিক তুমি, অতি করালবদন অজ্ঞান নামক অজগররূপ ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক গিলিত, অতএব মৃতকল্প বিচেতন লোক সমুদয়কে দেখিয়া অনুকম্পাবশতঃ অহরহ ত্রিসন্ধ্যায় তাহাদিগকে উত্থান করাইয়া স্বধর্ম্মাখ্যস্বরূপাবস্থায় প্রবৃত্তকর। ৬২

হে ভগবন্! তুমি রাজার ন্যায় অসাধুদিগের উদ্দীপনকরতঃ সর্ব্বতোভাবে পর্য্যটন করিয়া থাক এবং দিক্‌পালগণ কমলকোষতুল্য অঞ্জলি দ্বারা উপায়ন ধারণকরতঃ তোমার সেবায় তৎপর হয়েন। ৬৩

হে ভগবন্! আমি অন্যলোকের অবিজ্ঞাত যজুর্ভাগ কামনায় ত্রিভুবন গুরু কর্ত্তৃক অভিনন্দিত তোমার চরণ-কমলযুগলের ভজনা করি। ৬৪

সুত কহিলেন,—এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ সূর্য্য বাজিরূপ ধারণ-করতঃ তথায় আবির্ভূত হইয়া অন্য কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত যজুর্ভাগ তাঁহাকে প্রসাদ স্বরূপ দান করিলেন। ৬৫

বিভু যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য হইতে পঞ্চদশ যজুশাখা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অপরিমিত শাখায় বিভক্ত করিলেন এবং কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিরা সেই অশ্বের বাজস্ অর্থাৎ কেশর হইতে নিঃসৃত শাখাসকল গ্রহণ করিলেন, বাজস্ হইতে নিঃসৃত বলিয়া তাহাদিগের নাম বাজসনী হইল। ৬৬

যাজ্ঞবল্ক্য কৃত সবিতা স্তব।

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃসিত তেজসে।
ঋগ্‌ যজুঃ সামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ॥
নমোঽগ্নী ষোমভূতায় জগতঃ কারণাত্মনে।
ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌষুম্ন মরুবিভ্রতে॥
কলা কাষ্ঠা নিমেষাদিকাল জ্ঞানাত্মনে নমঃ।
ধ্যেয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষর রূপিণে॥ *
বিভর্ত্তিযঃ সুরগণান্‌ আপ্যায়েন্দুং স্বরশ্মিভিঃ।
সুধা মৃতেন চ পিতৃন্‌ তস্মৈ তৃপ্তাত্মনে নমঃ॥
হিমাম্বুধর্ম্ম বৃষ্টিনাং কর্ত্তাহর্ত্তা চ যঃ প্রভুঃ।
তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্য্যায় বেধসে॥
যোহন্তি তিমিরাণ্যেকো জগতোঽস্য জগৎ পতিঃ।
সত্ত্বধাম ধরো দেবো নমস্তস্মৈ বিবস্বতে॥
সৎকর্ম্ম যোগ্যোনজনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্‌।
যস্মিন্নন্নুদিতেতস্মৈ নমো দেবায় বেধসে॥
স্পৃষ্টো যদং শুভিলোকঃ ক্রিয়া যোগ্যোঽভিজায়তে।
পবিত্রত কারণায় তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ॥
নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় ভাস্করায় বিবস্বতে।
আদিত্যায়াদিভূতায় দেবাদীনাং নমোনমঃ॥
হিরণ্ময়ো † রথো যস্য কেতবোঽমৃতধায়িনঃ। ‡
বহন্তিভুবনা লোকি চক্ষুষং তং নমাম্যহম্‌॥

৫ অঃ—৩য়ঃ অংশ—বিষ্ণুপুরাণ

পরাশর উবাচ।

ইত্যেব মাদিভিস্তেন স্তুয়মানঃ স্তবৈরবিঃ।
বাজিরূপধরঃ প্রাহ ব্রিয়তামিতি বাঞ্ছিতন॥
যাজ্ঞবল্ক্য স্তদা প্রাহপ্রণিপত্য দিবাকরম্‌।
যজুং ষিতানিমে দেহি যানি সন্তিনমে গুরৌ॥

* পরমাক্ষররূপিণে—গায়ত্রী বা প্রণব। † হিরণ্ময়ো—তেজোময়। ‡ অমৃত—জল।

এব মুক্তোদদৌ তস্মৈ যজুংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাত যাম সংজ্ঞানি যানিবেত্তি ন তদ্ গুরুঃ॥
যজুংষি যৈরধীতানিতানি বিপ্রৈ দ্বিজোত্তম।
বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাশ্বঃ সোঽভবদ্যতঃ॥
শাখা ভেদাস্তু তেষাং বৈদশপঞ্চ বাজিনাম্।
কাম্বাদ্যাস্তু মহাভাগ যাজ্ঞবল্ক্য প্রবর্ত্তিতাঃ॥
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে পঞ্চমোঽধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদীপ্তি সবিতাকে নমস্কার। বেদ যাঁহার তেজস্বরূপ সেই ঋক্, যজুঃ ও সামময় সবিতাকে নমস্কার। যিনি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞমূর্ত্তি এবং জগতের কারণস্বরূপ, যিনি সুষুম্ন নামক মহৎ তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার। সেই কলাকাষ্ঠা নিমেষাদির জ্ঞান, কারণ, ধ্যেয়, বিষ্ণুস্বরূপ, পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার। যিনি নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিতকরতঃ সুধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণের পরিতুষ্টি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি যথা সময়ে হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন ও সমুদয় সংহার করিয়া থাকেন, সেই ত্রিকালস্বরূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি একাকী এই জগতের তিমির সমূহ দূর করেন, যিনি সত্ত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, জল ও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। মানবগণ যাঁহার অংশু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ধ স্বভাব সেই দিবাকরকে নমস্কার। সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার,ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বানকে নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার, যাঁহার চক্ষু সমুদয় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্ময়, অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ যাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই সূর্য্যকে নমস্কার।

পরাশর কহিলেন যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকারে স্তব করিলে পর, সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞ্যবল্ককে কহিলেন—তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমার গুরুও যাহা জানেন না, ঈদৃশ যজুর্ব্বেদ আমাকে দান করুন। পরাশর কহিলেন, যাজ্ঞ্যবল্ক্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান সূর্য্য যাহা যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বৈশম্পায়নও জানে না, তাদৃশ অযাতযাম নামক যজুর্ব্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন।

হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই অযাতযাম নামক যজুর্ব্বেদ অধীত হয়, তাঁহারা বাজিরূপ সূর্য্য প্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়া বাজি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, কারণ এই বেদদান কালে ভগবান সূর্য্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

মহাভাগ! এই বাজি প্রোক্ত যজুর্ব্বেদের কাম্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ঐ শাখা সকলের প্রবর্ত্তক।

অদিতি কর্ত্তৃক "সূর্য্য স্তব"।

অদিতি আপনার পুত্র দেবগণকে দৈত্য ও দানবগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত ও ত্রিভুবনের আধিপত্য হইতে বহিষ্কৃত এবং যজ্ঞভাগ হইতে নিষ্কাশিত অবলোকন করিয়া শোকে অতিমাত্র অভিভূত হইয়া ভগবান সবিতার আরাধনার্থ অতিমাত্র যত্নবতী হইলেন এবং নিরতিশয় নিয়ম-বন্ধন ও আহারসংযমন পুরঃসর একাগ্রহৃদয়ে গগন মধ্যবর্ত্তী তেজোরাশি ভাস্করের স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন;—

অদিতি রুবাচ।

নমস্তুভ্যং পরাং সূক্ষ্মাং সৌবর্ণীং বিভ্রতে তনুম্।
ধাম ধামবতামীশ ধাম্না মাধার শাশ্বত॥
জগতামুপকারায় ত্বথাপ স্তব গোপতে।
আদ দানস্য যদ্রূপং তীব্রং তস্মৈ নমাম্যহম॥
গৃহীতু মষ্ট মাসেন কালেনেন্দু ময়ংরসম্।
বিভ্রত স্তব যদ্রূপমতি তীব্রং নতাস্মিতৎ॥
তমেব মুঞ্চতঃ সর্ব্বং রসং বৈবর্ষণায় যৎ।
রূপ মাপ্যায়কং ভাস্বং স্তস্মৈমেঘায়তে নমঃ॥
বায়ুৎ সর্গ বিনিষ্পন্নম শেষঞ্চৌষধীগণম্।
পাকায় তব যদ্রূপং ভাস্বরং তং নমাম্যহম্॥
যচ্চ রূপং তবাতীব হিমোৎসর্গাদি শীতলম্।
তৎকাল শস্য পোষায় তরণে তস্যতে নমঃ॥
নাতি তীব্রঞ্চ যদ্রূপং নাতি শীতঞ্চ যৎ তব।
বসন্তর্ত্তৌ রবে সৌম্যং তস্মৈদেব নমোনমঃ॥
আপ্যায়নম শেষাণাং দেবানাঞ্চ তথাপরম্।
পিতৃণাঞ্চ নম স্তস্মৈ শস্যানাং পাক হেতবে॥
যদ্রূপং জীবনায়ৈকং বীরুধাম মৃতাত্মকম্।
পীয়তে দেবপিতৃভি স্তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ॥
আভ্যাং যদর্ক রূপাভ্যাং রূপং বিশ্বময়ং তব।
সমেত মগ্নাষোমাভ্যাং নমস্তস্মৈ গণাত্মনে॥

যদ্রূপ মৃ গ্ যজুঃ সাম্না মৈক্যেন তপতে তব।
বিশ্ব মেতৎত্রয়ী সংজ্ঞং নমস্তস্মৈ বিভাবসো ॥
যৎতু তস্মাৎ পরং রূপ মোমিত্যুক্ত্বাভি শব্দিতম্
অস্থূলানন্ত মমলং নমস্তস্মৈ সদাত্মনে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবংসা নিয়তাদেবী চক্রে স্তোত্র মহর্নিশম্।
নিরাহারা বিবস্বন্ত মারিরাধয়িষুর্ম্মুনে ॥
ততঃ কালেন মহতা ভগবাং স্তপনোঽম্বরে।
প্রত্যক্ষতা মগাদস্যা দাক্ষায়ণ্যা দ্বিজোত্তম ॥
সাদদর্শ মহাকূটং তেজসোম্বর সংশ্রিতম্।
ভূমৌচ সংস্থিতং ভাস্ব জ্জ্বালা মালাতি দুর্দ্দৃশম্ ॥
তংদৃষ্টা সাতদা দেবী সাধ্বসং পরমং গতা।
জগাদমে প্রসীদেতি নত্বাং পশ্যামি গোপতে ॥
যথা দৃষ্টবতী পূর্ব্বমম্বরস্থং সুদুর্দ্দ শম্।
নিরাহারা বিবস্বস্তং তপন্তং তদনন্তরম্ ॥
সঙ্ঘাতং তেজসাং তদ্বদিহ পশ্যামি ভূতলে।
প্রসাদং কুরু পশ্যেয়ং যদ্রূপংতে দিবাকর ॥
ভক্তানুকম্পক বিভোভক্তাহং পাহিমে সুতান্ ॥

ত্বং ধাতা বিসৃজসি বিশ্বমেতৎ।
ত্বং পাসিস্থিতি করণায় সম্প্রবৃত্তঃ ॥
ত্বয্যন্তে লয় মখিলং প্রয়াতিতত্বং।
ত্বত্তোঽন্যা নহিগতি রস্তি সর্ব্বলোকে ॥
ত্বং ব্রহ্মা হরি রজ সংজ্ঞিত স্তমিন্দ্রো।
বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপতিঃ সমীরঃ ॥
সোমোঽগ্নির্গগন মহী ধরোঽব্ধিরেব।
কিং স্তব্যং তব সকলাত্মরূপ ধাম্নঃ ॥
যজ্ঞেশত্বা মনুদিনমাত্মকর্ম্মসক্তাঃ।
স্তবন্তোবিবিধ পদৈর্দ্বিজা যজন্তি ॥

ধ্যায়ন্তো বিনিয়ত চেত সোত্তবন্তং।
যোগস্থাঃ পরম পদং প্রযান্তিযোগমূর্ত্ত্যা ॥
তপসি পচসিবিশ্বং পাসিভস্মী করোষি।
প্রকটয়সি ময়ূখৈর্হলাদয়স্যম্বুগর্ভৈঃ ॥
সৃজসি পুনরপি ত্বং ভাবনা স্বচ্যুতাসু।
প্রণমিত সুরমর্ত্ত্যৈঃ পাপকৃদ্ভিস্ত্বগম্যঃ ॥
ততঃ স্ব তেজস স্তস্মাদাবিভূ‍্ঁতো বিভাবসু।
অদৃশ্যত তদাদিত্য স্তপ্ততাম্রোপমঃ প্রভুঃ ॥
অথতাং প্রণতাং দেবীং তস্য সন্দর্শনাম্মুনে।
প্রাহভাস্বান্ বৃণুষ্বেষ্টং বরং মত্তোযমিচ্ছসি ॥

১০৪ অঃ—মার্কণ্ডেয়ে।

অদিতি কহিলেন—তুমি অতীব সূক্ষ্ম সুবর্ণময় শরীর ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ তেজঃ ও তেজস্বিগণের ঈশ্বর, তুমি নিত্য বিদ্যমান ও তেজের আধার তোমাকে নমস্কার। তুমি তাপ ও কিরণের নিয়ন্তা। তুমি জগতের উপকারার্থ সলিল গ্রহণে সমুদ্যত হইলে, তোমার যে তীব্র রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমি তাহাকে নমস্কার করি। ভাস্বন্! উল্লিখিত রস বর্ষণার্থ মোচন করিতে উদ্যত হইলে, তোমার যে, সকল প্রাণীর পরম সন্তোষদায়ক মেঘরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমি তাহাকে নমস্কার করি। আবার সেই বারিবর্ষণ হইতে যে সকল ওষধি সমুদ্ভূত হয়, তৎসমস্ত পক করিবার জন্য তোমার যে ভাস্কররূপ আবিভূ‍্ঁত হইয়া থাকে, তাহাকে নমস্কার করি।

সূর্য্য! তুমি তৎকালজনিত শস্য সকলের পোষণ জন্য যে অতীব হিমোৎসর্গাদি শীতলরূপ ধারণ করিয়া থাক, আমি তাহাকে নমস্কার করি।

তোমার যে রূপ অতি তীব্র নহে, আবার অতি শীতলও নহে হে দেব, হে রবে! আমি তোমার সেই বসন্তকালীন সৌম্য রূপকে বারম্বার নমস্কার করি। আবার তোমার যে রূপ সমুদয় দেবগণের ও সমুদয় পিতৃগণের পরম তৃপ্তিজনক এবং শস্যপাকের কারণ আমি তাহাকে নমস্কার করি। তোমার যে রূপ বীরুধ সকলের জীবনের একমাত্র হেতু ও অমৃতের আধার এবং সেই জন্য দেবগণ ও পিতৃগণ যাহা পান করিয়া থাকেন, সেই সোমাত্মাকে নমস্কার। হে অর্ক! তোমার এই অগ্নিষোমময় দ্বিবিধ রূপ সম্মিলিত হইয়া, যে বিশ্বময় রূপ সমুদ্ভাবিত করিয়াছে, সেই গণাত্মাকে নমস্কার করি। ঋক্, যজু ও সামবেদ একত্র হইয়া তোমার যে রূপ আবির্ভাবিত করিয়াছে, যাহা এই বিশ্ব ও যাহার নাম "ত্রয়ী" তাহাকে নমস্কার। আবার তোমার যেরূপ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহাকে ওঁম্ বলিয়া থাকে,

যাহা অতি সূক্ষ্মরূপ, যাহার অন্ত নাই, যাহা সর্ব্বকাল বিরাজমান এবং যাহাতে কোন প্রকার দোষাদির সম্পর্ক নাই, আমি তাহাকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনে! এইরূপে দেবী অদিতি নিয়মবন্ধন সহকারে নিরাহারা হইয়া, ভাস্করের আরাধনা মানসে অহর্নিশ স্তব করিতে লাগিলেন। দ্বিজোত্তম! অনন্তর বহুকাল পরে ভগবান তপন আকাশে তাঁহার প্রত্যক্ষ গোচরে উপনীত হইলেন।

তিনি দেখিলেন, রাশিকৃত তেজ যুগপৎ আকাশ ও পৃথিবী আশ্রয় করিয়া অতীব প্রভাশালিনী শিখা পরম্পরার সংযোগবশতঃ অতীব দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া বিরাজ করিতেছে। তদ্দর্শনে দেবী অদিতীর অন্তঃকরণে অতিমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি নিরাহারা হইয়া, প্রথমে তোমাকে আকাশ আশ্রয়পূর্ব্বক যেরূপ অতিমাত্র দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া, যুগপৎ আলোক ও তাপ বিকীরণ করিতে দর্শন করিয়াছি; তদনন্তর পৃথিবীতে ও তোমাকে সেইরূপ তেজোরাশিরূপে অবলোকন করিতেছি। অতএব দিবাকর প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে দর্শন করি। তুমি ভক্তের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাক, আমি তোমার ভক্তা, আমার পুত্রদিগকে রক্ষা কর। তুমি ধাতা, এই বিশ্বকে উৎপাদন করিয়া থাক। তুমি স্থিতি সাধনে সমুদ্যত হইয়া, ইহাকে পালন করিতেছ। আবার অন্তে সমস্ত সংসার তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। তুমি ভিন্ন সর্ব্বলোকের আর অন্য গতি নাই। তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরি, তুমি মহাদেব, তুমি ইন্দ্র ও ধনদ, তুমি পিতৃপতি যম ও জলপতি বরুণ। তুমি বায়ু ও চন্দ্র। তুমি অগ্নি, আকাশ, অবনিধর ও অব্ধি। এইরূপে তুমি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বরূপ তোমার আর স্তব কি করিব? তুমি যজ্ঞের ঈশ্বর। দ্বিজাতিগণ আত্মকর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক বিবিধ পদদ্বারা তোমার স্তব ও যাজন করিয়া থাকেন এবং বিশেষরূপে মনঃসংযম সহকারে যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমারই ধ্যানকরতঃ যোগমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরমপদে প্রয়াণ করেন। তুমি বিশ্বে তাপ দান, পাকবিধান, পালন ও ভস্মীকরণ করিয়া থাক। তুমিই কিরণ বিকীরণপূর্ব্বক ইহাকে প্রকটিত ও সলিল গর্ভ ময়ুখমালা বিস্তার সহকারে আপ্যায়িত কর। দেব ও মানব সকলেই তোমাকে প্রণাম করেন। পাপকারী পুরুষগণ তোমাকে প্রাপ্ত হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বিভাবসু সূর্য্য আপনার তেজোমণ্ডল মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া, প্রতপ্ত তাম্র সদৃশ কলেবরে অদিতির নয়নগোচরে উপনীত হইলেন। মুনে! তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অদিতি প্রণাম করিলে, ভগবান ভাস্কর তাঁহাকে কহিলেন, যাহা ইচ্ছা আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। অনন্তর অদিতি পুত্রজয়ী বর নিলেন।

ধৈম্য ঋষিকৃত সূর্য্যের অষ্টাধিক শতনামাত্মক স্তব।

ধৈম্য উবাচ।

সূর্য্যোঽর্য্যমাভগস্তষ্টা পূষার্কঃ সবিতা রবিঃ।
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুধাতা প্রভাকরঃ॥
পৃথিব্যাপশ্চতেজশ্চখংবায়ুশ্চ পরায়ণম্।
সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোঽঙ্গারক এবচ॥
ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্কন্দোবৈবরুণোযমঃ॥
বৈদ্যুতো জাঠরশ্চাগ্নি রৈন্ধন স্তেজসাং পতিঃ।
ধর্ম্মধ্বজো বেদকর্ত্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ॥
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্ব্ব মলাশ্রয়ঃ।
কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ ক্ষপাযামস্তথাক্ষণঃ॥
সংবৎসর করোঽশ্বত্থঃ কালচক্রো বিভাবসুঃ।
পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তা ব্যক্তঃ সনাতনঃ॥
কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্ম্মাতমোনুদঃ।
বরুণঃ সাগরোঽংশশ্চজীমূতোজীবনোঽরিহা।
ভূতাশ্রয়োভূতপতিঃ সর্ব্বলোক নমস্কৃতঃ।
স্রষ্টাসংবর্ত্তকো বহ্নিঃ সর্ব্বস্যাদির লোলুপঃ॥
অনন্তঃ কপিলোভানুঃ কামদঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
শয়ো বিশালোবরদঃ সর্ব্বধাতু নিষেচিতা॥
মনঃ সুপর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারকঃ।
ধন্বন্তরির্ধূমকেতুরাদিদেবোঽদিতেঃ সুতঃ॥
দ্বাদশাত্মাঽরবিন্দাক্ষঃ পিতামাতা পিতামহঃ।
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্॥
দেহকর্ত্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেয় করুণান্বিতঃ॥
এতদ্বৈকীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিত তেজসঃ।
নামাষ্ট শতকঞ্চেদং প্রোক্ত মেতৎ স্বয়ম্ভুবা॥

সুরগণ পিতৃযক্ষ সেবিতংহ্য সুর নিশাচর সিদ্ধবন্দিতম্।
বরকনক হুতাশন প্রভং প্রণি পতিতোঽস্মিহিতায় ভাস্করম্॥
সূর্যোদয়ে যঃ সুসমাহিতঃ পঠেৎ স পুত্রদারান্ ধনরত্ন সঞ্চয়ান্।
লভেত জাতিস্মরতাং নরঃ সদাধৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স বিন্দতে পুমান্॥
ইমং স্তবং দেববরস্য যোনরঃ প্রকীর্ত্তয়েৎ শুচিসুমনাঃ সমাহিতঃ।
বিমুচ্যতে শোকদাবাগ্নি সাগরাল্লভেত কামান্মনসা যথেপ্সিতান্॥

৩ অঃ বন মহাভারত।

ধৈম্য ঋষি সুমহত্মা যুধিষ্টিরের নিকট সূর্যের যে অষ্টাধিক শতনামাত্মক স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

অষ্টোত্তর শতনাম যথা;

সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ, আকাশ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বিদ্যুৎ, জঠর ও ইন্ধন সম্বন্ধীয়, অগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, শাশ্বতপুরুষ, যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশু, জীমূত, জীবন, অরিহা ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্ব্বলোকনমস্কৃত, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তকবহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, কামপ্রদ, ভানু, সর্ব্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বাদ, সর্ব্বধাতু নিষেচিতা, মন, সুপর্ণ, ভূতাদিশীঘ্রগ, প্রাণধারণ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, অদিতিপুত্র, আদিদেব, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা এবং করুণান্বিত মৈত্রেয়; কীর্ত্তনীয় অপরিমিত তেজস্বী সূর্যদেবের এই অষ্টাধিক শতনাম স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

দেব, পিতৃ ও যক্ষগণের সেবিত; অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধগণের বন্দিত এবং উত্তম সুবর্ণ ও হুতাশন—সদৃশ প্রভান্বিত ভাস্করকে হিতের নিমিত্ত প্রণিপাত করি, যে পুরুষ সূর্য্যোদয়কালে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই স্তব পাঠ করেন, তিনি পুত্র, কলত্র, ধন, রত্ন সঞ্চয় ও জাতিস্মরত্ব এবং সর্ব্বদা ধৃতি ও মেধা প্রাপ্ত হন।' মনুষ্য পরমদেব সূর্যের এই স্তব বিশুদ্ধ ও অচঞ্চল মনে কীর্ত্তন করিলে শোকরূপ অপার দাবাগ্নি হইতে মুক্তি এবং মনোভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কৃত সূর্য্য স্তব।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এব মুক্তস্তু ধৌম্যেন তৎকাল সদৃশং বচঃ।
বিপ্রত্যাগ সমাধিস্থঃ সংযতাত্মা দৃঢ় ব্রতঃ॥
ধর্ম্মরাজো বিশুদ্ধাত্মা তপআতিষ্ঠ দুত্তমম্।
পুষ্পোপহারৈর্ব্বলিভিরর্চ্চয়িত্বা দিবাকরম্॥
সোঽবগাহ্য জলং রাজা দেবস্যাভি মুখোঽভবৎ।
যোগমাস্থায় ধর্ম্মাত্মা বায়ু ভক্ষ্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
গাঙ্গেয়ং বায্যুপস্পৃশ্য প্রাণায়ামেন তস্থিবান্।
শুচিঃ প্রযতবাগ ভূত্বা স্তোত্র মারব্ধবাং স্তুতঃ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বং ভানো জগতশ্চক্ষু স্তমাত্মা সর্ব্ব দেহিনাম্।
যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাং॥
ত্বং গতি সর্ব্ব সাংখ্যানাং যোগিনাং ত্বং পরায়ণম্।
অনাবৃতার্গলদ্বারং ত্বং গতিঃ স্বং মুমুক্ষতাম্॥
ত্বয়া সংধার্য্যতে লোক স্ত্বয়া লোকঃ প্রকাশ্যতে।
ত্বয়া পবিত্রী ক্রিয়তে নির্ব্ব্যাজং পাল্যতে ত্বয়া॥
ত্বামুপস্থায় কালেতু ব্রাহ্মণাবেদ পারগাঃ।
স্বশাখা বিহিতৈ মন্ত্রৈরর্চ্চ স্ত্যৃষিগণার্চ্চিত॥
তবদিব্যং রথং যান্তমনু যান্তি বরার্থিনঃ।
সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বা যক্ষ গুহ্যকপন্নগাঃ॥
ত্রয়স্ত্রিং শচ্চবৈ দেবাস্তথাবৈ মাণিকাগণাঃ।
সোপেন্দ্রাঃ সমেন্দ্রাশ্চ ত্বামিষ্ট্বা সিদ্ধিমাগতাঃ॥
উপযান্ত্যর্চ্চয়িত্বাতু ত্বাংবৈ প্রাপ্ত মনোরথাঃ।
দিব্যমন্দারমালাভি স্তূর্ণং বিদ্যাধরোত্তমাঃ॥
গুহ্যাঃ পিতৃগণাঃ সপ্ত যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
তে পূজয়িত্বা ত্বামেব গচ্ছন্ত্যাশুপ্রধানতাম॥

বসবো মারুতো রুদ্রা যে চ সাধ্যা মরীচিপাঃ।
বালিখিল্যাদয়ঃ সিদ্ধাঃ শ্রেষ্ঠত্বং প্রাণিনাং গতাঃ॥
সব্রহ্মঃকেষু লোকেষু সপ্তস্বপ্যখিলেষু চ।
নতদ্ভূতং মহৎমন্যে যদর্কাদতিরিচ্যতে॥

সন্তিচান্যানি সত্বানি বীর্য্যবন্তি মহান্তি চ।
নতু তেষা তথাদীপ্তিঃ প্রভাবো বা যথাতব॥
জ্যোতীংষিত্বয়ি সর্ব্বাণিত্বংসর্ব্ব জ্যোতিষাং পতিঃ।
ত্বয়ি সত্যঞ্চ সত্বঞ্চ সর্ব্বেভাবাশ্চ সাত্বিকাঃ॥

ত্ব তেজসাকৃতং চক্রং সুনাভং বিশ্বকর্ম্মণা।
দেবারীনাং মদোযেন নাশিতঃ শার্ঙ্গধন্বনা॥
ত্বমাদায়াং শুভিস্তেজোনিদাঘে সর্ব্বদেহিনাম্।
সর্ব্বৌষধি রসানাঞ্চ পুনর্ব্বষু সুমুঞ্চসি॥

তপন্ত্যন্যে দহন্ত্যন্যে গর্জ্জন্ত্যন্যে তথাঘনাঃ।
বিদ্যোতন্তে প্রবর্ষন্তি তব প্রাবৃষিরশ্ময়ঃ॥
ন তথা সুখয়ত্যগ্নির্ণ প্রাবারা ন কম্বলাঃ।
শীতবাতার্দ্দিতং লোকং যথা তব মরীচয়ঃ॥

ত্রয়োদশদ্বী পবতীং গোভির্ভাসয়সে মহীম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং হিতায়ৈকঃ প্রবর্ত্তসে॥
তব যদ্যুদয়ো নস্যাদন্ধং জগদিদং ভবেৎ।
নচ ধর্ম্মার্থ কামেষু প্রবর্ত্তেরন্মনীষিণঃ॥

আধান পশু বন্ধেষ্টি মন্ত্র যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।
ত্বৎপ্রসাদা দবাপ্যন্তে ব্রহ্ম ক্ষত্র বিশাংগণৈঃ॥
যদহর্ব্রহ্মণঃ প্রোক্তং সহস্র যুগ সম্মিতম্।
তস্যত্ব মাদিরন্তশ্চ কালজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

মনুনাং মনুপুত্রানাং জগতোঽমানবস্য চ।
মন্বন্তরানাং সর্ব্বেষামীশ্বরাণাং ত্বমীশ্বরঃ॥
সংহার কালে সংপ্রাপ্তে তব ক্রোধ বিনিঃসৃতেঃ
সম্বর্ত্তকাগ্নিস্ত্রৈলোক্যং ভস্মীকৃত্যাবতিষ্ঠতে॥

ত্বদ্দীধিতি সমুৎপন্না নানাবর্ণা মহাঘনাঃ।
সৈরাবত্যাঃ সাশনয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যা ভূতসংপ্লবম্॥
কৃত্বা দ্বাদশধাহত্মানং দ্বাদশাদিত্যতাং গতঃ।
সংহৃত্যৈ কার্ণবং সর্ব্বং ত্বং শোষয়সিরশ্মিভিঃ॥
ত্বামিন্দ্র মাহুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নি স্ত্বং মনঃ সূক্ষ্মং প্রভুস্ত্বং ব্রহ্মশাশ্বতম্॥
ত্বং হংসঃ সবিতা ভানুরংশুমালী বৃষাকপিঃ।
বিবস্বান্ মিহিরঃ পূষামিত্রো ধর্ম্মি স্তথৈবচ॥
সহস্র রশ্মিবাদিত্য স্তপনস্ত্বং গবাং পতিঃ।
মার্ত্তণ্ডোহর্কোরবিঃ সূর্য্যঃ শরণ্যোদিনকৃৎ তথা॥
দিবাকরঃ সপ্ত সপ্তির্ধাম কেশী বিরোচনঃ।
আশুগামী তমোঘ্নশ্চ হরিতাশ্বশ্চ কীর্ত্ত্যসে॥
সপ্তম্যামথবা ষষ্ঠ্যাং ভক্ত্যা পূজাং করোতি যঃ।
অনির্ব্বিণ্ণো হনহঙ্কারীতং লক্ষ্মীর্ভজতে নরম্॥
ন তেষা মাপদঃ সন্তি নাধয়ো ব্যাধয় স্তথা।
যেত্বানন্য মনসা কুর্ব্বন্ত্যর্চ্চ বন্দনম্॥
সর্ব্বরোগৈর্ব্বিরহিতা সর্ব্বপাপ বিবর্জ্জিতাঃ।
ত্বদ্ভাব ভক্তাঃ সুখিনো ভবন্তি চিরজীবিনঃ॥
ত্বং মমাপন্ন কামস্য সর্ব্বাতিথ্যং চিকীর্ষতঃ।
অন্ন মন্ন পতেদাতু মভিতঃ শ্রদ্ধয়ার্হসি॥
যেচতেহনুচরা সর্ব্বে পাদোপান্তং সমাশ্রিতাঃ।
মাঠারারুণ দণ্ডাদ্যাস্তাং স্তান্ বন্দেহ শনিক্ষুভান্॥
ক্ষুভয়া সহিতা মৈত্রী যাশ্চান্যাভূত মাতরঃ।
তাশ্চ সর্ব্বা নমস্যামি পাস্তুমাং শরণাগতম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুতো মহারাজ ভাস্করোলোক ভাবনঃ।
ততো দিবাকরঃ প্রাতোদর্শয়ামাস পাণ্ডবম।
দীপ্যমানস্ব বপুষা জ্বলন্নিব হুতাশনঃ॥

বিবস্বানুবাচ।

যৎতেঽভিলষিতং কিঞ্চিৎ তত্ত্বং সর্ব্বমবাপ্স্যসি।
অহমন্নং প্রদাস্যামি সপ্ত পঞ্চচতে সমাঃ॥
গৃহ্লীষ পিঠরং তাম্রং ময়া দত্তং নরাধিপ।
যাবদ্ধৎ স্যতি পাঞ্চালী পাত্রেণানেন সুব্রত॥
ফলমূলামিষং শাকং সংস্কৃতং যন্মহানসে।
চতুর্ব্বিধং তদন্নাদ্যমক্ষয্যং তেভবিষ্যতি॥
ইতশ্চতুর্দ্দশে বর্ষে ভূয়োরাজ্য মবাপ্স্যসি।
এবমুক্তা তু ভগবাং স্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইদং স্তবং প্রযতমনাঃ সমাধিনা পঠেদিহান্যোঽপিবরং সমর্থয়ন্।
তৎ তস্য দদ্যাচ্চর বির্মনীষিতং তদাপ্নুয়াদ্ যদ্যপি তৎ সুদুর্লভম্॥

যশ্চেদং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষশঃ।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্॥
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পুরুষোঽপ্যথবাশ্রিয়ঃ।
উভেসন্ধ্যে পঠেন্নিত্যং নারীবা পুরুষো যদি॥
আপদং প্রাপ্যমুচ্যেত বদ্ধোমুচ্যেত বন্ধনাৎ।
এতদ্ ব্রহ্মা দদৌ পূর্ব্বং শক্রায় সুমহাত্মনে॥
শক্রাচ্চ নারদঃ প্রাপ্তো ধৌম্যস্তু তদনন্তরম্।
ধৌম্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্তবান্॥
সংগ্রামেচ জয়েন্নিত্যং বিপুলঞ্চাপ্নুয়াদ্বসু।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকং সগচ্ছতি॥

৩ অঃ বন মহা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট এইরূপ তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিপালনরূপ ধর্ম্ম চিন্তাকরতঃ দৃঢ় নিয়ম ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া মনঃসংযম পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি পুষ্পোপহার বলিদ্বারা দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া জলে অবগাহন করত আদিত্যাভিমুখ হইয়া থাকিলেন।

সেই ধর্ম্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগাবলম্বন ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন, অনন্তর শুচি ও সংযতবাক্ হইয়া আদিত্যের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে ভানো! তুমি জগতের চক্ষু, তুমি সমস্ত দেহীর আত্মা,তুমি ভূতনিচয়ের উৎপত্তি স্থান এবং তুমিই সমুদায় ক্রিয়ানিষ্ঠগণের আচার। তুমি অখিল জ্ঞানীদিগের গতি, তুমি যোগিগণের পরম আশ্রয়, তুমি মোক্ষাভিলাষীদিগের অনাবৃত মুক্তিদ্বার এবং তুমিই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাক। তোমা হইতে সমস্ত লোক প্রকাশ পায়, তোমা হইতে এই জগৎ শুদ্ধতা লাভ করে এবং তুমিই এই সমস্ত জগৎকে অকপট ভাবে পালন করিয়া থাক। ঋষিগণ তোমাকে অর্চ্চনা করেন এবং বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব শাখোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাকালে তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, গুহ্য ও পন্নগগণ বর প্রার্থনায় তোমার গমনশীল দিব্য রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের সহিত ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্য দেবতা ও বৈমানিকগণ তোমার আরাধনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরগণ দিব্য মন্দার পুষ্পের মাল্য দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিয়া শীঘ্র মনোরথ লাভ করিয়াছেন। গুহ্যকগণ এবং দিব্যও মানুষ সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ তোমার আরাধনা প্রভাবেই আশু প্রধানত্ব প্রাপ্ত হন। বসুগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, মরীচিপগণ, সিদ্ধগণ, এবং বালখিল্য প্রভৃতি সকলেই তোমার নিকট প্রণত হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমুদায় সপ্ত লোকের মধ্যে এমত কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না যে তাহাকে তোমা হইতে অতিরিক্ত বলা যায়। সংসারের মধ্যে বীর্য্য বিশিষ্ট অন্যান্য অনেক মহৎ প্রাণী আছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য প্রভাব ও দীপ্তিশালী দৃষ্ট হয় না। সমস্ত জ্যোতিই তোমাতে অবস্থান করে, তুমিই সমস্ত জ্যোতির পতি। সত্য, সত্ত্ব এবং অখিল সাত্ত্বিক ভাবে তোমাতেই বিদ্যমান আছে ভগবান বিষ্ণু যদ্দারা দৈত্যদিগের দর্প বিনষ্ট করেন, সেই সুনাভচক্র তোমারই তেজ দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক রচিত হয়। তুমি গ্রীষ্মকালে স্বীয় রশ্মি দ্বারা সমুদায় দেহী, ওষধি ও রস সমূহের তেজ আকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে পুনর্ব্বার মোচন কর। তোমার রশ্মিই তাপিত করে ও দগ্ধ করে এবং বর্ষাকালে মেঘরূপে পরিণত হইয়া গর্জ্জন, বিদ্যোতন ও বর্ষণ করে। তোমার কিরণ শীতবাতার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে যে রূপ সুখকর হয়, অগ্নি কি প্রাবার, কিম্বা কম্বল সেরূপ সুখজনক হয়না তুমি ত্রয়োদশ দ্বীপবতী পৃথিবীকে নিজ কর দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাক। তুমিই একাকী লোকত্রয়ের হিতার্থ প্রবৃত্ত হইতেছ। যদি সংসারে তোমার উদয় না হয়, তবে এই সমুদয় জগৎ একবারে অন্ধ হইয়া পড়ে, এবং মনীষিগণও ধর্ম্মার্থ কামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তোমার প্রসাদেই অগ্ন্যাধ্যান, পশুবন্ধন, ইষ্টি, মন্ত্র, যজ্ঞ তপস্যাদি ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সহস্র যুগ পরিমিত কাল ব্রহ্মার যে একদিন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহার আদি ও অন্তরূপে তোমাকেই স্বীকার করেন। তুমি মনু, মনু পুত্র মানব ও মন্বন্তর সমূহের সহিত সমুদয় জগতের ও সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর।

সংহার কালে তোমার ক্রোধ নিঃসৃত সম্বর্ত্তক নামক অগ্নি এই ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করতঃ অবস্থিতি করে। তোমার রশ্মি হইতে উৎপন্ন নানাবর্ণে সুশোভিত মহামেঘগণ ঐরাবত ও অশনির সহিত উদিত হইয়া সমুদায় সংসার জল-প্লাবিত করিয়া থাকে; এবং তুমিই পুনর্ব্বার দ্বাদশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় রশ্মি দ্বারা একার্ণব সমুদ্রকে সংহারপূর্ব্বক পরিশুষ্ক কর। আচার্য্যেরা তোমাকেই ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তুমিই বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, অগ্নি, সূক্ষ্ম মন, প্রভু ও শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হও। পণ্ডিতেরা তোমাকে হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি, বিবস্বান, মিহির, পূষা, মিত্র, ধর্ম্ম, সহস্ররশ্মি, আদিত্য, তপন, গোপতি, মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য, দিনকৃৎ, দিবাকর সপ্তসপ্তি, ধামকেশী, বিরোচন, আশুগামী, তমোঘ্ন এবং হরিতাশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি অনির্ব্বিন্ন ও অহঙ্কার শূন্য হইয়া সপ্তমী বা ষষ্ঠীতে তোমার পূজা করে, লক্ষ্মী তাহাকে ভজনা করেন। যাহারা অনন্য চিত্ত হইয়া তোমার অর্চ্চন বন্দন করেন, তাহাদিগের আধি, ব্যাধি ও অন্য কোন আপৎ থাকে না। যাহারা তোমার ভাবে ভক্ত, তাহারা সমস্ত রোগ ও পাপ হইতে মুক্ত, সুখী ও চিরজীবি হন।

হে অন্নপতে! আমি সম্প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সকলের আতিথ্য সংকার সাধন করিবার নিমিত্ত অন্নকামুক হইয়াছি, তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে অন্ন প্রদান কর। বিদ্যুৎ ব জ্রাদি প্রবর্ত্তক মাঠর, অরুণ ও দণ্ড প্রভৃতি যে সকল অনুচরগণ তোমার পদোপান্ত আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিতেছি এবং নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তৃ ক্ষুভা, মৈত্রী ও গৌরী প্রভৃতি ভূত ও মাতৃগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ লোকপাবন ভাস্করের স্তুতি করিলে দিবাকর তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া জাজ্জ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান শরীরে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন ও কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার মনের অভিলাষ সমুদায় সিদ্ধ হইবে, আমি দ্বাদশ বর্ষকাল তোমাকে অন্ন প্রদান করিব; তুমি আমার নিকট হইতে তাম্র নির্ম্মিত এই স্থালী গ্রহণ কর। হে সুব্রত! অন্ন, ফল, মূল, শাক ও আমিষ প্রভৃতি যে কিছু মহানসে সংস্কৃত হইবে, তাহা পাঞ্চাল রাজনন্দিনী যে পর্য্যন্ত এই পাত্র দ্বারা পরিবেশন করিবেন, সেই পর্য্যন্ত চব্য, চোষ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধরূপে অক্ষয় হইবে। তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষে রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান সূর্য্যদেব এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

যে ব্যক্তি যে বর্ণের অভিলাষী হইয়া যুধিষ্ঠির কৃত আদিত্যের এই স্তব সংযত ও একাগ্রচিত্তে পাঠ করে, আদিত্য তাহার প্রতি তাহা দুর্ল্লভ হইলেও প্রদান করেন। যে কোন পুরুষ কিম্বা নারী ইহা নিত্য নিত্য ধারণ করে কিম্বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন ও বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যালাভ করিতে পারে; নর

কিম্বা নারী যে কেহ প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, সে আপদগ্রস্ত হইলে আপৎ হইতেও বদ্ধ হইলে বন্ধন হইতে মুক্তি পায় এবং সর্ব্বদা সংগ্রামে জয় ও বিপুল ধন প্রাপ্ত ও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং দেহান্তে সূর্য্যলোকে গমন করে। ব্রহ্মা এই স্তব পূর্ব্বে সুমহাত্মা ইন্দ্রকে, ইন্দ্র নারদকে এবং নারদ ধৌম্যকে প্রদান করে; যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়া এতদ্দ্বারা সমস্ত কাম্যফল প্রাপ্ত হন।

শাম্বকৃত সূর্য্য স্তব।

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্তবং স্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশোধমনি সন্ততঃ।
রাজন্ নাম সহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্॥
খিদ্যমানস্তুতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নেতু দর্শনং দত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥

সূর্য্য উবাচ।

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতী সুত।
অলং নাম সহস্রেন পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানিচ।
তানিতে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বাবৎ সাবধারয়ঃ॥
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোক প্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোক চক্ষু গ্রহেশ্বরঃ॥
লোক সাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপন স্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥
গভস্তি হস্তো ব্রহ্মাচ সর্ব্বদেব নমস্কৃতঃ।
এক বিংশতি রিত্যেষ স্তবইষ্টঃ সদামম॥
শ্রীরারোগ্য করশ্চৈব ধন বৃদ্ধি র্যশস্করঃ।
স্তব রাজ ইতি খ্যাত স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥
য এতেন মহাবাহোদ্বে সন্ধ্যেঽস্ত মনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চদুষ্কৃতম্।
এক জপ্যেন তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ॥

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসন মেবচ।
বলি মন্ত্রোঽর্ঘ্য মন্ত্রশ্চ ধূপ মন্ত্র স্তথৈবচ ॥
অন্ন প্রদানে স্নানেচ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্ব ব্যাধি হরঃ শুভঃ ॥
এব মুক্তাতু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণ তনয়ং তত্রৈ বান্তর ধীয়ত ॥
শাম্বোঽপি স্তব রাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমান্ স্তস্মাদ্ রোগাদ্বিমুক্তবান্ ॥
ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগোপনয়নে শ্রীসূর্য্যস্তর রাজঃ সমাপ্তঃ ॥

শাম্বকৃত সূর্য্যস্তব

বা

শাম্বাদিত্য মহাত্ম্য

একদা কৃষ্ণ শাম্বকে শাপ দিলেন, তোমার কুষ্ঠ হউক; সাম্ব সেই কুষ্ঠ রোগ আরোগ্যার্থ প্রভাস ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভাস্কর দেবকে স্তব করিতেছেন।

ততো বৈরাগ্য সংযুক্ত শ্চিন্তা শোক পরায়ণঃ
প্রভাস ক্ষেত্র মগমৎ সর্ব্ব পাতক নাশনম্।
এবং তৎ ক্ষেত্রমাসাদ্য তপস্তেপেসুদারুণম্॥ ৪৫ ॥
প্রতিষ্ঠাপ্য সহস্রাংশুং দেবং পাপনিষূদনম্।
ততশ্চারাধয়ামাষ পরং নিয়মমাশ্রিতঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্রিসন্ধ্যং পূজয়ামাস দিব্য গন্ধানুলেপনৈঃ।
স্তোত্রেণানেন ভক্ত্যাবৈস্তৌতি নিত্যং দিনাধিপম্ ॥৪৭॥

শাম্ব উবাচ।

নম স্ত্রৈলোক্য দীপায় নমস্তে তিমিরাপহ।
নমঃ পঙ্কজ নাথায় নমঃ কুমুদশ এবে ॥ ৪৮ ॥
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায় জগদ্ধাত্রে নমোঽস্তুতে।
দেব দেব নমস্যামি সূর্য্যং ত্রৈলোক্য দীপকম্ ॥৪৯॥

আদিত্য বর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
অপূর্ব্ব এষ প্রথমঃ সুরাণাম্।
হিরণ্য গর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা
স পঠ্যতে বৈতমসঃ পরস্তাৎ ॥৫০॥

ইতি স্তুত স্তদা সূর্য্যঃ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা।
উবাচ দর্শনং গত্বা শাম্বং জাম্ববতী সুতম্ ॥৫১॥
শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু গোবিন্দ নন্দন।
স্তোত্রেণানেন তুষ্টোঽহং বরং ব্রূহি যদীপ্সিতম্ ॥৫২॥

শাম্ব উবাচ।

কৃষ্ণে নাহং সুর শ্রেষ্ঠ শপ্ত পাপঃ সুদুর্ম্মতিঃ।
কুষ্ঠান্তং কুরুমে দেব যদি তুষ্টো ঽসিমে প্রভো॥ ৫৩ ॥

শ্রীভানুরুবাচ।

ভুয় এব মহাভাগ নীরোগস্তং ভবিষ্যসি।
যাদৃগ্রূপঃ পুরাহ্যাসীর্ম্মমচৈব প্রসাদতঃ॥ ৫৪ ॥
অদ্য প্রভৃতি নেক্ষ্যাস্ত্বা বিষ্ণু ভার্য্যাঃ কথঞ্চন।
ন তাসাং দর্শনে জাতু স্থাতব্যং যদুনন্দন॥ ৫৫ ॥
তাসামীর্ষা পরীতেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
কুষ্ঠং তে যাদব শ্রেষ্ঠ প্রদত্তং হি মহাত্মনা॥ ৫৬ ॥
যো মাং স্তোত্রেণ চানেন সমাগত্য চ স্তোষ্যতি।
নতস্যান্বয় সম্ভূতঃ কুষ্ঠী কশ্চিদ্ভবিষ্যতি॥ ৫৭ ॥
অথাদিত্যস্য নামানি সম্যগ্ জানীহি দ্বাদশ।
দ্বাদশৈব তথান্যানি তানি বক্ষ্যাম্য শেষতঃ॥ ৫৮ ॥
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যো মিহিরোঽর্কঃ প্রতাপনঃ।
মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো ভানুশ্চিত্র ভানুর্দ্দিবাকরঃ॥ ৫৯ ॥
রবি দ্বাদশনামৈবং জ্ঞেয়ঃ সামান্য নামভিঃ।
বিষ্ণুর্ধাতা ভগঃ পূষা মিত্রোঽংশু র্বরুণোঽর্য্যমা॥ ৬০ ॥
ইন্দ্রো বিবস্বাং স্ত্বষ্টাচ পর্জ্জন্যো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ।
ইতি তে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্ত্বেন প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬১ ॥

উত্তিষ্ঠান্তি সদাহ্যে তে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ।
বিষ্ণু স্তপতি বৈচৈত্রে বৈশাখেচার্য্যমা সদা ॥ ৬২ ।
বিবস্বান্ জৈষ্ঠ্য মাসেতু আষাঢ়ে চাংশুমাং স্তথা।
পর্জ্জণ্যঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রৌষ্ঠ সংজ্ঞিকে ॥ ৬৩ ॥
ইন্দ্রশ্চাশ্ব যুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে।
মার্গশীর্ষে তথামিত্রঃ পৌষে পূষা দিবাকর ॥ ৬৪ ॥
মাঘে ভগস্তু বিজ্ঞেয় স্ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে।
শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু রশ্মীনাং দীপ্যতে সদা ॥ ৬৫ ॥
দীপ্যতে গোসহস্রেণ শতৈশ্চ ত্রিভিরর্য্যমা।
দ্বি সপ্তকৈর্বিস্বাংস্তু অংশুমান্ পঞ্চ কৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৬৬ ॥
বিবস্বানিবপর্জ্জন্যো বরুণশ্চার্য্য মা ইব।
ইন্দ্রস্তু দ্বিগুণৈঃ ষড়ভির্ধাত্যেকা দশভিঃ শতৈঃ ॥ ৬৭ ॥
মিত্র বচ্চ ভগস্ত্বষ্টা সহস্রেণ শতেন চ।
উত্তরোপক্রমেহর্কস্য বর্দ্ধন্তে রশ্ময়ঃ সদা।
দক্ষিণোপক্রমে ভূয়ো হ্রসন্তে সূর্য্য রশ্ময়ঃ ॥ ৬৮ ॥
এবং দ্বাদশ মূর্ত্তিস্থঃ প্রভাস ক্ষেত্র মধ্যতঃ।
শাম্বাদিত্যেতি বিখ্যাতঃ স্থাস্যে মন্বন্তরান্তরে ॥ ৬৯ ।
মাঘস্য শুক্লপক্ষেত্ব পঞ্চম্যাং যাদবোত্তম।
এক ভক্তং সদাখ্যাতং ষষ্ঠ্যাং নক্ত মুদাহৃতম্ ॥ ৭০ ॥
সপ্তভান্নুপবাসং তু কৃত্বা সাবর্ক সন্নিধৌ।
রক্তচন্দন মিশ্রৈস্ত করবীরৈর্মহা ব্রতঃ ॥ ৭১ ॥
দত্ত্বা কুন্দরকং ধূপং পূজয়েদ্ভাস্করং বুধঃ।
ব্রাহ্মণান্ দিব্যভোজ্যেন ভোজয়িত্বাপি শক্তিতঃ ॥ ৭২ ॥
এবং যঃ কুরুতে সম্যক্ শাম্বাদিত্যস্য পূজনম্।
সম্যক্ শ্রদ্ধা সমাযুক্তঃ সম্প্রাপ্স্যত্য খিলং ফলম্ ॥ ৭৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ,—

এব মুক্তা সহস্রাংশু স্তত্রৈ বাস্তর ধীয়ত।
শাম্বোঽপি নির্জ্জরো ভূত্বা দ্বারকাং পুনরাগমৎ ॥ ৭৪ ॥

ইত্যে তৎ কথিতং দেবি শাম্বাদিত্য মহোদয়ম্।
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৫ ॥
ইতি শ্রীস্কান্দে শাম্বাদিত্য মাহাত্ম্য বর্ণনং নামৈকাধিক
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥ অঃ প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্যম।

শাম্ব শোকাক্রান্ত ভাবে চিন্তাপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় লইলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ব পাতক হর প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন। সেখানে আসিয়া পাপনাশন সহস্রাংশু দেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎ সমীপে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। শাম্ব নিয়মান্বিত হইয়া সূর্য্যারাধনায় নিবিষ্ট হইলেন এবং দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহার ত্রৈকালিক পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তিভরে নিত্য নিত্য দিনাধিপতিকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন।—

শাম্ব কহিলেন,—হেতিমিরারে ত্রৈলোক্য দীপক! তোমাকে আমার বার বার নমস্কার তুমি পঙ্কজ বন্ধু ও কুমুদ নাথ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগৎ প্রতিষ্ঠ, জগদ্ধাতা, তোমাকে নমস্কার। হে দেব দেব! তুমি সূর্য্য ত্রৈলোক্যের দীপক, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আদিত্য বর্ণ, ভুবন গোপ্তা, অনাদি ও সুরগণের আদি। তুমিই হিরণ্য গর্ভতমঃ পারবর্ত্তী মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত তোমাকে আমার নমস্কার।

সূর্য্য এইরূপে স্তুত হইয়া তৎকালে প্রসন্ন চিত্তে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া জাম্ববতী সুত শাম্বকে বলিলেন,—হে শাম্ব, শাম্ব, গোবিন্দনন্দন মহাভুজ! শ্রবণকর, তোমার এই স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। শাম্ব কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি সুদুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ; কৃষ্ণ আমায় অভিশাপ দিয়াছেন দেব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্ত করুন। ভানু বলিলেন, মহাভাগ! তুমি নীরোগ হইবে; তোমার যেমন রূপ ছিল, আমার প্রসাদে পুনরায় তেমন হইবে। আজ হইতে তুমি আর কৃষ্ণ ভার্য্যা দিগকে দেখিওনা। হে যদু নন্দন! তাঁহাদে রদর্শন পথে কদাচ তুমি থাকিওনা। তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হইয়াই প্রভ-বিষ্ণু বিষ্ণু তোমায় কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইবার অভিশাপ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই ক্ষেত্রে আসিয়া তোমার কৃত এই স্তব দ্বারা আমার যে স্তব করিবে, তাহার বংশে কেহই কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হইবে না। অনন্তর আদিত্যের সামান্য দ্বাদশ বিধ নাম শ্রবণ কর। তদীয় অন্যান্য দ্বাদশ নামও আমি বলিতেছি,—

আদিত্য, সবিতা, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রতাপন, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর ও রবি, সামান্য নাম নিরুক্তি অনুসারে আদিত্যের এই দ্বাদশ নাম বিজ্ঞেয়। অন্য দ্বাদশ নাম যথা,—বিষ্ণু, ধাতা, ভগ, পূষা, মিত্র, অংশু, বরুণ, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বিবস্বান, ত্বষ্টা, ও পর্জ্জন্য। আদিত্যের এই অন্য বিধ দ্বাদশ নাম কীর্ত্তিত হইল। দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে এই সকল আদিত্য উদিত হইয়া থাকেন।

বিষ্ণু চৈত্রে, অর্যমা বৈশাখে, বিবস্বান জ্যৈষ্ঠে, অংশুমান আষাঢ়ে, পর্জ্জন্য শ্রাবণে, বরুণ ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা কার্ত্তিকে, মিত্র মার্গশীর্ষে, পূষা পৌষে, ভগ মাঘে এবং ত্বষ্টা ফাল্গুণে তাপ প্রদান করেন।

বিষ্ণু দ্বাদশ শত, অর্য্যমা তিন শতাধিক সহস্র, বিবস্বান্ চতুর্দ্দশ শত এবং অংশুমান পঞ্চ শতাধিক সহস্র রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে পর্জ্জন্য বিবস্বানের ন্যায় এবং বরুণ অর্য্যমার ন্যায় রশ্মিমালায় দীপ্তি পান। ইন্দ্র দ্বাদশ শত রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকনে।

মিত্র একাদশ শত রশ্মি যোগে, ভগ মিত্রের ন্যায় এবং ত্বষ্টা শতাধিক সহস্র রশ্মি দ্বারা প্রদীপ্ত হন। উত্তরায়ণের উপক্রম হইতেই আদিত্য রশ্মি সকল নিত্য বর্দ্ধিত হয় এবং দক্ষিণায়ণের উপক্রম হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এইরূপে দ্বাদশ মূর্ত্তি দিবাকর প্রভাস ক্ষেত্রের মধ্যে শাম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়া বিভিন্ন মন্বন্তরেও বিরাজ করেন।

হে যদু শ্রেষ্ঠ! এইরূপে মাঘমাসের শুক্ল পক্ষীয় পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে শাম্বাদিত্যের সন্নিধানে যথাক্রমে এক ভক্ত এক নক্তও উপবাস করিয়া রক্ত চন্দন মিশ্র করবীর কন্দুরক ও ধূপ দ্বারা ভাস্কর পূজা করিবে এবং পূজান্তে দিব্য ভোজ্য সামগ্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে যথা শক্তি ভোজন করাইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি সম্যক্ শ্রদ্ধালু হইয়া শাম্বাদিত্যের পূজা করে, তাহার নিখিল ফল প্রাপ্তি হয়।

ঈশ্বর কহিলেন,—সহস্রাংশু এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। শাম্বও নির্জ্জর হইয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন। দেবি! এই আমি শাম্বাদিত্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। ইহা শ্রবণে পাপনাশ ও আরোগ্য লাভ হয়॥

পঞ্চমোঽধ্যায়।

আদিত্য মাহাত্ম্য।

মুনয় উচুঃ,—

অহোদেবস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতমেবং জগৎপতে।
ভাস্করস্য সুরশ্রেষ্ঠবদতস্তেষু দুর্লভম্॥ ১ ॥
ভূয়ঃ প্রব্রূহিদেবেশ যৎ পৃচ্ছামো জগৎপতে।
শ্রোতুমিচ্ছা মহেব্রহ্মন্ পরং কৌতুহলং হিনঃ॥ ২ ॥
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেন্মোক্ষমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেতসঃ॥ ৩ ॥
কুতোঽস্যাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ কুতোনিঃ শ্রেয়সং পরম্।
স্বর্গতশ্চৈবকিং কুর্য্যাদ্ যেন ন চ্যবতে পুনঃ॥ ৪ ॥
দেবানাং চাত্রকোদেবঃ পিতৃণাঞ্চৈবকঃ পিতা।
যস্মাৎ পরতরং নাস্তিতম্মেব্রূহি সুরেশ্বর॥ ৫ ॥
কুতঃ সৃষ্টমিদং বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবর জঙ্গমম্।
প্রলয়ে চ কমভ্যেতিতদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ,—

উদ্যন্নেবৈষকুরুতে জগদ্বিতিমিরংকবৈঃ।
নাতঃ পরতরোদেবঃ কশ্চিদন্যোদ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭ ॥
অনাদিনিধনোহ্যেষ পুরুষঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
তাপয়ত্যেষত্রীল্লোকান্ ভবন্ রশ্মিভিরুল্বণঃ॥ ৮ ॥
সর্ব্বদেবময়োহ্যেষ তপতাং তপনোবরঃ।
সর্ব্বস্য জগতোনাথঃ সর্ব্বসাক্ষী জগৎপতি॥ ৯ ॥
সংক্ষিপত্যেষ ভূতানি তথা বিসৃজতে পুনঃ।
এষ ভাতিত পত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ॥ ১০ ॥
এষ ধাতাবিধাতা চ ভূতাদি র্ভূতভাবনঃ।
নহ্যেষ ক্ষয় মায়াতি নিত্যমক্ষয় মণ্ডলঃ॥ ১১ ॥

পিতৃণাং চ পিতাহ্যেষ দেবতানাং হি দেবতা।
ধ্রুবং স্থানং স্মৃতং হ্যেতদ্ যস্মান্নচ্যবতে পুনঃ ॥ ১২ ॥
সর্গকালে জগৎকৃৎস্ন মাদিত্যাৎ সম্প্রসূয়তে।
প্রলয়েচ তমভ্যেতি ভাস্করং দীপ্ত তেজসম্ ॥ ১৩ ॥
যোগিনশ্চাপ্য সংখ্যাতা স্ত্যক্ত্বাগৃহ কলেবরম্।
বায়ুর্ভূত্বা বিশন্ত্যস্মিং স্তেজোরাশৌ দিবাকরে ॥ ১৪ ॥
অস্য রশ্মি সহস্রাণি শাখাইব বিহঙ্গমাঃ।
বসন্ত্যাশ্রিত্যমুনয়ঃ সংসিদ্ধাদৈবতৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥
গৃহস্থাজনকাদ্যাশ্চ রাজানো যোগধর্ম্মিণ।
বালখিল্যাদয়শ্চৈব ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৬ ॥
বানপ্রস্থাশ্চ যে চান্যে ব্যাসাদ্যাভিক্ষব স্তথা।
যোগমাস্থায় সর্ব্বেতে প্রবিষ্টাঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ১৭ ॥
শুকো ব্যাসসুতঃ শ্রীমান্ যোগধর্ম্মমবাপ্যসঃ।
আদিত্য কিরণান্ গত্বাহ্য পুনর্ভাবমাস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
শব্দমাত্র শ্রুতিমুখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
প্রত্যক্ষোহয়ং পরোদেবঃ সূর্য্যস্তিমিরনাশনঃ ॥ ১৯ ॥
তস্মাদন্যত্রভক্তির্হিন কার্য্যাশুভমিচ্ছতা।
যস্মাদৃষ্টেরগম্যাস্তে দেবাবিষ্ণু পুরোগমাঃ ॥ ২০ ॥
অতোভবদ্ভিঃ সতত মভ্যর্চ্চ্যোভগবান্ রবিঃ।
সহি মাতা পিতাচৈব কৃৎস্নস্য জগতোগুরুঃ ॥ ২১ ॥
অনাদ্যো লোকনাথোহসৌ রশ্মিমালী জগৎপতিঃ।
মিত্রত্বেচ স্থিতো যস্মাত্তপস্তেপেদ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২২ ॥
অনাদি নিধনোব্রহ্মা নিত্যশ্চাক্ষরএবচ।
সৃষ্ট্বাসসা গরান্ দ্বীপান্ ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ২৩ ॥
লোকানাং সহিতার্থায় স্থিতশ্চন্দ্র সরিত্তটে।
সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ সর্ব্বান্ সৃষ্ট্বাচ বিবিধাঃপ্রজাঃ ॥ ২৪
ততঃ শত সহস্রাংশুরব্যক্তশ্চ পুনঃস্বয়ম্।
কৃত্বা দ্বাদশধাত্মানমাদিত্যমুপ পদ্যতে ॥ ২৫

ইন্দ্রোধাতাথপর্জন্যস্ত্বষ্টা পুষার্য্যমাভগঃ।
বিবস্বান্ বিষ্ণুরংশশ্চ বরুণো মিত্রএবচ ॥ ২৬ ॥
আভির্দ্বাদশভিস্তেন সূর্য্যেণ পরমাত্মনা।
কৃৎস্নং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥
তস্য যা প্রথমামূর্ত্তি রাদিত্যস্যেন্দ্র সংজ্ঞিতা।
স্থিতা সা দেবরাজত্বে দেবানাং রিপুনাশিনী ॥ ২৮ ॥
দ্বিতীয়া তস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না ধাতেতি কীর্ত্তিতা।
স্থিতা প্রজা পতিত্বেন বিবিধাঃ সৃজতে প্রজাঃ ॥ ২৯ ॥
তৃতীয়ার্কস্য যা মূর্ত্তিঃ পর্জন্য ইতি বিশ্রুতা।
মেঘেষেব স্থিতা সাতুবর্ষতেচ গভস্থিভিঃ ॥ ৩০ ॥
চতুর্থী তস্য যামূর্ত্তির্নাম্নাত্বষ্টেতি বিশ্রুতা।
স্থিতাবনস্পতৌসাতু ওষধীষু চ সর্ব্বতঃ ॥ ৩১ ॥
পঞ্চমীতস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না পূষেতি বিশ্রুতা।
অন্নে ব্যবস্থিতা সাতু প্রজাং পুষ্ণাতিনিত্যশঃ ॥ ৩২ ॥
মূর্ত্তিঃ ষষ্ঠীরবের্যাতু অর্যমা ইতি বিশ্রুতা।
বায়োঃ সংসরণা সাতু দেবষেব সমাশ্রিতা ॥ ৩৩ ॥
ভানোর্যা সপ্তমী মূর্ত্তির্নাম্না ভগেতি বিশ্রুতা।
ভূতিষেব স্থিতা সাতু শরীরেষু চ দেহিনাম্ ॥ ৩৪ ॥
মূর্ত্তির্মাষ্টমীতস্য বিবস্বা নিতি বিশ্রুতা।
অগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতাসাতু পচত্যন্নং শরীরিনাম্ ॥ ৩৫ ॥
নবমী চিত্রভানো র্যা মূর্ত্তির্বিষ্ণুশ্চ নামতঃ।
প্রাদুর্ভবতি সানিত্য দেবানামরি সূদনী ॥ ৩৬ ॥
দশমীতস্য যা মূর্ত্তি রংশুমানিতি বিশ্রুতা।
বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতা সাতু প্রহ্লাদয়তিবৈ প্রজা ॥ ৩৭ ॥
মূর্ত্তিস্ত্বেকাদশী ভানোর্নাম্না বরুণ সংজ্ঞিতা।
জলেষেবস্থিতা সাতু প্রজাং পুষ্ণাতি নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥
মূর্ত্তি র্যা দ্বাদশীভানোর্নাম্না মিত্রেতি সংজ্ঞিতা।
লোকানাং সা হিতার্থায় স্থিতা চন্দ্র সরিত্তটে ॥ ৩৯ ॥
বায়ুভক্ষ স্তপস্তেপে স্থিত্বামৈত্রেন চক্ষুষা।

অনুগৃহ্ণন্ সদাভক্তান্ বরৈর্নানাবিধৈস্তুসঃ ॥ ৪০ ॥
এবং সা জগতাং মূর্ত্তির্হিতায় বিহিতা পুরা।
তত্র মিত্রঃ স্থিতো যস্মাত্তস্মান্মিত্রং পরংস্মৃতম্॥ ৪১।
আভি দ্বাদশভিস্তেন সবিত্রা পরমাত্মনা।
কৃৎস্নং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪২
তস্মাদ্ ধ্যেয়ো নমস্যশ্চ দ্বাদশস্থাসু মূর্ত্তিষু।
ভক্তি মদ্ভির্ণ্যরনিত্যংতদ্গতে নান্তরাত্মনা ॥ ৪৩ ॥
ইত্যেবং দ্বাদশাদিত্যা ন্নমস্কৃত্বাতু মানবঃ।
নিত্যং শ্রুত্বা পঠিত্বাচ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৪৪ ॥

মুনয়ঃ উচুঃ—

যদি তাবদয়ং সূর্য্যশ্চাদি দেবঃ সনাতনঃ।
ততঃ কস্মাত্তপস্তেপে বরেপ্সুঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ,—

এতদ্বঃসংপ্রবক্ষ্যামি পরং গুহ্যং বিভাবসোঃ।
পৃষ্ঠং মিত্রেণ যৎ পূর্ব্বং নারদায় মহাত্মনে ॥ ৪৬ ॥
প্রাঙ্ময়োক্তাস্তু যুস্মভ্যং রবের্দ্বাদশ মূর্ত্তয়ঃ।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভৌতাসাং তপসি সংস্থিতৌ ॥ ৪৭ ॥
অব্ ভক্ষো বরুণ স্তাসাং তস্থৌ পশ্চিম সাগরে।
মিত্রো মিত্র বনেচাস্মিন্ বায়্ ভক্ষোঽভবত্তদা ॥ ৪৮ ॥
অথ মেরু গিরেঃ শৃঙ্গাৎ প্রচ্যুতো গন্ধমাদনাৎ।
নারদস্তু মহাযোগী সর্ব্বাল্লোঁকাংশ্চরন্ বশী ॥ ৪৯ ॥
আজগা মাথতত্রৈব যত্র মিত্রোঽচরত্তপঃ।
তং দৃষ্টাতু তপস্যন্তং তস্য কৌতুহলং হ্যভূৎ ॥ ৫০ ॥
যোঽক্ষয়শ্চা ব্যয়শ্চৈব ব্যক্তা ব্যক্তঃ সনাতনঃ।
ধৃত মেকাত্মকং যেন ত্রৈলোক্যং সুমহাত্মনা ॥ ৫১ ॥
যঃ পিতা সর্ব্ব দেবানাং পরাণামপি যঃ পরঃ।
অযজদ্দেবতাঃ কাস্তু পিতৃন্ বাকানসৌ যজেৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসাতং দেবং নারদোঽব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥

নারদ উবাচ,—

বেদেষু স পুরাণেষু সাঙ্গোপাঙ্গেষু গীয়সে।
ত্বমজঃ শাশ্বতো ধাতাত্বং নিধান মনুত্তমম্ ॥ ৫৩ ॥
ভূতং ভব্যং ভবচ্চৈব ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
চত্বারশ্চাশ্রমা দেব গৃহস্থাদ্যাস্তথৈবহিঃ ॥ ৫৪ ॥
যজন্তিত্বামহরহ স্তাং মূর্ত্তিত্বং সমাশ্রিতম্।
পিতা মাতা চ সর্ব্বস্য দৈবতঃ ত্বংহি শাশ্বতম্ ॥ ৫৫ ॥
যজসে পিতরং কং ত্বং দেবং বাপিন বিদ্মহে ॥ ৫৬ ॥

মিত্র উবাচ,—

অবাচ্য মেতদ্বক্তব্যং পরং গুহ্যং সনাতনম্।
ত্বয়ি ভক্তি মতি ব্রহ্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্ ॥ ৫৭ ॥
যত্তৎ সূক্ষ্ম মবিজ্ঞেয়মব্যক্তমচলং ধ্রুবম্।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সর্ব্বভূতৈ র্বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৮ ॥
সহ্যন্তরাত্ম ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চৈব কথ্যতে।
ত্রিগুণাদ্ব্যতি রিক্তোঽসৌ পুরুষশ্চৈব কল্পিতঃ ॥ ৫৯ ॥
হিরণ্য গর্ভো ভগবান্ সৈববুদ্ধি রিতিস্মৃতঃ।
মহানিতি চ যোগেষু প্রধান মিতি কথ্যতে ॥ ৬০ ॥
সাংখ্যেচ কথ্যতে যোগে নামভির্বহুধাত্মকঃ।
স চ ত্রিরূপো বিশ্বাত্মা শর্ব্বোঽক্ষর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬১ ॥
ধৃত মেকাত্মকং তেন ত্রৈলোক্য মিদমাত্মনা।
অশরীরঃ শরীরেষু সর্ব্বেষু নিব সত্যসৌ ॥ ৬২ ॥
বসন্নপি শরীরেষু ন সলিপ্যেত কর্ম্মভিঃ।
মমান্তরাত্মাত বচ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বেষাং সাক্ষি ভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যং কেন চিৎ কচিৎ।
সগুণো নির্গুণো বিশ্বোজ্ঞানগম্যোহ্যসৌ স্মৃতঃ ॥৬৪॥
সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৬৫ ॥
বিশ্ব মূর্দ্ধা বিশ্ব ভুজো বিশ্বপাদক্ষি নাসিকঃ।
একশ্চরতি বৈক্ষেত্রে স্বৈরচারী যথা সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

ক্ষেত্রাণী হশরীরাণি তেষাঞ্চৈব যথা সুখম্ ।
তানিবেত্তি সযোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৬৭ ॥
অব্যক্তে চ পুরেশেতে পুরুষ স্তেন চোচ্যতে ।
বিশ্বং বহুবিধং জ্ঞেয়ং স চ সর্ব্বত্র উচ্যতে ॥ ৬৮ ॥
তস্মাৎ স বহুরূপত্বাদ্বিশ্বরূপ ইতিস্মৃতঃ ।
তস্যৈকস্য মহত্বংহি সচৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৯ ॥
মহা পুরুষ শব্দংহি বিভর্ত্ত্যেকঃ সনাতনঃ ।
সতু বিধি ক্রিয়ায়ত্তঃ সৃজত্যাত্মান মাত্মনা ॥ ৭০ ॥
শতধা সহস্রধাচৈব তথা শত সহস্রধা ।
কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মা নমাত্মনা ॥ ৭১ ॥
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যাতিস্বাদ্বন্তরং যথা ।
ভুমে রস বিশেষণ তথা গুণ রসাত্তুসঃ ॥ ৭২ ॥
এক এব যথা বায়ু দেহেষ্বেব হিপঞ্চধা ।
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথা তস্য নসংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥
স্থানান্তর বিশেষাচ্চ যথাগ্নি র্লভতে পরাম্ ।
সংজ্ঞাং তথা মুনে সোহয়ং ব্রহ্মাদিষু তথা প্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥
যথা দীপ সহস্রাণি দীপ একঃ প্রসূয়তে ।
তথা রূপ সহস্রাণি স একঃ সম্প্রসূয়তে ॥ ৭৫ ॥
যদা স বুধ্যত্যাত্মনং তদা ভবতি কেবলঃ ।
একত্ব প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্ত্ততে ৭৬ ॥
নিত্যংহি নাস্তি জগতি ভূতং স্থাবর জঙ্গমম্ ।
অক্ষয়শ্চা প্রমেয়শ্চ সর্ব্বগশ্চ স উচ্যতে ॥ ৭৭ ॥
তস্মাদব্যক্ত মুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজ সত্তমাঃ ।
অব্যক্তাব্যক্ত ভাবস্থা যাসা প্রকৃতি রুচ্যতে ॥ ৭৮ ॥
তাং যোনিং ব্রহ্মণোবিদ্ধি যোহসৌ সদসদাত্মকঃ ।
লোকেচ পূজ্যতে যোহসৌ দৈবে পিত্র্যেচ কর্ম্মণি ॥৭৯॥
নাস্তি তস্মাৎ পরোহন্যং পিতাদেবোহপি বা দ্বিজাঃ ।
আত্মনাসতু বিজ্ঞেয় স্ততস্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৮০ ॥

স্বর্গেঽপিহি যে কেচিত্তং নমস্যন্তি দেহিনঃ।
তেন গচ্ছন্তি দেবর্ষেতে নোদ্দিষ্ট ফলাং গতিম্॥ ৮১ ॥
তং দেবাঃ স্বাশ্রমস্থাশ্চ নানা মূর্ত্তি সমাশ্রিতাঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়ন্ত্যাত্মং গতিশ্চৈষাং দদাতিসঃ॥ ৮২ ॥
সহি সর্ব্ব গতশ্চৈব নির্গুণাশ্চৈব কথ্যতে।
এবং মত্বা যথাজ্ঞানং পূজয়ামি দিবাকরম্॥ ৮৩ ॥
যে চ তদ্ভাবিতা লোক এক তত্ত্বং সমাশ্রিতাঃ।
এত দপ্যধিকং তেষাং যদেকং প্রবিশন্ত্যুত॥ ৮৪ ॥
ইতি গুহ্য সমুদ্দেশ স্তব নারদ কীর্ত্তিতঃ।
অস্মদ্ভক্ত্যাপি দেবর্ষে ত্বয়াপি পরমং স্মৃতম্॥ ৮৫ ॥
সুরৈর্ব্বা মুনিভির্ব্বাপি পুরাণৈর্ব্বরদং স্মৃতম্।
সর্ব্বৈচ পরমাত্মানং পূজয়ন্তি দিবাকরম্॥ ৮৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ,—

এব মেতৎ পুরাখ্যাতং নারদায়তু ভানুনা।
ময়াপি চ সমাখ্যাতা কথা ভানো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৮৭ ॥
ইদমাখ্যান মাখ্যেয়ং ময়া খ্যাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নহ্য নাদিত্য ভক্তায় ইদং দেয়ং কদাচন॥ ৮৮ ॥
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েন্নিত্যং যশ্চৈব শৃণুয়ান্নরঃ।
স সহস্রাচিষং দেবং প্রবিশেন্নাত্রসংশয়ঃ॥ ৮৯ ॥
মুচ্যেতার্ত্ত স্তথা রোগাচ্ছ্রুত হে মামাদিতঃ কথাম্।
জিজ্ঞাসুর্লভতে জ্ঞানং গতি মিষ্টাং তথৈবচ॥ ৯০ ॥
ক্ষণেন লভতেঽপ্যনি মিদং যঃ পঠতে মুনে।
যোযং কাময়তে কামং সতং প্রাপ্নোত্য সংশয়ম্
তস্মাস্তবদ্ভিঃ সততং স্মর্ত্তব্যো ভগবান রবিঃ।
স চ ধাতা বিধাতা চ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ॥ ৯২ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিত্য মাহাত্ম্য
বর্ণনং নামত্রিং শতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০ অঃ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে জগৎপতে! হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি ভাস্করদেবের দুর্লভ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আপনার মুখে আমরা তাহা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আমাদের প্রবল শ্রবণ-কৌতূহল এখনও নিবৃত্ত হয় নাই; অতএব আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পুনরায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, গৃহস্থ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অথবা ভিক্ষু, ইহাদের মধ্যে কেহ যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কোন্ দেবতার আরাধনা করিবেন? কিরূপে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়, কি করিলেই বা সে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে এবং স্বর্গগত ব্যক্তিই বা এমন কি কার্য্য করিবেন, যাহাতে পুনরায় আর তাঁহাকে তথা হইতে ভ্রষ্ট হইতে না হয়? যিনি দেবগণের দেব, পিতৃগণের পিতা, যাহা হইতে পরতর আর কেহই নাই, হে সুরেশ্বর তিনি কে? তাহা আমাদিগকে বলুন, অপিচ, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়-কালেও আবার যাঁহাকে আশ্রয় করিবে, ইহাও আপনি কীর্ত্তন করুণ।১—৬॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! এই যে দেব উদিত হইয়া স্বীয় করনিকরে জগদন্ধকার অপনীত করেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব অন্য কেহই নাই, কারণ ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইনিই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ। ইনিই প্রখররূপ ধারণ করিয়া রশ্মিনিচয় দ্বারা এই ত্রিভুবন তাপিত করিতেন। ইনি সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাপদাতা, সর্ব্বজগতের নাথ, সর্ব্বলোকের সাক্ষী এবং সর্ব্ব জগতের পতি। ইনিই ভূতবর্গ সৃজন করেন এবং পুনরায় সংহার করিয়া থাকেন। ইনি কিরণরাজি বিস্তার করিয়া প্রতিভাত হন এবং তাপনও বর্ষণ করিয়া থাকেন। ইনি কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েন না; ইহার মণ্ডল নিয়তই অক্ষয়। ইনি পিতৃগণের পিতা এবং ইনিই দেবগণের দেবতা। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ ধ্রুব স্থান। ইহাঁ হইতে আর বিচ্যুত হইতে হয় না। সৃষ্টিকালে সমস্ত জগৎ আদিত্য হইতে প্রসূত হয় এবং প্রলয়ে আবার দীপ্ততেজা ভাস্করেই উহা বিলীন হইয়া যায়। অসংখ্য যোগীপুরুষ, স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ু হইয়া এই তেজোরাশি দিবাকরেই প্রবেশ করিয়াছেন। আকাশ প্রসারিত তরুশাখার ন্যায় ইহারই সহস্র সহস্র রশ্মি আশ্রয় করিয়া দেবগণ সহ সিদ্ধমুনিগণ বাস করিতেছেন। গৃহস্থ অথচ যোগমার্গাবলম্বী জনকাদি রাজগণ, বালখিল্যাদি ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ, অন্যান্য বানপ্রস্থাবলম্বী মুনিগণ এবং ব্যাসপ্রমুখ সর্ব্বত্যাগী সাধু পুরুষগণ, ইহারা সকলেই যোগপথ অবলম্বন করিয়া সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্যাসনন্দন শ্রীমান্ শুকও যোগধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্যকিরণ লাভ করত পুনর্জ্জন্ম জয় করিয়াছেন। ৭—১৮॥

বেদমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবাদি দেবগণ সকলেই এই প্রত্যক্ষ পরমদেব তিমিরধ্বংসী সূর্য্যরই আর কেহই নহেন। অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অন্যত্র ভক্তি করা বিধেয় নহে; কেন না, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল দেব, তাঁহারা কেহই দৃষ্টিগম্য নহেন; এই কারণে আপনারা সর্ব্বদা ভগবান্ ভাস্করকেই অর্চ্চনা করিবেন। সে ভাস্করই মাতা, পিতা এবং কৃৎস্ন জগতের গুরু। তিনিই অনাদি, লোকনাথ, রশ্মিমালী ও জগৎপতি তিনিই সকলের মিত্ররূপে

বিরাজিত। যিনি অনাদিনিধন, নিত্য অব্যয়ব্রহ্ম, তিনিও সেই সূর্য্যবই আর কেহই নহেন। সূর্য্যদেবই সাগর ও দ্বীপাদিসহ চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়া লোক নিবহের হিতের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন এবং সেই অব্যক্তমূর্ত্তি ভগবান্ সহস্র রশ্মিই পুনরায় সমস্ত প্রজাপতি ও বিবিধ প্রজা-মণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়া আত্মাকে দ্বাদশধা বিভক্ত করত আদিত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, পূষা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্, বিষ্ণু, অংশু, বরুণ ও মিত্র, এই দ্বাদশ মূর্ত্তি দ্বারা পরমাত্মা সূর্য্যদেবই এই কৃৎস্নজগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন।

সেই আদিত্যের যে ইন্দ্র নামক প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই দেবগণের শত্রু সংহার করত দেবরাজত্বে বিরাজমান। তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তিধাতা প্রজাপতিত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে-ছেন। পর্জ্জন্য নামক প্রসিদ্ধ তদীয় তৃতীয় মূর্ত্তি, মেঘরূপে অবস্থিত হইয়া বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার ত্বষ্টা নামক চতুর্থী মূর্ত্তি বনস্পতি ও ওষধি সমূহে বিরাজিত রহিয়াছে।

পূষাখ্য পঞ্চমীমূর্ত্তি অন্নে অবস্থিত হইয়া, প্রতিনিয়ত প্রজাপুঞ্জকে পোষণ করিতেছেন।

অর্য্যমা নাম্নী ষষ্ঠীমূর্ত্তি বায়ব আকারে সংরক্ষণশীল হইয়া দেবদেহ আশ্রয় করিয়াছে। ভানুর ভগ নাম্নী সপ্তমী মূর্ত্তি ভূতলে এবং দেহিগণের দেহ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। বিবস্বান্ নামে অষ্টমী মূর্ত্তি অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া শরীরিগণের ভুক্তান্ন পরিপাক করিতেছেন।

বিষ্ণুনাম্নী নবমীমূর্ত্তি দেবগণের রিপু সংহারের জন্য নিত্য প্রাদুর্ভূত হইতেছে। তাঁহার অংশুমান নামে দশমীমূর্ত্তি বায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রজাপুঞ্জকে আহ্লাদিত করিতেছে। ভানুর বরুণ নাম্নী একাদশ মূর্ত্তি জলে অবস্থান করিয়া নিয়ত প্রজা পোষণ করিতেছে। ভানুর মিত্র নামে যে দ্বাদশ মূর্ত্তি, তাহা লোকদিগের হিতের নিমিত্ত চন্দ্র সন্নিকটে অবস্থান করিতেছে। মিত্র, বায়ু অশনে কালাতিপাত করত তপস্যা করিতেছেন এবং মৈত্র নেত্রে অবলোকন করিয়া ভক্তবৃন্দকে বিবিধবরে অনুগৃহীত করিতেছেন। ১৯—৪০ ॥

এইরূপে সেই মিত্রমূর্ত্তি জগতের হিতার্থে বিহিত রহিয়াছে। তিনি মিত্র নামে অবস্থিত তাই তিনি সকলের পরম মিত্র।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পরমাত্মা সবিতা এই দ্বাদশবিধ মূর্ত্তি দ্বারাই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান। এই জন্য নিত্যই ভক্তিমান নরগণ তদ্‌গত মনে তাঁহাকে দ্বাদশমূর্ত্তিরূপে ধ্যান ও নমস্কার করিবেন। মানব এইরূপে দ্বাদশাদিত্যকে নমস্কার পূর্ব্বক তদীয় দ্বাদশ নাম শ্রবণ ও পাঠ করিলে অন্তে সূর্য্যলোকে পূজিত হইয়া থাকে।

মুনিগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই সূর্য্যই যদি আদি দেব সনাতন পুরুষ, তবে কিজন্য বর প্রার্থী হইয়া প্রকৃত জনের ন্যায় তপস্যা করিলেন?

ব্রহ্মা কহিলেন,—বিভাবসু সম্বন্ধে পূর্ব্বে মিত্রদেব মহাত্মা নারদকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, আমি এক্ষণে সেই গূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি। রবির দ্বাদশ মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি; সেই মূর্ত্তি সমূহের মধ্যে মিত্র ও বরুণ এই দুইজন তপস্যায় নিরত রহেন।

তন্মধ্যে বরুণ মাত্র জলাহার করত পশ্চিম সাগরে আর মিত্র অত্রত্য মিত্রবনে মাত্র বায়ুভক্ষ হইয়া বিরাজ করেন।

একদা মহাযোগী নারদ মেরু গিরির শৃঙ্গ গন্ধমাদন হইতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে করিতে, মিত্র যথায় তপস্যা করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ মিত্রকে তপস্যা করিতে দেখিয়া একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত মনে ভাবিতে লাগিলেন, যিনি অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত ও সনাতন পুরুষ, যে মহাত্মা এই ত্রৈলোক্য ধারণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদেবের পিতা ও পরাৎপর প্রভু, তিনি আবার কোন্ কোন্ দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতেছেন? নারদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দেব! আপনি অঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদ ও পুরাণ সর্ব্বশাস্ত্রেই অজ, শাশ্বত, ধাতা ও উত্তম নিধান বলিয়া কীর্ত্তিত। ৪১—৫৩॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। গার্হস্থ্যাদি চতুরাশ্রম বাসীরা আপনাকেই অহরহ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আপনি সকলের পিতা, মাতা ও শাশ্বত দৈবত। জানি না, আপনি আবার কোন দেব বা পিতৃপুরুষকে পূজা করিতেছেন?

মিত্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি এরূপ কথা বলিবেন না পরন্তু যাহা সনাতন গুহ্য পরমপদ, তাহা আমি ভবাদৃশ ভক্ত জনের নিকট যথাযথ বর্ণন করিতেছি।

যিনি সূক্ষ্ম, অভিজ্ঞেয়, অব্যক্ত অচল ও ধ্রুব বস্তু; ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থক সর্ব্বভূতের যিনি অগোচর, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলিয়া অভিহিত, ত্রিগুণাতীত ভগবান হিরণ্য গর্ভ, তিনিই বুদ্ধি নামে নির্ণীত, তিনি মহান্ এবং তিনিই প্রধান বলিয়া কথিত সাংখ্যমত বাদীরা যোগ শাস্ত্রে তাঁহার বহুনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি ত্রিরূপী, বিশ্বাত্মা, সর্ব্ব ও অক্ষর নামে নির্দ্দিষ্ট, এই একাত্মক ত্রৈলোক্যকে তিনি আত্মা দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

তিনি নিজে অশরীরী হইয়াও সর্ব্ব শরীরে বাস করেন। শরীর মধ্যে বাস করিয়াও কর্ম্ম সমূহে তিনি লিপ্ত হয়েন না। তুমি আমি ও অন্যান্য দেহধারী সকলেরই তিনি সাক্ষীভূত অন্তরাত্মা। তাঁহাকে কেহই কখন গ্রহণ করিতে পারেন না। তিনি সগুণ অথচ নির্গুণ; একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। তাঁহার সর্ব্বদিকে পাণি, পাদ, সর্ব্বত্র নেত্র, মস্তক, মুখ এবং সর্ব্বদিকে তিনি শ্রুতি সম্পন্ন; জগতের সমুদয় আচ্ছাদন করিয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন।

তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক, তিনি একাকীই স্বেচ্ছায় এই শরীর মধ্যে যথা সুখে বিচরণ করিতেছেন, শরীর সমূহই ক্ষেত্র আখ্যায় অভিহিত, ঐ যোগাত্মা-পুরুষের সেই সমস্ত শরীর বিদিত, তাই তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সতত অব্যক্ত পুরে শয়ান রহিয়াছেন। বিশ্ব বহুবিধ বলিয়া বিদিত, সেই বিশ্বের সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজিত, এই জন্য বহুরূপত্ব হেতু তিনি বিশ্বরূপ নামে কথিত। তাঁহাতেই মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তিনিই এক মাত্র পুরুষ বিশ্রুত। সেই এক মাত্র সনাতন পুরুষই মহাপুরুষ নামে অভিহিত,

তিনিই বিধাতৃ কর্ম্মে সচেষ্ট হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে শতধা, সহস্রধা শতসহস্রধা ও কোটিরূপে সৃজন করিতেছেন ॥৫৪—৭১॥

আকাশ হইতে পতিত জল যেমন মৃত্তিকার রসভেদে পৃথক্ স্বাদ বিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষে তেমনি গুণভেদে বিভিন্নাকারে প্রতীতি হইয়া থাকেন। যেমন একই বায়ু দেহ সমূহে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত, তেমনি একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়ই তাঁহাতে বিরাজিত, স্থানভেদে অগ্নি যেমন নানা সংজ্ঞা লাভ করে, হে মুনে! ঐ সকল পুরুষ ও তেমনি হরি প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন একই দীপ হইতে সহস্র সহস্র দীপ প্রবর্ত্তিত হয়, তেমনি একই সনাতন পুরুষ হইতে সহস্র সহস্র সৃষ্টি বিস্তৃত হইতেছে, তিনি যখন আত্ম জ্ঞান লাভ করেন, তখন কৈবল্যভাবে উপগত হয়েন। একত্বের বিলয়ে তাঁহার আবার বহুত্ব প্রবর্ত্তিত হয়। এজগতে চরাচরে কোন বস্তুই নিত্য নয়। সেই একমাত্র অক্ষয় অপ্রমেয় সর্ব্বব্যাপী সনাতন পুরুষই নিত্য বলিয়া নিরূপিত, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাঁহা হইতেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুৎপন্ন। যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত, তিনিই প্রকৃতি নামে কথিত জানিবে, সেই প্রকৃতিই ব্রহ্মযোনি। যিনি সৎ ও অসৎ স্বরূপে বিদ্যমান; দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে জগতে যিনি পূজ্যমান হে দ্বিজগণ! তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব বা পিতা অন্য কেহই নাই। মাত্র আত্মা দ্বারাই তিনি বিজ্ঞেয়; সুতরাং তাঁহাকেই আমি পূজা করিতেছি।

হে দেবর্ষে! স্বর্গবাসী শরীরীদিগের মধ্যেও যে কেহ তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারই তদুদ্দিষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নানা মূর্ত্তি ধারী দেবগণ স্ব স্ব আশ্রমে থাকিয়া ভক্তি পূর্ব্বক সেই আদ্য আদিত্যদেবের পূজা করেন, তিনিও তাঁহাদিগকে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন।

সেই সূর্য্যদেবই সর্ব্বগামী ও নির্গুণ বলিয়া কথিত। আমি দিবাকরকে এইরূপ মনে করিয়া জ্ঞানতঃ তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি। যাঁহারা তদ্ভাবনায় ভাবিত হইয়া একতত্ত্ব আশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই অধিক যে, তাঁহারা একই পদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।

হে নারদ! তোমার নিকট এই আমি গূঢ় বিষয় বর্ণন করিলাম। হে দেবর্ষে! আমাদিগের ভক্তি অনুসারে আপনি ও তাঁহাকে পরমপদ বলিয়াই বিদিত আছেন। সুরগণ ও প্রাচীন মুনিগণ সকলেই তাঁহাকে বরপ্রদ পরমপুরুষ বলিয়া জানেন এবং সকলেই সেই পরমাত্মা দেব দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৭২—৮৮॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্র শ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে ভানুদেব নিজেই নারদকে যে সকল রহস্য কথা কহিয়াছিলেন, আমিও আপনাদিগকে সেই সকল কথাই কহিলাম।

মৎ কথিত এই আখ্যান আদিত্য ভক্তিবিহীন ব্যক্তিদিগের নিকট কদাপি আখ্যেয় বা প্রদেয় নহে। যে নর এই আখ্যান শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে নিশ্চয় ভগবান্ সহস্র রশ্মির দেহে বিলীন হইয়া থাকে। এই আদিত্য কথা আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া আর্ত্ত ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং জিজ্ঞাসুজন জ্ঞান ও ইষ্টগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! যে

ব্যক্তি এই আদিত্যাখ্যান পাঠ করে, স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার সদ্‌গতি লাভ হয়। অধিক কি, স্তব পাঠ কর্ত্তা যে ব্যক্তিই যাহা প্রার্থনা করুক, তাহার সে কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। অতএব আপনারা সর্ব্বদা ভগবান রবিকে স্মরণ করিবেন। সেই রবিই সর্ব্ব জগতের ধাতা, বিধাতা ও প্রভু॥ ৮৯—৯২

ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০ অঃ॥

অবন্তী ক্ষেত্রমাহাত্ম্য।

অর্জ্জুন স্তুতি।

অর্জ্জুন উবাচ

জয়তি কিরণ মালীভাস্বরঃ শ্রান্ত সপ্তিঃ।
সকল ভুবন ধামা প্রাগ্‌ দিগন্তাট্ট হাসঃ।
ভবতি বিগত পাপং কীর্ত্তনা দেব যস্য
প্রচুর কলুষ দোষৈগ্রস্ত মঙ্গং নরাণাম॥ ৫৪॥

ব্রহ্মাদ্যৈর্ম্মুনিভি রভিষ্টুতং পতঙ্গং
কঃ স্তোতুং করিরভি বাঞ্ছতে প্রকামম্।
স্তোষ্যেঽহং তদপি স্ববিস্তরাৎ স্ববুদ্ধে
কিং দাপো জ্বলিতি হি নোদিতে শশাঙ্ক॥ ৫৫॥

শাস্ত্রার্থ কামনিপুণৈর্ম্মুনিভিঃ স্তুতস্য
কিং বস্তু যত্ন রচিতং বিবিধৈঃ প্রয়োগৈঃ।
দ্বৈপায়ন প্রভৃতিভির্ম্মুনিভিঃ পুরাণৈ
র্যাপাত সারা মহভাতি জগৎ সমস্তম্॥ ৫৬॥

কামং তথাপাহ মতাব বিচার্য্য বুদ্ধ্যা
ভানো স্ত্রীলোক গুরু পূজিত পাদযুগ্ম।
বৃত্তৈঃ স্ফুটার্থ মধুরাক্ষর সন্ধি যুক্তৈ
স্ত্বাং বৈ বিচিত্র গতিভিঃ পরিকীর্ত্তয়িষ্যে॥ ৫৭॥

তাব জ্জগন্তবতি নিশ্চল মেব সর্ব্বং
তাবৎ ক্রিয়াশ্চ বিবিধা নচ যান্তি সিদ্ধিম।
যাবচ্চ নাথ কমলা মল মণ্ডলস্ত্বং
উত্তিষ্ঠ সেব্যপনয়ন্ কিরণৈ স্তমাংসি॥ ৫৮॥

তাবন্ন ভান্তি শিখরাণি মহীরুহানাং
গুচ্ছৈস্ত ফুল্লবন মিলিত লোচনানি।
সুপ্তানি বোধয়সিষট্ চরণা কুলানি
যাবন্ন ভাতি রমলাভি রনুত্তমাভিঃ। ৫৯।

উদ্যন্তমম্বর তলে সুরসিদ্ধ সংঘাঃ
সব্রহ্ম দৈত্য মুনি কিন্নর নাগ যক্ষাঃ।
ত্বামর্চ্চয়ন্তি বিবুধাঃ প্রণতৈ শিরোভি
শ্চঞ্চৎ কিরীট মণি ভাতি রনুত্তমাভিঃ॥ ৬০॥

অস্তং গতে ত্বয়ি জগদ্ভবতি প্রসুপ্তং
ভূয়স্তয়ি প্রপতি প্রতি বোধ মেতি,
এবং সদা বরদ লোক হিতায় হেতো
রেকস্ত মেব ভগব স্তিমিরস্য হন্তা॥ ৬১॥

উৎসাহ শক্তি নয় শৌর্য্য সমন্বিতানাং
সেবা প্রয়োগ রচনা বিধি তৎ পরাণাম্।
কার্য্যাণি যন্ন ফলদানি ভবন্তি পুংসাং
তেত্বত্ত ভক্তিবিহ নাথ ভবেত্তি নূনম্॥ ৬২॥

যৎ সংযুগেষ গজ কুঞ্জর কুন্ত শক্তি
নারাচ চক্র শরতোমর ভাম খড়্গৈঃ।
ক্ষিপ্রং নরাঃ সমুপযান্তি বিজিত্য শত্রূন্
সর্ব্বং সদা প্রণত বৎসল চেষ্টিতং তে॥ ৬৩॥

কান্তার দুর্গ বিষমেষ পিবর্ত্তমানা
ব্যাঘ্রেভ সিংহ বহু কণ্টক তস্করেষু।
তৃষ্ণান্বিতাশ্চ বহুশোক বিমূঢ় চিত্তা
স্তৎ কারুণিকগত মৃত্যু ভয় ভবন্তি। ৬৪॥

তেজোরাশি স্তমিহশরণং সর্ব্বতো দুঃখিতানাং
ত্বত্তুল্যোহন্যো জগতি সকলে নাস্তি কশ্চিদ্দয় পুঃ।
ত্বয্যে কস্মিন ভবতি সকলা ভক্তি বন্নিষ্য মাণা
স্ত্বামাসাদ্য প্রভবতি কুতো ব্যাধি দুঃখং নরাণাম্॥ ৬৫॥

কঃ কুষ্ঠাভিহত রুচারিভি রথো কো ব্যাধিভিঃ পীড়িতঃ
কে পঙ্গ্বন্ধ জড়াঃ ক শীর্ণ চরণঃ কোবা বিপন্ন ক্রিয়ঃ।
ইত্যেবং প্রসমীক্ষ্য দেব কৃপয়া দোষাৎ পরিত্রায়সে
কস্যাগ্যস্য পরোপকার নিরতা চেষ্টা যথৈষা তব ॥ ৬৬ ॥

ধর্ম্মঃ পরত্র কিল তিষ্ঠতি সেবিতোঽসৌ
কালান্তরেণ বিবুধা বরদা ভবন্তি।
ত্বং সেবিতঃ প্রণত বৎসল ভূতি কামৈঃ
সদ্যঃ প্রযচ্ছসি ফলং যদভীপ্সিতং তৈঃ ॥ ৬৭ ॥

বিভ্রান্ত কান্ত হরিণী সদৃশেক্ষণাভিঃ
কান্তোরুহার মণি কুণ্ডল মেখলাভিঃ।
তেষাং ভবন্তি ভবনানি বিলাসিনীভি
র্যেষাং নৃণাং ত্বমসিবৈ বরদঃ প্রপন্নঃ ॥ ৬৮ ॥

যৈস্ত্বং নরৈঃ সকৃদপি প্রণতঃ কথঞ্চিৎ
ধ্যাতোঽথবা ভুবন নাথ তথান্তকালে।
নিষ্কল্মষা জগতি দুষ্কৃতিনো ভবন্তি
তে নির্ম্মলাঃ সুকৃতিনো গতি মাপ্নুবন্তি ॥ ৬৯ ॥

যে ত্বাং কুতর্ক মতিভির্ণনমন্তি ভক্ত্যা
রোমাঞ্চ কঞ্চুক শতা কুলিতৈঃ শরীরৈঃ।
তে নির্ধনাঃ পর গৃহেষ বভূত মন্নং
ক্ষুৎক্ষাম কণ্ঠ বদনাঃ পরিতর্কয়ন্তি ॥ ৭০ ॥

উদধি জল তরঙ্গ ক্ষোভ লোলাক্ষিযুগ্মৈঃ
সফণি মণি ময়ূখোদ্ভাসিতৈ র্লেলিহদ্ভিঃ।
প্রণি পতিত শিরোভির্ণাগ মুখ্যৈরজস্রং
শ্রুতিভি রসু পমভিঃ স্তূয়সে পুষ্কলাভিঃ ॥ ৭১ ॥

তব সুরবর গচ্ছতো হ্যনু সরন্তি
ত্রিদশ নদী কমলোদ্গতানিবাতৈঃ।
কনক কমল রেণু পিঞ্জরিতানি
ভ্রমর কুলানি পতঙ্গ চামরাণি ॥ ৭২ ॥

তত্ত্ব ধ্যানং জলনিধি নিবহে স্থিত্বা স্থিত্বা চরণ নিবহৈঃ।
আজীবার্থং প্রতপসি ভগবন্ কস্তে তুল্য স্ত্রিভুবন সময়ে ॥ ৭৩ ॥

উদয়াস্তি নিতম্ব সংস্থিতস্য হ্যদয়েষু স্তময়েষু চাবৃতস্য।
কিরণাস্তপনীয় সপ্রভাস্তে বিলসন্ত স্তড়িতো বিড়ম্বয়ন্তি ॥ ৭৪ ॥

যথা যথা ব্রজতি রথস্তবাম্বরে
বিপাটয়ন্ ঘন তিমিরৌঘ সঞ্চয়ান্।
তথা তথা ক্ষুভিত মহা নিলা হৃতং
প্রতীয়তে সুমুহুরির দুন্দুভির্যথা ॥ ৭৫ ॥

চারু পদ্ম বিনিমীলিতেক্ষণাং
চক্র বাক কলহংস মেখলাম্।
কামিনীমিব রতিশ্রমালসাং
তাং বিবোধয়সি পদ্মিনীং করৈঃ ॥ ৭৬ ॥

নীল লোলমতিকান্ত মুৎপলং
ভৃঙ্গ তুঙ্গ চরণাকুলী কৃতম্।
ত্বৎ প্রভাভি রণুরাগরঞ্জিতং
পদ্ম রাগমিব শোভতে ভৃশম্ ॥ ৭৭ ॥

স্ফুরচ্ছ শাঙ্ক হার নির্ম্মলং খগত্বদঙ্কেম্ব চঞ্চলম্।
বিভাত্যতীব কান্ত মম্বরং সমং বৃহচ্চৈক পাটলম্ ॥ ৭৮ ॥

হরিতি চ তাবন্মুহির্নিষেবিত তমস্ত শুভং
ভবতি চ যাবদেব কিরণৈ স্তব পূজিত তরম্।
ঋষিভির্ম্মুনিভিরুদার ধীভিঃ শাশ্বত মার্গ
পরৈ বর্ধরদ ন শক্যতে তব গুণ স্তুতিরাশ্রয়িতুম্ ॥ ৭৯ ॥

ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং শশাঙ্ক স্তম সুরমথনঃ ষন্মুখস্তং
ধনেশস্ত্বং কালস্ত্বং চ ধাতা ক্ষিতিধর
মলয়া পাশ্রয়স্ত্বং হুতাশঃ।
ওঙ্কারস্ত্বং দ্বিজানাং ত্বমিহ জলনিধিস্ত্বং শরস্ত্বং চ রুদ্রস্তং
মুখ্যস্তং পয়োদ ব্রত যমনিয়মাস্তং জগৎ সর্ব্বমেব ॥ ৮০ ॥

ত্বমনিন্দ গোপতে ত্রিপুর মথন মন্মথ দাহকর
স্তম সুরভী দর্পহা পাহিমাম্। ত্রিদশাধিপ
কমল বরানন স্তমিহ দেব গুরুর্ভগবাং
ত্রিভুবন মণ্ডলেহস্তি কতমস্তব তুল্য গুণাঃ ॥ ৮১ ॥

আদিত্য ভাস্কর দিবাকর সপ্তসপ্তে
মার্ত্তণ্ড সূর্য্য হরিদ শ্বপতে চ ভানো।
অশ্রান্ত বাহন খরূপ গভস্তি মালিং
ত্বাং লোক নাথ শরণং প্রতি পন্নতেহসৌ ॥ ৮২ ॥

প্রাগ্ দিগ্বধূ তিলক ভাস্বর কর্ণপুর
মন্দাকিনী দয়িত নাথ জগৎ প্রদীপ!
হে মাদ্রি তাপন নভস্তল হারি রত্ন
সন্ধ্যাঙ্গনা বদন রাগ নমো নমস্তে ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মৈব সত্য শুক্ত মঙ্গল লোকনাথ
ব্যোমাঙ্গ নেশ মুনি সংস্তুত বিশ্বমূর্ত্তে।
আর্ত্তস্য শোক হর কিঙ্কর পালকশ্চ
ত্বং মে প্রসীদ ভগবঞ্ছরণা গতস্য ॥ ৮৪ ॥

কৃতাঞ্জলিং শিরসি পঙ্কজ কুণ্ডলাভং
যৎ সহস্তুত স্তমিহ দেব ময়াদ্য ভক্ত্যা।
তেন প্রভোভব মমোপরি সৌম্য মূর্ত্তি
ধর্ম্মে মতিং কুরু সদাশ্রিয় মুক্তিতাং চ। ৮৫ ॥

নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে
জগৎ প্রসূতি স্থিতি নাশ হেতবে।
ত্রয়ী ময়ায় ত্রিগুণাত্ম ধারিণে
বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥ ৮৬ ॥

সূর্য্যউবাচ

তুষ্টোহহ মধুনা পার্থ স্তোত্রেণানেন সুব্রত।
বরং দাস্যামি যত্নেন যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৮৭ ॥

মদ্দর্শনং হি বিফলং ন কদাচিৎ প্রজায়তে।
শূরাণাংচ বিশেষণ হৃদেয়ং নাস্তি যত্নতঃ ॥ ৮৮ ॥

এষ এব বরোমহ্যং বরাণামুত্তমোত্তমঃ।
অত্র সন্নিহিতো দেব সর্ব্বকালং ভব প্রভো ॥ ৮৯ ॥
যে চ ত্বাং মানবাভক্ত্যা স্তোষ্যন্তি প্রণতাঃ সদা।
তেষাং ধনং চ ধান্যং চ পুত্র দারা দিকং বসু ॥ ৯০ ॥
মনসশ্চেপ্সিতং সর্ব্বং দাতব্যং হি বরোমম।

সনৎকুমার উবাচ

আদিত্যোঽস্মৈ বরং দত্বাভ্যবাচ বচনং শুভম্ ॥ ৯১ ॥
যস্তুৎ বৃতেন স্তোত্রেণ মাং স্তোষ্যতি নরোত্তমঃ।
শ্রিয়ান বিচ্যুতি স্তস্য ভব দেষ বরোমম ॥ ৯২ ॥
ইতি শ্রীস্কান্দে অর্জ্জুন স্তুতি বর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ অঃ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, প্রাগ্ দিগস্তাট্টহাস, সকল ভুবনধামা, শ্রান্তসপ্তি, ভাস্বর কিরণমালী জয়যুক্ত হউন, যাঁহার কীর্ত্তনে নরগণের প্রচুর কলুষদুষ্ট অঙ্গ বিগত পাপ হয়। ব্রহ্মাদিদেবও মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত সূর্য্যদেবকে কোন কবি স্তব করিতে সমর্থ হয়? হে সুবুদ্ধে! এই জন্যই আমি তাঁহাকে সুবিস্তররূপে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যেহেতু শশাঙ্ক উদিত না হইলে কদাপি প্রদীপ জলে না। শাস্ত্রার্থ কাম নিপুণ দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পুরাণ মুনিগণ স্তত দেব সূর্য্য বিষয়ক অবশিষ্ট শব্দ আর কি আছে, যাহা দ্বারা আমি তাঁহার স্তব করিব? এই জগতের যাবতীয় শব্দামৃত তাঁহারা পান করিয়াছেন। তথাপি আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক ত্রিলোক গুরু ভানুর পাদযুগ্ম মধুরাক্ষর বৃত্ত দ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি।

হে নাথ! হে কমলামলমণ্ডল! তুমি যাবৎ কিরণ দ্বারা তমোরাশি অপনোদন করিয়া উদীয়মান না হও, তাবৎ এই চরাচর জগৎ নিশ্চল থাকে এবং ক্রিয়া সকল সুসিদ্ধ হয় না।

হে দেব! তুমি যাবৎ তোমার অনুত্তম অমল প্রভা দ্বারা ষট্পদ-সঙ্কুল ফুল্লবনের মিলিত নয়ন স্বরূপ মহীরুহদিগের সুপুষ্পিপর গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত না কর, তাবৎ তাহারা শোভিত হয় না। হে দেব! ব্রহ্ম! দৈত্য, মুনি, কিন্নর, নাগ ও যক্ষগণের সহিত সুর-সিদ্ধ সংঘ অম্বর তলে প্রকাশমান আপনাকে প্রণত মস্তকের কিরীটমণি প্রভা দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে দেব! তুমি অস্ত গমন করিলে এই জগৎ প্রসুপ্ত এবং তাপ প্রদান করিলে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। হে বরদ! লোকহিতের নিমিত্ত তুমিই একমাত্র জগতের তিমির হন্তা। হে দেব!

উৎসাহ, শক্তি, নয়, শৌর্য্য, সেবা, প্রয়োগ, রচনা ও বিধিতৎপর পুরুষদিগের যে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহার কারণ কেবল তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তি না থাকা। হে দেব! শরণাগত বৎসল নরগণ যুদ্ধ যাত্রা করিয়া, রথ. কুঞ্জর, কুম্ভ, শক্তি, নারাচ, চক্র, শর, তোমারও তীক্ষ্ন খড়্গ দ্বারা যে শত্রু জয় করে, তাহা কেবল আপনারই চেষ্টিত।

হে দেব! কান্তার দুর্গ, বিষম স্থানে, ঋক্ষ, ইভ, সিংহ, বহু কণ্টক ও তস্কর ভয়ে পতিত, তৃষ্ণার্ত্ত এবং বহু শোক বিমূঢ় চিত্ত নরগণ তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়াই মৃত্যু ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। হে দেব! তুমি তেজো রাশি, তুমিই জগতের দুঃখিত জনের একমাত্র শরণ, এই জগতে তোমার মত দয়ালু আর কে আছে।

তোমাতেই সকলের একমাত্র ভক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়, তোমার শরণাগত জনগণের ব্যাধি দুঃখ কোথায়? কে কুষ্ঠাভিহত হইয়াছে? কে অরি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? কে ব্যাধি পীড়িত হইতেছে? কে পঙ্গু কে অন্ধ, কে জড়, কে শীর্ণ চরণ, কে বিপন্ন ক্রিয়? হে দেব! আপনি এই প্রকারে জনগণকে পরিদর্শন করিয়া তাহাদিগকে দোষ হইতে পরিত্রাণ করেন; এরূপ পরোপকার চেষ্টা আপনি ব্যতীত আর কোন দেবতার আছে? হে দেব! ধর্ম্ম সেবিত হইয়া কালান্তরে ফল প্রদান করে, বিবুধ গণ কালান্তরে বর প্রদান করে, কিন্তু হে প্রণত বৎসল! আপনি ভূতিকাম জনগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সদ্যই অভীপ্সিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেব! তুমি যাহাদিগকে বর প্রদান কর, তাহাদের ভবন সকল—বিভ্রান্ত কমনীয় হরিণী-গণের নয়নের ন্যায় নয়ন যুক্তা এবং মনোহর বৃহৎ হার, মণি কুণ্ডল ও মেখলাকৃতা কামিনীগণে সুশোভিত হয় হে দেব! আপনি যে নরকর্ত্তৃক প্রণত ও মরণ কালে ধ্যাত হন, ঐ নর দুষ্কৃত হইলেও সুকৃতী হয় এবং উত্তম গতি লাভ করে।

হে দেব! যাঁহারা কুতর্ক অবলম্বনে ভক্তি পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত শরীরে তোমাকে প্রণাম করেনা, তাহারা নির্ধন হইয়া ক্ষুৎক্ষাম ভাবে পরগৃহে উচ্ছিষ্টান্নের জন্য প্রার্থনা করে, হে দেব! নাগগণ, উদধি জলের ক্ষোভ বশতঃ চঞ্চল আক্ষ যুক্ত ফণা—মণি—ময়ূখ দ্বারা উদ্ভাসিত ও লেলিহান মস্তক দ্বারা প্রণতি সহকারে অজস্র আপনার স্তব করে। হে সুরবর! তুমি যখন গমন কর, তখন ত্রিদশ নদীর কমল হইতে উদ্গত, কনক কমল রেণু পিঞ্জরিত ভ্রমরকুল গতি-বেগ জনিত বায়ু বশে তোমার চামরের ন্যায় অনু গমন করে। হে দেব! তুমি চরণ সমূহ দ্বারা জলনিধি সমূহে অবস্থান করিতে করিতে আশীবার্থ উত্তপ্ত করিয়া থাক, সুতরাং তোমার তুল্য দেবতা ত্রিভুবনে আর কে আছে?

হে দেব! তুমি যখন উদয় কালে উদয়াদ্রির নিতম্বে এবং অস্ত গমন কালে অস্ত গিরিতে অবস্থিতি কর, তখন তোমার সুবর্ণ সদৃশ কিরণ মালাতে তড়িতের অনুকরণ করে। হে দেব! অম্বরে তোমার রথ ঘনতি মিরৌঘ বিপাটীত করতঃ যেমন যেমন গমন করে, তেমনি তেমনি দুন্দুভি শব্দের ন্যায় স্ফুভিত মহা নিলের সংসরণ শব্দ উত্থিত হয়। হে দেব! আপনি নিমিলিত পদ্মেক্ষণা চক্র বাক কলহংস মেখলা পদ্মিনীকে রতি শ্রমালসা কামিনীর ন্যায় কর দ্বারা

বিবোধিত্ত করিয়া থাকেন। হে দেব! ভৃঙ্গ চরণাকুলা কৃত নীলোৎপল, তোমার প্রভা দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পদ্মরাগের ন্যায় অত্যন্ত শোভা পায়। হে খগ! শশাঙ্ক হার—নির্ম্মল কমনীয় অম্বর, তোমার অঙ্কদেশে অচঞ্চল ভাবে শোভা পাইয়া থাকে। তমোময় দিক্ সকলে তাবৎ অশুভ স্বরূপ তম বিরাজিত থাকে,—যাবৎ তোমার কিরণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করে। হে বরদ! শাশ্বত মার্গপর উদারধী মুনিগণও তোমার গুণ স্তুতি করিতে সমর্থ হয় না। হে দেব! তুমি বিষ্ণু, তুমি শশাঙ্ক, তুমি অসুরমথন এবং ষন্মুখ, ধনেশ, কাল, ধাতা, ক্ষিতিধর, মলয়াশ্রয়, হুতাশু, দিগ্গণের ঙঙ্কার, জলনিধি, শর, রুদ্র, সূর্য্য, পয়োদ, যম, নিয়ম ও সর্ব্বজগৎ, তুমি অনিন্দ, গোপতি, ত্রিপুর মথন, মন্মথ দাহকর ও অসুরদর্পহারী, তুমি আমাকে পালন কর; তুমি ত্রিদশাধিপ, কমল বরানন, দেব গুরু ও ভগবান, ত্রিভুবনে তোমার তুল্য গুণী কে আছে? হে আদিত্য! ভাস্কর, দিবাকর, সপ্তসপ্তি, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, হরিদশ্বপতি ভানু, অশ্রান্ত বাহন, গভস্তিমালী ও লোকনাথ, আমি তোমার স্মরণ লইতেছি।

হে প্রাচীদিক বধুর তিলক, ভাস্কর, কর্ণপুর, মন্দাকিনীদয়িত নাগ, জগৎ প্রদীপ, হেমাদ্রি-তাপন, নভোস্তলের মনোহর রত্ন এবং সন্ধ্যাঙ্গনা বদন রাগ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার।

হে ব্রহ্ম, সত্য, শুভ, মঙ্গল, লোকনাথ, ব্যোমাঙ্গনার ঈশ, মুনিসংস্তুত, বিশ্বমূর্ত্তে, আর্ত্ত শোকহর, ও কিঙ্কর পালক! শরণাগতের প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেব! যেহেতু আমি অস্ত মস্তকে পঙ্কজ কুট্মলাভ অঞ্জলিপূর্ব্বক আপনার স্তব করিতেছি। হে দেব! আমার এই স্তবের ফলে আপনি সৌম্য মূর্ত্তি হউন এবং আমার উর্জ্জিতা শ্রী ও ধর্ম্মে মতি হউক।

হে সবিতঃ! জগদেক বন্ধু, জগতের প্রসূতি স্থিতি নাশ হেতু, ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মধারী, ও বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মন! তোমাকে নমস্কার। সূর্য্য বলিলেন, সুব্রত! পার্থ! আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি; আমি তোমাকে বর প্রদান করিব, যাহা তোমার মন প্রার্থনা কর, আমার দর্শন কদাচ বিফল হয় না। বিশেষতঃ শূরদিগকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

অর্জ্জুন বলিলেন, এ বরই আমার বর, বর সকলের মধ্যে উত্তম বলিয়া মনে হয় যে, আপনি সর্ব্বকালে এই স্থানে এই ভাবে অবস্থান করুন। যে মানব তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিবে, তাহার ধন ধান্য পুত্র দারাদি, বসু এবং তাহার মনের যাবতীয় ঈপ্সিত এই সমস্তই আমি তাহাকে প্রদান করি।

সনৎ কুমার বলিলেন,— আদিত্য অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া এই শুভ বাক্য বলিলেন, যে নরোত্তম তোমার কৃত স্তোত্র দ্বারা আমায় স্তব করিবে, তাহার কদাচ শ্রীর সহিত বিচ্যুত হইবে না; ইহাই আমার বর॥

ইতি স্কন্দ পুরাণে অবন্তী ক্ষেত্র মাহাত্ম্য ৩২ অধ্যায়॥

নারায়ণ কৃত সূর্য্যের শতনাম স্তব

সনৎকুমার উবাচ—

নারায়ণোঽপি সংস্থাপ্য সম্যং দধ্যৌ প্রযত্নতঃ।
তুষ্টাব প্রযতোভূত্বা স্তোত্রেণানেন ভাস্করম্॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

আদিত্যং ভাস্করং ভানুং রবিং সূর্য্য দিবাকরম্।
দিবাকরং দিবানাথং তপনং তপতাং বরম্॥ ২॥
বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুমনন্তং বাসবানুজম্।
বলবীর্য্যং সহস্রাংশু সহস্র কিরণদ্যুতিম্। ৩॥
ময়ুখ মলিনং বিশ্বং মার্ত্তণ্ডং চণ্ড রোচিসম্।
সদা গতিং সুভাস্বন্তং সপ্ত সপ্তিং সুখোদয়ম্॥ ৪॥
দেব দেব মহির্বুধ্নং ধাম্নাং নিধি মনুত্তম্।
তপো ব্রহ্ম ময়ালোকং লোক পালম পাম্পতিম্॥ ৫।
জগৎ প্রবোধ জনকং জগদ্বীজং জগৎ প্রভুম্।
অর্কং নিঃশ্রেয়স পরং কারণং শ্রেয়সাং পরম্॥ ৬॥
ইনং প্রভাবিণং পুণ্যং পতঙ্গং পতগেশ্বরম্।
দাতারং বাঞ্ছিতার্থানাং দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদম্॥ ৭।
গৃহং গৃহকরং হংসং হরিদশ্বং হুতাশনম্।
মঙ্গল্যং মঙ্গলং মেধ্যং ধ্রুবং ধর্ম্ম প্রবোধনম্॥ ৮॥
ভব সম্ভাবিতং ভাবং ভূতভব্য ভবাত্মকম্।
দুর্গমং দুর্গতি হরং হর নেত্রং ত্রয়ীময়ম্॥ ৯॥
ত্রৈলোক্য তিলকং তীর্থং তরণিং সর্ব্বতোমুখম্।
তেজোরাশিং সুনির্ব্বাণং বিশ্বেশং ধামসাম্প্রতম্॥ ১০
কল্পং কল্পাননং কালং কালচক্রং ক্রতুপ্রিয়ম্।
ভূষণং মরুতং সূর্য্যং মণিরত্নং সুলোচনম্॥ ১১॥
ত্বস্টারং বিস্টরং বিশ্বং সদসৎ কর্ম্ম সাক্ষিকম্।
সবিতারং সহস্রাক্ষং প্রজাপালমধোক্ষজম॥ ১২॥

ব্রহ্মাণং বাসরারম্ভে রক্তবর্ণং মহাদ্যুতিম্।
শুক্লং মধ্যং দিনে রুদ্রং শ্যামং বিষ্ণুং দিনক্ষয়ে॥ ১৩॥
নাম্না মষ্ট শতং দিব্যং বিষ্ণু না সমুদাহৃতম্।
য ইদং প্রযতো ভূত্বা পঠেদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ॥ ১৪॥
ন তস্য বিপদঃ কাপি সর্ব্বত্রাপি শুভাগতিঃ।
ধনধান্য সুখা বাপ্তিঃ পুত্র লাভাশ্চজায়তে॥ ১৫॥
তেজঃ প্রজ্ঞাং পরং লাভং জ্ঞানং চ লভতে গতিম্।
এতৎ স্তুত্বা জগন্নাথো জগামাদর্শনং ততঃ॥ ১৬॥
কেশ বার্ক মুখং দৃষ্ট্বা পদ্মরাগ সম প্রভম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥ ১৭॥
কেশবার্ক সমীপেতু রেণুতীর্থং প্রচক্ষতে।
তদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥
ইতি শ্রীস্কান্দে কেশবাদিত্য মহাত্ম্য বর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ঃ॥

৩৩ অধ্যায়॥

সনৎ কুমার বলিলেন, নারায়ণ সূর্য্য দেবকে স্থাপিত করিয়া যত্ন সহকারে শঙ্খনাদ করিলেন এবং প্রযত হইয়া এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, যিনি আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, সূর্য্য, দিবাকর, দিননাথ, তপন, তাপদাতৃ শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য, বরদ, বিষ্ণু, অনঘ, বাসবানুজ, বলবীর্য্য সহস্রাংশু, সহস্র কিরণদ্যুতি, ময়ূখ মালী, বিশ্ব, মার্ত্তণ্ড, চণ্ডরোচিঃ, সদাগতি, সুভাস্বান্, সপ্তসপ্তি, সুখোদয়, দেবদেব, অহির্ব্রধ্ন ধামনিধি, তপোব্রহ্ম মহালোক, লোকপাল, অপাংপতি, জগৎ প্রবোধ জনক, জগদ্বীজ, জগৎ প্রভু, অর্ক, নিঃশ্রেয়সপর, কারণ, শ্রেয়ঃপর ইশ, প্রভাবী, পুণ্য, পতঙ্গ, পতঙ্গেশ্বর, বাঞ্ছিতার্থ দাতা, দৃষ্টাদৃষ্ট, ফলপ্রদ, গৃহ, গৃহকম, হংস, হরিদশ্ব, হুতাশন, মঙ্গল্য, মঙ্গল, মেধ্য, ধ্রুব, ধর্ম্ম প্রবোধন, ভবসন্তাপিত, ভাব, ভূত, ভব্য, ভবাত্মক, দুর্গম, দুর্গতিহর, হরনেত্র, ত্রয়ীময়, ত্রৈলোক্য তিলক, তীর্থ, তরণি, সর্ব্বতোমুখ, তেজরাশি, সুনির্ব্বাণ, বিশ্বেশ, ধাম, সাম্প্রত কল্প, কল্পানল, কাল, কালচক্র, ক্রতুপ্রিয় ভূষণ, মরুৎ, সূর্য্য, মণিরত্ন, সুলোচন, ত্বষ্টা, বিষ্টর, বিশ্ব, সদ সৎকর্ম্ম সাক্ষী, সবিতা, সহস্রাক্ষ, প্রজাপাল, ও অধোক্ষজ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

হে দেব! আপনি বাসরারম্ভে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ও মহাদ্যুতি। মধ্যাহ্নে শুক্ল। দিনক্ষয়ে রুদ্র, শ্যাম ও বিষ্ণু। এই অষ্টাধিক শত নাম ভগবান বিষ্ণু কর্ত্তৃক উদাহৃত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি প্রযত ও সমাহিত ভাবে ভক্তি সহকারে ইহা পাঠ করে, তাহার কোথাও বিপদ হয় না, পরন্তু শুভাগতি, ধন, ধান্য, সুখ, পুত্র, তেজ, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

জগন্নাথ এইপ্রকার স্তব করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পদ্মরাগ সমপ্রভ কেশবার্কের মুখ নিরীক্ষণ করিলে, সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে পূজিত হওয়া যায়, কেশবার্কের সমীপে রেণু তীর্থ আছে। তাহা দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইতি ৩১ অধ্যায় ॥ কেশবাদিত্য মাহাত্ম্য-স্কন্দে।

রবিতীর্থ মাহাত্ম্য।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহীপাল! রবিতীর্থ অতি উত্তম তীর্থ। সহস্র কিরণ দেব দিবাকর এই তীর্থে তপস্যা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, যিনি জগতের ধাতা ও সর্ব্বদেব নমস্কৃত, সেই ভাস্কর রবি কেন তাপস বেশে "দেবেশের" তপস্যা করিয়াছিলেন? অখিল প্রাণীই তাঁহার আরাধনা করেন, দেবগণ তাঁহার পূজা করেন, তিনি সৃষ্টি সংহার কারক ও ইহলোকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট; তিনি কিরূপে আদিত্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন? আর কেনই বা লোকে তাঁহাকে ভাস্কর আখ্যায় অভিহিত করে? হে নাথ! সংক্ষেপে এই সকল কথা আমার নিকট বলুন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ,—

মহাপ্রশ্নো মহারাজ য স্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতঃ।
তৎ সর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভূবম্॥ ৫ ॥
আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতম লক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ৬॥
ততস্তেজশ্চ দিব্যঞ্চ তপ্তপিণ্ড মনুত্তমম্।
আকাশাত্তু যথেবোল্কা সৃষ্টি হেতোরধোমুখী॥ ৭ ॥
তত্তেজ সোহস্তঃ পুরুষঃ সঞ্জাত সর্ব্বভূষিতঃ।
স শিবোহপাণি পাদশ্চ যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ৮ ॥
তস্যোৎপন্নস্য ভূতস্য তেজোরূপস্য ভারত।
পশ্চাৎ প্রজাপতির্ভূয়ঃ কালঃ কালান্তরেণ বৈ॥ ৯ ॥
অগ্নির্জাতঃ স ভূতানাং মনুষ্যাসুর রক্ষসাম্।
সর্ব্ব দেবাধিদেবশ্চ আদিত্য স্তেন চোচ্যতে॥ ১০ ॥
আদৌ তস্য নমস্কারোহন্যেষাঞ্চ তদন্তরম্।
ক্রিয়তে দৈবতৈঃ সর্ব্বৈ স্তেন সর্ব্বৈর্ম্মহর্ষিভিঃ॥ ১১ ॥
তিস্রঃ সন্ধ্যা স্ত্রয়োদেবঃ সন্নিধ্যাঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
নমস্কৃতেন সূর্য্যেণ সর্ব্বে দেবা নমস্কৃতাঃ॥ ১২ ॥
ন দিবা ন ভবেদ্রাত্রিঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণম্।

অয়নং চোত্তরঞ্চাপি ভাস্করেণ বিণা নৃপ ॥ ১৩ ॥
স্নানং দানং জপোহোমঃ স্বাধ্যায়োদেবতার্চ্চনম্।
ন বর্ত্ততে বিনা সূর্য্যং তেন পূজ্য স্তমোরবিঃ ॥ ১৪ ॥
শব্দগাঃ শ্রুতি মুখ্যাশ্চ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
প্রত্যক্ষো ভগবান্ দেবো দৃশ্যতে লোকপাবনঃ ॥ ১৫ ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
হেতু রেকো জগন্নাথো নান্যো বিদ্যেত ভাস্করাৎ ॥ ১৬ ॥
এব মাত্মভবং কৃত্বা জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্।
লোকানাং তু হিতার্থায় স্থাপয়েদ্ধর্ম্মপদ্ধতিম্ ॥ ১৭ ॥
নর্ম্মদা তটমাশ্রিত্য স্থাপয়িত্বাত্মনস্তনুম্।
সহস্রাংশুং নিধিং ধাম্নাং জগামাকাশমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্।
সহস্র কিরণং দেবং নাম মন্ত্র বিধানতঃ ॥ ১৯ ॥
তেন তপ্তং হুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
তেন সম্যগ্বিধানেন সম্প্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥ ২০ ॥
তে ধন্যাস্তে মহাত্মান স্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্।
স্নাত্বা যে নর্ম্মদা তোয়ে দেবং পশ্যন্তি ভাস্করম্ ॥ ২১ ॥
তথা দেবস্য রাজেন্দ্র যে কুর্ব্বন্তি প্রদক্ষিণম্।
অনন্য ভক্ত্যা সতত ত্রিরক্ষর সমন্বিতাঃ ॥ ২২ ॥
তেন পূত শরীরাস্তে মন্ত্রেণ গত পাতকাঃ।
যৎ পুণ্যঞ্চ ভবেত্তেষাং তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২৩ ॥
স সমুদ্র গুহাতেন স শৈলবন কাননা।
প্রদক্ষিণী কৃতা সর্ব্বা পৃথিবী নাত্র সংশয় ॥ ২৪ ॥১২৫॥ রেবা স্কন্দে

মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—মহারাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা এক মহাপ্রশ্ন, তথাপি স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া এ বিষয়ে সম্যক সমস্তই বলিতেছি। হে ভারত! এই যে সৃষ্টি দেখিতেছ, পূর্ব্বে ইহা তমোময় ছিল, ইহার কোনই লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না, ইহার সকল তত্ত্বই অবিদিত ছিল; তর্ক দ্বারা ইহার কোন বিষয় মীমাংসিত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত না; সকল দিকই যেন প্রসুপ্তের ন্যায় অনুভূত হইত। অনন্তর উল্কা যেমন অধোমুখ হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ আকাশ হইতে তপ্তপিণ্ডের ন্যায় অনুত্তম এক দিব্য তেজ

ভূতলে পতিত হইল। এই দিব্য তেজ হইতেই অখিল জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল। অনন্তর সেই তেজের একাংশ হইতে সর্ব্বাবয়ব ভূষিত এক পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন এই পুরুষই শিব; ইনি অপাণি পাদ, ইহা হইতেই সৃষ্টি বিস্তার হয়। হে ভারত! অনন্তর সেই তেজোময় পুরুষ আবির্ভূত হইলে তাহা হইতে পশ্চাৎ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন এবং কিয়ৎ কালান্তরে তাঁহা হইতেই কাল ও অগ্নি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি অগ্নি, আদিত্য, সুর, অসুর ও মানুষ প্রভৃতি ভূতনিবহের শ্রেষ্ঠ; অখিল দেবের আদিদেব বলিয়াই ইনি আদিত্য নামে কথিত হন। এজন্য সুরও মহর্ষিগণ আদিত্যকে প্রথমে প্রণাম করিয়া অন্য দেবগণকে প্রণাম করেন। প্রাতঃ প্রভৃতি ত্রিসন্ধ্যা ও ব্রহ্মাদি দেবত্রয় সতত সূর্য্য মণ্ডলে সন্নিহিত; অতএব একমাত্র আদিত্য দেবকে নমস্কার করিলেই অখিলদেবের নমস্কার করা হয়।

হে নৃপ! দিবাকর ব্যতীত দিবা, রাত্রি, মধ্মাস, দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ হয় না; দিবাকর না থাকিলে স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবতার্চ্চন কিছুই হয় না; এই জন্যই সূর্য্য পূজ্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইহারা শ্রুতি মুখ শাস্ত্র বাক্য-বেদ্য কিন্তু লোকপাবন ভগবান তপন প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। দিবাকরই প্রলয় ও উৎপত্তির নিধান ও অব্যয় বীজ, জগৎপতি ভাস্কর ভিন্ন সৃষ্টির অন্য কোন কারণই বিদ্যমান নাই, দেবদিবাকর হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ ও ধর্ম্ম পদ্ধতি প্রসূত হইয়া থাকে। এই দিবাকরই শিবের অনুত্তম আত্মা, অনন্তর সেই দিব্য পুরুষ শিব অখিল লোকের হিতার্থ আত্মদেহ সম্ভূত তেজোনিধি সহস্র কিরণ সূর্য্যকে নর্ম্মদা তীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অব্যয় আকাশে লীন হয়।

যিনি রবিতীর্থে স্নান করিয়া রবির নাম ও মন্ত্র বিধান ক্রমে পরমেশ্বর সহস্র কিরণ দেবদিবাকরের পূজা করেন, তাহার তপস্যা হোম এমন কি অখিল ক্রিয়াকলাপেরই অনুষ্ঠান করা হয়। যাঁহারা নর্ম্মদাতীরে অবগাহন করিয়া দেব ভাস্করকে দর্শন করেন, সংসারে তাহারা ধন্য ও মহাত্মা এবং তাহাদের জীবন ও জন্ম প্রশংসনীয়। হে রাজেন্দ্র! যাহারা অত্যন্ত ভক্তি প্রদর্শন করত দিবাকরের মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করেন, তাহাদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয় সংশয় নাই ॥ ২৪ ॥

এই চরাচর অখিল ত্রৈলোক্য মন্ত্রমূলক; অতএব ত্রিলোকে মন্ত্রহীন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যেমন দারুময় করী ও চর্ম্মময় মৃগ কার্য্যকালে কোনই ফলদায়ক হয় না, তদ্রূপ অমন্ত্রক ক্রিয়াও নিষ্ফল হইয়া থাকে। ভস্মে আহুতি যেমন বৃথা, জলহীন দান যেমন অফল অমন্ত্রক দানও তদ্রূপ ফল প্রসব করে না। দেখ, কাষ্ঠ, পাষাণ, লোষ্ট্র ও মৃন্ময় প্রতিমা মন্ত্র সংস্কৃত হইলেই লোকে তাহার পূজা করে, অন্যথা পূজা করে না। কেবল ভক্তি দ্বারা দ্বাদশ বৎসর নমস্কার করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, একবার মাত্র মন্ত্রযুক্ত নমস্কারেই তাহার সেই ফল লাভ হয়। যে মানব সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, অয়ন ও বিষুবে নর্ম্মদনীরে অবগাহন করিয়া দেবদিবাকরের পূজা করে, তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত দ্বাদশ বৎসরের পাপ হুতাশনে তুষদাহের ন্যায় সদ্য

ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে জিতেন্দ্রিয় মানব চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে উপবাসী হইয়া নর্ম্মদা জলে স্নান ও রবিতীর্থে আদিত্য বদন দর্শন করে, সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়।

হে নৃপসত্তম! মাঘমাস সমুপাগত হইলে সপ্তমী তিথিতে ক্রোধ জয়পূর্ব্বক উপবাসী হইয়া সূর্য্য মন্দিরে বাস করত বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান ও দিবাকরের অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যে মানব বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র সংযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করে, তাহার অনুত্তম পুণ্য লাভ হয়। প্রথমে পিতৃদেব ও মনুষ্যদিগের উদকতর্পণ করিয়া পরে গন্ধ, ধূপ, দীপ ও মনোজ্ঞ নৈবিদ্য দ্বারা রবিমন্দিরে দেবদেবের পূজা করিবে। এইরূপে জগৎপতি তপন দেবের পূজা করিয়া দিবাকরের দ্বাদশ নামরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা,—

বিষ্ণুঃ শক্রোযমোধাতামিত্রোঽথ বরুণ স্তথা।
বিবস্বান্ সবিতা পূষাচণ্ডাং শুর্ভগ এবচ ॥ ৩৭ ॥
ইতি দ্বাদশ নামানিজপন্ কৃত্বা প্রদক্ষিণাম্।
যৎফলং লভতে পার্থ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৩৮ ॥
দরিদ্র ব্যাধিতোমূকোবধিরোজড় এবচ।
ন ভবেৎ সপ্তজন্মনি ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥
এবং জ্ঞাত্বা বিধানেন জপন্মন্ত্রং বিচক্ষণঃ।
আরাধয়েদ্রবিং ভক্ত্যা য ইচ্ছেৎ পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণু, শক্র, যম, ধাতা, মিত্র, বরুণ, বিবস্বান, সবিতা, পূষা, চণ্ড, অংশু ও ভগ। হে পার্থ! মানব দিবাকরের এই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া যে ফললাভ করে, একমনা হইয়া তাহা শ্রবণ কর।

শঙ্কর কহিয়াছেন, মানব পূর্ব্বোক্তরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্ত জন্ম দরিদ্র, রোগী, মূক, বধির বা জড় হয় না। উত্তম পুণ্যকামী বিচক্ষণ মানব এই তত্ত্ব বিদিত হইয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ করত ভক্তিভবে রবির আরাধনা করিয়া থাকেন। হে ভারত! যে নর মন্ত্র হীন ভক্তি প্রদর্শন করে, সে পশু, কীট ও পতঙ্গের ন্যায় আত্মাকে বিড়ম্বিত করিয়া থাকে। যে কেহ এই রবি তীর্থে প্রিয়প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার রবিলোকে গতি হয়। দেব ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করেন; তিনি স্বেচ্ছায় রবিলোকে বাস করেন, পরে ইহলোকেও পুত্র, পৌত্র সমাযুক্ত হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল এবং শত শত দাস দাসী সমন্বিত রাজা হইয়া বিপুল কুলে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রভাস খণ্ডে-প্রভাস ক্ষেত্র মাহাত্ম্য

সূর্য্যোত্তর শতনাম।

ঈশ্বর উবাচ,—

ততো গচ্ছেন্মহাদেবিচ্যবনার্ক মনুত্তমম্।
হিরণ্যাপূর্ব্বভাগস্থ চ্যবনেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥
সর্ব্বকাম প্রদং নৃণাং পূজিতং বিধিবন্নরৈঃ।
সপ্তম্যাং চ বিধানেন যঃ স্তোষ্যতি রবিং নরঃ ॥ ২ ॥
অষ্টোত্তর শতৈর্নাম্নাং সম্যক্ শ্রদ্ধা সমন্বিতঃ।
শৃণুতানি মহাদেবি শুচিভূর্ত্বা সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥
ক্ষণং ত্বং কুরুদেবেশি সর্ব্বং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
ধৌম্যেন তু যথাপূর্ব্বং পার্থায় সু মহাত্মনে ॥ ৪ ॥
নামাষ্টশতমাখ্যাতং তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে।
সূর্য্যোহর্য্যমাভগস্ত্বষ্টাপূষার্কঃ সবিতা রবিঃ ॥ ৫ ॥
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্দ্ধাতা প্রভাকরঃ।
পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ খং বায়ুশ্চ পরায়ণঃ ॥ ৬ ॥
সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোহঙ্গারক এবচ।
ইন্দ্রোবিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ সৌরিঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্কন্দোবৈশ্রবণোযমঃ।
বৈদ্যুতো জাঠরশ্চাগ্নিরিন্ধন স্তেজসাং পতিঃ ॥ ৮ ॥
ধর্ম্মধ্বজো বেদকর্ত্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ।
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্ব্বামরাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥
কলাকাষ্ঠা মুহুর্ত্তাশ্চ পক্ষামাসা অহর্নিশাঃ।
সংবৎসর করোহশ্চস্থঃ কালচক্রো বিভাবসু ॥ ১০ ॥
পুরুষঃ শাশ্বতোযোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ।
লোকাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্ম্মাতমোনুদঃ ॥ ১১ ॥
বরুণঃ সাগরোংশু শ্চ জীবন্তো জীবনোহরিহা।
ভূতাশ্রয়ো ভূতপতিঃ সর্ব্বভূতঃ নিষেবিতঃ ॥ ১২ ॥
স্রষ্টাসংবর্ত্তকোবহ্নিঃ সর্ব্বস্যাদিকরোহমল।
অনন্তঃ কপিলোভানুঃ কামদঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৩ ॥

জয়ো বিষাদো বরদঃ সর্ব্বধাতু নিষেবিতঃ।
সমঃ সুবর্ণোভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারকঃ ॥ ১৪ ॥
ধন্বন্তরি র্ধূমকেতুরাদিদেবোঽদিতেঃ সুতঃ।
দ্বাদশাত্মা রবিন্দাক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ॥ ১৫ ॥
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্।
দেহকর্ত্তা প্রশান্তাত্মা বিশাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেণ বপুষান্বিতঃ ॥ ১৬ ॥
এতদ্বৈকীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিত তেজসঃ।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং প্রোক্তং শক্রেণধীমতা ॥ ১৭ ॥
শক্রাচ্চ নারদঃ প্রাপ্তোধৌম্যস্ত তদন্তরম্।
ধৌম্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্য সর্ব্বান্ কামান বাপ্তবান্ ॥ ১৮ ॥
এতানি কীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিত তেজসঃ।
নামানি যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ব্বান্ কামান বাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥
সুরপিতৃমনুজ যক্ষ সেবিতম সুরনিশাচর সিদ্ধবন্দিতম্।
বর কনক হুতাশন প্রভংত্বমপিলোকহিতায় ভাস্করম্ ॥ ২০ ॥
সূর্য্যোদয়ে যস্তু সমাহিতঃ পঠেৎ স পুত্র লাভং ধনরত্ন সঞ্চয়ান্।
লভেত জাতিস্মরতাং সদানরঃ স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ সবিন্দতে পুমান্ ॥২১॥
ইমং স্তবং দেববরস্য যোঃ নরঃ প্রকীর্ত্তয়েচ্ছুদ্ধমনাঃ সমাহিতঃ।
সমুচ্যতে শোকদাবাগ্নি সারাল্লভেত কামান্মনসা যথেপ্সিতান্ ॥ ২২ ॥
ইতি শ্রীস্কান্দে চ্যবনাদিত্য মাহাত্ম্য সূর্য্যোষ্টোত্তর শতনাম
মাহাত্ম্য বর্ণনং নামৈকোনাশীত্যাধিক দ্বিশততমোঽধ্যায় ॥ ২৭৯ অঃ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবী! অতঃপর মানব চ্যবনার্ক সমীপে গমন করিবে। চ্যবনার্ক দেবাহরণ্যা-পূর্ব্বভাগস্থ, চ্যবণ ঋষিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ ও নরগণকর্ত্তৃক বিধিবৎ পূজিত। হে দেবি! নর যেরূপ শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সপ্তমী তিথিতে অষ্টোত্তর শতনাম দ্বারা বিধিপূর্ব্বক রবি স্তব করিবে, শুচি ও সমাহিতভাবে তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি ইহা বিশেষ প্রকারে বলিতেছি, তুমি অবহিত হও। পূর্ব্বে ধৌম্য যেরূপ অষ্টোত্তরশতনাম পার্থকে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, যথা,—

সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পুষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, অপ, তেজ, খ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বৈদ্যুত, জঠর,

অগ্নি, ইন্ধন, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সর্ব্বমরাশ্রয়, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, মাস, অহর্নিশ, সংবৎসর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, পুরুষ, শাশ্বত, যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, লোকাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশু, জীবস্ত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্ব্বভূত নিষেবিত, স্রষ্টা, সংবর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদিকর, অমল, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, সর্ব্বতোমুখ, জয়, বিষাদ, বরদ, সর্ব্বধাতু নিষেধিত, সম, সুবর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারক, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, অদিতি সুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, ও মৈত্রবপু দ্বারা অন্বিত। এই হইল সূর্য্যের অষ্টোত্তর শতনাম। ইহা প্রথমত শক্র কীর্ত্তন করেন। পরে শক্র হইতে দেবর্ষি নারদ, তাঁহা হইতে ধৌম্য এবং ধৌম্য হইতে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বকাম লাভ করেন। এই অষ্টোত্তর শতনাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তুমিও লোকহিতার্থ সুর-পিতৃ-যক্ষসেবিত, অসুর-নিশাচর-সিদ্ধবন্দিত, বরকনক-হুতাশনপ্রভ, ভাস্করকে বন্দনা কর।

এই প্রবন্ধ যে জন সূর্য্যোদয়ে সমাহিত হইয়া পাঠ করে, সে জাতিস্মর স্মৃতিসম্পন্ন ও মেধাবী হয়।

পূর্ব্বোক্ত স্তব যাহারা শুদ্ধমনে কীর্ত্তন করে, তাহারা শোকদাবাগ্নি ভয় হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত প্রাপ্ত হয়।

সাগরাদিত্য মাহাত্ম্য।

ঈশ্বর উবাচ,—

অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বৈবং শুভং স্তবম্।
যানি গুহ্যানি নামানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানিতে কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রযত্না দেব ধারয়॥
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডোভাস্করো রবিঃ।
লোক প্রকাশকঃ শ্রীমাঁল্লোক চক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোক সাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তাহর্ত্তাতমিস্রহা।
তপন স্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব নমস্কৃতঃ।
এক বিংশতি রিত্যেষ স্তবইষ্টো মহাত্মনঃ॥

শরীরারোগ্যদশ্চৈব ধন বৃদ্ধি যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাত স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
যশ্চানেন মহাদেবিদ্বে সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে।
স্তৈত্যর্কং প্রযতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
কর্ব্বকাম সমৃদ্ধাত্মা সূর্য্য লোকং সগচ্ছতি ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবি মহাত্ম্যং সাগরার্কজম্।
শ্রুতং দুঃখৌঘ শমনং মহাপাতক নাশনম্।
ইতি শ্রীস্কান্দে সাগরাদিত্য মহাত্ম্য বর্ণনং
নামাষ্টাবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায় ॥ ১২৮ অধ্যায় ॥

প্রভাস খণ্ডে—প্রভাস ক্ষেত্র মাহাত্ম্য ॥

ঈশ্বর কহিলেন, সহস্রনামের প্রয়োজন কি? এই শুভস্তব পাঠ কর। সূর্য্যের যে সকল গোপনীয় শুভ নাম আছে ও পুণ্য নাম আছে, তাহাই আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

বিকর্ত্তন, বিবস্বান, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোক প্রকাশ, শ্রীমান, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহণ, গভস্তি হস্ত, ব্রহ্মা ও সর্ব্বদেব নমস্কৃত।

এই একবিংশতি নামাত্মক স্তবই মহাত্মা সূর্য্যের প্রিয় স্তব, ইহা আরোগ্যপ্রদ, ধন-বৃদ্ধিকর ও যশস্কর! এই স্তবরাজ ত্রিলোকবিখ্যাত। হে মহাদেবি! দুই সন্ধ্যা অস্তোদয় বেলায় যে ব্যক্তি প্রীত হইয়া এই স্তবে সূর্য্যের স্তব করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সর্ব্ববিধ কামসুখে সমৃদ্ধ হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে। দেবি! এই আমি সাগরাদিত্যের মাহাত্ম্য বলিলাম। ইহা শ্রবণে দুঃখরাশি নাশ পায় এবং মহাপাতক সকল ক্ষয় হয় ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়।

আদিত্যস্বরূপ।

সবিতা প্রসবিতা দীপ্তোদীপয়ন্ দীপ্যমানোজ্বলন্।
জ্বলিতা তপন বিতপন সন্তপন্ রোচনো রোচমানঃ।
শোভনঃ শোভমানঃ কল্যাণঃ তস্মাদুচ্যতে স্বলন্তমিতি ॥৫॥৫ খণ্ড

নৃসিংহতাপনী ॥

এই সবিতা স্বয়ং প্রকাশ এবং অপরের প্রকাশক। ইনি রাত্রিগত অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগতের সকল জীবকে স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা প্রদান করেন। ইনি অজ্ঞানিদিগের অজ্ঞান দাহক। এই সবিতা শোভন, শোভমান ও কল্যাণ কৃৎ।

অসৌ বৈলোকহগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো
ধূমোঽহরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তর দিশো-বিস্ফুলিঙ্গা।
তস্মিন্নেত তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি,
তস্যা আহুত্যৈসোমোরাজা সম্ভবতি ॥ ৯ সূ—৬অঃ—আরণ্যক ॥

আদিত্যদ্যুলোকাগ্নির সমিধ, কারণ এই দ্যুলোক আদিত্য দ্বারাই সমিদ্ধ প্রদীপ্ত হয়, রশ্মি সমূহ তাহার ধূম, কেননা ধূম যেমন সমিধ হইতে সমুত্থিত হয়, তেমন রশ্মি সমূহও আদিত্য হইতে উত্থিত হয়, অতএব তাহাই এখানে ধূম সেইরূপ অহঃ ও প্রকাশময় এবং জ্যোতি ও প্রকাশময় অতএব "অহঃ"ই তাহার অর্চ্চি দিক সমূহ তাহার অঙ্গার, যেহেতু উপশমকারিতা গুণ উভয়েরই সমান। অবান্তর দিক সকল তাহার স্ফুলিঙ্গ, কেনন। স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইহাও দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। এবম্বধ গুণ বিশিষ্ট সেই দ্যুলোকাগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হবনীয় দ্রব্যবৎ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম সমুদ্ভূত হয়।

অথাধিদৈবতং যএবাসৌতপতিতমুদ্গীথ মুপাসীতোত্তম্বা এষ প্রজাভ্যা
উদ্গায়তি উদ্যং স্তমোভয়মপহন্ত্যা পহন্তাহবৈ ভয়স্যতমসোভবতি
য এবং বেদ ॥১॥ ৩য় খণ্ড—প্রথম প্রপাঠক ছান্দোগ্যোপনিষৎ ॥

এই যে আদিত্য দেবতা তাপ প্রদান করিতেছেন, ইহাঁকেই উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবে, আদিত্য উদয় হইয়াই প্রজাদিগের অন্ন উৎপাদন করিতেছেন। আদিত্যের অনুদয়ে কোনরূপেও শস্যাদির পরিপাক হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আদিত্যকে উদ্গীথ বলা যায়। আর ও বিশেষ দেখ, আদিত্য উদিত হইয়া নৈশ অন্ধকার ও তজ্জনিত প্রাণিদিগের ভয় অপহরণ করেন। যে ব্যক্তি আদিত্যরূপী উদগীথের উপাসনা করেন, তাহাব জন্ম মরণাদিরূপ আত্ম ভয় এবং সেই ভয়ের কারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১ ॥

সামান উ এবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌস্বর ইতি মমাচক্ষতে
স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্বা এতমিম মমুষ্ণোদগীথ মুপাসীত ॥২॥ ঐ॥

আদিত্যই প্রাণ—যদি ও স্থানভেদে প্রাণ ও আদিত্য এই উভয়কে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, তথাপি প্রকৃত পক্ষে এই উভয়ের ভেদ নাই, অর্থাৎ গুণাগুণ বিবেচনা করিলে প্রাণ ও আদিত্যের তুল্য এবং আদিত্য ও প্রাণের তুল্য, অর্থাৎ উভয় এক বলিয়া বোধ হইবে; যেহেতু প্রাণ ও আদিত্য এই উভয়ই উষ্ণগুণ শালী, প্রাণকে স্বর ও আদিত্যকে স্বর এবং প্রত্যাস্বর বলে। যেমন আদিত্য প্রত্যহ উদয়াস্তগামী হইতেছেন, প্রাণ ও সেইরূপ জন্ম মৃত্যুরূপ উদয়াস্ত শীল হইতেছেন, যে ব্যক্তি উক্ত উভয়কে অভেদ জ্ঞান করিয়া উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করেন, সে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুভাগী হয় না: সবিতা প্রতিদিন অস্তগমন করিয়া পুনর্ব্বার উদিত হয়েন; অতএব গুণ নাম দ্বারা প্রাণ ও আদিত্য এই উভয়কে পরস্পর তুল্যরূপী জ্ঞান করিয়া উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে ॥ ২ ॥ ঐ ॥

দ্যৌ রেবোদন্তরীক্ষং গীঃ পৃথিবী থ মাদিত্য এবোদ্বায়ুর্গীরগ্নিস্থং
সামবেদএবোদ্ যজুর্বেদোগীঃ ঋগ্বেদস্থং দুগ্ধেঽস্মৈবাগ্দোহং
যো বাচোদোহঃ অন্নবানন্না দো ভবতি য এতান্যেবং
বিদ্বানুদ্গীথাক্ষ র্যাণুপাস্ত উদ্গীথ ইতি ॥ ৭ ॥

উদ্গীথাক্ষরের ব্রহ্মপ্রতি পাদকত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—

উৎ অর্থাৎ স্বর্গ, যেহেতু স্বর্গই সকলের উপরিতন স্থান। গী অন্তরীক্ষ, যেহেতু, অন্তরীক্ষ হইতে লোক সকল উদ্গীর্ণ হইয়াছে। থ অর্থাৎ পৃথিবী, কারণ এই পৃথিবীই প্রাণি মাত্রের অবস্থিতি স্থান, অতএব উৎগীথ শব্দে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই ত্রয়াত্মক পর ব্রহ্ম জানা যায়। প্রকারান্তরে উৎ অর্থাৎ আদিত্য, যেহেতু আদিত্যই সকলের উর্দ্ধ স্থায়ী। গী অর্থাৎ বায়ু, কারণ এই বায়ুই অগ্ন্যাদি উদ্গীরণ করে। থ অর্থাৎ অগ্নি, কারণ অগ্নিই যজ্ঞীয় কর্ম্ম সকলের অবস্থান স্বরূপ; সুতরাং আদিত্য বায়ু ও অগ্নি এই অর্থত্রয় বিশিষ্ট উৎ, গী ও থ এই অক্ষর ত্রয়াত্মক উদ্গীথ শব্দ আদিত্য, বায়ু ও অগ্নিময় পরব্রহ্ম প্রতিপাদক জানিবে। প্রকান্তরে উৎ অর্থাৎ সামবেদ, যেহেতু সামবেদই সকলের সংস্তুত, গী অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ, যেহেতু যজুর্ম্মন্ত্রে প্রদত্ত হবিঃ দেবতারা গ্রহণ করিয়া থাকেন; থ অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যেহেতু ঐ ঋগ্বেদই সামবেদের উৎপত্তি স্থান, অতএব সাম যজুঃ ও ঋক্ এই অর্থত্রয় বিশিষ্ট উৎ গী ও থ এই অক্ষর ত্রয়াত্মক উদ্গীথ শব্দ সাম, যজুঃ ও ঋক্ এই বেদত্রয়ময় পরব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি উক্তরূপ উদ্গীথাক্ষরের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া পরব্রহ্ম জ্ঞানের উপাসনা করেন, সেই সাধকের নিমিত্ত বাগ্দেবী সর্ব্বদা দোহন করিতে থাকেন; অর্থাৎ তাহার ঋগ্বেদাদি সাধ্য ফল লাভ হয়; সর্ব্ব প্রকারে তাহার বাক্ সিদ্ধি হইয়া থাকে; বাক্য তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার বশীভূত হয় এবং সেই

ব্যক্তিই প্রভূত অন্নশালী এবং অন্নভোক্তা ও দীপ্তাগ্নি হইয়া থাকে। এইরূপে যথোক্ত গুণশালী উদ্‌গীথাক্ষর জানিয়া উপাসনা করিবে ॥ ৭ ॥ ঐ ॥

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লংভাঃ সৈবর্গথযন্নীলং পরঃ কৃষ্ণত্য সাম
তদেতদেত স্যাম্বৃচ্যধ্যঢ় সামতস্যাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ॥৫॥ ৫ খণ্ড ঐ ॥

আদিত্যই ঋক ও সাম —এই আদিত্যের যে শুক্লদীপ্তি, তাহাই ঋক্; আর সেই আদিত্যের যে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণতা তাহাই সাম। যেমন আদিত্যের শুক্লদীপ্তি ও কৃষ্ণবর্ণতা ইহারা আধারাধেয় ভাবে বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আদিত্যের শুক্লদীপ্তি রূপী ঋক্ কৃষ্ণবর্ণতা রূপী সামের উপরিভাবে অবস্থিতি আছে। "সাম" শব্দের প্রথমাক্ষর "সা" আদিত্যের শুক্লবর্ণ এবং 'অম্' কৃষ্ণবর্ণ বাচ্য হয়। যেমন সাম ও ঋক্ এই উভয়কে অভিন্ন জ্ঞান করিবে, সেইরূপ আদিত্যের শুক্লদীপ্তি ও কৃষ্ণবর্ণতাকে ভিন্ন জ্ঞানে ধ্যান করিবে না, উভয়কেই ঐক্য জ্ঞান করিবে ॥ ৫ ॥ঐ॥

অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লংভাঃ সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং
তদমস্তৎ সামাথ য এষো হন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে
হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্য কেশ আপ্রণখ্যাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥৬॥ঐ॥

এই যে আদিত্যের শুক্লদীপ্তি তাহাই ঋক্ এবং সেই আদিত্যের যে পরম কৃষ্ণজ্যোতিঃ তাহাই সাম। এই আদিত্যের মধ্যে যে হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দৃষ্ট হয়, ইনি হিরণ্য শ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ, ইহাঁর নখাগ্র হইতে সমুদায়ই হিরণ্ময়, এই পুরুষই সকলের অন্তরাত্মা ও জগৎস্বরূপ। (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন দ্বারা ধ্যান করিলে তাঁহাকে জানা যায়। তিনি তেজোময়; সুতরাং তাঁহার কেশ শ্মশ্রু নখাদি সমুদয়ই জ্যোতির্ম্ময়, যদিও আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ আমাদিগের দর্শন যোগ্য নহেন, তথাপি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্ব্বক ধ্যানযোগ সাধন করিলেই তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন ॥৬ঐ)

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীক মেবমক্ষিণী
তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত
উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

কপির পুচ্ছাধোভাগের ন্যায় ইহাঁর চক্ষু দুইটিও লোহিতাভ এবং ইনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ। যে লোক এইরূপ তত্ত্ব অবগত হন তিনিও সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিষ্পাপ হন।

অথখল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সর্ব্বদাসমস্তেন
সামমাং প্রতিমাং প্রতীতি সর্ব্বেণ সমস্তেন সাম ॥ ১ ॥

৯খণ্ড দ্বিতীয় প্রপাঠ

আদিত্যই সাম—এই আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করিবে। যদি বল আদি-ত্যের সামত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, যেমন আদিত্য উদ্গীথের হেতু সেইরূপ এই আদিত্য সামত্বেরও হেতু হয়। কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা হ্রাস বৃদ্ধিহীন হইয়া সমভাবে থাকিতে পারে যে, সেই ব্যক্তি আমার প্রতি সামাদিত্য বিষয়ে তুল্য বুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে, অতএব সাম ও আদিত্যের সমত্ব জানা যায়, উদ্গীথের সহিত আদিত্যের ঊর্দ্ধ গতত্বরূপে সামান্স কথন আছে, এই নিমিত্ত লোকাদিতে উক্ত সামান্য বশত হিঙ্কারের সহিত উদ্গীথের সমত্ব প্রতীত হয়, অতএব হিঙ্কার ও আদিত্যের কারণ উক্ত হয় নাই, আদিত্যের সামত্ব বিষয়ে কোন সুবোধ কারণ উক্ত হয় নাই, এই নিমিত্ত এই স্থলে আদিত্যের সহিত সামের সমত্ব উক্ত হইল; ভাবার্থ এই যে, যেমন আদিত্যের ঊর্দ্ধে অবস্থিত প্রযুক্ত তাঁহাকে যে স্থান হইতেই দেখা যায়, সেই স্থান হইতেই বোধ হয় যেন তিনি আমার প্রতি কিরণ বিস্তার করিতেছেন। সেইরূপ সাম সকল লোকেরই সমান স্তবনীয় এবং মঙ্গলপ্রদ; সুতরাং আদিত্য ও সাম সমান হইল ॥ ১ ॥ ঐ ॥

তস্মিন্নিমানি সর্ব্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতিবিদ্যাত্তস্য যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কার
স্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্তস্যাত্তেহিঙ্কুর্ব্বন্তি হিঙ্কার ভাজিনোহ্যেতস্য
সাম্নঃ ॥ ২ ॥ ঐ ॥

সেই আদিত্যের অবয়ব বিভাগ ক্রমে বক্ষ্যমান ভূত সকল অনুগত আছে, যেহেতু আদি-ত্যই ঐ ভূত সকলের জীবন স্বরূপ, আদিত্য ব্যতিরেকে কোন ভূতের অবস্থান সম্ভবে না। এই আদিত্যের যে পুরোদয়, তাহাই হিঙ্কার। আদিত্যের পুরোদয স্বরূপ ধর্ম্ম উহাই পশু-দিগের সুখকর, এবং পশুগণ এই হিঙ্কারের অনুগত আছে, এই নিমিত্ত তাহারা হিঙ্কার শব্দ করিয়া থাকে এবং ইহারাই হিঙ্কারভাজী। এই আদিত্যের ভক্তিই সামের হিঙ্কার, গবাদি পশুরা এই আদিত্যরূপ সামের অনুগত থাকিয়া জীবন ধারণ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে সেই আদিত্যকে সামরূপে জ্ঞান করিবে এবং এই হিঙ্কার দৃষ্টিতে আদিত্যের পুরোদয় উপাসনা করিবে। শ্রুতিতে উদ্গীথের সহিত আদিত্যের ঊর্দ্ধ গতত্ব উক্ত আছে। অতএব হিঙ্কারের ন্যায় আদিত্যের পুরোদয় ধর্ম্মেতে ভক্তি করিবে। আর সেই আদিত্যের পুরোদয়ের ন্যায় হিঙ্কারেতে ভক্তি করিতে হইবে। ইহাই প্রথম হিঙ্কারোপাসনার হেতু ॥ ২ ॥ ঐ ॥

অথ যৎ প্রমোদিতে সপ্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তা
স্তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনোহ্যেতস্যাসাম্নঃ ॥ ৩ ॥ ঐ ॥

পশুগণ যে প্রথমোক্ত আদিত্যরূপ অনুজীবন ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। যেহেতু আদিত্যই পশুদিগের অনুজীবন, যেহেতু আদিত্যের উদয়ের পূর্ব্বে পশুগণ হিঙ্কার শব্দ করিয়া থাকে। অতএব এই আদিত্যের হিঙ্কারভাজী হইয়া এই পশুগণ বর্ত্তমান আছে, ইহারাই সামের ভক্তির অনুশীলন করে। আদিত্য প্রথমে উদিত

হইলে তাঁহার যে সবিতৃরূপ, তাহাই সেই আদিত্যরূপী সামের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবেই মনুষ্যগণ অনুগত আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করে। যেমন পশুগণ আদিত্যের উদয়ের পূর্ব্বরূপের অনুগত, সেইরূপ মনুষ্যগণ সেই আদিত্যের পর সবিতৃরূপের অনুগত আছে, এই হেতু মনুষ্যগণ সেই আদিত্যরূপী সামের প্রস্তাবভাগী। এইক্ষণে জানা যাইতেছে যে প্রস্তাবদৃষ্টিতে আদিত্যের উদয়ের পর সবিতৃরূপের উপসনা করিবে। এই আদিত্যের উদয়ের পর যে সবিতৃরূপ তাহাই মনুষ্যের অনুজীবন, ইহা দ্বারাই মনুষ্যসকল জীবিত থাকে। ৩॥ ঐ

অথ যৎসঙ্গব বেলায়াংস আদিত্য স্তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি তস্যাত্তান্যন্তরিক্ষে
হনারম্বণান্যা দায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজী নিহ্যেতস্যসাম্নঃ ॥ ৪ ॥ ঐ ॥

যখন আদিত্য সঙ্গব বেলাতে উপনীত হয়েন, অর্থাৎ যখন তাঁহার রশ্মিসকলের সঙ্গম হয়; তখন সেই আদিত্যের যে রূপ প্রকাশ পায়, তাহাতেই সেই পক্ষিগণ অনুগত আছে, এই সময়ে পক্ষীরা সেই কিরণে আপন শরীর পরিতৃপ্ত করিয়া জীবিত থাকে, অতএব জানা যাইতেছে যে পক্ষিগণও আদিত্যের ভক্তি করিয়া থাকে। যেহেতু তাহারা অন্তরীক্ষে নীরালম্বভাবে গমন করিয়া সেই আদিত্যের কিরণবলে চলিতে পারে। এই সময়ে গোসকল বৎসগণের সহিত মিলিত হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে সঙ্গব বেলা বল যায় এবং ইহাই আদি ভক্তিবিশেষ "প্রণব"। এই সঙ্গববেলাতে যে আদিত্যের সবিতৃরূপ, তাহাই পক্ষিগণের জীবনস্বরূপ, তাহাতেই তাহারা জীবিত থাকে।

এইরূপে সেই আদিত্যরূপী সামের সঙ্গববেলাকে উপাসনা করিবে। যেহেতু সেই আদিত্যের বলেই পক্ষিগণ আকাশে নিরালম্বভাবে কেবল আপনাকেই অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া গমন করিতে পারে। এই নিমিত্ত তাহারা আদিত্যরূপী সামের আদির্ভক্তিশালী। এইরূপে সামরূপী আদিত্যের সঙ্গব-বেলা জানিয়া তাঁহার উপাসমা করিবে॥ ৪ ॥ ঐ ॥

অথ যৎসম্প্রতি মধ্যান্দিনে স উদ্গাথ স্তদস্য দেবা অন্বায়র্ত্তাস্তস্যাত্তে,
সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদ্গীথভাজিনোহ্যেতস্যসাম্নঃ ॥ ৫ ॥ ঐ ॥

মধ্যাহ্নকালে আদিত্যের যে সবিতৃরূপ, তাহাই উদ্গীথ, অতএব উদ্গীথ দৃষ্টিতে আদিত্যের মাধ্যন্দিরূপের উপাসনা করিবে। দেবগণ এই মাধ্যান্দিনরূপের অনুগত আছেন। দেবগণ এই আদিত্যের প্রকাশেই দীপ্তি পাইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত ইহারাই প্রজাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং এই দেবগণই সামের উদ্গীথভাজী ॥ ৫ ॥ ঐ ॥

অথ যদূর্দ্ধংমধ্যান্দিনাৎ প্রাগপরাহ্লাৎ স প্রতিহার স্তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তা
স্তস্মাত্তে প্রতিহৃতানাব পতন্তে প্রতিহারভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ ॥৬॥ ঐ ॥

মধ্যাহ্নকালের পর ও অপরাহ্নকালের পূর্ব্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই প্রতিহার। এই প্রতিহার দৃষ্টিতে আদিত্যের অপরাহ্নরূপের উপাসনা করিবে, গর্ভসকল আদিত্যের অপরাহ্নরূপী প্রতিহারের অনুগত, অতএব আদিত্যের প্রতিহাররূপ ভক্তিদ্বারা গর্ভসকল ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট থাকে,

কদাচ অধঃপতিত হয় না। ঐ গর্ভ দ্বীর দ্বার দিয়া সর্ব্বদাই পতিত হইতে পারে, কেবল সবিতার প্রতিহার ভক্তিবলে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব গর্ভই আদিত্যরূপী সামের প্রতিহার-ভাজী ॥ ৬ ॥ ঐ ॥

- অথ যদূর্দ্ধমপরাহ্লাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রব স্তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্যাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষংশ্বভ্রমিত্যুপদ্রবস্ত্যাপদ্রব ভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৭ ॥ ঐ ॥

অপরাহ্নের পর যে আদিত্যের অস্তগমনের পূর্ব্ব বেলা, তৎকালীন রূপই সামের উপদ্রব, এই সায়ংকালীন আদিত্যের রূপেই অরণ্যবাসী পশু সকল অনুগত আছে, এই নিমিত্ত অরণ্য পশুগণ পুরুষকে দেখিয়া সভয়াস্তকরণে অরণ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নির্ভয়ে গর্ত্তমধ্যে গমন করে, ইহারাই আদিত্যরূপী সামের উপদ্রবভাজী, অতএব উপদ্রব দৃষ্টিতে আদিত্যের সায়ং-কালীন রূপের উপাসনা করিবে ॥ ৭ ॥

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্যপিতরোঽন্বায়ত্তাস্তস্যাত্তন্নিদধতি নিধন ভাজিনো হ্যেতস্য সাম্ন এবং খল্বমু মাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে। ৮ ॥ ঐ ॥

আদিত্যের প্রথম অস্তগমনের পর তাঁহার যেরূপ প্রকাশ পায়, তাহাই নিধান। আদিত্যের এইরূপেই পিতৃগণ অনুগত আছেন, এই নিমিত্ত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ রূপে দর্ভোপরি তাহাদিগকে স্থাপন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করে। এই পিতৃগণই আদিত্যরূপী সামের নিধানভাজী। উক্তরূপ আদিত্যের সপ্ত অবয়ব বিভাগানুসারে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। যাঁহারা উক্ত প্রকারে সপ্তবিধ সামরূপী সূর্য্যের উপাসনা করেন, তাহারাই সামের ফল পাইতে পারেন ॥ ৮ ॥

অসৌ বা আদিত্যোদেব মধু তস্যদ্যৌ রেবতিরশ্চীনবং
শোঽন্তরীক্ষমপূপোমরীচয়ঃ পুত্রাঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্ব যজ্ঞের কার্য্য নিষ্পাদনরূপ যে সবিতৃ দেব মহতী প্রভায় দীপ্তি পাইতেছেন, তিনিই প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্ব প্রাণীর কর্ম্মফল, তাহাতেই প্রাণীগণ জীবিত আছে, যত প্রকার পুরুষ সাধ্য ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে এই সবিতৃদেবের উপাসনাই শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই আদিত্যই জগতের মধুচক্রস্বরূপ, ইনি মধুর ন্যায় দেবগণের প্রীতিসাধন করেন। যেহেতু এই আদিত্য সর্ব্বযজ্ঞের ফলস্বরূপ, অতএব তিনি বসুগণের প্রীতিসাধনের হেতু। ভ্রমর যেমন তির্য্যক বংশখণ্ডে লগ্ন থাকে, সেইরূপ আদিত্যরূপ মধুচক্র অন্তরীক্ষে লগ্ন হইয়া লম্বমান আছেন, সেই অন্তরীক্ষই আদিত্যরূপ মধুচক্রের আশ্রয়, এই আদিত্যের রশ্মি সকল তাহার পুত্র, ইহারা ভূমিগত জল আকর্ষণ করে, অথবা এই জল সকলই স্বপ্রকাশমান আদিত্যদেবের রশ্মি বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

তস্য যে প্রাঞ্চোরশ্ময়স্তাএবাস্য প্রাচ্যোমধুনাড্যঃ।
ঋচ এব মধুকৃতঃ ঋগবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃস্তাব
এতা ঋচঃ ॥ ২ ॥

মধুচক্রস্বরূপ আদিত্যের যে পূর্ব্ব দিগ্‌গত রশ্মি সকল তাহারাই পূর্ব্বদিকস্থিত মধুনাড়ী অর্থাৎ মধ্বাধারের ছিদ্র দ্বারা মধু নির্গমন হয়। ঋক্‌ অর্থাৎ বেদোক্ত মন্ত্র সকল ভ্রমর, উহারাই লোহিতরূপ সবিতাশ্রয় মধু আহরণ করে। ঋগ্বেদ তাহাদিগের পুষ্পস্থানীয় উক্তরূপ ভ্রমরগণ সেই ঋগ্বেদ, অর্থাৎ ঋগ্বেদ বিহিত কর্ম্মরূপ পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে। ঐ ঋগ্বেদ বিহিত কর্ম্ম হইতেই কর্ম্ম ফলরূপ রসস্রাব হইয়া থাকে। যেমন মধুকর সকল পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ ঋক্‌ সকল ঋগ্বেদ বিহিত কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম ফলরূপ রস সঞ্চয় করে। বেদ বিহিত যাগাদিতে যে সোমলতাদি নিক্ষেপ করা যায়, তাহাই অগ্নি পাক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া জলরূপে পরিণত হয়, ঐ জল অমৃতের ন্যায় অত্যন্ত রসশালী প্রযুক্ত অমৃত বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ রস গ্রহণ করে বলিয়াই ঋক সকল ঋগ্বেদ বিহিত কর্ম্ম হইতে রসরূপ ফল গ্রহণ করে; এই নিমিত্ত ঋগ্বেদ বিহিত কর্ম্ম পুষ্প বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ঋক অর্থাৎ মন্ত্র সকলই কর্ম্মফলের নিবর্ত্তক, এই নিমিত্ত কর্ম্মেতে মন্ত্র প্রযুক্ত হয়॥ ২ ॥

এতমৃগ্বেদমভ্য তপংস্তস্যাভি তপ্তস্য যস্ত স্তেজ
ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ৩ ॥

ঐ ঋগ্বেদ অভিতপ্ত, অর্থাৎ ঋগ্বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মন্ত্ররূপ মধুকরগণ রসস্রাব করিতে থাকে, তাহারা যশঃ তেজঃ, ইন্দ্রিয় সামর্থ, বীর্য্য, অন্ন এবং রসাদিরূপে পরিণত হয়। এই সকলের উপভোগেই দেবগণের অবস্থিতি হইতেছে। এইরূপে যাগাদি কর্ম্ম হইতে রস উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদ বিহিত যাগাদি করিলে আহুত সোমলতাদি অগ্নি দ্বারা রসরূপে পরিণত হইয়া রশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করে, অনন্তর তাহারা যশঃ, দীপ্তি ইন্দ্রিয় সামর্থ, বল, অন্ন এবং রসাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতো, শ্রয়ত্তদ্বা
এতদ্যদেতদাদিত্যস্য রোহিতং রূপম্‌ ॥ ৪ ॥

যশঃ হইতে অন্ন পর্য্যন্ত সমুদায়ই বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়া আদিত্য মণ্ডলে গমন করিয়া থাকে, অনন্তর সেই সকল আদিত্যের ভাব আশ্রয় করে। এইরূপে কর্ম্মফল রূপ মধু সেই আদিত্যে সঞ্চিত হয়। যেমন কৃষকগণ শস্য লাভের প্রত্যাশায় ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সেইরূপ মনুষ্যগণ যশঃ প্রভৃতি ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত যাগাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। আদিত্যেতে যে সকল ফল সঞ্চিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কর্ম্মফল সকল আদিত্যে সঞ্চিত হয় বলিয়াই আদিত্যদেব উদয়কালে লোহিত বর্ণ হইয়া থাকেন, ইহা দর্শন করিয়া কর্ম্মিদিগের কর্ম্ম সম্পাদনে শ্রদ্ধা জন্মে ॥ ৪ ॥

এবম্প্রকারে আদিত্যের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও ঊর্দ্ধগত রশ্মি সকল পঞ্চমধু বলিয়া উল্লিখিত হয় ঐ পঞ্চ মধুপঞ্চ দেবতারা পান করিয়া জীবিত থাকে। যথা;—

(১) পূর্ব্বদিগ্‌গত লোহিতরূপ মধু, প্রাতঃ সবনের অধীশ্বর বসুগণ পান করেন অর্থাৎ ধ্যান করিয়া তৃপ্ত হন।

(২) পশ্চিম দিগ্‌গত কৃষ্ণরূপ মধু সায়াহ্ন সবনের অধীশ্বর আদিত্যগণ পান করেন।

(৩) উত্তর দিগগত কৃষ্ণরূপ মধু মরুতগণ পান করেন, অর্থাৎ ধ্যান করিয়া তৃপ্তি হয়েন।

(৪) দক্ষিণ দিগ্‌গত শুক্লরূপ মধু মধ্যাহ্ন সবনের অধীশ্বর রুদ্রগণ পান করেন।

(৫) ঊর্দ্ধ দিগ্‌গত পঞ্চম মধু সাধ্যগণ পান করেন।

আদিত্যাবৈতেজ ও জোবলং যশশ্চক্ষু শ্রোত্রমাত্মা মনোমন্যুর্ম্মরুর্ম্মৃত্যুঃ
সত্যোমিত্রো বায়ুরাকাশ প্রাণোলোক পালঃ কঃ
কিংকংতৎসত্যমন্নমমৃতো জীবো বিশ্বঃ কতমঃ।
স্বয়ম্ভু ব্রহ্মৈতদ মৃত এষ পুরুষ এষ ভূতানামাধিপতি ব্র্হ্মণঃ সাযুজ্যং
স লোকতা মাপ্নোত্যেতা সামেব দেবতানাং সাযুজ্য সাষ্টিতাং
সমান লোকতা মাপ্নোতি য এবং বেদত্যুপনিষৎ।

॥ ৬৪ মন্ত্র ॥ নারায়ণোপনিষৎ ॥

আদিত্যই তেজ, বীর্য্য, বল, যশ, চক্ষু শ্রোত্র, আত্মা, মন, মন্যু, মৃত্যু, সত্য মিত্র (সূর্য্য) বায়ু, আকাশ, প্রাণ, লোকপাল, অন্ন, অমৃত, জীব, বিশ্বস্বরূপ, তদ্ভিন্ন আর কে আছে? তিনিই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই পুরুষ, তিনিই ভূতাধিপতি, এবং যিনি এই প্রকার বিজ্ঞান অধিগত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম সাযুজ্য ও ব্রহ্ম সলোকতা প্রাপ্ত হন এবং এই পূর্ব্বোক্ত দেবতা সমূহেরও সমান লোকতা, সাযুজ্য ও সাষ্টিতা লাভ করেন।

অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং
মধ্বস্যাদিত্য সা সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায় তস্মিন্নাদিত্যে
তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায় মধ্যাত্মং চাক্ষুষ
স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সযোঽয়মাত্মেদম মৃতমিদং
ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৫ ॥ ৫ ব্রাহ্মণ—২ অঃ আরণ্যক ॥

এই আদিত্য ভূত সকলের মধু কার্য্য; তেমন এই ভূত সকল ও আদিত্যের মধু প্রকাশাদি দ্বারা উপকার্য্য। এবং এই আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অমৃতময় চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুঃস্থিত অধ্যাত্ম পুরুষ, এই আত্মাই সেই তেজোময় অমৃতময় এই উভয়বিধ পুরুষস্বরূপ, এবং আত্মাই সর্ব্ব জগন্ময়॥ ৫ ॥

যাজ্ঞ বল্ক্যেতিহোবাচ যদিদং সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যা
মভিপন্নং কেন যজমানোঽহোরাত্রয়ো রাপ্তি মতিমুচ্যতে ইত্যধ্বর্য্যুণর্ত্বিজা
চক্ষুষাদিত্যেন, চক্ষুর্বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্য্যুস্তদয়দিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ
সোঽধ্বর্য্যুঃ সা মুক্তি সাতিমুক্তিঃ ॥ ৪ ॥ ১ ব্রাহ্মণ ৩ অঃ আরণ্যক ॥

যজমানের চক্ষুই অধ্বর্য্য এবং এই চক্ষুই অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য, কারণ সূর্য্যই শরীর সম্বন্ধ বশতঃ অধ্যাত্ম চক্ষু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আদিত্য চিন্তাতেই মুক্তি এবং সেই মুক্তিই অতি মুক্তির হেতু অর্থাৎ আদিত্যেতে যিনি আত্মভাব (অভেদ জ্ঞান) স্থাপন করিয়াছেন, তাহার আর দিবারাত্রি ভেদ থাকে না।

দ্বেবাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চৈ বা মূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চত্যচ্চ ॥ ১ ॥
তদেতন্মূর্ত্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্ত রিক্ষাচ্চৈ তন্মর্ত্ত্য মেতৎ স্থিত মেতৎ সৎ,
তস্মৈ তস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্তস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ
তপতি ; সতোহ্যেষ রসঃ ॥ ২ ॥

অথা মূর্ত্তংবায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতমেতদ্ যদেতৎ ত্যৎ,
তস্যৈতস্যা মূর্ত্তস্যৈ তস্যামৃত স্যৈ তস্য যত এতস্য তস্যৈষ রসো
য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্যহ্যেষ রস ইত্যধি দৈবতম্ ॥৩ ॥
ইতি ত্রীধদৈবতম

অথাধ্যাত্মম ইদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাতন্নাকাশঃ,
এতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য মর্ত্তস্যৈ
তস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষু, সতোহ্যেষ রসঃ ॥ ৪ ॥ ইতি অধ্যাত্মম্ ॥
অথা মূর্ত্তম্ প্রাণশ্চ যশ্চায়নন্তরাত্মন্নাকাশ এতদ মৃতমেতদ্ যদেতত্ত্যৎ,
তস্যৈতস্যা মূর্ত্তস্যৈতস্যা মৃতস্যৈতস্যা যত এতস্যতস্যৈষ রসো যোঽয়ং
দক্ষিণেঽক্ষণ পুরুষস্ত্যস্যহ্যেষ রসঃ ॥ ৫ ॥ ইতিমূর্ত্তম্ ॥
তস্যহৈতস্য পুরুষস্যরূপম্ যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্র গোপো
যথাঽগ্ন্যর্চ্চিচ্চ যথা পুণ্ডরীকম্ যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেবং হবা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং
বেদ, অথাত আদেশোনেতি নোতি নহ্যেত স্মাদিতি নেত্বন্যৎ পরমস্ত্যথনামধেয়ং
সত্যস্য সত্যমিতি. প্রাণাবৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ইতি রূপম্ ৬ ॥
তৃতীয় ব্রাহ্মণম্ ২য় অঃ—আরণ্যক ॥

সাকল্যার্থ—ব্রহ্ম দ্বিরূপ একটি মূর্ত্ত, অপরটি অমূর্ত্ত ; একটি মর্ত্ত্য অপরটি অমৃত ; একটি গতিহীন, অপরটি গমনশীল ; একটি পরোক্ষ, আর একটি অপরোক্ষ।

সেই এই মূর্ত্ত ও মর্ত্তরূপের সার হইয়াছে সবিতা। কারণ সূর্য্যই পৃথিবী, জল ও তেজের যথাক্রমে কৃষ্ণ, শুক্ল ও লোহিত বর্ণত্রয় সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহাই সূর্য্যের আধিদৈবিক ভাব এবং এই জগন্মণ্ডলকে তাপ দেওয়াই তাঁহার আধিদৈবিক কার্য্য। অমূর্ত্তই অমৃত। অমূর্ত্তব্রহ্মের ইহাই রস অর্থাৎ প্রধান শ্রেষ্ঠতম পদার্থও বটে, যাঁহা এই সবিত্রমণ্ডলে হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে অভিহিত হয়। হিরণ্যগর্ভই বায়ু ও আকাশের সার, যেমন আদিত্যমণ্ডল দ্বারা অধিদৈবত ভূতত্রয় সারবান হয়, তেমন এই চক্ষুদ্বারাই সমস্ত দেহ সারবান হয়, চক্ষুশূন্য শরীর অসার ও অকর্ম্মণ্য।

সেই এই অক্ষিপুরুষের রূপটী—যেমন হরিদ্রাবঞ্জিত বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ মেষরোমজ বস্ত্র, যেমন ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীটবিশেষ), যেমন অগ্নির শিখা, যেমন শ্বেতপদ্ম এবং যেমন সকৃদ্বিদ্যোতন অর্থাৎ যুগপৎসম্পূ বিদ্যুৎ প্রকাশ (তেমনি) যে ব্যক্তি এই পুরুষরূপ জানে, তাহারও সকৃদ্বিদ্যোতনের ন্যায় সর্ব্বতঃ প্রকাশময় শ্রী হইয়া থাকে।

তদযৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষণ্ পুরুষস্তাবেতা বন্যোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ, রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্।

স য়দোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতেরশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি॥
২॥ ৫ ব্রা—৫অঃ আরণ্যক॥

সেই যে প্রথমজ সত্যব্রহ্ম তাহাই এই আদিত্য, যাহা এই মণ্ডলস্থ পুরুষ এবং যাহা এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, অর্থাৎ আদিত্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত আধিদৈবিক পুরুষ, আর চক্ষুর মধ্যগত অধ্যাত্ম পুরুষ। এই উভয় পুরুষই পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিত—আদিত্য পুরুষরশ্মি দ্বারা ইহার সহিত সম্বদ্ধ। এই দেহস্বামী পুরুষ যে সময়ে উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যু হয়, সে সময়ে সে এই আদিত্যমণ্ডলকে শুদ্ধ অর্থাৎ রশ্মিহীন দেখিতে পায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক চক্ষে সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে; তখন সূর্য্যের রশ্মিসমূহ আর তাহার নিকট আইসে না, অর্থাৎ তাহার চক্ষুর পীড়া জন্মায় না। এইরূপ ভাবে সূর্য্যদর্শন আসন্ন মৃত্যুর সূচক অরিষ্ট বিশেষ।

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশোপনিষৎ॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তেরূপং কল্যাণ তমম তত্তে পশ্যামি॥
যোঽসাবসৌপুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

বাজসেনয় সংহিতেপনিষৎ॥

নির্বিশেষ সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত আছেন, এজন্য সমাধি

পরিশূন্য মলিনচেতা জীবেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অতএব হে পূষণ! জগতের পোষণকারী সূর্য্য। তুমি সেই আবরণ উন্মোচন কর, দর্শনের প্রতিবন্ধ কারণ দূর কর।

হে একর্ষে! দর্শন করেন বলিয়া ঋষি, কেন না তিনিই সকলের আত্মা ও চক্ষু হইয়া সমস্ত বস্তু দর্শন করেন। অথবা একাকী গমন করেন বলিয়া একর্ষি। এইজন্য শ্রৌত মন্ত্রও আছে যে "সূর্য্য একশ্চরতি" অর্থাৎ সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন। হে যম! অর্থাৎ তুমিই সমস্ত জগতের সংযমন কর্ত্তা সূর্য্য। সুন্দররূপে জগতের রস রশ্মি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ কর। হে প্রাজাপত্য! অর্থাৎ ঈশ্বরের অপত্য! ব্যূহ রশ্মীন্ অর্থাৎ রশ্মি সমূহ বিদূরিত কর, তেজঃ সমূহকে 'সমূহ' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বা সংকোচিত কর, যাহাতে আমি তোমায় দেখিতে সমর্থ হই কেননা তোমার তেজঃ দ্বারা আমার দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়, তজ্জন্য তোমায় দেখিতে পাই না। অতএব তোমার অতি তীব্রতেজঃ উপসংহার কর, যাহাতে আমি তোমার পরম কল্যাণময় শোভনরূপ নিরীক্ষণ করিতে পারি।

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসেনহিতে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥

সাধক সবিতার প্রসাদে চিরন্তন ব্রহ্মের সেবা করিবেন, ঐ ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিবেন। এইরূপ করিলে, তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসকল আর তোমাকে ভোগে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। সাধক জীবের সম্বন্ধে সবিতার প্রসাদ একান্ত অপেক্ষনীয়, কারণ তিনি নিজের যে তেজে অর্থাৎ যে প্রকাশ শক্তিদ্বারা সাধন করিবেন, একমাত্র সবিতাই সেই তেজের প্রসবিতা। তেজের নামান্তর অগ্নি। ঐ অগ্নিমূলে প্রকাশ পদার্থ। ইহা প্রকৃতির সত্বাংশ। ইহার সাহায্যেই জীব ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। এই অগ্নি হইতে শুচি, পবমান ও পাবক, এই ত্রিবিধ অগ্নির আবির্ভাব হয়। সৌর অগ্নির নাম শুচি, মথনোদ্ভূত পার্থিবাগ্নির নাম পবমান এবং বৈদ্যুতাগ্নির নাম পাবক। যদিও কেবল শুচিনামক অগ্নিকেই সৌর অগ্নি বলা যায়, কিন্তু সূর্য্যকে কি শুচি, কি পবমান, কি পাবক, এই ত্রিবিধ অগ্নিরই আশ্রয় বলিয়া জানিতে হইবে। উক্ত অগ্নিত্রয়ের প্রত্যেকটি আবার বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে, সূর্য্যের কিরণভেদে সৌর অগ্নির, হোমাদি ক্রিয়াভেদে পার্থিবাগ্নির এবং জীবের অন্তরে ও বাহিরে স্থিত্যাদিভেদে বৈদ্যুতাগ্নির ভেদ করা হয়। বৈদ্যুতাগ্নির যে অংশ মানবের দেহে অবস্থান করে উহার নাম বৈশ্বানর; মূলাধারে উহার অবস্থিতি, শ্বাসবায়ু উহার সখা, সবিতার প্রসাদে ঐ অগ্নি ও তেজ উদ্দীপ্ত হয় এবং তদ্দ্বারা কর্ম্ম ভস্মীভূত হয় এবং কর্ম্মক্ষয় হইলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়।

পরোরজঃ সবিতুর্জাত বেদোদেবস্য ভর্গোমনসেদংজজান।
স্বরেত সাহদঃ পুনরাবিশ্য বিচষ্টেহংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃঃ
॥ ৭ অঃ ৫স্ক ভাগবৎ।

প্রকৃতির পর ও শুদ্ধ সত্বস্বরূপ সূর্য্যদেবের সেই ভর্গ অর্থাৎ তাঁহার আত্মস্বরূপ তেজ,

আমাদিগের কর্ম্ম ফলের দাতা, যেহেতু তাহা হইতে মনের দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বসৃষ্ট বিশ্বের সর্ব্বত্র অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া আপনার চিৎ শক্তি দ্বারা পালনাকাঙ্ক্ষি জীবের রক্ষণা বেক্ষণ করিতেছেন, অতএব আমরা বুদ্ধি বৃত্তি প্রবর্ত্তক সেই ভর্গেরই শরণাপন্ন হই।

হিরন্ময়ে পরেকোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ॥ মুণ্ড॥
আদিত্য মণ্ডলং দিব্যং রশ্মি জ্বালা সমাকুলম্।
তস্য মধ্য গতো বহ্নিঃ প্রজ্বলেদ্দীপবর্ত্তিবৎ। যোগশিখো॥
প্রাণিণাং হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী যো জীবাত্মা সোঽপিভর্গএব॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক॥

হৃদ্ব্যোম্নিত পতি হ্যেষ বাহ্যঃ সূর্য্য স্তথান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চক্র ধরশ্চ যৎ॥
হৃদ্যাকাশে চ যোজীবঃ সাধকৈ রূপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্য রূপেণ বহির্ণভসিরাজতে॥
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তম্।
হৃদয়ে সর্ব্বজন্তুণাং জীবভূতঃ সতিষ্ঠতি॥ যো—যাজ্ঞ॥
রবি মধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোম মধ্যে হুতাশনঃ।
তেজো মধ্যে স্থিতং সত্য সত্য মধ্যোস্থিতোঽচ্যুতঃ॥ যো—যাজ্ঞ॥
কেশবহ্ সমাচ্ছন্নং তেজো বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতম্।
চেত নাত্মাধাম মাত্রং নির্ভাষশ্চানুভাবকঃ॥
একোহি সোম মধ্যোস্থোঽমৃতং জ্যোতিঃ স্বরূপকম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতাণাং চেতোদ্যোতয়তে হ্যসৌ॥
চৈতন্য যদধিষ্ঠানং লিঙ্গ দেহশ্চযঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গ দেহস্থা তৎ সংঘো জীব উচ্যতে॥ যো—যাজ্ঞ॥
যোঽসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞো বৈদেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।
স এব সোমোমন্তব্যো দেহিণাং জীবসংজ্ঞকঃ॥ ৬৫ অঃ বারাহে॥
য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যা দন্তরো যমাদিত্যো ন বেদযস্যাদিতঃ শরীরং
য আদিত্যমন্তরোযময়ত্যেষত আত্মন্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥৯॥ ৩ অঃ—৭ ব্রাহ্মণ অরণ্যক॥

যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরেসংচরণ্ত্যং তেজোনবেদ ॥৩॥ ৭থ—
সুবালোপনিষৎ

মনোময়ংয়ং পুরুষোভাঃ সত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বাযবোবা,
স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি, যদিদং কিঞ্চ ॥১॥
৬ষ্ঠ ৫অঃ—অরণ্যক ॥

আদিত্য আধারে, আদিত্য অন্তরে, অধিষ্ঠান হয় যাঁর। যার পর তত্ব, না জানে আদিত্য, আদিত্যই তনুতার ॥ আদিত্য অন্তরে, রহি যেবা করে, আদিত্যের নিয়মিত। আদিত্যস্থ সেই, আত্মারূপী এই, অন্তর্যামী নিত্যামৃত।

মনোময় জ্যোতিরূপ, সত্য সঙ্কল্প স্বরূপ, প্রাণ দেহ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা যিনি। সর্ব্বকাম সর্ব্বাবাস, সর্ব্ব রস সর্ব্ববাস, অবাক্য ও অনাময় ব্রহ্ম হন তিনি। সর্ব্বতগা সর্ব্ব সহা সর্ব্ববেশী সর্ব্ববহা, এ বিরাট বিশ্বব্যাপী যিনি, অবাকী ও অনাদৎ, আমার হৃদয়েশ্বর, পরাৎপর পরব্রহ্ম তিনি।

ব্রীহি যব সর্ষপ বা শ্যাম শস্যকণ।
স বহতে অণু মম অন্তরাত্মা হন ॥
পৃথিবী আকাশ স্বর্গ বিশ্ব চরাচর।
সব হতে মম অন্তরাত্মা বৃহত্তর ॥
শৈব যাঁরে শিব বলি করেন সাধনা।
বেদান্তীরা ব্রহ্ম বলি করেন ভাবনা ॥
বুদ্ধ বোধে বৌদ্ধ যারে করেন চিন্তন।
কর্ত্তা বলি ভাবে যারে নৈয়ায়িকগণ ॥
পূজ্য বলি জৈন যাঁরে পূজেন সংসারে।
মীমাংসক কর্ম্ম বলি ভাবেন যাঁহারে ॥
ত্রিলোকের অধিপতি সূর্য্য নারায়ণ।
সকলের মনোবাঞ্ছা করুণ পূরণ ॥

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতাধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভবৎ ॥১॥ ২ অঃ শ্বেত ॥

সবিতা তত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত প্রথমে আমার মন বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে সংযোজনার্থ অগ্নির জ্যোতিকে সংগ্রহ করিয়া এই পার্থিব শরীরে আহরণ করুণ।

যুক্তেন মনসাবয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।

সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২ ॥

মনঃ সংযোগে সবিতার সাহায্য সবিতার অনুগ্রহের প্রয়োজন, তাঁহার অনুগ্রহ হইলে, আমরা পরমাত্মাতে চিন্ময় কেন্দ্র চিত্ত সংযোজিত করিয়া সুখময় ধাম পাইবার-জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে পারি।

যুক্তায় মনসাদেবান্ সুবর্য্যতোধিয়াদিবম্।

বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতিতান্ ॥ ৩॥

প্রাকৃত মন আদি ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে একাগ্র হইয়া সিদ্ধদেহ ভাবনা করিতে পারে, সবিতা তাহারই আনুকূল্য করুন। তিনি উক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ভাবনার উন্মুখ করিয়া দিন।

যুঞ্জতে মনউতযুঞ্জতেধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতোবিপশ্চিতঃ।

বিহোত্রাদধেবযুনা বিদেক ইন্ মহীদেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥৪॥ঐ॥

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইলে সবিতার সাহায্য প্রয়োজন। যিনি উহাদিগকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন, তাহার উচিত সবিতার সাহায্যার্থ তাঁহার স্তব করা। ঐ সবিতা সর্ব্বব্যাপক; কারণ উনি নিখিল জগৎ প্রসব করিয়া আশ্রয় স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার শক্তি সর্ব্বত্রই অনুস্যূত রহিয়াছে। তিনি মহান্ ও সর্ব্বজ্ঞ; তিনি সাক্ষি স্বরূপে অন্তর্য্যামিরূপে সকলেই অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, তিনি প্রজ্ঞাবান; জীবের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইতেছে। ঐ সকল ক্রিয়ার নিয়ামক বিধাতাও তিনিই।

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ উদ্বয়ন্তম সম্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরংস্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবদেবত্রাসূর্য্যমগন্মজ্যোতিরুত্তম মিতি জ্যোতিরুত্তম মিতি ॥

১৭ খ—৩ প্রপা ছান্দো ॥

অথ যত্রৈতদ চ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈ তৈরেব রশ্মিভি রূর্দ্ধমাক্রমতে স ও মিতি বহোদ্বামীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মন স্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যে তদ্বৈ খলুলোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্॥ ৫ ॥ ৬খ ৮ প্রপা—ছান্দোগ্য ॥

ব্রহ্মের আদিত্যস্থ জ্যোতিই সর্ব্বপ্রকার দেবগণের মধ্যে সূর্য্যরূপে বিদ্যমান আছে এবং আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বিদ্বান ব্যক্তি সেই আদিত্যরূপ দ্বার দিয়াই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। সবিতাই ধ্যান সিদ্ধির সহায়। জগতে যেখানে যে কিছু প্রকাশ সামর্থ আছে, পরিদৃশ্যমান সবিতাই সেই সকলের মূল। সবিতা হইতেই সৌরজগতের উৎপত্তি, সবিতাই সমুদয় জগতকে প্রকাশ করিতেছেন। অগ্নি প্রভৃতি যে সকল জ্যোতিঃশালী পদার্থ আছে, সে সকলই সবিতা হইতে উৎপন্ন এবং তন্নিঃসৃত প্রকাশ শক্তিলাভে প্রকাশ সামর্থশালী হইয়াছে। অন্তে ঐ সকল পদার্থ আকর্ষণ শক্তি সমন্বিত সবিতাতেই লীন হইয়া থাকে। বিকর্ষণ কালে উহারা সবিতা হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথক পৃথক সত্তা ধারণ করে এবং আকর্ষণ কালে আবার সবিতাতেই একীভূত হয়।

সপ্তমাধ্যায়।

সূর্য্যই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ।

সূত উবাচ।

শেষাঃ পঞ্চ গ্রহাজ্ঞেয়া ঈশ্বরাঃ কামচারিণঃ।
পশ্যতে চাগ্নিরাদিত্য উদকং চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥
শেষাণাং প্রকৃতিংসম্য গ্বক্ষ্যমানাং নিবোধত।
সুরসেনাপতিঃ স্কন্দঃ পশ্যতেহঙ্গারকোগ্রহঃ ॥ ২ ॥
নারায়ণং বুধং প্রাহুর্দেবং জ্ঞান বিদোজনাঃ।
সর্ব্বলোক প্রভুঃ সাক্ষাদ্ যমোলোক প্রভুঃস্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
মহাগ্রহো দ্বিজশ্রেষ্ঠা মন্দগামী শনৈশ্চরঃ।
দেবাসুর গুরুদ্বৌতু ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ ॥ ৪ ॥
প্রজাপতি সূতাবুক্তৌ ততঃ শুক্র বৃহস্পতী।
আদিত্য মূলমখিলং ত্রৈলোক্যং নাত্রসংশয়ং ॥ ৫ ॥
ভবত্যস্মাজ্জগৎকৃস্নং স দেবাসুর মানুষম্।
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্র চন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্রাগ্নি দিবৌকসাম্ ॥ ৬ ॥
দ্যুতির্দ্যু তি মতাং কৃস্নং যৎ তেজঃ সার্ব্বলৌকিকম্।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭ ॥
সূর্য্য এব ত্রিলোকেশো মূলং পরমদৈবতম্
ততঃ সঞ্জায়তে সর্ব্বং তত্রৈব প্রবিলীয়তে ॥ ৮ ॥
ভাবাভাবৌ হিলোকানা মাদিত্যান্নিঃ স্মৃতৌপুরা।
অবিজ্ঞেয়ো গ্রহোদীপ্তিমান্ সুপ্রভো রবিঃ ॥ ৯ ॥
যত্র গচ্ছন্তি নিধনং জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
ক্ষণা মূহুর্ত্তা দিবসা নিশাঃ পক্ষাশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ১০ ॥
মাসাঃ সংবৎসরাশ্চৈব ঋতবোহথযুগানিচ।
তদাদিত্যাদৃতে হ্যেষাকাল সংখ্যান বিদ্যতে ॥ ১১ ॥
কালাদৃতেন নিয়মো নদীক্ষানাহ্নিক ক্রমঃ।
ঋতুনাঞ্চ বিভাগশ্চ পুষ্পং মূলং ফলং কুতঃ ॥ ১২ ॥

কৃতঃপান্ত বিনিস্পত্তি তৃণৌষধি গণোঽপিচ।
অভাবো ব্যবহারাণাং জন্তুনাং দিবিকেহচ॥ ১৩॥
জগৎ প্রতাপন মৃতে ভাস্করং রুদ্র রূপিণম্
স এব কালশ্চাগ্নিশ্চ দ্বাদশাত্মা প্রজাপতিঃ॥ ১৪॥
তপঃত্যেষ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
স এব তেজসাং রাশিঃ সমস্তঃ সার্ব্বলৌকিকঃ॥ ১৫॥
উত্তমং মার্গমাস্থায় রাত্রহোভিরিদং জগৎ।
পার্শতোর্দ্ধ মধশ্চৈব তাপয়ত্যেষ সর্ব্বশঃ॥ ১৬॥
যথা প্রভাকরোদীপো গৃহমধ্যেঽবলম্বিতঃ।
পার্শতোর্দ্ধ মধশ্চৈব তমোনাশয়তে সমম্॥ ১৭॥
তদ্বৎ সহস্র কিরণো গ্রহরাজো জগৎ প্রভুঃ
সূর্য্যোগোভির্জগৎ সর্ব্বমাদী পয়তি সর্ব্বতঃ॥ ১৮॥ ৬০ অঃ—
লিঙ্গ পুঃ। ৫৭ অঃ—অনুষঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডপুর॥

সূত কহিলেন, এই সূর্য্য চন্দ্রাদির অন্য মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহ ঈশ্বর এবং কামাচারী। ঐ সূর্য্যই অগ্নি বলিয়া কথিত হয়েন। চন্দ্রই জল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। আর শেষ গ্রহের যাহা প্রকৃতি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

পণ্ডিতেরা সুরসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কেই মঙ্গলগ্রহ বলিয়া থাকেন, এবং দেব নারায়ণকেই বুধ বলিয়া থাকেন। সর্ব্বলোক প্রভু স্বয়ং যমই মন্দগামী মহাগ্রহ শনৈশ্চর, আর প্রজাপতি সুতদ্বয়ই দেবাসুরগুরু দ্যুতিমান্ মহাগ্রহ শুক্র ও বৃহস্পতি বলিয়া কথিত হন। এই অখিল ত্রিলোকের আদিত্যই যে মূল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই আদিত্য হইতেই এই দেবাসুর মানুষসঙ্কুল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অগ্নিসকল, দেবতাগণ ও নিখিল দ্যুতিমানগণের যাহা দ্যুতি ও সার্ব্বলৌকিক তেজ, সেই সকল সর্ব্বলোকেশ্বর প্রজাপতি সূর্য্যরূপী মহাদেবেরই স্বরূপ। এ জগতে সূর্য্যই ত্রিলোকেশ্বর ও তিনিই পরম দেবতা এবং মূল কারণ। তাঁহা হইতেই সকল উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই সকল লীন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে ঐ সূর্য্য হইতেই ভাব ও অভাব নিঃসৃত হয় ঐ রবিকে কেহ জানিতে পারে না এবং উনিই দীপ্তিমান ও উনিই সুপ্রভ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ আদিত্য হইতেই সকল ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সম্বৎসর, ঋতু যুগ প্রভৃতি কাল উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই লয় হইতেছে। যে কাল ব্যতিরিক্ত কোনও নিয়ম হয় না, দীক্ষা কি আহ্নিক, কি ক্রম, কি ক্রতু বিভাগ কিছুই হয় না; সেই কাল সংখ্যা ঐ আদিত্য ব্যতীত কিছুই নয়। এ জগতে জগত্তাপন রুদ্ররূপী ভাস্কর বিহনে শষ্য পরিপাক কোথায়? এবং কি তৃণৌষধিগণ, কি স্বর্গে মর্ত্তে ব্যবহার

বা জন্তুগণের উৎপত্তি বিনাশ কিছুই ঐ রুদ্ররূপী ভাস্কর ব্যতিরিক্ত হয় না। ঐ দ্বাদশাত্মা ভাস্করই প্রজাপতি। উনিই কাল এবং উনিই অগ্নি। তিনিই এই সচরাচর ত্রিভুবনে তাপ প্রদান করিতেছেন; এবং তিনিই সর্ব্বলোক বিখ্যাত। তিনিই তেজোরাশী এবং তিনিই এই জগতের সমস্ত; আর সেই প্রভাবশালীই উত্তম পথাবলম্বনে রাত্রি দিবা বিভাগ করত এই জগতে ঊর্দ্ধ ও অধঃ পার্শ্ব সর্ব্বত্রই সকল সময়ে তাপ প্রদান করিতেছেন। যেমন এক দেদীপ্যমান গৃহ-মধ্যস্থিত দীপ গৃহের ঊর্দ্ধ ও অধঃ পার্শ্বে স্থিত অন্ধকার বিনাশ করে, সেইরূপ সহস্র কিরণ জগৎ প্রভু গ্রহরাজ সূর্য্যও স্বীয় কিরণে ঐ সকল জগৎ প্রকাশমান করিতেছেন।

সূর্য্যই আলোক ও উত্তাপের কারণ। সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যাবতীয় গ্রহ ও উপ-গ্রহগণ পরস্পর আবদ্ধ আছে ও যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট পথে নিরূপিত সময়ে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতেছে বিশ্বপ্রকাশক প্রভাকর চতুর্দ্দিকস্থ গ্রহ উপগ্রহদিগকে তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত করিয়া, তেজ জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্য্য সংপ্রদানপূর্ব্বক যে প্রকার প্রভূত প্রভাব প্রকাশ করে, তাহা এককালে একত্র অনুভব করিতে হইলে, বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। কেবল সূর্য্যের বিশাল আয়তন ও প্রভাব পর্য্যালোচনা করাই মানবীয় মনের সাধ্যাতীত বোধ হয়, ইহাতে মনের মধ্যে সমস্ত সৌরজগতের সমুদায় ব্যাপার একত্র ধারণ করা কাহার সাধ্য? সূর্য্য উদিত হইয়া প্রতিদিন যাবতীয় পদার্থকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ও সুষুপ্ত জীব সকলকে সচেতন করিয়া আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিতে থাকেন। কিন্তু শোভাপ্রকাশ ও তজ্জনিত সুখ বিতরণই কেবল সূর্য্যোদয়ের কার্য্য নহে; তাঁহার প্রত্যেক কিরণ অমৃত স্বরূপ প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রত্যেক প্রাণীর জীবনরক্ষা ও পুষ্টিসাধন করে। সূর্য্য কেবল আমাদিগের চক্ষুস্বরূপ নহে, সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ।

যিনি আমাদিগের সকলের কল্যাণ বিধানার্থ সূর্য্যকে প্রত্যহ স্বকর্ম্মে প্রেরণ করিতেছেন, সেই পরম প্রেমাস্পদ বন্ধুকে যেন কেহ বিস্মৃত না হয়েন।

তপন।

সূর্য্যই "তপন", তপতীতি তপন ; যিনি তাপ দান করেন, তিনিই তপন। সূর্য্যই তাপের আদি ও মূল কারণ। তাপ সঞ্চালন প্রভাবেই জগৎ ক্রিয়াশীল। তাপ না হইলে জগৎ অচল। ইহা দ্বারাই পদার্থগণের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ অবস্থান্তর বা রূপান্তর সাধিত হয়। তাপ প্রভাবেই বাত্যা প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ও ভয়ানক ঘটনা প্রভৃতি সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়ন শাস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় না। অধিক কি এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই, যাহাতে তাপের বিনিয়োগ, উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূল তত্ত্ব ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে, সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য্য সংসাধন করিতে পারা যায়। বাষ্পীয়শকট, বাষ্পীয়যান ও তাপমান যন্ত্র প্রভৃতি ইহার নিদর্শন কি প্রাণীরাজ্যে, কি জড়-রাজ্যে তাপের মহোপাদেয়তা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তাপ না থাকিলে, প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম পরিবর্দ্ধন বা পচন কিছুই হইত না। তাপ প্রকৃতি কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ উপকারী। পদার্থ যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তপনের তাপই তাহার কারণ। পদার্থের বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়া তাপের দ্বারাই সাধিত হয়। তাপ পদার্থ মাত্রেই বর্ত্তমান আছে। তুষার পিণ্ড যে এত শীতল তাহাতেও তাপ আছে। তাপ চক্ষুগ্রাহ্য নয়, কিন্তু স্পর্শগ্রাহ্য ; পরন্তু ভারহীন। তাপ দ্বিবিধ স্থূল বা প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য এবং সূক্ষ্ম বা অনুমিতি গ্রাহ্য। অগ্ন্যুত্তাপ প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য, তুষারোত্তাপ অনুমিতি গ্রাহ্য। তাপ, আলোক, তড়িৎ ও অগ্নি একই পদার্থ ; একই প্রকৃতির রূপান্তর। তাপের ঘনী-ভূতাবস্থাই অগ্নি। যে সকল তেজের কথা উল্লিখিত হইল, সৌর তেজের সহিত তুলনা করিলে, সে সমুদয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। পদার্থ সকল ও প্রাণী সকল সূর্য্য হইতেই তাপ সংগ্রহ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। তাপ বিহনে জগৎ অন্ধকার বলিয়া প্রতীত হয়। তাপ ও আলোক ঘটিত সকল ব্যাপারই সূর্য্য হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখায় ও ইন্ধনাগ্নিতে সূর্য্যই প্রকাশমান। দাবাগ্নি, বিদ্যুতাগ্নি ও বজ্রাগ্নিতে রবিই বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়া-ছেন। তিনিই সমুদ্র জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নবপল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিতা করিতেছেন। তিনিই তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজোরূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্ধান কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিয়া পুনরায় কুঠার দ্বারা তাহাকে ছেদন করিতেছেন। তিনিই হয়াকারে আশুগতিতে গমন করিতেছেন। তিনিই বিহঙ্গাকারে আকাশ মার্গে উড্ডীন হইতেছেন। তিনিই মীনরূপে জলমধ্যে

বিচরণ করিতেছেন। তিনিই বীজবপন করিতেছেন। তিনিই শস্য আহরণ করিতেছেন। তিনিই আমাদিগকে আহার দিতেছেন। তিনিই তুলা পেষণ করিতেছেন, তিনিই সূত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনিই খনি হইতে অপরিষ্কৃত লৌহ তুলিয়া পুনরায় তাহাকে পরিষ্কার করিতেছেন। তিনিই জলকে সন্তপ্ত করিয়া বাষ্প করিতেছেন, তিনিই আবার বাষ্পীয়শকটকে বায়ুবেগে লইয়া যাইতেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় ক্রিয়া, প্রকৃতির বড় বড় কাণ্ড এই সূর্য্যের তাপে চলিতেছে। সূর্য্যের তাপ ব্যতীত বৃষ্টি হইত না, বাতাস বহিত না; গাছ পালা জীব জন্তুর সৃষ্টি পর্য্যন্ত অসম্ভব হইত। কি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া, আর কি একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ হওয়া, সকলই সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা সম্পাদিত হয়।

একদিন সূর্য্য হইতে উত্তাপ না আসিলেই পৃথিবীর সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। দুইদিনে চেতন জগৎ জড়বৎ প্রতীয়মান হইবে। এই যে পৃথিবীর জীবনরক্ষাকারী উত্তাপ, যাহা আমাদের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া মনে হয়, তাহা সূর্য্যের হিসাবে অতি সামান্য। সূর্য্য হইতে বৎসরের মধ্যে আমরা রাশি রাশি উত্তাপ পাইয়া থাকি; কিন্তু যত উত্তাপ পাই, সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীরিত করিতেছেন। নিরন্তর কিরণ বিকীরণে সূর্য্যভাণ্ডার শূন্য হইলে জগতের উপায় কি? এই হাস্যাস্পদ কল্পনার হাসি কে মিটাইবে? ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে বিভুশক্তি হইতে আমাদের নিরন্তর কর্ম্মক্ষম শক্তির আপূরণ করি, সেই শক্তি হইতে ইহার ক্ষতিপূরণ শক্তিও আহরিত হয়; অথবা উত্তাপময় জগতের হ্রাস বৃদ্ধি কোথায়? ইহা কল্পনা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে যে, যদি সূর্য্যোদয় না হয়, তাহা হইলে আমাদের কি দশা ঘটিয়া উঠে? এই ভূমণ্ডল একবারেই আলোকবিহীন হইয়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, নিত্য স্থায়ী হিমাগমে বসন্ত গ্রীষ্ম ঋতুভেদ একবারেই লোপ প্রাপ্ত হয়; বেগবতী নদী সকলের প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া উঠে; উত্তাপের অভাবে ভূমিতে আর তৃণাদি জন্মে না, বৃক্ষ সকল আর মুঞ্জরিত হয় না; নিরন্তর তুষার বর্ষণে মনুষ্যাদি যাবতীয় জীবজন্তু অনতিবিলম্বে লয় প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ এই সুখময় পৃথিবী অচিরকালের মধ্যেই হিমালয় তুল্য হইয়া উঠে।

সূর্য্যই 'পোষক', 'অভ্র'।

মনুষ্যানৌষধে নেহ স্বধয়াচ পিতৃনপি।
অমৃতেন সুরান্ সর্ব্বান্ ত্রিস্রস্ত্রীং স্তর্পয়ত্যসৌ ॥

সূর্য্য মনুষ্যগণকে ওষধি দ্বারা, পিতৃগণকে স্বধা দ্বারা এবং সুরগণকে অমৃত দ্বারা পোষণ করিতেছেন।

এই দেবাসুর মানুষ পরিবৃত জগতের সূর্য্যই একমাত্র পোষণ কর্ত্তা। সূর্য্য স্বকীয় কিরণ সমূহ দ্বারা আটমাস ক্রমান্বয়ে সরিৎ, সমুদ্র, ভূমি ও প্রাণিগণের দেহ হইতে ষড় রসাত্মক জল গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার চারিমাসে তাহা বর্ষণ করেন। বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্নের দ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হয়। "সুধার অর্থ প্রসব এবং ক্ষরণ" যিনি তেজঃ প্রসব এবং জলক্ষরণ করেন তিনিই সবিতা। সূর্য্য প্রখর কিরণ দ্বারা জগতের জল সকল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে পোষণ করেন; চন্দ্র ও অন্তরীক্ষে বায়ু নাড়ীময় নল দ্বারা, সেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত জল সমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। ঐ মেঘ, ধূম, অগ্নি, ও বায়ুময়, উহা চন্দ্র নিক্ষিপ্ত জল সমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে না বলিয়া মেঘের নাম "অভ্র"। "অভ্র=ন+ভ্র=অভ্র" অর্থাৎ যাহা হইতে সলিল রাশি ভ্রষ্ট হয় না, তাহাই 'অভ্র'। চরাচর সমস্ত ভস্মীভূত হইলে, পৃথিবীর ধূমরূপে যেগুলি বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করে, সেই গুলি অগ্নি এবং বায়ুর সাহায্যে ক্রমে অভ্ররূপে পরিণত হয়, এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ধূম, অগ্নি ও বায়ুর সংযোগকেই অভ্র বলিয়াছেন। অভ্র চারি প্রকার যথা—(১) যজ্ঞাভ্র' (২) দাবাভ্র, (৩) মৃতাভ্র, (৪) অভিচারাভ্র।

প্রথম—দ্বিজগণের যজ্ঞধূম হইতে উদ্ভূত যে অভ্র তাহাই যজ্ঞাভ্র, ইহা অতি হিতকারী।

দ্বিতীয়—দাবাগ্নির ধূম সমূহ হইতে যে অভ্র উৎপন্ন হয়, তাহাই দাবাভ্র, ইহা বন সমূহের হিতকর।

তৃতীয়—মৃত সংস্কারের ধূমোৎপন্ন অভ্রই মৃতাভ্র, ইহা অশুভোৎপাদক।

চতুর্থ—অভিচারাগ্নি সমুদ্ভূত ধূমরাশি হইতেও মল, পাথর, কয়লাদি হইতে উত্থিত অভ্রকে অভিচারাভ্র বলে। উহা ভূতবর্গের বিনাশের নিমিত্ত হয়। এইরূপ ধূম বিশেষের দ্বারা জগতের হিত ও অহিত হইয়া থাকে।

সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্ম্মল হয়, তখনই সেই জল বায়ুবেগে উদীরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। সেই জল প্রাণীগণের জীবনদায়ী ও ওষধিগণের পোষণকারী। সেই মেঘ সুৎসৃষ্ট সলিলের দ্বারা ওষধিগণের পোষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফল ধারণ করে; সেই ফল পরিণামে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক শুভের কারণ হয়। শাস্ত্র চক্ষু মানবগণ তাহার দ্বারা যথাবিহিত যজ্ঞ সকল অহরহ সম্পাদন করিয়া দেবগণের তুষ্টিসাধন করেন। এই প্রকারে যজ্ঞ, বেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সর্ব্বপ্রকার দেবমূর্ত্তি

এবং পশু ভূতাদি প্রাণিগণ এই সকলই বৃষ্টি দ্বারা প্রতিপালিত, কারণ বৃষ্টিই অন্নের নিষ্পাদক, আর সেই বৃষ্টিকে সূর্য্য নিষ্পন্ন করেন। সূর্য্য কিরণ সমূহ দ্বারা পৃথিবীস্থিত যে রস গ্রহণ করেন, তাহাই আবার পরিত্যাগ করেন; সেই রসের দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রাণি-দিগকে পোষণ করে। এই প্রকারেই ভগবান সূর্য্য অশেষ প্রকার জীবের তৃপ্তিসাধন এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্যাদিরও তর্পণ করিতেছেন। এবম্প্রকারে সূর্য্য স্ব রশ্মি যোগ অমৃতীকৃত চন্দ্রমা দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন।

সূর্য্য দেবগণকে এক পক্ষ, পিতৃগণকে মাসে একদিন এবং মর্ত্ত্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। সূর্য্যের রশ্মিই সুষুম্না দ্বারা শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রকে পোষিত করে। আবার কৃষ্ণপক্ষে অমরগণ সেই সুধাময় চন্দ্রের এক এক কলা পান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে দেবগণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের এক এক কলা পান করিলে পর, অবশিষ্ট কলাটুকু অমাবস্যাতে পিতৃগণ পান করেন।

সুরগণ চন্দ্রের কলাসমূহ পান করিলে, তিনি যখন কলামাত্রে পর্য্যবসিত হন, তখন দীপ্তিমান সূর্য্য তাঁহাকে এক রশ্মি দ্বারা পুনর্ব্বার পোষিত করেন।

কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া সুরগণ চন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষীণ করেন, সূর্য্যও সেই পরিমাণে শুক্ল প্রতিপদ হইতে চন্দ্রকে কিরণ গৃহীত বারি দ্বারা আপূরিত করেন। এইরূপে অর্দ্ধ মাসে সঞ্চিত চন্দ্রসুধা দেবগণ পান করেন। একারণ অমরগণ সুধামাত্রই আহার করিয়া থাকেন।

এবম্প্রকারে সূর্য্য সকল জগতের পোষক হইতেছেন। জগৎ পোষককে সকলে ভক্তিভরে নমস্কার কর।

সূর্য্যই শক্তি—জীবদেহে যে সকল শক্তি আছে, তৎসমুদয় উদ্ভিদ হইতে সমাগত। উদ্ভিদ শক্তি সকল আবার সূর্য্যপ্রসূত। অতএব সূর্য্যই সর্ব্বপ্রকার জৈবশক্তির কারণ আত্মপ্রভব। সূর্য্যই বাত, পিত্ত ও কফরূপে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন।

সূর্য্যই 'পৃশ্নি গর্ভ'।—

> পৃশ্নিরিত্যুচ্যতে চান্নং বেদা আপোঽমৃতং তথা।
> মমৈতানিসদা গর্ভঃ পৃশ্নিগর্ভ স্ততোঽস্ম্যহম্॥

অন্ন, বেদ, জল ও অমৃত ইহার নাম পৃশ্নি; এই সব গর্ভে আছে, যার তিনি পৃশ্নিগর্ভ অর্থাৎ সূর্য্যেতে এ সব নিয়ত অবস্থিতি করে, এই জন্য উনি পৃশ্নিগর্ভ।

সূর্য্যই—"সচ্চিদানন্দ", ইনি সচ্চিদানন্দ কেন? ইনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরং জ্যোতির এক জ্যোতি এই জন্য সচ্চিদ্ এবং যাঁহার উদয়ে জ্যোতিষ্ক সকল, দ্বীপগণ, সমুদ্রগণ, পর্ব্বতগণ, বর্ষগণ, নদীগণ, ওষধিগণ, ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্যলোক পুলকিত হয়, সে পদার্থ যে আনন্দময় ইহা নিশ্চয় সুতরাং ইনি সচ্চিদানন্দ।

সূর্য্যই—"কালরূপী", আদ্যন্ত রহিত নিরবয়ব কালের সাবয়বী যে মূর্ত্তি তাহাই

সূর্য্য। আদিত্য বিনা ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালের নিশ্চয় হইতে পারে না, এই জন্য উনি কালরূপী।

সূর্য্যই "নারায়ণ" —

নরাণময়নং যস্মাৎ তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনু মানবাদি সমস্ত জগতের আশ্রয় হেতু ইনি নারায়ণ নামে কথিত হন। নার + অয়ণ = নারায়ণ। নার শব্দে জল, অয়ণ শব্দে আশ্রয়, জল হয়েছে আশ্রয় যার। সূর্য্যরূপ অণ্ড পূর্ব্বে জলাশ্রয়ী ছিলেন, জলের মধ্যে উনি অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে ছিলেন, এই জন্য ইহার নাম "সূর্য্যনারায়ণ"। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্তি,—কৃষ্ণ সহবাসে রাধিকা সূর্য্যরূপ অণ্ড প্রসব করিয়া জলে নিক্ষেপ করেন। যথা ;—

দৃষ্টাডিম্বঞ্চ সাদেবী হৃদয়েন বিদুয়তা।
উৎসসর্জ্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে॥ ২ অঃ প্রকৃতি।
অণ্ডডিম্বোজলেতিষ্ঠন্ যাবদ্বৈব্রহ্মণোবয়ঃ।
ততঃ সকালে সহসা দ্বিধারূপোবভূব সঃ॥ ৩ অঃ ঐ।

দেবী রাধিকা সেই প্রসূত ডিম্ব দর্শনকরত কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণা হইয়া গোলাকার জলরাশি মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ডিম্ব ব্রহ্মার আয়ুকাল পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করিয়া কালক্রমে সহসা দুইভাগে বিভক্ত হইল। দীর্ঘকাল জলশায়ী ছিলেন বলিয়া উনি "সূর্য্যনারায়ণ" নামে উল্লিখিত হন।

সূর্য্যই "বাসুদেব"—

"বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চঃ"

যিনি সকল জগতের নিবাসভূমি, তিনিই বাসুদেব। এই জগৎ সৃষ্টির আদিতে সূর্য্যেতেই অবস্থিতি করে, এবং শেষে একমাত্র সূর্য্যেতেই লয় হয় ; সুতরাং উনি বাসুদেব।

সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতিবৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥ ২অঃ—১অং—বিপু।

যিনি এই জগতের সকলস্থানে ও সকল পদার্থে বাস করেন, বিদ্বানগণ তাহাকেই বাসুদেব নামে আখ্যায়িত করেন। ভগবান সূর্য্যদেব, সকলস্থানে ও সকল পদার্থে তাহাদের অস্তিত্বজ্ঞাপক ও আকৃতি প্রকাশক তেজরূপে অবস্থিতি করেন ; সুতরাং সূর্য্যই বাসুদেব।

ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চতানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেব স্ততঃ প্রভুঃ॥

৫অঃ—৩অং—বিপু।

সূর্য্যদেব তেজরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং ভূতসমূহ তাঁহাতে বাস করে। তিনি জগতের ধাতা ও বিধাতা এইজন্য সেই প্রভুর নাম বাসুদেব।

সূর্য্যই "সবিতা"—

সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ব ভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥ যোগিযাজ্ঞ॥

সুপতিস্পান্দনার্থে চ ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
সবনাত্তেজ সোহ পাঞ্চতে নাসৌ সবিতা মতঃ॥ ৫৪॥

৫২অঃ—অনুষঙ্গে—ব্রহ্মাণ্ডে।

সর্ব্বভূত সর্ব্বভাবকে প্রসব করেন এবং সকলকে পবিত্র করেন বলিয়া সবিতা।

সূর্য্যই "আদিত্য"—

দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আদানান্নিত্যমাদিত্য স্তমসাং তেজসাং মহান॥ ৫৩॥

৫৭অঃ—অনুষঙ্গ—ব্রহ্মাণ্ড।

জগতের আদি এবং দিব্য, পার্থিব ও নৈশ সকল প্রকার তেজ ও অন্ধকার আদান অর্থাৎ অভিভব করেন বলিয়া আদিত্য।

সূর্য্যই "রবি"—

"অবধাতুঃ প্রকাশাখ্যোহবনাৎ স রবিস্মৃতঃ"

সূর্য্যদেব পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই ত্রিলোকের রক্ষা বিধান করেন, এজন্য তাহার রক্ষার্থ 'অব' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন রবি নাম হইয়াছে।

সূর্য্যই "শ্রীকৃষ্ণ"—

সর্ব্বেষাং তেজসাং রাশিঃ সর্ব্ব মূর্ত্তি স্বরূপকঃ।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্ববীজ স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ॥ ব্রহ্মবৈ॥

১৩অঃ—শ্রীকৃষ্ণ জন্ম।

সর্ব্বতেজ ও সর্ব্বমূর্ত্তির সর্ব্বাধার ও সর্ব্ববীজস্বরূপ, এই হেতু কৃষ্ণ।

সূর্য্যই "হরিহর"—

আবাৎ সম্পত প্রদাতারৌ সর্ব্বদাতা হরি স্বয়ং।
ব্যাধি হন্তা দিনকরো যস্য যো বিষয়ো বিধে॥

২১ অঃ—গণেশ—ব্রহ্ম।

সূর্য্য এবং হরি, ইহারা দুইজনেই লোকের অচিরে সম্পদ প্রদাতা; স্বয়ং হরি সকল অভিলষিত দান করেন এবং দিনকর সূর্য্য ব্যাধি বিনাশ করেন, যাহার যে বিষয়ে অধিকার,

তিনি তাহাহ করেন। যিনি হরণ করেন তিনিই হরি। সূর্য্য তমো, অজ্ঞান, ব্যাধি, পাপ, কলুষ ইত্যাদি হরণ করেন, এই জন্য হরি।

সূর্য্যই "রাম"—

রমতে সর্ব্ব ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষুচ।
অন্তরাত্ম স্বরূপেন যচ্চ রামেতি কথ্যতে ॥ ৭৬ ॥

২৫৭ অঃ—নাগরখান।

স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে জ্যোতিস্বরূপ অন্তরাত্মারূপে যিনি বিরাজ করেন বা রমণ করেন, তিনিই রাম ॥

সূর্য্যই "রুদ্র"—সূর্য্যকিরণ রৌদ্র নামে সর্ব্বজন বিদিত, সুতরাং সূর্য্যকে রুদ্র বলা সঙ্গত।

সূর্য্যই "শিব, শম্ভু ও শঙ্কর"—শং=কল্যাণ অর্থাৎ যাহার আরাধনায় মঙ্গল হয় জগতের মঙ্গলকারী।

সূর্য্যই "ঈশান"—ঐশ্বর্য্য আছে যার।

সূর্য্যই "বিষ্ণু"—বিভূতি বেষ্টিত বলিয়া বিষ্ণু, স্বয়ং উৎপন্ন বলিয়া স্বয়ম্ভূ, বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম।

সূর্য্যই "কংসারি"—

কংসশ্চ পাতকে বিঘ্নে রোগে শোকেচ দানবে।
তেষা মরি নিহর্ত্তাযঃ স কংসারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

যিনি পাতক, বিঘ্ন, রোগ, শোক, দৈন্য নাশ করেন, তিনিই কংসারি বা সূর্য্য।

সূর্য্যই "তরণি বা তারক"—দুঃখ হইতে ত্রাণ করেন, এজন্য তারক ও তরণি।

সূর্য্যই "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বা সত্ব, রজ ও তম"—যাহার উদয়ে জগতের উদয়, যাহার স্থিতিতে জগতের স্থিতি ও যাহার অস্তেতে জগতের অস্ত, তিনি যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা ইহা বলা বাহুল্য। আলোক যেমন জীবনের প্রারম্ভ, সেইরূপ উহা সৃষ্টিরও প্রারম্ভ। উনিই রজগুণ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া পালন ও তমঃগুণ আশ্রয় করিয়া সংহার করেন। প্রাতে রজঃগুণ, মধ্যাহ্নে সত্বগুণ ও সায়াহ্নে তমঃগুণ।

সূর্য্যই "ত্রিধামা, ত্রিযুগ্ম ও ত্রিমূর্ত্তিবিশিষ্ট"—ত্রিধামা অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল সর্ব্বত্রই যাহার বাস তিনিই ত্রিধামা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য ইঁহারা ত্রিধামা। ত্রিযুগ্মঅর্থাৎ যশ, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য ইঁহারা সকলেই ত্রিযুগ্ম। ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য ইঁহারা সকলেই ত্রিমূর্ত্তি।

ব্রহ্মণা চাথ সূর্য্যেণ বিষ্ণুনাথ শিবেনবা।
অভেদাৎ পূজিতে ন স্যাৎ পূজিতং স চরাচরম্ ॥ ২৩ ।

ব্রহ্মাদীনাং পরংধাম ত্রয়াণামপি সংস্থিতিঃ।
বেদ মূর্ত্তা বতঃ পূষা পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥
তস্মাদগ্নি দ্বিজ মুখান্ কৃত্বা সম্পূজয়ে দিমান্।
দানৈর্ব্রতোপ বাসৈশ্চ জপ হোমা দিনা নরঃ ॥ ২৫ ॥
ইতি ক্রিয়া যোগ পরায়ণস্য
বেদান্ত শাস্ত্র স্মৃতি বৎসলস্য।
বিকর্ম্ম ভীতস্য সদা ন কিঞ্চিৎ
প্রাপ্তব্য মস্তীহ পরেচলোকে ॥ ২৬ ॥ ৫২ অঃ—মাৎস্যে ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য এই দেবচতুষ্টয়কে অভেদজ্ঞানে পূজা করিলে, এই চরাচর নিখিল জগৎই পরিপূজিত হয়। বেদমূর্ত্তিতে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অবস্থান এবং পূষা তাঁহাদের পরম ধাম; অতএব প্রযত্নের সহিত পূষাদেব পূজনীয়। মানবদান, ব্রত, উপবাস, জপ ও হোমাদি দ্বারা এই সকল দেবগণকে অগ্নি ও দ্বিজমুখে আহ্বান করিয়া পূজা করিবে। এইরূপে যিনি ক্রিয়াযোগ-পরায়ণ, বেদান্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রানুরক্ত এবং বিকর্ম্ম হইতে ভীত, ইহ পরলোকে তাঁহার কখনই কোন বস্তু অপ্রাপ্তব্য হয় না।

সূর্য্যই "সন্ধ্যা"—সূর্য্যেরই রূপান্তর ভেদ সন্ধ্যা। ব্রহ্ম জ্যোতি সবিতাই প্রাতে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে সরস্বতী আখ্যায় আখ্যায়িত।

সূর্য্যই "জ্ঞান"—

অন্ধস্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবং।
যথা সূর্য্য স্তথাজ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজং ॥

সূর্য্যজ্যোতির প্রকাশ হইলেই জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে। এই জ্ঞানজ্যোতি সাধক সকাশেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যজ্যোতি প্রকাশিত হয়, অমনি অজ্ঞানতম বিদূরিত হয়, সুতরাং সূর্য্যই "জ্ঞান"।

সূর্য্যই "প্রাণ"—

"আদিত্যোহবৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ" প্রশ্নোপনিষৎ ॥
"আদিত্যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রণয়তি তস্মাদেনং
প্রাণ ইত্যা চ ক্ষতে" ঐ তরেয় ব্রাহ্মণ ॥

আদিত্য বা সূর্য্যই বাহ্য প্রাণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন—আদিত্য সকল ভূতকে প্রেরণ করেন, ক্রিয়াশক্তি বা গতিশক্তি প্রদান করেন, এইজন্য ইহাঁর 'প্রাণ' এই সংজ্ঞা হইয়াছে। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—আত্মা আপনাকে—স্বীয়রূপকে দুই প্রকারে ধারণ করিয়া থাকেন। দেহমধ্যে আত্মা নিজেকে প্রাণাপানাদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা আত্মার একরূপ স্থিতি এবং বাহিরে, ব্রহ্মাণ্ড কমণ্ড মধ্যে এই যে আদিত্য

জগতের অবভাসকরূপে বিদ্যমান আছেন, তাহা আত্মার অন্তরূপ স্থিতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যাহা প্রাণ, আধিদৈবিক দৃষ্টিতে তাহা আদিত্য :

"দ্বিধাবা এষ আত্মানং বিভর্ত্ত্যয়ং যঃ প্রাণো যশ্চাসা আদিত্যঃ।

অথ দ্বৌ বা এতা অস্য পন্থানা অন্তর্বহিশ্চাহোরাত্রেণৈ তৌব্যা

বর্ত্তেতে"। মৈত্র্যোপনিষৎ ॥

মৈত্রোপনিষদের উক্তি,—চিদাত্মার দুইটী পন্থা অর্থাৎ দুইটী বিশেষ অভিব্যক্তিমার্গ; একটী দেহাভ্যন্তর, অন্যটী বহির্দেশ। শরীরোপাধিতে বিদ্যমান, চিদাত্মার চিদাভাস হইতে অভিন্ন, ক্রিয়াশক্তি প্রধানরূপ বা লিঙ্গ "প্রাণ" এই নামে অভিব্যক্তি, আর শরীরের বহির্দেশে অবস্থিত, চিদাভাস হইতে অভিন্ন, ক্রিয়াশক্তি প্রধানরূপে বা লিঙ্গ "আদিত্য" এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এই প্রাণই প্রজাপতি।

সূর্য্যই "প্রজাপতি"—প্রজাসকলকে নানারূপে প্রতিপালন করেন এবং প্রাণের উন্নয়ন করেন এইজন্য প্রজাপতি।

সূর্য্যই "শুক্র"—

তস্য সোমাত্মকং রূপং শুক্র ত্বেন ব্যবস্থিতম্।

শরীর ভাজাং সর্ব্বেষাং দেবস্যাস্তু কশাসিনঃ ॥

১২ অঃ—উত্ত—লিঙ্গ "পু"

সূর্য্যের নিখিল শান্ত কিরণ জালের প্রকৃতিরূপিণী চন্দ্রনামক মূর্ত্তি যাবৎ শরীরিগণের শ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্ররূপে অবস্থান করেন। ঐ মূর্ত্তি শরীরিগণের মনেতেও অবস্থান করেন। ঐ চন্দ্রমূর্ত্তি জীবের দেহে অবস্থান করিতেছেন এবং অমৃত দ্বারা সর্ব্বদা দেব ও পিতৃগণের পুষ্টি সাধনান্তর রস সঞ্চার দ্বারা ওষধি সমূহের পরিবর্দ্ধন করেন। জীব শরীরেই ইনি শুক্ররূপে অবস্থিতি করেন।

সূর্য্যই "পুত্রকন্যা"—শরীরস্থ সবিতৃ তেজই শুক্ররূপে আবির্ভূত হইয়া পুত্র কন্যারূপ আকৃতি ধারণ করেন।

সূর্য্যই "অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা" —অন্নরূপী সূর্য্যই অন্ন দ্বারা জগৎ পোষণ করেন এই জন্য উনি অন্নদা। উহার উদয়ে ভীতি অপনোদিত হয়, এইজন্য উনি ভয়ত্রাতা।

সূর্য্যই—"পিতা মাতা ইত্যাদি —

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজু রেবচ ॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম ব্যয়ম্ ॥ গীতা ॥

"সপিতা যস্তু পোষকঃ"। সেই পিতা, যিনি পালনের ভার।

এই জগৎ ভগবান সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা তাঁহা হইতে উদ্ভূত ও তাঁহার অংশ স্বরূপ, পরম করুণাময় পিতৃরূপে জগৎকে রক্ষা করিতেছেন ও পোষণ করিতেছেন, এই জন্য উনি জনকত্বে আধ্যায়িত মাতা যেমন স্বীয় কুক্ষি মধ্যে সন্তানকে ধারণ করেন, তদ্রূপ জগৎ যাহার কুক্ষিতে অবস্থিতি করে, তিনিই জগৎ জননী বিশ্ব মাতা সবিতা। একান্ত স্নেহময়ী জননী রূপে তিনিই সর্ব্বত্র অমৃত ধারা সিঞ্চন করিতেছেন।

পিতা উনি জগতের, মাতা, ধাতা, পিতামহ
পবিত্র ওঁকার - জ্ঞেয়, ঋক, সাম, যজু সহ ॥
গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, রক্ষা, বন্ধু, ভোগস্থান।
উৎপত্তি, প্রলয়, স্থিতি, অব্যয় বীজ নিধান ॥

সূর্য্যই—"বিশ্বরূপী বিরাট—

যং তস্য ঋঙ্ময়ং তেজো ভবিতা তেন মেদিনী।
যজুর্ম্ময়েনাপি দিবং স্বর্গঃ সামময়ং রবেঃ ॥মার্কণ্ডেয়॥

অব্যয় স্বরূপ দিবাকরের তেজো রাশি দ্বারা ভুবনত্রয় সংগঠিত হইয়াছে। সূর্য্যদেবের ঋগ্বেদময় তেজ হইতে মেদিনী সম্ভূত হইয়াছে। যে তেজঃ যজুর্ম্ময় তদ্বারা অন্তরীক্ষ বিনির্ম্মিত এবং যে তেজ সামময় তদ্বারা স্বর্গের উদ্ভব হইয়াছে। এবম্প্রকারে উনি বিশ্বরূপী ও বহুরূপী।

বিবিধ বস্তু যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহাকে বিরাট বলে। এই বিবিধ বস্তু সমন্বিত বিশাল বিশ্ব সূর্য্যেতেই প্রকাশ এবং তাহার বিরাট্ গভর্ভ বিরাট্ পুরুষের আশ্রয়স্থান, সুতরাং উনিই বিরাট্ পুরুষ।

সূর্য্যই—"গো, গঙ্গা, গায়ত্রী, সবিতা, চিৎশক্তি, জীবশক্তি, ব্রহ্ম, শুক্র" ইহারা একই পদার্থ।

সূর্য্যই—"সর্ব্ব"।—সূর্য্যই সর্ব্বময়,সুতরাং সকল বিশেষ্য বিশেষণেই ইহাকে বিশেষিত করা যায়, যথা, শর্ব্ব, সর্ব্ব, শম্ভু, মহেশ্বর, ঈশ্বর, ঈশান, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, বরীয়ান, বরদ, শঙ্কর পরমেশ্বর, পরার্থৈক প্রয়োজক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদেবাদি, বেধা, ত্রিবর্গ, স্বর্গসাধন, জ্ঞানগম্য, দৃঢ়প্রজ্ঞ, দেবদেব, বাগীশ, সর্ব্ব—প্রণবসংবাদী, দৃগায়ুধ, ধর্ম্মধামা, ক্ষমাক্ষেত্র, দাতা, দয়াকর, লোককর্ত্তা, ভূতপতি, মহৌষধি, নীতি, সুনীতি, শুদ্ধাত্মা, সোম, সুধী, লোককার, বেদকার, সনাতন, বিশ্বদীপ্তি, কবি, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, শুভাঙ্গ, জনার্দ্দন, বিষ্ণু শুদ্ধ বিগ্রহ, হিরণ্যরেতা, তরণি, শূর, গুণাকর, কল্যান প্রকৃতি, বেদ শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, মঙ্গলা, মঙ্গলপ্রদ, অচ্যুত, সর্ব্ব পাপহর, শাশ্বত, প্রতাপবান, হংস ব্রহ্ম বর্চ্চস, দুঃস্বপ্ন নাশন, ভূতি ভূষণ, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্বা, আত্মযোনি, অমেয়, অরিষ্টনাশী, স্বয়ং জ্যোতি, শাস্ত্রনেত্র, পাপারি, নভোগতি, ব্রহ্মগর্ভ, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়।

নাম মাহাত্ম্য ।

জ্ঞান যোগে দেখ মন কহিতেছি মর্ম্ম ।
সূর্য্যদেব হনভাই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ॥
ভ্রমেতে যে ভুলে বল সূর্য্য এক গ্রহ ।
গ্রহ ভাবিলে হবে তোমারি কুগ্রহ ॥
প্রচণ্ড কিরণ দানে পালেন ব্রহ্মাণ্ড ।
সেই সে কারণে নাম ধরেন মার্ত্তণ্ড ॥
অজ্ঞান তিমির হয় যামিনী রূপিণী ।
ঘোর অন্ধকারাবৃত জগতের প্রাণী ॥
রহিত করিয়া সেই অতি ঘোর নিশি ।
বিতরণ করেন আপন তেজরাশি ॥
এই হেতু রবিনাম কহে বুধগণ ।
ভানু নামের বৃত্তান্ত শুনহ এখন ॥
জগতের ভাবনা ভাবেন অনুক্ষণ ।
একারণে ভানুনাম শাস্ত্রে নিরূপণ ॥
নিদানেতে বিষ্ণু বিনা জীবের নাই গতি
একারণে নিরঞ্জন নামে হয় খ্যাতি ॥
নিরা করিয়া করেন যে সৃষ্টি রঞ্জন ।
সেই হেতু হয় তার নাম নিরঞ্জন ॥
তেজোময়ের তেজ হয় জীবের জীবন ।
লয়প্রাপ্তে হয় তাহা তেজেতে মিলন ॥
এ হেতু মিহির নাম কহে বুধগণ ।
ভাস্কর নামের কথা শুনহ এখন ॥
সর্ব্ব শরীরে তাঁর তেজ ভাসমান
ভাস্কর নামেতে তাঁরে পূজে সাধুগণ ॥
জ্যোতির প্রভাবে জীব বিচরণ করে ।
প্রভাকর নাম তাই কহে শাস্ত্রাকারে ॥

নলিনী যে প্রফুল্লিত সূর্য্যোদয়ে হয়।
নলিনীপতি নাম তাই বুধগণে কয়॥
দিন পাইবার আশা সকলেই করে।
দিননাথ নাম তাই খ্যাত চরাচরে॥
দিন থাকিতে দিননাথে করহ স্মরণ।
দিনান্তে পাইবে সেই ভবেশ চরণ॥

অষ্টম অধ্যায়।

সূর্য্য প্রতিষ্ঠা।

সূত উবাচ।

প্রভাকরস্য প্রতিমা মিদানীং শৃণুত দ্বিজাঃ।
রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্ম হস্তং সুলোচনম্॥ ১ ॥
সপ্তাশ্বঞ্চৈক চক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ।
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভ সমপ্রভম্॥ ২ ॥
নানাভরণ ভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃত পুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে তেতুলীল য়ৈব ধৃতে সদা॥ ৩ ॥
চোলকচ্ছন্ন বপুষং কচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ।
বস্ত্র যুগ্ম সমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ॥ ৪ ॥
প্রতীহারৌ চ কর্ত্তব্যৌ পার্শ্বয়োর্দণ্ডি—পিঙ্গলৌ।
কর্ত্তব্যৌ খড়গহস্তৌ তৌ পার্শ্বয়োঃ পুরুষাবুভৌ॥৫॥
লেখনী কৃত হস্তঞ্চ পার্শ্বে ধাতারমব্যয়ম্।
নানা দেবগণৈ র্যুক্তমেবং কুর্য্যাদ্দিবাকরম্॥ ৬ ॥
অরুণঃ সারথিশ্চাস্য পদ্মিনী পত্র সন্নিভঃ।
অশ্বৌ সুবলয় গ্রাবা বস্তুস্থৌ তস্য পার্শ্বয়োঃ॥ ৭ ॥
ভুজঙ্গ রজ্জু ভির্বদ্ধাঃ সপ্তাশ্বা রশ্মি সংযুতাঃ।
পদ্মস্থং বাহনস্থং বা পদ্মহস্তং প্রকল্পয়েৎ॥ ৮ ॥

২৬১ অঃ—মাৎস্যে॥

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! এক্ষণে প্রভাকরের প্রতিমা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ দেব রথস্থ ও পদ্মহস্ত হইবেন এবং উঁহার লোচন সুশোভন হইবে। উঁহার রথে সপ্ত অশ্ব ও একটী চক্র কল্পিত হইবে। পদ্মগর্ভ—সমপ্রভ বিচিত্র মুকুট তাঁহার শিরোদেশে শোভিত হইবে এবং হস্তদ্বয়ে পদ্মদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে, ঐ মূর্ত্তি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবে। তিনি লীলা বশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটী পুষ্কর ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বাবয়ব বস্ত্র যুগ্মাচ্ছাদিত হইবে; এই মূর্ত্তি কদাচিৎ চিত্রপটেও অঙ্কিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার

চরণদ্বয় যেন তেজোধারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, ইঁহার পার্শে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামে দুইটী প্রতিহারী বিরাজিত থাকিবে এবং ঐ পার্শ্বস্থ প্রতিহারীদ্বয়ের হস্তে খড়্গ শোভিত হইবে। লেখনীহস্ত পদ্মযোনি এবং অন্যান্য বিবিধ দেবগণ প্রভাকরের পার্শ্বে বিরাজিত থাকিবেন। এইরূপ ভাবেই প্রভাকরের প্রতিমা প্রস্তুত হইবে। পদ্মপত্র প্রভ অরুণ ইহার সারথি। ঐ সারথির পার্শ্বে শোভন ও সুদীর্ঘ গ্রীবাশ্ব এবং ঐ অশ্ব ভুজঙ্গ রজ্জু দ্বারা সংযত হইবে। এই মূর্ত্তি পদ্ম বাহন ও পদ্মহস্ত হইবেন।

নবম অধ্যায়।

সূর্য্যপূজা।

প্রাতঃ কৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কর্ম্ম করিয়া পীঠন্যাস করিবে।

পীঠন্যাস যথা—আত্মহৃদয়ে করাঙ্গুলি স্থাপনান্তর ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, এইরূপ প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, সমুদ্রায়, মণিদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্ন বেদিকায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়; উরুদ্বয়ে বৈরাগ্যায়; ঐশ্বর্য্যায়; মুখে অধর্ম্মায়; উভয় পার্শ্বে অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়; নাভিতে অনৈশ্বর্য্যায়। পুনশ্চ হৃদয়ে অনন্তায়, পদ্মায়, ওঁ অং অর্ক মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নি-মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, প্রণবাদিনমন্তেন। ততঃ কেশরেষু মধ্যে চরাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, রীং সূক্ষ্মায়ৈ, রাং জয়ায়ৈ, রেং ভদ্রায়ৈ, রৈং বিভূত্যৈ, রোং বিমলায়ৈ, রৌং অমোঘায়ৈ, রং বিদ্যুতায়ৈ, রঃ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ। তদুপরি ওঁ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকং সৌরায় যোগ পীঠায় নমঃ, প্রণবাদি নামোহন্তেন পূজয়েৎ।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—

শিরসিদেব ভাগঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ।

করাঙ্গন্যাস—

ওঁ সত্যায় তেজোজ্বালা মনেহুং ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ;
ওঁ ব্রহ্মণে তেজো জ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা তর্জ্জণাভ্যাং স্বাহা;
ওঁ বিষ্ণবে তেজো জ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্;
ওঁ রুদ্রায় তেজো জ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং ফট্ স্বাহা;
ওঁ অগ্নয়ে তেজো জ্বালা মনেহুং ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্;
ওঁ সর্ব্বায় তেজো জ্বালামনেহুং ফট্ স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়েষু।

অতোমূর্ত্তিন্যাস—

শিরসি ওঁ আদিত্যায় নমঃ, মুখে এং রবয়ে নমঃ।
হৃদয়ে উং ভানবে, গুহ্যে ঈং ভাস্করায়, চরণয়ো, অং সূর্য্যায় নমঃ।

ততো মন্ত্রোন্যাসঃ—

শিরসি ওঁ ওঁনমঃ, মুখে ওঁ ঘৃনমঃ, কণ্ঠে ওঁ ণিনমঃ, হৃদয়ে ওঁ সূনমঃ, কুক্ষৌ ওঁ র্য্যনমঃ, নাভৌ ওঁ আনমঃ, লিঙ্গে ওঁ দিনমঃ, পাদয়োঃ ওঁ ত্যনমঃ।

ততো ধ্যানং যথা—

ওঁ রক্তাম্বুজা সনমশেষ গুণৈক সিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয় বরান্ দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্গ রুচিং ত্রিনেত্রং ॥
ওঁ হ্রীং হ্রীং সঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রী সূর্য্যায় নমঃ।

যিনি রক্তপদ্মে আসীন, চারি হস্তে দুই পদ্ম, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা যিনি ধারণ করিতেছেন ; যাঁহার শিরোভূষণ মাণিক্যময়, সেই রক্তবর্ণ অশেষ গুণনিধি, সমস্ত জগৎপতি ত্রিনেত্র সূর্য্যকে ভজনা করি।

ইতিধ্যাত্বা মানসৈঃ সং পূজ্য অর্ঘ্য স্থাপনং কৃত্বা যথা—স্ব বামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তদুপরি ত্রিপদি কামারোপ্য ফড়্ ইতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য তদুপরি সংস্থাপ্য নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধ পুষ্পাক্ষত দূর্ব্বাদি ততো নিক্ষিপ্য বিমল জলেন বিলোম মাতৃকায়া মূলেন চ পূজয়েৎ—ক্ষং লং সং ষং শং বং রং লং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৠং ঌং ঋং ৡং ঊং উং ঈং ইং আং অং। মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকং।

অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ ইতি জলেসং পূজ্য, ওঁ গঙ্গে চেত্যাদি তীর্থমাবাহ্য, অঙ্কুশ মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ তীর্থমাবাহ্য স্বহৃদয়ে দেবতাং তত্রা বাহ্য ওঁ ইতি তর্জ্জনীভ্যামবগুণ্ঠ্য বষট ইতি গালিনী মুদ্রাং প্রদর্শ্যবৌষট্ ইতি তজ্জলবীক্ষ্য পুনরঙ্গ মন্ত্রৈঃ সকলীকৃত্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং তত্র দেবতাং সংপূজ্য তদুপরিমৎস্য মুদ্রায়া আচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রং অষ্ঠধাজপ্তা অতোরমিতি ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যাস্ত্রেন সংরক্ষ তস্মাৎ কিঞ্চিজ্জলং প্রোক্ষণী পাত্রে নিঃক্ষিপ্যতেনোদকেন আত্মানাং পূজপোকরনঞ্চ মূলেনত্রিরভুক্ষ্য। ইতি। ততো গুরুপঙ্‌ক্তি পূজাং কৃত্বাপীঠ পূজাং কুর্য্যাৎ ওঁ খং খসোল্কায় নমঃ ইতি মূর্ত্তিং পরিকল্প্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি গন্ধ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্তং বিধায় যথাশক্তি সংপূজ্য অর্ঘং প্রদাপয়েৎ।

আবরণ পূজামারভেৎ—

ওঁ সাক্ষিণং সর্ব্বলোকানাং ভস্যামাবাহ্য পূজয়েৎ।
কেশরেষু অগ্নাদি কোনে মধ্যে দিক্ষুচ
ওঁ সত্যায় তেজোজ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ,
ওঁ ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা শিরসেস্বাহা নমঃ,
ওঁ বিষ্ণবে তেজোজ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা শিখায়ৈ বষট্ নমঃ,
ওঁ রুদ্রায় তেজোজ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা কবচায়হুং নমঃ,

ওঁ অগ্নেয় তেজোজ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ,

ওঁ সর্ব্বায় তেজোজ্বালামণেহুং ফট্ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ নমঃ,

ততঃ দিক পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ আদিত্যায় নমঃ এংরবয়ে উং ভানবে, ইং ভাস্করায়, বিদিক পত্রেষু উং উষায়ৈ, প্রং প্রভায়ৈ, সং সন্ধ্যায়ৈ, ততঃ পত্রাগ্রেষু ব্রহ্মাদ্যাঃ সং পূজ্যতদ্বাহ্যে চন্দ্রাদীন্ সংপূজ্য পূর্ব্বদলে শ্বেতবর্ণ ওঁ চন্দ্রায় নমঃ, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ ওঁ মঙ্গলায় নমঃ,'দক্ষিণদলে সুবর্ণ বর্ণ ওঁ বুধায় নমঃ,পশ্চিমদলে পীতবর্ণ ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ, উত্তরদলে শ্বেতবর্ণ ওঁ শুক্রায় নমঃ. নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ শনৈশ্চরবে নমঃ, বায়ুকোণে তগর পুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ রাহবে নমঃ, ঈশানকোণে ধূম্রবর্ণ কেতবে নমঃ ; ততঃ ইন্দ্রাদীনাং বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য যথা—ইন্দ্রায় সবজ্রায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; অগ্নয়ে সশক্তয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; যমায় যমদণ্ডায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; নৈঋতায় সখড়্গায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; বরুণায় সপাশায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; বায়বে শঙ্কুশায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ , কুবেরায় সগদায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; ঈশানায় সশূলায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; নৈঋত বরুণয়োর্ম্মধ্যে—অনন্তায় সবক্রায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ; ইন্দ্র ঈশানয়োর্ম্মধ্যে—ব্রহ্মণে সপদ্মায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ইতিধূপাদি বিসর্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ।

এই ধ্যানে এই মন্ত্র যথা,—

"হ্রাং হ্রীং সঃ"। ইহার পুরশ্চরণ দ্বাদশ লক্ষ জপে, তিল ও মধু দ্বারা দশাংশহোম।

মতান্তরে মন্ত্র—

"ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য"। এই অষ্টাক্ষরী মন্ত্র।

ধ্যান যথা—

রক্তাব্জ যগ্ম ভয় দান হস্তং কেয়ূর হারাঙ্গদ কুণ্ডলাঢ্যং।
মাণিক্য মৌলিং দিননাথ মীড়ে বন্ধুক কান্তিং বিলসৎ ত্রিনেত্রং ॥
ইহার পুরশ্চরণ ৮ আট লক্ষ জপে। দুগ্ধের দ্বারা দশাংশ হোম।

মতান্তরে মন্ত্র—

"হ্রিং হৌড়ং হ্রিং।

ধ্যান যথা,—

হেমাম্ভোজ প্রবাল প্রতিম নিজরুচিং চারু খট্টাঙ্গ পদ্মৌ
চক্রং শক্তিং সপাশং শৃণি মতি রুচিরাক্ষ মালাং কপালং।
হস্তাম্ভোজৈর্দ্দধানং ত্রিনয়ন বিলসদ্বেদ বক্ত্রাভি রামং
মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময় মুকুটং হারদীপ্তং ভজামঃ ॥
ইহার পুরশ্চরণ ৩ তিনলক্ষ জপে, পদ্মের দ্বারা দশাং শহোম ॥

মতান্তরে ধ্যান যথা,—

ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্ম হস্ত দ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ব বাহনম্।
শিবাধি দৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যধি দৈবতম্॥

মতান্তরে ধ্যান যথা,—

তেজো রূপং রক্ত বর্ণং সিত পদ্মোপরিস্থিতং।
এক চক্র রথারূঢ়ং দ্বিবাহুং ধৃত পঙ্কজং ॥৮॥ ৩৯অঃ—গারুড়ে॥

সূর্য্যার্ঘ্য—

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীং। গারুড়ে।

অর্ঘ্য মন্ত্র—

ও নামোবিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে সূচয়োসবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এহি সূর্য্য সহস্রাংশোতেজোরাশে জগৎপতে অনুকম্পায় মাং নিত্যংগৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥

সূর্য্য প্রণাম—

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

সূর্য্য হৃদয়-স্তব—

অথো পতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তং সমাহিতঃ।
মন্ত্রৈ স্তু বিবিধৈঃ সৌরৈ ঋগ যজুঃ সাম সম্ভবৈঃ॥
উপস্থায় মহাযোগং দেবদেবং দিবাকরং।
কুর্ব্বীত প্রণতিং ভূমৌ মূর্দ্ধ্নাতেনৈব মন্ত্রতঃ॥
ওঁ খং খ খোল্কায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে বিশ্বরূপিণে॥
নমস্তে ঘৃণিনেতুভ্যং সূর্য্যায় ব্রহ্মরূপিণে।
ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতীরসোঽমৃতম্॥
ভূর্ভুবঃ স্ব স্ত্বমোঙকারং শর্ব্বোরুদ্রঃ সনাতনঃ।
পুরুষঃ সন্মহোঽন্তস্থঃ প্রণমামি কপর্দ্দিনম্॥
ত্বমেব বিশ্বং বহুধা সদসৎ সূয়তে চ যৎ।
নমো রুদ্রায় সূর্য্যায় ত্বামহং শরণং গতঃ॥

প্রচেত সে নমস্তুভ্যং নমো মীঢ়ুষ্ট মায় চ।
নমো নমস্তে রুদ্রায়ত্বামহং শরণং গতঃ॥
হিরণ্য বাহবে তুভ্যং হিরণ্য পতয়ে নমঃ।
অম্বিকা পতয়ে তুভ্যমুমায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় নমস্তুভ্যং পিনাকিনে।
বিলোহিতায় ভর্গায় সহস্রাক্ষায়তে নমঃ॥
নম উমাপতয়ে তুভ্যমাদিত্যায় নমোঽস্তুতে।
তমো পহায়তে নিত্যমাদিত্যায় নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে বজ্রহস্তায় ত্র্যম্বকায় নমোনমঃ।
প্রপদ্যেত্বাং বিরূপাক্ষং মহান্তং পরমেশ্বরন্॥
হিরণ্ময়ে গৃহে গুপ্তমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
নমস্যামি পরংজ্যোতি ব্র্হ্মাণং ত্বাং পরামৃতম্॥
বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নরনারী শরীরিণম্।
নমঃ সূর্য্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে॥
উগ্রায় সর্ব্বভক্ষায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈবহি।
এতদ্বৈ সূর্য্যহৃদয়ং জপ্তা স্তব মনুত্তমম্॥
প্রাতঃকালেঽথমধ্যাহ্নে নমস্কুর্য্যাদ্দিবাকরম্।
ইদং পুত্রায় শিষ্যায় ধার্ম্মিকায় দ্বিজাতয়ে॥
প্রদেয়ং সূর্য্যহৃদয়ং ব্রহ্মণাতু প্রদর্শিতম্
সর্ব্বপাপ প্রশমনং বেদসার সমুদ্ভবম্
ব্রাহ্মণানাং হিতং পুণ্য মৃষিসঙ্ঘৈ নিষেবিতম্।
যস্তু নিত্যং পঠেদ্বীমান্ প্রেক্ষ্যাদিত্যমণ্ডলম্॥
মহাপাতক যুক্তোঽপি পূয়তেনাত্রসংশয়ঃ।
ক্ষয়াপস্মার কুষ্ঠাদ্যৈর্ব্যাধিঃ পীড়িতোঽপিসন্॥
জপ্তা শতগুণং স্তোত্রং সপ্তাষ্যোভবতি দ্রুতম্।
ভূতগ্রহ পিশাচাতি বীজ ব্যসন কর্ষিতিঃ॥
স্তবন্ধ্যাত্বা রবিং বিপ্রো মুচ্যতে মহতোভয়াৎ।
অথাগম্য গৃহং বিপ্রঃ সমাচম্য যথাবিধি।
প্রজ্বাল্য বহ্নিং বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাত বেদসাম্॥১৮ অঃ—উপ—কূর্ম্ম॥

অনন্তর সমাহিতচিত্তে ঋক্, যজুঃ সামবেদোৎপন্ন বিবিধ সূর্য্যমন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের উপাসনা করিবে। এইরূপে মহাযোগী দেবাদিদেব দিবাকরের উপাসনা করিয়া 'ওঁ খং খখোল্কা' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ সূর্য্যমন্ত্র দ্বারা অবনত মস্তকে ভূমিতে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবস্বরূপ কারণত্রয়ের হেতু ও শাস্তা, তুমি খখোল্ক নামে প্রসিদ্ধ, তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিতেছি; বিশ্বরূপী তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি ঘৃণী (দয়ালু), তুমিই সূর্য্য, তুমিই ব্রহ্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই অপ্, জ্যোতি রস ও অমৃত, তুমিই ভূঃ ভুবঃস্বঃ এই মহাব্যাহৃতি স্বরূপ, তুমিই ওঙ্কার, তুমিই সনাতন পুরুষ রুদ্রমহাদেব এবং তুমিই জীবদেহান্তবর্ত্তী পরমজ্যোতি পরমাত্মা কপর্দ্দীস্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি। এই যে বিশ্ব বহু প্রকারে সদসৎ (জীব দেহাদিরূপ) প্রসব করিতেছে, ইহা তুমি; তুমিই রুদ্র এবং তুমিই সূর্য্য; তোমাকে প্রণাম করি; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি মীঢ়ুষ্টম, তুমি বরুণ, তুমি রুদ্র; আমি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ও তোমার শরণাপন্ন হই। তুমিই হিরণ্যবাহু, তুমিই হিরণ্যপতি, তুমিই অম্বিকাপতি, তুমিই উমাপতি, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি ভর্গ, নীলগ্রীব, পিনাকী; বিলোহিত এবং সহস্রাক্ষ; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি তমোপহ আদিত্য, তোমাকে নিত্য প্রণাম করি। তুমি বজ্রহস্ত ও ত্র্যম্বক তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। তুমি বিরূপাক্ষ, তুমি মহৎ, তুমি পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদেহীর হিরণ্ময় গৃহের গুপ্তাত্মা, অতএব তোমার শরণাপন্ন হই। তুমি শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃপদার্থ, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই শ্রেষ্ঠ অমৃত, তুমিই বিশ্ব, তুমিই পশুপতি, তুমিই ভীম, তুমিই অর্দ্ধ নারীশ্বররূপে বিরাজমান; তোমাকে প্রণাম করি। তুমিই সূর্য্য, রুদ্র, ভাস্বান্, পরমেষ্ঠী, উগ্র ও সর্ব্বভুক্ নামে প্রসিদ্ধ; আমি সর্ব্বদা তোমার শরণাপন্ন হই। প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নকালে এই শ্রেষ্ঠতম সূর্য্যহৃদয় স্তব পাঠ করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত এই "সূর্য্যহৃদয়-স্তব পাঠ করিবার জন্য পুত্র, শিষ্য ও ধার্ম্মিক দ্বিজাতিগণকে উপদেশ করিবে।

এই পবিত্র আদিত্য হৃদয়-স্তোত্র ক্ষয় অপস্মারাদি ব্যাধিনাশক, ভূতগ্রহ পিশাচাদির বীজ ও সর্ব্ব পাপ নাশক, বেদসার সমুদ্ভূত, ব্রাহ্মণের হিতজনক ও ঋষিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিষেবিত। অনন্তর বিধানানুসারে হোম করিবে।

সূর্য্যাষ্টক স্তব।

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ শাম্ব উবাচ।

আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তুতে ॥ ১ ॥
সপ্তাশ্ব রথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজং।
শ্বেত পদ্ম ধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ২ ॥
লোহিতং রথ মারূঢ়ং সর্ব্বলোক পিতামহং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৩ ॥
ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশূরং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৪ ॥
বৃংহিতং তেজঃ পুঞ্জেশ্চ বায়ুরাকাশমেবচ।
প্রভুস্ত্বং সর্ব্ব লোকানাং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৫ ॥
বন্ধুক পুষ্প সঙ্কাশং হার-কুণ্ডল ভূষিতং।
এক চক্র ধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৬ ॥
তং সূর্য্যং জগৎ কর্ত্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৭ ॥
তং সূর্য্যং জগতাং নাথং জ্ঞান-বিজ্ঞানমোক্ষদং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৮ ॥
সূর্য্যাষ্টকং পঠেন্নিত্যং গ্রহ পীড়া প্রণাশনং।
অপুত্রোলভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৯ ॥
আমিষং মধুপানঞ্চ যঃ করোতিরবের্দ্দিনে।
সপ্ত জন্মভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা ॥ ১০ ॥
স্ত্রী-তৈল-মধু-মাংসানি য স্ত্যজেত্তু রবোর্দ্দিনে।
ন ব্যাধিঃ শোক দারিদ্রং সূর্য্য লোকং স গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রী-শিব প্রোক্তং সূর্য্যাষ্টকং ॥

সূর্য্য কবচ।

শিব উবাচ।

সূর্য্যস্য কবচং দেবি শ্রূয়তাং প্রাণবল্লভে।
রোগ মাত্রং ক্ষয়ং যস্মাৎ কবচাৎ সিদ্ধিরাশ্রয়ঃ॥
ওঁ অস্য শ্রীসূর্য্য কবচস্য কর্ণ ঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দো।
দীনেশ দেবতা দীনেশং কবচ পাঠে বিনিয়োগঃ॥

মন্ত্রস্তু।

ওঁ আদিত্যো মে মুখং পাতু শিরপাতু দিবাকরঃ।
বাহু পাতু তমোহন্তা হৃদয়ং পাতু ভাস্করঃ॥
পাদৌ পাতু মহী বীজং লিঙ্গং পাতু বধুর্ম্ম।
উদরং পাতুহ্রীং বীজং মায়া শক্তি স্তথাক্ষিণী॥
ঘৃণিং সূর্য্যোহি মন্ত্রং মে রক্ষাং কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বতঃ।
চণ্ডবীজং প্রচণ্ডঞ্চ নামাস্তং পাতুমে যশঃ॥
ইন্দ্রবীজং ধরাবীজং বীজং বারুণ মেবচ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে রক্ষাং কুর্য্যাত্তু সর্ব্বতঃ॥
কামবাণী রমাশ্যামা ন মোহনস্তঃ সূর্য্য এবচ।
রক্ষাং করোতু মে দেব সর্ব্বত স্তিমিরাপহঃ॥
ইত্যেতৎ কবচং দেবি সূর্য্যস্য প্রিয় কারণম্।
সর্ব্ব রক্ষাকরং সাক্ষাৎ সর্ব্বরোগ প্রণাশনং॥
রবিবারে শতা বৃত্তিম্ সংক্রান্ত্যাং সপ্তমীতিথৌ।
জবা পুষ্প সমভ্যর্চ্চ্য সদ্যোরোগাৎ প্রমুচ্যতে॥
ধারয়েদ্দক্ষিণে হস্তে তস্য রোগো ন জায়তে।
ইতি শাম্ভবতন্ত্রে দেবেশ্বরী সংবাদে শ্রীসূর্য্য কবচং সমাপ্তম্

সূর্য্য উবাচ

ওঁ শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণুমে কবচম্ শুভম্।
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্॥

যজ্ জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
যক্ত্বাতু মহাদেবো গণা নামধিপোঽভবৎ॥
পঠনাদ্ধারণাদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং পালকং সদা।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্চর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥
কবচস্য ঋষি ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদা হৃতম্।
শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্ব্ব দেবনমস্কৃতঃ॥
যশ আরোগ্য মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রণবোমেশিরঃ পাতু ঘৃণির্ম্মে পাতু ভালকং॥
সূর্য্যোঽব্যান্নয়ন দ্বন্দ্বমাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকং।
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥
হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী।
চন্দ্র বীজং বিসর্গাঢ্যং পাতুমে গুহ্যদেশকং॥
ত্র্যক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
শিবোবহ্নি সমাযুক্তো বামাক্ষি বিন্দুভূষিতঃ॥
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরোমন্ত্রো বাঞ্ছা চিন্তামণিঃ স্মৃতঃ॥
শীর্ষাদি পাদ পর্য্যন্তং সদা পাতু মনুত্তমঃ।
ইতি তে কতিথং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভং॥
শ্রীপদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্য বিবর্দ্ধনং।
কুষ্ঠাদি রোগ শমনং মহাব্যাধি বিনাশনং॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যম রোগী বলবান্ ভবেৎ।
বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্ যন্মনসি বর্ত্ততে॥
তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ।
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসাঃ॥
ব্রহ্ম দৈত্যাশ্চ বেতালানৈব দ্রষ্টুমপিক্ষমাঃ।
দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ত্তনাদপি॥
ভূর্জ্জ পত্রে সমালিক্ষ্য রোচনা গুরু কুঙ্কুমৈঃ।
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তমাঞ্চ বিশেষতঃ॥

ধারয়েৎ সাধকঃ শ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ।
ত্রিলৌহ মধ্যগং কৃত্বা ধারয়েৎ দক্ষিণে ভূজে॥
শিখায়া মথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়।
ইতি তে কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্য মঙ্গলাভিধং॥
কবচং দুর্লভং লোকে তবস্নেহাৎ প্রকাশিতম।
অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যোজপেৎ সূর্য্যমন্ত্রকম্॥
সিদ্ধির্ণ জায়তে তস্য কল্পকোটি শতৈরপি।
ইতি ব্রহ্ম যামলে ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নাম
শ্রীসূর্য্য কবচ সমাপ্তং॥ ওঁ তৎ সৎ॥

সূর্য্য কবচ।

বৃহস্পতিরুবাচ।

ইন্দ্র শৃণু প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতম্।
যৎ শ্রুত্বা মুনয়ঃ পুতা জীবন্মুক্তাশ্চ ভারতে॥
কবচং বিভ্রতো ব্যাধির্ণযাতি সন্নিধিং ভিয়া।
যথা দৃষ্টাবৈনতেয়ং পলায়ন্তে ভুজঙ্গমাঃ॥
শ্রদ্ধায় গুরুভক্তায় সশিষ্যায় প্রকাশয়েৎ।
খলায় পর শিষ্যায় দত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥
জগদ্বিলক্ষণ স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিচ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো দিনকরঃ স্বয়ম্॥
ব্যাধি প্রণাশে সৌন্দর্য্যে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সদ্যঃ পুতকরং সারং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্॥
ওঁ ক্লীং হ্রীং ক্রীং শ্রীং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহামেপাতু মস্তকম্
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কপালং মে সদাঽবতু॥
ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীসূর্য্যায়ঃ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্।
চক্ষুর্মে পাতু সূর্য্যশ্চ তারকাশ্চ বিকর্ত্তনঃ॥
ভাস্করোঽধরং পাতু দন্তং দিনকরঃ সদা।
প্রচণ্ড পাতু গণ্ডং মে মার্ত্তণ্ডঃ কর্ণ মেবচ॥
মিহিরশ্চ সদা স্কন্ধং পুষা জঙ্ঘে চ পাতু মে।
বক্ষঃ পাতু রবিশ্চন্নাভিং সূর্য্যঃ স্বয়ং সদা॥
কঙ্কালং মে সদা পাতু সর্ব্বদেব নমস্কৃতঃ।
করৌ পাতু সদাব্রধ্নঃ পাতু পাদৌ প্রভাকরঃ॥
বিভাক রোমে সর্ব্বাঙ্গং পাতু সন্তমীশ্বরঃ।
ইতিতে কথিতং বৎস বচনং সুমনোহরম্॥
জগদ্বিলক্ষণং নাম ত্রিজগৎ সু সুদুর্লভম্।
পুরাদত্তশ্চ মনবে পুলস্ত্যঃ পুষ্করেমুদা॥

ময়া দত্তশ্চ তুভ্যঞ্চ যস্মৈ কস্মৈ ন দাস্যসি।
ব্যাধিতোমুচ্যতেত্বঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ॥
ভবান রোগী শ্রীমাংশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
লক্ষ বর্ষ হবিষ্যেন যৎ ফলং লভতে নরঃ॥
তৎ ফলং লভতে নূনং কবচস্যাস্য ধারণাৎ।
ইদং কবচম জ্ঞাত্বা যো মূঢ়োভাস্করং ভজেৎ॥
দশলক্ষ প্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্র সিদ্ধি দায়কঃ।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূর্য্য কবচং সমাপ্তম্॥ ১৯ অঃ—গণেশে

সূর্য্য পূজা।

ব্যাধিনাশক সূর্য্যার্ঘ।

রোগাদি শান্ত্যর্থং সূর্য্যস্তবং সাদি সপ্ততি নামভিঃ সপ্ততিধার্ঘ্য প্রদান প্রমাণং যথা :—

হংস সোভানুঃ সহস্রাংশু স্তপনস্তাপনো রবিঃ।
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ বিশ্বকর্ম্মা বিভাবসুঃ॥
বিশ্বরূপো বিশ্বকর্ত্তা মার্ত্তণ্ডো মিহিরোহংশুমান।
আদিত্যশ্চোষ্ণ গুঃ সূর্য্যোহর্য্যমা ব্রহ্মো দিবাকরঃ॥
দ্বাদশাত্মা সপ্তহয়ো ভাস্করোহস্করঃ খগঃ।
সূরঃ প্রভাকরঃ শ্রীমান্ লোক চক্ষু র্গ্রহেশ্বরঃ॥
ত্রিলোকেশো লোকসাক্ষী তমোহরিঃ শাশ্বতঃ শুচিঃ।
গভস্তি হস্তস্তীব্রাং শুস্তরণিঃ সুমহোরণিঃ॥
দ্যুমণিহরিদশ্বোহর্কো ভানুমান্ ভয়নাশনঃ।
ছন্দোহশ্বো বেদবেদ্যশ্চ ভাস্বান্ পূষা বৃষাকপিঃ॥
এক চক্ররথো মিত্রো মন্দে হারি স্তমিস্রহা,
দৈত্যহাপাপহর্ত্তা চ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রকাশকঃ।
হেলিকশ্চিত্রভানুশ্চ কলিঘ্ন স্তার্ক্ষ্যবাহনঃ।
দিক্‌পতিঃ পদ্মিনী নাথঃ কুশেশয়করোহরিঃ॥
ধর্ম্ম রশ্মি দুর্নিরীক্ষশ্চণ্ডাংশুঃ কশ্য পাত্মজঃ।
এভিঃ সপ্ততি সংখ্যাকৈঃ পুন্যৈঃ সূর্য্যস্যনামভিঃ॥
প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তৈর্নমস্কার সমন্বিতৈঃ।
প্রত্যেক মুচ্চরন্নাম দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা দিবাকরং॥
বিগৃহ্য পানিযুগ্মেন তাম্রপাত্রং সুনির্ম্মলং।
জানুভ্যামবনীং গত্বা পরিপূর্য্য জলেন চ॥
করবী রাদি কুসুমৈ রক্ত চন্দন মিশ্রিতৈঃ।
দূর্ব্বাঙ্কুরৈ রক্ষতৈশ্চ নিঃক্ষিপ্তৈঃ পাত্র মধ্যতঃ॥
দত্বাদর্ঘ্য মনর্ঘায় সবিত্রে ধ্যান পূর্ব্বকং।
উপ মৌলি সমানীয় তৎ পাত্রং নান্য দৃষ্টানাঃ॥

প্রতি মন্ত্রং নমস্কুর্য্যা দ্বদয়াস্ত ময়োরবিং।
অনয়া নাম সপ্তত্যা মহামন্ত্র রহস্যয়া॥
এবং কুর্ব্বন্নরোজাত্ন দরিদ্রো ন দুঃখ ভাক্।
ব্যাধিভির্ম্মুচ্যতে ঘোরৈরপি জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ॥
বিনৌষধৈর্ব্বিনা বৈদ্যৈর্বিনা পথ্য পরিগ্রহৈঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্য সূর্য্য লোকে মহীয়তে॥ ৯ অঃ॥
ইতি স্কন্দপুরাণে কাশী খণ্ডে॥

সৌভাগ্যজনক সূর্য্যব্রত।

অগ্নিরুবাচ।

সপ্তমীব্রতকং বক্ষে সর্ব্বেষাং ভুক্তিমুক্তিদম্।
মাঘমাসেঽম্বুজকে শুক্লে সূর্য্যং প্রার্চ্চ্য বিশোকভাক্ ॥ ১ ॥

সর্ব্বাবাপ্তিস্তু সপ্তম্যাং মাসি ভাদ্রেঽর্কপূজনাৎ।
পৌষে মাসি সিতেঽনশ্নন্ প্রার্চ্চ্যার্কং পাপনাশনম্ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ পক্ষেতু মাঘস্য সর্ব্বাবাপ্তিস্তু সপ্তমী।
ফাল্গুনেতু সিতেনন্দা সপ্তমীচার্ক পূজনাৎ ॥ ৩ ॥

মার্গশীর্ষে সিতে প্রার্চ্চ্য সপ্তমী চা পরাজিতা।
মার্গশীর্ষে সিতে চাব্দং পুত্রীয়া সপ্তমীস্ত্রিয়াঃ ॥৪॥ ১৮২অঃ—অগ্নিপুঃ।

অগ্নি বলিলেন,—সপ্তমী ব্রত কীর্ত্তন করিতেছি, উহা দ্বারা সকলেরই ভুক্তিমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে সূর্য্যের আরাধনা করিলে শোক দূর হয়, ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমীতে সূর্য্য পূজায় সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে উপবাস থাকিয়া সূর্য্য পূজা করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীতে সূর্য্য পূজায় সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের নন্দাসপ্তমীতে সূর্য্য পূজায় ফল স্বর্গ লাভ হয়। মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীকে অপরাজিতা সপ্তমী বলে ; কেহ কেহ ইহাকে স্ত্রীজাতির পুত্রীয়া সপ্তমী বলে ; এই সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজায় পুত্র প্রাপ্তি হয়।

আরোগ্য ব্রতম্।

অগস্ত্য উবাচ।

অথাপরং মহারাজ ব্রতমারোগ্যসংজ্ঞিতম্।
কথয়ামি পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপ প্রাণাশনম্॥ ১॥
আদিত্য ভাস্কররবে ভানো সূর্য্য দিবাকর।
প্রভাকরোতি সংপূজ্য এবং ব্রতমুপাচরেৎ॥ ২॥
ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব কৃতাহারঃ সপ্তম্যাং ভানুমর্চ্চয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চৈব ভুঞ্জীত এষ এব বিধিক্রমঃ॥ ৩॥
অনেন বৎসরং পূর্ণং বিধিনাযোঽর্চ্চয়ে রবিম্।
তস্যা রোগ্যং ধনং ধান্যমিহজন্মনি জায়তে॥ ৪॥
পরত্রচ শুভং স্থানং যদ্গত্বান নিবর্ত্ততে।
সার্ব্বভৌমঃ পুরারাজা অনরণ্যো মহাবলঃ॥ ৫॥
তেনায় মর্চ্চিতোদেবো ব্রতেনানেন পার্থিব।
যস্যাতুষ্টোঽভবদ্দেবঃ প্রাদাদারোগ্যমুত্তমম্॥৬॥ ৬২ অঃ—বারাহে॥

অগস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ! একণে সর্ব্বপাপ বিনাশন অতি পবিত্র আরোগ্য নামক অপর এক ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, এই ব্রতে হে আদিত্য! হে ভাস্কর। হে রবে! হে সূর্য্য! হে দিবাকর! হে প্রভাকর! তোমাকে পূজা করি, এই বলিয়া অর্চ্চনা করণান্তর এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, ষষ্ঠী দিনে সংযম সপ্তমী তিথিতে অনাহারে ভানুকে পূজা করত অষ্টমী তিথিতে ভোজন করিবে, ইহাই এই ব্রতের বিধি। যিনি এই নিয়মে সংবৎসরকাল রবিকে অর্চ্চনা করেন, তাহারই ইহলোকে আরোগ্য, ধন ধান্যলাভ এবং পরলোকে তাদৃশ পুণ্যস্থা- লাভ হইয়া থাকে যে, তথা হইতে আর তাহাকে ধরায় প্রত্যাগমন করিতে হয় না। মহারাজ! পূর্ব্বে অনরণ্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত সার্ব্বভৌম এক রাজা ছিলেন; তিনিই পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে দিবাকরকে অর্চ্চনা করিলে, ভাস্কর দেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার কুষ্ঠ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন।

নবমাধ্যায়ঃ

এক সূর্য্য পূজায় সকল পূজা সিদ্ধ।

আদিত্য মূলমখিলং ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ।
ভবত্য স্মাজ্জগৎ সর্ব্বং সদেবা স্থর মানুষম্॥
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্র চন্দ্রানাং বিপ্রেন্দ্রানাং দিবৌকসাম্
দ্যুতিমান্ দ্যুতিমৎকৃস্ন মজয়ৎ সর্ব্ব লৌকিকম্।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ।
সূর্য্য এষ ত্রিলোকস্য মূলং পরম দৈবতম্॥
দ্বাদশান্যে তথা দিত্যা দেবাস্তেযেঽধিকারিণঃ।
নির্ব্বহন্তি বদস্যাস্য তদংশো বিষ্ণু মূর্ত্তয়ঃ॥

সর্ব্বে নমস্যন্তি সহস্র ভানু।
গন্ধর্ব্ব যক্ষো রগ কিন্ন রাদ্যাঃ।
যজন্তি যজ্ঞে র্বিবিধৈ মুনীন্দ্রা॥
ছন্দোময়ং ব্রহ্মময়ং পুরাণম॥ ৪০ অঃ কূর্ম্ম॥

সূর্য্যই সমস্ত ত্রৈলোক্যের কারণ এ বিষয়ে সংশয় নাই। দেবাসুর মনুষ্যের সহিত জগৎ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, উপেন্দ্র, বিপ্রেন্দ্র এবং দেবতাদিগেরও প্রকাশক এবং সকল লোকের সমস্ত তেজকেও জয় করিয়াছেন, এই সূর্য্য সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বলোকেশ্বর মহাদেব প্রজাপতি এবং ত্রিলোকের মূর্ত্ত পরমদেবতা। অন্য দ্বাদশ আদিত্য ইহার অংশ সম্ভূত বিষ্ণুমূর্ত্তি। ছন্দোময় ব্রহ্মময় চিরস্থায়ী সহস্রকিরণ সূর্য্যকে সকল গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ কিন্নরাদি নমস্কার করে। মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা উপাসনা করেন।

সূর্য্য পূজা।

অগ্নিহোত্রেঽর্পিতে তেন সূর্য্যাত্মনি মহাত্মনি।
তদ্বিভূতি স্তথা সর্ব্বে দেবাস্তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা॥
বৃক্ষস্য মূলসেকেন যথাশাখোপশাখিকাঃ।
তথা তস্যার্চ্চয়া দেবা স্তথা স্যুস্তদ্বিভূতয়॥
যঃ সকৃদ্বাযজেদ্দেবং দেব দেব জগদ্গুরুম্।
ভাস্করং পরমাত্মানং স যাতি পরমাং গতিম্॥
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপ বিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমোপেত স্তেজসাপ্রতিম চ সঃ॥
পুত্র পৌত্রাদি মিত্রৈশ্চ বান্ধবৈশ্চ সমন্বিতঃ।
ভুক্তে বিপুলান্ ভোগানিহৈব ধনধান্যবান্॥
যান বাহন সম্পন্নো ভূষণৈর্ব্বিবিধৈরপি।
কালং গতেঽপি সূর্য্যেন মোদতে কালমক্ষয়ম্॥
পুনস্তস্যাদিহাগত্য রাজাভবতি ধার্ম্মিকঃ।
বেদবেদাঙ্গসম্পন্না ব্রাহ্মণো বাত্রজায়তে॥
পুনঃ প্রাগ্বাসনা যোগাদ্ধার্ম্মিকো বেদপারগঃ।
সূর্য্যমেব সমভ্যর্চ্য সূর্য্য সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১২ অঃ—উ—লিঙ্গ॥

একমাত্র সূর্য্যরূপী মহাত্মা অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূজিত হইলে তদংশ সম্ভূত সকল দেবতাই তৃপ্ত হন। যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জলসেক করিলে তাহার শাখা উপশাখা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার পূজায় তদংশভূত সকলেই পূজিত হন। যে ব্যক্তি জগদ্গুরু দেবদেব পরমাত্মা ভাস্করকে একবারও পূজা করে সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত, তামসভাবশূন্য এবং তেজে অনুপম হইয়া থাকে। সে ইহলোকে চতুর্দ্দিকে পুত্র পৌত্রাদি বন্ধুবান্ধবের সহিত বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া ধন ধান্য সম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যানবাহন ও ভূষণ তাহার সম্পত্তি হয়। মৃত্যু হইলেও বহুকাল সূর্য্যের সহিত আনন্দলাভ করে। সূর্য্যলোক হইতে ইহলোকে পুনরাগমনপূর্ব্বক ধার্ম্মিক রাজা বা বেদবেদাঙ্গবেত্তা ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হয়। পুনরায় পূর্ব্ব-বাসনাবলে ধার্ম্মিক ও বেদপরায়ণরূপে সূর্য্যপূজা করিয়া সূর্য্যসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যানাং সরীসৃপ্‌খগবীরুধাং।
সর্ব্বজীবনিকায়ানং সূর্য্য আত্মা দৃগীশ্বরঃ॥ ২০ অঃ—৫স্ক—ভাগ॥

যিনি দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা এবং বীজ সমূহের আত্মা, তথা নেত্রাধিষ্ঠাতা, তাহার উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

তস্মাত্তক্ত্যার্চ্চয়েন্নিত্যং শিবমাদিত্যরূপিণম্।

ধর্ম্মকামার্থ মুক্ত্যর্থং মনসাকর্ম্মণাগিরা॥ ৯অঃ · বায়ুসং উক্ত শিবয়ুঃ॥

হে শরীরিগণ! ধর্ম্মকামার্থ মুক্তির নিমিত্ত সেই আদিত্যরূপী শিবকে কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা কর।

ভবনানিমনোজ্ঞানি বিবিধাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।

ধনংচাদৃষ্ট পর্য্যন্ত সূর্য্য পূজা বিধেঃ ফলম্॥৫॥৪৩ অঃ—কুমারি স্কন্দে॥

সূর্য্যপূজার ফলে মনোরম ভবন, বিবিধ আভরণ, উত্তমা স্ত্রী ও অগণিত ধনলাভ হয়।

অর্চ্চিতা সবিতা সূতে সুতান্ পশু বসূনি চ।

ব্যাধীন্হরেদ্দদাত্যায়ুঃ পূরয়েদ্বাঞ্ছিতান্যপি॥

অয়ং হি রুদ্র আদিত্যো হরিরেব দিবাকরঃ।

রবির্হিরণ্য গর্ভোঽসৌ ত্রয়ীরূপোঽয়মর্য্যমা॥৭৫ অঃ—কাশীখ স্কান্দে॥

সূর্য্যদেব অর্চ্চিত হইয়া আয়ুঃ, পুত্র, অর্থ ও পশুসমূহ প্রদানপূর্ব্বক নিখিল ব্যাধিহরণ ও সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই সূর্য্যই রুদ্র, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভ এবং বেদত্রিতয়স্বরূপ সূর্য্যের সন্তোষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইন্দ্রাদি দেবগণ, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, মন্বাদি মানবগণ এবং সোমপাদি পিতামহগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সূর্য্যপূজা করে, সে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যের পূজক।

যদ্ যদ্ দ্রব্যং নরোভক্ত্যা আদিত্যায় প্রযচ্ছতি।

তত্তস্য শত সাহস্রমুৎপাদয়তি ভাস্করঃ॥ ৫৯॥

মানসং বাচিকং বাপিকায়জং যচ্চ দুষ্কৃতম্।

সর্ব্বং সূর্য্য প্রসাদেন তদ শেষং ব্যপোহতি॥ ৬০॥

একাহে নাপিযত্তানোঃ পূজায়াঃ প্রাপ্যতে ফলম্।

যথোক্ত দক্ষিণৈর্বিপ্রৈর্ন তৎ ক্রতুশতৈরপি॥৬১॥২৯ অঃ—ব্রহ্ম পুঃ।

মনুষ্য ভক্তির সহিত ভানুকে যে যে দ্রব্য প্রদান করে, ভানু তাহার সেই সেই দ্রব্য শত সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। মানসিক, বাচিক বা কায়িক, যে কোন দুষ্কৃতই হউক, সূর্য্যের প্রসাদে তৎসমস্ত আমূলতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়।

একটিমাত্র দিনে ভানুপূজা করিলে যে ফললাভ করা যায়, যথাযোগ্য দক্ষিণাসম্পন্ন শত শত ক্রতু দ্বারাও সে ফল সমাধিত হওয়া যায় না।

সূর্য্যপূজা সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণে উত্তরভাগে ২২ বাইশ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে, গরুড়পুরাণে ৩৯উনচল্লিশ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য পুরাণে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে লেখা গেল না।

এক সূর্য্য মণ্ডলেই সকল দেবতার পূজা করিবে যথা ভাগবতে—

"সূর্য্যেতু্য বিদ্যয়াত্রর্য্যা" ॥ ৪২ ॥ ১১ অঃ—১১ স্কন্দ ॥

ত্রয়ী বিদ্যোক্ত সুক্ত উপস্থানাদি দ্বারা সূর্য্যেতে পূজা করিবে।

আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ধ্রুবং পশ্যতি মাং নরঃ।
পশ্যতি চ ন চাদিত্যং ন স পশ্যতি মাং নরঃ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আদিত্যকে দর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানকে দর্শন করেন; এবং যে ব্যক্তি আদিত্যকে দর্শন করেন না, তিনি আত্মাকেও দর্শন করেন না।

অথ নবগ্রহ স্তোত্রং।

রবি— জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ১॥

জবা কুসুমের সম যাঁহার বরণ।
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় যিনি কশ্যপ নন্দন॥
তিমিরনাশন সর্ব্বপাপতাপহারী।
সেই দেব দিবাকরে প্রণিপাত করি॥

সোম— দিব্য শঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্ম্মুকুটভূষণম্॥ ২॥

দিব্য শঙ্খ তুষারের সদৃশ সুন্দর।
অমল উজ্জ্বলরূপ অতি মনোহর॥
শম্ভু শিরোমণি শশী ক্ষীর সিন্ধুজাত।
পদে তাঁর ভক্তি ভরে করি প্রণিপাত॥

মঙ্গল— ধরণী গর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসম প্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥ ৩॥

বসুন্ধরা গর্ভ হতে যাঁহার জনম।
প্রভা যার পুঞ্জীকৃত সৌদামিনী সম॥
সুকুমার শক্তিধারী মঙ্গল চরণে।
প্রণিপাত করি আমি ভক্তিপূর্ণ মনে॥

বুধ— প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যামং রূপেণা প্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥ ৪॥

প্রিয়ঙ্গু কলিকা সম শ্যামল বরণ।
রূপে যিনি অনুপম সৌম্য দরশন॥
শশধর সুত সর্ব্বগুণের আধার।
সেই বুধদেব পদে করি নমস্কার॥

বৃহস্পতি—দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভং।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥ ৫॥

দেবঋষি সকলের গুরু যেই জন।
দেবকান্তি যাঁর তপ্ত কাঞ্চন বরণ॥
ত্রিলোক ঈশ্বর যিনি পূজ্য সবাকার।
সেই বৃহস্পতি পদে করি নমস্কার॥

শুক্র — হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম।
সর্ব্ব শাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥ ৬॥
হিমকুন্দ মৃণালাভ ধবল বরণ।
দানবগণের ইষ্ট গুরু যেই জন॥
বিচক্ষণ যিনি সর্ব্ব শাস্ত্র প্রবচনে।
প্রণাম করিনু সেই ভার্গব চরণে॥

শনি — নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যং রবি সুণুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়াঃ গর্ভ সম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥ ৭॥
নীলাঞ্জন পুঞ্জ সম বরণ যাঁহার।
ছায়া গর্ভজাত যিনি তপন কুমার॥
মহাগ্রহ যিনি সর্ব্বগ্রহের ভিতরে।
সেই শনৈশ্চর পদে বন্দি ভক্তি ভরে॥

রাহু — অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥ ৮॥
ভীষণ মুরতি যিনি অর্দ্ধ দেহধারী।
তপন তুহিনকর বিমর্দ্দন কারী॥
সিংহিকার সুত সেই রাহু ভয়ঙ্করে।
প্রণাম করিনু আমি ভক্তি পূর্ণান্তরে॥

কেতু — পলাল ধূম সঙ্কাশং তারা গ্রহ বিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥ ৯॥
পলাল ধূমের ন্যায় তিমির বরণ।
ভয়ঙ্কর যিনি তারা গ্রহ বিমর্দ্দন॥
রুদ্র মূর্ত্তি অতি রুদ্র স্বভাব যাঁহার।
সেই ক্রূর কেতু পদে করি নমস্কার॥

পাঠফলং— ব্যাসেনোক্ত মিদং স্তোত্রং য পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
দিবাবা যদিবা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ॥
ঐশ্বর্য্য মতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টি বর্দ্ধনং।
নর নারী প্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে॥
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ু র্যে চান্যে গ্রহ পীড়কা.॥
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্ন সংশয়ঃ।
ইতি ব্যাস বিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম॥
এই সুপবিত্র স্তোত্র ব্যাসের বচন।
সযতনে শুদ্ধমনে পড়ে যেই জন॥
দিবা কিম্বা রাত্রিকালে যে কোন সময়।
সর্ব্ববিঘ্ন শান্তি তার হইবে নিশ্চয়॥
ঐশ্বর্য্য অতুল আরোগ্য পুষ্টি বিবর্দ্ধন।
নর নারী প্রিয় সেই মানস মোহন॥
তক্ষকাগ্নি যমবায়ু যত গ্রহপীড়া হয়।
সর্ব্ব প্রশমনকারী ব্যাসবাণী নাহিক সংশয়॥
নবগ্রহ অনুগ্রহ বিনা দুঃখ পায়।
ভগবান শিলা জন্মে শনি কাটে তায়॥
গ্রহ পীড়া জন্য দেখ রাম বনবাসী।
গণেশের মুণ্ড নাই, মহেশ সন্ন্যাসী॥

গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

দিবাকরস্য মাতঙ্গী চন্দ্রস্য ভুবনেশ্বরী।
কুজস্য বগলাদেবী বুধস্য পুরসুন্দরী।
তারা বৃহস্পতে শৈচব শুক্রস্য কমলাত্মিকা॥
শনেস্তু দক্ষিণাকালী গ্রহাণামিষ্টদেবতাঃ।
ছিন্নমস্তা তথা রাহোঃ কেতোর্ধূমাবতী তথা॥ জ্যোতিষকল্প॥

সূর্য্যের মাতঙ্গী, চন্দ্রের ভুবনেশ্বরী, মঙ্গলের বগলামুখী, বুধের ত্রিপুরাসুন্দরী, বৃহস্পতির তারা, শুক্রের কমলা, শনির দক্ষিণাকালী, রাহুর ছিন্নমস্তা এবং কেতুর ধূমাবতী, অধিষ্ঠাত্রী বা ইষ্টদেবতা হইতেছেন।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে গ্রহগণ বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতেছেন। অতএব গ্রহগণের ভক্তি ও পূজা করা নিতান্তই আবশ্যক।

গ্রহ পূজাতে বিষ্ণুরই পূজা করা হয়। যেহেতু পূজিত গ্রহগণ প্রীত হইয়া মানবের দুরদৃষ্ট সম্ভূত অশুভ ফলের নাশ করিয়া শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন।

গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে গ্রহ শান্তি করা অগ্রে বিহিত। অথবা গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজোপাসনায় গ্রহদোষ শান্তিও শুভ হয়।

অথ গ্রহাণাং ফল কর্তৃত্বং

সূর্য্যারুণ সংবাদ—গ্রহাণাং ফল কর্তৃত্ব মস্তিনো বেতি সংশয়ঃ,
কেচিদ্বদন্তি তেষাস্তু কর্ম্ম সূচকতামিতি ॥
প্রাক্‌কর্ম্ম-সূচক-খগাঃ কথমেষু ভক্তিঃ ? ।
প্রাক্‌কর্ম্মভোগ-শমনায়হি ভোগমুচুঃ ॥
কেচিত্তথা দুরিত হৃজ্জগদীশ ভক্তিঃ ।
কিম্বোগ্রহাভিগত এব স এব বিষ্ণুঃ ? ॥ জ্যোতিষল্ম ॥

শার্ঙ্গধর— দেবতা গ্রহরূপেণ মনুষ্যানাং শুভাশুভং ।
ফলং প্রাগর্জ্জিতং যচ্চতদ্দাতি স্বকীয়কং ॥ ঐ ॥

গ্রহগণের শুভাশুভ ফল প্রদানের ক্ষমতা আছে কিনা এই সংশয় বা তর্ক উপস্থিত হইলে কোন কোন মুনি বলেন—গ্রহগণ কেবল পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের সূচক মাত্র। ইহাতে অন্য কোন মুনি বলেন, গ্রহগণ যদি পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের সূচকমাত্র হইলেন, তবে তাহাদিগকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন কি ? যেহেতু পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ভোগ নিবৃত্তির জন্যই কর্ম্মফলের ভোগ হয়। এ কথার উত্তরে কোন কোন মুনি বলেন (বিষ্ণুভক্তিই) ঈশ্বর ভক্তিই পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কৃতের শান্তিকারক এবং সেই বিষ্ণুই গ্রহাভিগত হইতেছেন—"গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ গ্রহগণ বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতেছেন।

যেহেতু কথিত আছে যে, দেবগণই গ্রহরূপে মানবগণের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মার্জ্জিত নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।

দ্রব্য, গোষ্ঠ, ভৃত্য সুহৃদ, তনয় ও ভার্য্যার উপরে পুণ্যবানদিগের গ্রহজাত ভয় হয় ; কিন্তু তাহাদের শরীরের উপর হয় না। পক্ষান্তরে অপুণ্যবান ব্যক্তিদিগের শরীরের উপরও হয় এবং দ্রব্য ও সুহৃদাদির উপরও হয়।

আদিত্য হৃদয়ম্

ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায়। শতানীক উবাচ।

কথমাদিত্যমুদ্যন্তমুপতিষ্ঠেৎ দ্বিজোত্তমঃ।

এতন্মে ব্রুহি বিপেন্দ্র! প্রপদ্যে শরণং তব ॥

সুমন্তুরুবাচ। ইদমেব পুরা পার্থঃ শঙ্খচক্রগদাধরং।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥

কুরুক্ষেত্রে মহারাজ! নিবৃত্তে ভারতে রণে।

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পার্থশ্চৈবাব্রবীদিদং ॥

অর্জ্জুন উবাচ। জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং গুহ্যাদগুহ্যতরং পরং।

ময়া কৃষ্ণ! পরিজ্ঞাতং বাঙ্ময়ং সচরাচরং ॥

সূর্য্যভক্তিময়ং মন্ত্রং বক্তুমর্হসি মাধব!

সূর্য্যভক্তিং করিষ্যামি কথং সূর্য্যং প্রপূজয়ে ॥

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদেন মাধব!।

ভক্ত্যা পৃচ্ছামি দেবেশ! কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। শক্রাদি-দৈবতৈঃ সর্ব্বৈঃ পৃষ্টেন কথিতং ময়া।

বক্ষ্যেঽহ-মর্কবিন্যাসং শৃণু পাণ্ডব! যত্নতঃ ॥

অস্মাকং যত্ত্বয়া পৃষ্ট-মেকচিত্তো ভবার্জ্জুন।

তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি হ্যাদি মধ্যাবসানিকং ॥

অর্জ্জুন উবাচ। নারায়ণ! সুরশ্রেষ্ঠ! পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশাঃ।

কথমাদিত্যমুদ্যন্ত-মুপতিষ্ঠেৎ সনাতনং ॥

---

* সর্ব্বভূতপ্রকাশক বিষ্ণুর প্রত্যক্ষ তেজোময় মূর্ত্তি যে সূর্য্যদেব যাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব ব্রাহ্মণের সাধন গায়ত্রীতে প্রকাশ পাইতেছে, সেই অন্তরাত্মা প্রযোজক ভগবান্ ভাস্করের মহিমা এই আদিত্যহৃদয়ে বিবৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিত্য ইহা পাঠে যুগপৎ জ্ঞান ও ভক্তি স্বল্পায়াসে লাভ হইতে পারে এবং রোগীর পক্ষে ইহার তুল্য রোগ শান্তিকারক স্বস্ত্যয়নও আর নাই। সরল বলিয়া, ইহার অনুবাদ দ্বারা গ্রন্থবিস্তার করিলাম না। পাঠকগণ কোন পণ্ডিত দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা দুই একবার শ্রবণ করিয়া নিত্য কিম্বা রবিবার, সংক্রান্তি, সপ্তমী বা মাকরী সপ্তমীতে ইহা পাঠ করিলে, বিশেষ ফল পাইবেন।

শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পার্থ! মহাবাহো! বুদ্ধিমানসি পাণ্ডব!
যন্মাং পৃচ্ছস্যুপস্থানং তৎ পবিত্রং বিভাবসোঃ ॥
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং সর্ব্বপাপবিনাশনং।
সর্ব্বরোগোপশমন-মায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমং ॥
অমিত্রদমনং পার্থ! সংগ্রামে জয়বর্দ্ধনং।
বর্দ্ধনং ধনপুত্রাণামাদিত্যহৃদয়ং শৃণু ॥
যৎশ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং নিঃশ্রেয়সকরং পরং ॥
দেবদেবং নমস্কৃত্য প্রাতরুত্থায় চার্জ্জুন।
বিঘ্নান্যনেকরূপাণি নশ্যন্তি স্মরণাদপি ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সূর্য্যমারাধয়েৎ সদা।
আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং জপেদ্ যঃ শৃণুয়াদপি ॥
তস্য ব্যাধিভয়ং নাস্তি ভূতানাং ভয়মেবচ।

ওঁ অস্য আদিত্যহৃদয়স্য শ্রীকৃষ্ণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীসূর্য্যনারায়ণো দেবতা হরিতহয়রথং দিবাকরং ঘৃণিরিতিবীজং ওঁ নমো ভগবতে জিতবৈশ্বানর জাতবেদসে নমঃ ইতি শক্তিঃ আদিত্য কীলকং মম সর্ব্বপাপ ক্ষয়পূর্ব্বক সর্ব্বরোগোপশমনার্থে সর্ব্বফল-প্রাপ্ত্যর্থে বা জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কন্তু মূর্দ্ধি বিন্যস্য ললাটে তু রবিং ন্যসেৎ।
বিন্যসেৎ নেত্রয়োঃ সূর্য্য কর্ণয়োশ্চ দিবাকরং ॥
নাসিকায়াং ন্যসেদ্ভানুং মুখে বৈ ভাস্করং ন্যসেৎ।
পর্জ্জন্যমোষ্ঠয়োশ্চৈব তীক্ষ্ণং জিহ্বান্তরে ন্যসেৎ ॥
সুবর্ণরেতসং কণ্ঠে স্কন্ধয়োস্তীগ্মতেজসং।
বাহ্বোস্তু পুষণঞ্চৈব মিত্রং বৈ পৃষ্ঠতো ন্যসেৎ ॥
বরুণং দক্ষিণে হস্তে ত্বষ্টারং বামতঃ করে।
কুক্ষাবুষ্ণকরঃ পাতু হৃদয়ং পাতু ভানুমান্ ॥
উদরে চ যমং বিদ্যাদাদিত্যং নাভিমণ্ডলে।
কট্যান্তু বিন্যসেৎ হংসং রুদ্রমূর্ব্বোস্তু বিন্যসেৎ ॥
জান্বোস্তু গোপতিং ন্যস্য সবিতারং তু জঙ্ঘয়োঃ।
পাদয়োস্তু বিবস্বন্তং গুল্‌ফয়োস্তু প্রভাকরং ॥

বাহুতস্তু তমোধ্বংসং ভগমভ্যন্তরে ন্যসেৎ ।
সর্ব্বাঙ্গেষু সহস্রাংশুং দিগ্বিদিক্ষ্বভয়ং ন্যসেৎ ॥
এষ আদিত্য বিন্যাসো দেবানামপি দুর্লভঃ ।
ইমং ভক্ত্যা ন্যসেদ্ যস্তু স যাতি পরমাং গতিং ॥

কামক্রোধকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
সর্পাদপি ভয়ং নৈব সংগ্রামেষু পথিষ্বপি ॥
রিপুসঙ্কটকালেষু তথা চৌর সমাগমে ।
ত্রিসন্ধ্যং বৈ জপেন্ন্যাসং মহাপাতকনাশনং ॥

বিস্ফোটকসমুৎপন্নং তীব্রজ্বরসমুদ্ভবং ।
শিরোরোগ নেত্ররোগ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ॥
কুষ্ঠব্যাধিস্তথা দদ্রু রোগাশ্চ বিবিধাস্তথা ।
জপতস্তস্য নশ্যন্তি ভক্ত্যা শৃণু তদর্জ্জুন ॥

আদিত্যমন্ত্রসংযুক্ত-মাদিত্যং ভুবনেশ্বরং ।
আদিত্যান্নাপরং দেবমাদিত্যং পরমেশ্বরং ॥
আদিত্যমর্চ্চয়েদ্ব্রহ্মা আদিত্যমর্চ্চয়েচ্ছিবঃ ।
যদাদিত্যময়ং তেজো মম তেজস্তদর্জ্জুন ॥

আদিত্যং যে প্রপশ্যন্তি মাং পশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
ত্রিসন্ধ্যমর্চ্চয়েৎ সূর্য্যং জপেদ্ভক্ত্যা তু যো নরঃ ॥
ন স পশ্যতি দারিদ্র্যং জন্মজন্মনি চার্জ্জুন ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥

এতত্তে কথিতং পার্থ আদিত্যহৃদয়ং ময়া ।
যৎশ্রুত্বা মুচ্যতে পাপৈঃ সূর্য্যলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায় নমো নমঃ ।
আদিত্য সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পুষা গভস্তিমান্ ॥
সুবর্ণঃ স্ফটিকো ভানুঃ স্ফুরিতো বিশ্বতাপনঃ ।
হিরণ্যগর্ভস্ত্রিশিরাস্তপনো ভাস্করো রবিঃ ॥
মার্ত্তণ্ডো গোপতিঃ শ্রীমান্ কৃতজ্ঞশ্চ প্রতাপবান্ ।
ত্বমিস্রহা ভগো হংসো নাসত্যশ্চ তমোনুদঃ ॥

শুদ্ধো বিরোচনঃ কেশী সহস্রাংশুর্মহা প্রভুঃ।
বিবস্বান্ পূষা মৃত্যুশ্চ মিহিরো জামদগ্ন্যজিৎ॥
ঘর্ম্মরশ্মিঃ পতঙ্গশ্চ শরণ্যোঽমিত্রহা তপাঃ।
দুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ শূরস্তেজোরাশির্মহাযশাঃ॥
শম্ভুশ্চিত্রাঙ্গদো ধৌম্যো হব্যকব্য প্রদায়কঃ।
অংশুমানুত্তমো দেব-ঋগ্ যজুঃসাম এব চ॥
হরিদশ্বস্তমোহারী সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শম্ভুস্তিমিরনাশনঃ॥
পূষা বিশ্বম্ভরো মিত্রঃ সুবর্ণঃ সুপ্রতাপবান্।
আতপা মণ্ডলী ভাস্বান্ নূতনঃ সর্ব্বতাপনঃ॥
কৃতবিশ্বো মহাতেজাঃ সর্ব্বরত্নময়োদ্ভুতঃ।
অক্ষরশ্চ ক্ষরশ্চৈব প্রভাকরদিবাকরৌ॥
চন্দ্রশ্চন্দ্রাঙ্গদঃ সৌম্যো হব্যবাহঃ প্রণায়কঃ।
অঙ্গারকো মহাঙ্গারো রক্তাঙ্গশ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ॥
বুদ্ধো বুদ্ধসমো বুদ্ধি-র্বুদ্ধাত্মা বুদ্ধিবর্দ্ধনঃ।
বৃহদ্ভানুর্বৃহদ্ভাসো বৃহদ্ধামা বৃহস্পতিঃ॥
শুক্লশ্চ শুক্লরেতাশ্চ শুক্লাঙ্গঃ শুক্লভূষণঃ।
শনিমান্ শনিরূপস্ত্বং শনৈর্গচ্ছসি সর্ব্বদা॥
অনাদিরাদিরূপস্ত্ব-মাদিত্যো দিক্‌পতির্যমঃ।
ভানুমান্ ভানুরূপস্ত্বং স্বর্ভানুর্ভানুদীপ্তিমান্॥
ধূমকেতুর্মহাকেতুঃ সর্ব্বকেতুরনুত্তমঃ।
(লোকপ্রকাশকশ্চৈব লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।
তিমিরাপহরঃ শম্ভুঃ শ্রেষ্ঠো মার্ত্তণ্ড এব চ॥
নমঃ পূর্ব্বায় গিরয়ে পশ্চিমায় নমোনমঃ।
উত্তরায়ঃ নমস্তুভ্যং দক্ষিণায় নমোনমঃ॥
নমোঽরুণ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমোনমঃ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায় নমস্তে দ্বাদশাত্মনে।

নমো বিশ্বপ্রবোধায় নমো-ভ্রাজিষ্ণু-জিষ্ণবে।
জ্যোতিষে চ নমস্তুভ্যং জ্ঞানার্কায় নমোনমঃ ॥
প্রদীপ্তায় প্রগল্‌ভায় যুগান্তায় নমোনমঃ।
নমস্তেহোহ্মপতয়ে পৃথিবীপতয়ে নমঃ ॥
নমস্কারো বষট্‌কারঃ সর্ব্বযজ্ঞো নমোহস্তু তে।
ঋগ্বেদাদি যজুর্ব্বেদ! সামবেদ! নমোহস্তু তে ॥
নমো হাটকবর্ণায় ভাস্করায় নমোহস্তু তে।
জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায় তে নমঃ ॥
দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাংপতয়ে নমঃ।
নমস্তে শুচয়ে নিত্যং সর্ব্বাঙ্কুরকলাত্মনে ॥
নমো বিকল্পনাশায় নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
ত্বং জ্যোতিস্ত্বং ঘৃণির্ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ ॥
ত্বমেব রুদ্রোরুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিশ্চ বীর্য্যবান্।
যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বেশতে দ্বে চ যোজনে ॥
একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমানো নমোহস্তু তে।
নবতির্যোজনানাঞ্চ সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ ॥
যাবদ্ঘটিকমাত্রেণ তাবচ্চলতি ভাস্করঃ।
অগ্রতস্তু নমস্তুভ্যং পৃষ্ঠতশ্চনমো নমঃ ॥
পার্শ্বতশ্চ নমস্তুভ্যং নমস্তে সর্ব্বসর্ব্বগ।
অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা ॥
চৈত্রমাসে তু বেদাঙ্গো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ।
জ্যৈষ্ঠমাসে তপেদিন্দ্র আষাঢ়ে তপতে রবিঃ ॥
গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা।
স্বর্ণরেতা-ইষে মাসি কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ ॥
মিত্রো মার্গশিরে মাসি পৌষে বিষ্ণু সনাতনঃ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
উগ্ররূপা-মহাত্মান-স্তপন্তে বিষ্ণুরূপিণঃ।
একধা দশধা চৈব শতধা চ সহস্রধা ॥

তপন্তে বিষ্ণুরূপেণ সৃজন্তি সংহরন্তি চ।
এষ বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব ব্রহ্মা চৈব প্রজাপতিঃ॥
মহেন্দ্রশ্চৈব কালশ্চ যমো বরুণ এব চ।
নক্ষত্র গ্রহ-তারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ (বিশ্বতাপনঃ)
বায়ুরগ্নির্ধনাধ্যক্ষ ঋতুকর্ত্তা স্বয়ংপ্রভুঃ॥

এষ দেবো হি দেবানা-মনেনাপ্যায়তে জগৎ।
এষ কর্ত্তা হি ভূতানাং সংহর্ত্তা রক্ষকস্তথা॥
এষ লোকানুলোকাশ্চ সপ্তদ্বীপাঃ সসাগরাঃ।
এষ শৈলাশ্চ পাতালা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ॥

এষ ধাতা বিধাতা চ বীজং ক্ষেত্রং পরাগতিঃ।
এষ এব প্রজা নিত্যং সংবর্দ্ধয়তি রশ্মিভিঃ।
এষ যজ্ঞঃ স্বধা স্বাহা হ্রীঃ শ্রীশ্চ পুরুষোত্তমঃ॥
সর্ব্বদেবাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তসনাতনঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥

কালাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা দেবাত্মা (বেদাত্মা) বিশ্বতোমুখঃ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-সংসারভয়নাশনঃ।
দারিদ্র্যব্যসনধ্বংসী শ্রীমান্ পাতু দিবাকরঃ।
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥

ইত্যেতৈর্নামভিঃ প্রাজ্ঞ আদিত্যং স্তৌতি নিত্যশঃ।
প্রাতরুত্থায় কৌন্তেয় তস্য রোগভয়ং কুতঃ॥
পাতকান্মুচ্যতে পার্থ! ব্যাধিভ্যশ্চ ন সংশয়ঃ।
একসন্ধ্যং দ্বিসন্ধ্যং বা সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে॥

ত্রিসন্ধ্যং জপমানস্তু পশ্যেৎ স পরমং পদং।
যদহ্না কুরুতে পাপং তদহ্না প্রতিমুচ্যতে॥

যদ্রাত্র্যা কুরুতে পাপং তদ্রাত্র্যা প্রতিমুচ্যতে॥
দদ্রুস্ফোটককুষ্ঠাদি মণ্ডলানি বিচর্চ্চিকা।

যে চান্যে দুষ্টরোগাশ্চ জ্বরাতীসারকাদয়ঃ।
জপমাত্রেন নশ্যন্তি জীবেৎ স শরদাং শতং॥

সংবৎসরেণ মরণং যদা যস্য ধ্রুবং ভবেৎ
অশীর্ষাং পশ্যতি চ্ছায়ামহোরাত্রং ধনঞ্জয় ॥
যস্থিদং পঠতে ভক্ত্যা বারে ভানোর্ম্মহাত্মনঃ।
প্রাতঃস্নানকৃতঃ পার্থ! একাগ্রকৃতমানসঃ!
সুবর্ণচক্ষুর্ভবতি ন চান্ধস্তূপজায়তে।
পুত্রবান্ ধনসম্পন্নো জায়তে চারুজস্তথা ॥
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সূর্য্যনামবিভূষিতং।
শ্রুত্বা তু নিখিলং পার্থ! সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
অতঃপরতরং নাস্তি সিদ্ধিকামস্য পাণ্ডব!
এতজ্জপ ত্বং কৌন্তেয়। যেন শ্রেয়স্ত্বমাপ্স্যসি ॥
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যংযঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ!
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপং কৃতঘ্নো গোঘ্ন-এবচ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বাপি সমাহিতঃ ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং কুজন্মা জন্ম চাপ্নুয়াৎ।
কুরোগী মুচ্যতে রোগৈর্ভক্ত্যা যঃ পঠতে সদা ॥
কুষ্ঠরোগৈর্মুচ্যতে স ভক্ত্যা যঃ পঠতে স্তবং।
সস্তাদিত্যদিনে পার্থ! নাভিমাত্র জলে স্থিতঃ ॥
উদযাচলমারূঢ়ং ভাস্করং প্রণতস্থিতঃ।
জপতে মানবো ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ।
অমিত্র দমনং পার্থ! যদা কর্ত্তুং সমারভেৎ।
তদা প্রতিকৃতিং কৃত্বা শত্রোশ্চরণপাংশুনা।
আক্রম্য বামপাদেন আদিত্যহৃদয়ং জপেৎ ॥

ওঁ হিমমালী স্বাহা। ওঁ হিমালী স্বাহা। ওঁ হিমমালীঢ় স্বাহা। অনীলিঢ় স্বাহা।

ত্রিভিশ্চ রোগী ভবতি জ্বরী ভবতি পঞ্চভিঃ।
জপেশ্চ সপ্তভিঃ পার্থ! রাক্ষসীং তনুমাবিশেৎ ॥

রাক্ষসেনাভিভূতস্য বিকারং শৃণু পাণ্ডব।
গায়তে নৃত্যতে নগ্ন-আস্ফোটয়তি ধাবতি ॥
শিবারুভক্ষ কুরুতে হসতে ক্রন্দতে পুনঃ।
এবং সংপীড়্যতে পার্থ! যদ্যপি স্যান্মহেশ্বরঃ ॥

কিং পুনর্মানবঃ কশ্চিৎ শৌচাচার বিবর্জ্জিতঃ।
পীড়িতস্য ন সন্দেহো জ্বরো ভবতি দারুণঃ ॥
যদা চানুগ্রহং তস্য কর্ত্তুমিচ্ছত্যসংশয়ঃ।
তদা সলিলমাদায় জপেন্মন্ত্রমিমং বুধঃ ॥

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ আদিত্যায় নমোনমঃ।
ওঁ জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায় তে নমঃ ॥
ওঁ দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাম্পতয়ে নমঃ।
স্নাপয়েত্তেন তোয়েন শুভং ভবতি নান্যথা ॥
অন্যথা চেৎ ভবেদ্দোষো নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
স্তোত্রং তে নিখিলং প্রোক্তং পূজাঞ্চৈব নিবোধ মে ॥

উপলিপ্য শুচৌ দেশে নিয়তো বাগ্যতঃ শুচি।
বৃত্তং বা চতুরস্রং বা মণ্ডলং গোময়েন তু ॥
অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং লিপ্তে গোময়মণ্ডলে।
পূর্ব্বপত্রে লিখেৎ সূর্য্য-মাগ্নেয্যাঞ্চ রবিং ন্যসেৎ ॥

যাম্যাং চৈব বিবস্বন্তং নৈঋত্যাস্তু ভগং ন্যসেৎ।
বারুণ্যাং বরুণং বিদ্যাদ্বায়ব্যাং মিত্রমেব চ ॥

আদিত্যমুত্তরে পত্রে ঐশান্যং বিষ্ণুমেব চ।
মধ্যে তু ভাস্করং বিদ্যাৎ ক্রমেনৈব সমর্চ্চয়েৎ ॥
দীপ্তা সূক্ষ্মা জয়া ভদ্রা বিভূতির্বিমলা তথা
অমোঘা বিদ্যুতা চেতি মধ্যে শ্রীঃ সর্বতোমুখী ॥

মধ্যে হংসং লিখেৎ পদ্মে সর্ব্বশক্তিযুতং শিবং।
অনুষ্ঠানং ভবত্যেবং ক্রমেনৈব তমর্চ্চয়েৎ ॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিকামস্য ভারত
মহাতেজঃসমুদ্ভূতং প্রণমেচ্চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥

সকেশরাণি পদ্মানি করবীরাণি ভারত।
তিলতণ্ডুলসংযুক্ত কুশগন্ধোদকানি চ ॥
রক্তচন্দনমিশ্রাণি কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে।
ধৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং গতঃ ॥
(শুদ্ধ-শুক্লাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুভূষণং।
শঙ্খচক্রধৃতবস্তুং যুগলাভ্যাং বরপ্রদং ॥
কিরীটিকুণ্ডলোদ্ভাজ-প্রসন্নমুখপঙ্কজং।
ধ্যাত্বা সমর্চ্চয়েদ্ধীমান্ স সর্ব্বফলভাগ্ ভবেৎ ॥
পূজনায়ঃ প্রযত্নেন সূর্য্যমন্ত্রেণ পাণ্ডব ! ।)
মন্ত্রপূতং গুড়াকেশ ! অর্ঘ্যং দত্ত্বাদ্‌গভস্তয়ে ॥

ওঁ বিশ্বা কিলি কিলি কণ্টকেষ্ট সর্ব্বার্থসাধনায় এহি এহি স্বাহা। ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রুঁ হ্রুঁ (হ্রঃ) সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা। ওঁ হংসঃ লোকায় স্বাহা। ওঁ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে স্বাহা। ওঁ হ্রীং মার্ত্তণ্ডায় স্বাহা।

ওঁ নমোঽস্তু সূর্য্যায় নমোঽস্তু ভানবে।
নমোঽস্তু বৈশ্বানরজাতবেদসে ॥
ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ মেঽত্ব
দেবাধিদেবায় নমোঽস্তু তুভ্যং ॥
ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বৃহতে জাতবেদসে।
দত্তমর্ঘ্যং ময়া ভানো ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে ॥
ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥
ওঁ নমো ভগবতে সূর্য্যায় অক্ষয়তেজসে নমঃ।
ওঁ আদিত্যায় নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ ॥

দিশি দিশি তপনং মহোগ্রতাপনং, জ্বলিতহুতাশন দীপ্ততেজসং।
তিথি-করণ-মুহূর্ত্তকালচক্রং, দিবসকরং শরণমুপৈমি সূর্য্যং ॥

আদিত্যং তু শিবং বিদ্যাৎ শিবমাদিত্য রূপিণং।
উভয়োরন্তরং নাস্তি যথাদিত্যস্তথা শিবঃ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং কর্ত্তুং পুরুষো বৈ দিবাকরঃ।

উদয়ে ব্রহ্মরূপস্ত্বং মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ।
অস্তময়ে স্বয়ং বিষ্ণুস্ত্রয়ীমূর্ত্তির্দিবাকরঃ।
ওঁ নমো ভগবতে সূর্য্যায় জিতবৈশ্বানরায় চ।
মম চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দেবদেব! নমোঽস্তুতে॥
হিমঘ্নায় তমোঘ্নায় রক্ষোঘ্নায় নমোঽস্তু তে।
কৃতঘ্নায় দেবায় তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ॥
জয়ো জয়শ্চ বিজয়ো জিতপ্রাণো জিতাশ্রয়ঃ।
মনোজবো জিতক্রোধো বাজিনঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥
হরিতহয়রথং দিবাকরং কনকময়াম্বুজরেণুপিঞ্জরং।
প্রতিদিনমুদয়ে নবং নবং শরণমুপৈমি হিরণ্যরেতসং॥
ন তত্র ব্যালা বাধন্তে ব্যাধিভ্যোঽপি ভয়ং ন চ।
ন নাগেভ্যো ভয়ঞ্চৈব ন চ ভূতভয়ং ক্বচিৎ॥
অগ্নিশত্রুভয়ং নাস্তি পার্থিবেভ্যো ভয়ং ন হি।
দুর্গতিং তরতে ঘোরাং পুত্রাংশ্চ লভতে বহূন্॥
সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং কন্যাকামস্তু কন্যকাং।
এতৎ পঠতি কৌন্তেয় ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
অশ্বমেধ সহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
কন্যাকোটি সহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥
ইদমাদিত্যহৃদয়ং যোঽধীতে সপ্তকং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥
নাস্ত্যাদিত্যসমো দেবো নাস্ত্যাদিত্যসমা গতিঃ।
প্রত্যক্ষো ভগবান্ বিষ্ণুর্যেন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥
গবাং কোটিসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে পূর্ণং শান্তাত্মা স্তৌতি যো রবিং॥
যোঽধীতে সূর্য্যহৃদয়ং সফলং সকলং ভবেৎ।
অষ্টানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ॥
ব্রহ্মলোকে ঋষীণাঞ্চ জায়তে মানুষোঽপি বা।
জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি শুদ্ধাত্মা নাত্র সংশয়ঃ॥

(আদিত্যশ্চার্চ্চিতো দেব আদিত্যং পরমং পদং।
আদিত্যো মাতৃকা ভূত্বা আদিত্যো বাঙ্ময়ংজগৎ॥
আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ধ্রুবং পশ্যতি মাং নরঃ।
পশ্যতি যো ন চাদিত্যং স ন পশ্যতি মাং নরঃ॥
ত্রৈগুণ্যং ত্রিগুণত্বঞ্চ ত্বয়া লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
ত্রয়ানাং ত্বং তথা কর্ত্তা তুরীয়ং ত্বাং নমো নমঃ॥)
গঙ্গায় লোকত্রয়পাবনায় পূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়।
সূর্য্যায় লোকপ্রলয়াত্মকায়, নমো মহাকারুণিকোত্তমায়॥
বিবস্বতে জ্ঞানভৃতান্তরাত্মনে, জগৎ প্রদীপায় জগদ্ধিতৈষিণে।
স্বয়ম্ভুবে দীপ্তসহস্রচক্ষুষে, সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ॥
সুরৈরনেকৈঃ পরিসেবিতায়, হিরণ্যগর্ব্ভায় হিরণ্ময়ায়।
মহাত্মনে মোক্ষপ্রদায় তুভ্যং নমোঽস্তু তে বাসরকারণায়॥
যন্মণ্ডলং জ্ঞানময়ং পবিত্রং ত্রিলোকপুণ্যং, ত্রিগুণাত্মরূপং।
সমস্ততেজোময়-দিব্যরূপং পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥
নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে॥
যস্যোদয়েনেহ জগৎ প্রবুধ্যতে, প্রবর্ত্ততে চাখিল কর্ম্মসিদ্ধয়ে।
ব্রহ্মেন্দ্র—নারায়ণ—রুদ্রবন্দিতঃ, স নঃ সদা যচ্ছতু মঙ্গলং রবিঃ॥
নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্ররশ্ময়ে, সহস্রশাখান্বিত সম্ভবাত্মনে।
সহস্রযোগোদ্ভব—ভূতভাজিনে, সহস্রসংখ্যাযুগধারিণে নমঃ॥
যন্মণ্ডলং দীপ্তকরং বিশালং, রত্নপ্রভং তীব্রমনাদিরূপং।
দারিদ্রদুঃখ-ক্ষয়কারণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং।
যন্মণ্ডলং দেবগণৈঃ সুপূজিতং বিপ্রস্তুতং ভাববিমুক্তিকোবিদং।
তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥
যন্মণ্ডলং জ্ঞানময়ঞ্চ গম্যং ত্রৈলোক্যপূজ্যং ত্রিগুণাত্মরূপং।
সমস্ততেজোময়-বীজরূপং, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥
যন্মণ্ডলং মূঢ়মতিপ্রভেদং, ধর্ম্মস্য বুদ্ধিং কুরুতে জনস্য।
যৎ সর্ব্বপাপক্ষয়কারণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং ব্যাধিবিনাশদক্ষং, যদৃগ্ যজুঃসামসু সংপ্রগীতং।
প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি, যন্মর্ত্ত্য-দেবাসুর-সিদ্ধ-যক্ষাঃ।
যদ্‌যোগিনো-যোগযুতাশ্চ সংঘাঃ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং সর্ব্বজনৈঃ সুপূজিতং, জ্যোতিশ্চ কুর্য্যাদিহ মর্ত্ত্যলোকে।
যৎ কালকালাদিমনাদিরূপং, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং বিষ্ণুচতুর্ম্মুখাখ্যং, যদক্ষরং পাপহরং জনানাং।
যৎ কল্পকল্পক্ষয়কারণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং বিশ্বসৃজঃ প্রসিদ্ধমুৎপত্তিরক্ষাপ্রলয়ে প্রগলভং।
যস্মিন্ জগৎ সংহরতেঽখিলঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং সর্ব্বগতস্য বিষ্ণোরাত্মপ্রদং ধর্ম্মবিশুদ্ধিতত্ত্বং।
সূক্ষ্মাংশুকৈর্যোগরত-প্রসিদ্ধং, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, গায়ন্তি যচ্চারণ-সিদ্ধসংঘাঃ।
যন্মান্ত্রিণো মন্ত্রবিদঃ স্মরন্তি, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং প্রাগুদিতং স্মরন্তি, সুরাসুরা-বিপ্রগণা মুনীন্দ্রাঃ।
যদশ্বমেধাদিমখৈর্যজন্তি, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

যন্মণ্ডলং ব্রহ্মবিদোপগীতং, যদ্‌যোগিনাং যোগপথানুগম্যং।
তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥

সশঙ্খচক্রং রবিমণ্ডলস্থিতং, কুশেশয়াকারমনন্তমচ্যুতং।
ভজামি বুদ্ধ্যা তপনীয় মূর্ত্তিং সুরোত্তমং চিত্রবিভূষণাম্বরং

ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা-ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং রবিং॥

বেদবেদাঙ্গশারীরং দিব্যদীপ্তিকরং পরং।
রক্ষোঘ্নং রক্তবর্ণঞ্চ রক্তাক্ষং হরিদাকৃতিং॥

অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
তস্মাৎ করুণভাবেন রক্ষ রক্ষ দিবাকর॥

একচক্ররথো যস্য দিব্যঃ কনকভূষিতঃ।
স মে ভবতু সুপ্রীতঃ পদ্মহস্তো দিবাকরঃ॥

পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃরথসংস্থশ্চ দ্বিভুজঃ পাতু মাং রবিঃ॥

আদিত্যং প্রথমং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকরং।
তৃতীয়ং ভাস্করং নাম চতুর্থঞ্চ প্রভাকরং॥

পঞ্চমঞ্চ সহস্রাংশুং ষষ্ঠঞ্চৈব ত্রিলোচনং।
সপ্তমং হরিদশ্বঞ্চ অষ্টমঞ্চ অহস্পতিং॥

নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাত্মকং।
একাদশং ত্রয়মূর্ত্তিং দ্বাদশং সূর্য্যমেব চ॥

দ্বাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ।
সর্ব্বপাপবিমুক্তাত্মা দুঃস্বপ্নঞ্চ বিনশ্যতি॥

দদ্রুকুষ্ঠহরঞ্চৈব দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবং।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদঞ্চৈব সর্ব্বকাম প্রবর্দ্ধনং॥

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায ভক্ত্যা নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
সৌখ্যমায়ুস্তথারোগং লভতে মোক্ষমেব চ॥

(অগ্নিমীলে নমস্তুভ্যং ইষেত্বোর্জ্জেস্বরূপিণে।
অগ্ন আয়াহি বিত্তত্বং নমস্তে জ্যোতিষাংপতে॥

শন্নোদেবী নমস্তুভ্যং জগচ্চক্ষুর্নমোস্তু তে।
নমো ধর্ম্মবিধাত্রে চ নমস্তে বিশ্বরূপিণে।
নমস্ত্রিলোকদেবায় ভাস্করায় নমো নমঃ॥)

আদিত্যস্য নমস্কারং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে।
জন্মান্তরসহস্রেষু ন তে দারিদ্রমাপ্নুয়ু॥

উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং-পদ্মহস্তং, নিখিলভুবননেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ং।
তিমির-করিমৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্বদীপং

এতত্তে যঃ কেবলমেবমুক্তং নারয়ণস্য চরণারবিন্দবন্দ্যো।
পাঠেন তেন পরমেণ সনাতনস্য স্থানং জরামরণবর্জ্জিতমেতি বিষ্ণোঃ॥

সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি সর্ব্বং পশ্যসি সর্ব্বদা ।
সর্ব্বদেব ! নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর ॥ ২ ॥
ওঁ তৎসৎ ৩ । ইতি ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
আদিত্যহৃদয়ং সমাপ্তম্ ।

দশরথ-কৃত শনৈশ্চরস্তোত্রম্ ।

প্রণম্য সর্ব্বদেবেশং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্ ।
শনৈশ্চরস্য শান্ত্যর্থং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ১ ॥
যুধিষ্ঠির-উবাচ । দেব দেব জগন্নাথ গ্রহপীড়ার্ত্তিনাশন ॥
সৌরেঃ পীড়া বিনাশয় উপায়ং বদ কেশব ॥ ২ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । রঘুবংশেঽতিবিখ্যাতো রাজা দশরথঃ পুরা ।
চক্রবর্ত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তদ্বীপাধিপোঽভবৎ ॥ ৩ ।
কৃত্তিকান্তে শনিং জ্ঞাত্বা দৈবজ্ঞৈর্জ্ঞাপিতো হি সঃ ।
রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু শনির্যাস্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥
সঙ্কটং ভেদমত্যুগ্রং সুরাসুরভয়ঙ্করং ।
দ্বাদশাব্দং তু দুর্ভিক্ষং ভবিষ্যতি সুদারুণম্ ॥ ৫ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং মন্ত্রিভিঃ সহ পার্থিবঃ ।
দেশাশ্চ নগরগ্রামা ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥
ব্রুবন্তি সর্ব্বলোকাশ্চ ভয়মেতৎ সমাকুলং । ৭ ।
আকুলঞ্চ জগদ্দৃষ্ট্বা পৌরজানপদাদিকম্ ।
পপ্রচ্ছ প্রযতো রাজা বশিষ্ঠ প্রমুখান্ দ্বিজান্ ॥ ৮ ॥
সমাধানং কিমত্রাস্তি ব্রুবন্তু দ্বিজসত্তমাঃ । ৯ ।
বশিষ্ঠ উবাচ । প্রজাপতের্ঋক্ষমিদং তস্মিন্ ভিন্নে কুতঃ প্রজাঃ ।
যোগশ্চায়মভেদ্যস্তু ব্রহ্মশক্রাদিকৈরপি ॥ ১০ ॥
বশিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু রাজা দশরথঃ স্বয়ম্ ।
তদা সংচিন্ত্য মনসা সাহসং পরমং যযৌ ॥ ১১ ॥
সমাদায় ধনুর্দিব্যং দিব্যায়ুধসমন্বিতং ।
রথমারুহ্য বেগেন গতো নক্ষত্রমণ্ডলং ॥ ১২ ॥

সপাৰ্দ্ধ যোজনং লক্ষং সূর্য্যস্যোপরি সংস্থিতম্।
রোহিণীং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্থিতো রাজা মহাবলঃ ॥ ১৩ ॥

রথে তু কাঞ্চনে দিব্যে নানারত্নোপশোভিতে।
হংসবর্ণহয়ৈর্যুক্তে মহাকেতুসমুচ্ছ্রিতে ॥ ১৪ ॥

দীপ্যমানো মহারত্নৈঃ কিরীটমুকুটোজ্জ্বলৈঃ।
বভ্রাজ স তদাকাশে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

আকর্ণং চাপমাপূর্য্য সংহারাস্ত্রং নিযোজিতম্।
কৃত্তিকান্তে শনিঃ স্থিত্বা প্রবিশেৎ কিল রোহিণীম্॥ ১৬ ॥

দৃষ্ট্বা দশরথং চাগ্রে স্থিতং সভ্রুকুটীমুখম্।
সংহারাস্ত্রং শনির্জ্ঞাত্বা সুরাসুরভয়ঙ্করং ॥
হসিত্বা তদ্ভয়াৎ সৌরিরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

শনৈশ্চর উবাচ। পৌরুষং তব রাজেন্দ্র! ময়া দৃষ্টং ন কস্যচিৎ। ১৮।

দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।
ময়াবলোকিতাঃ সর্ব্বেভস্মতামাশু যান্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র তপসা পৌরুষেণ চ।
দদামি তে বরং ব্রূহি মনসা যদভীপ্সিতং ॥ ২০ ॥

দশরথ উবাচ। রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু ন গন্তব্যং ত্বয়া শনে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী ॥ ২১ ॥

যাচিতস্তু ময়া শৌরে! নান্যমিচ্ছামি তে বরম্।
দ্বাদশাব্দং ন দুর্ভিক্ষং ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২২ ॥
কীর্ত্তিরেষা মদীয়া চ ত্রৈলোক্যেঽপি ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তঃ শনিস্তস্মৈ বরং প্রাদাচ্চ শাশ্বতম্।
সংপ্রাপ্যৈতৎ বরং রাজা কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা ॥ ২৪ ॥

এতদ্বরদ্বয়ং প্রাপ্য হৃষ্টরোমা স পার্থিবঃ।
রথোপরি ধনুঃ স্থাপ্য ভূত্বা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫ ॥

ধ্যাত্বা সরস্বতীং দেবীং গণনাথং বিনায়কন্।
রাজা দশরথঃ স্তোত্রং সৌরেরিদমথাকরোৎ ॥ ২৬ ॥

দশরথ উবাচ। নমঃ কৃষ্ণায় নীলায় শিথিকণ্ঠনিভায় চ।
নমো নীলময়ূখায় নীলোৎপলনিভায় চ ॥ ২৭ ॥
নমো নির্ম্মাংসদেহায় দীর্ঘশ্মশ্রুজটায় চ।
নমো বিশাল নেত্রায় সূক্ষ্মোদরভয়াত্মনে ॥ ২৮ ॥
নমঃ পরুষগাত্রায় স্থূললোম্নে নমো নমঃ।
নমো নিত্যং ক্ষুধার্ত্তায় সদা তৃপ্তায় বৈ নমঃ ॥ ২৯ ॥
নমো দীর্ঘায় শুষ্কায় কালরূপ! নমোস্তু তে।
নমস্তে কোটরাক্ষায় দুর্নিরীক্ষায় বৈ নমঃ ॥ ৩০ ॥
নমো ঘোরায় রৌদ্রায় ভীষণায় কপালিনে।
নমস্তে সর্ব্বভক্ষায় কালরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ৩১ ॥
সূর্য্যপুত্র নমস্তেঽস্তু ভাস্করেঽভয়দায় চ।
অধোদৃষ্টে নমস্তেঽস্তু শ্যামবর্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৩২ ॥
নমো মন্দগতে তুভ্যং নিস্ত্রিংশায় নমোঽস্তু তে।
তপসা দগ্ধদেহায় নিত্যং যোগরতায় চ ॥ ৩৩ ॥
নমস্তে জ্ঞাননেত্রায় কশ্যপাত্মজসূনবে।
তুষ্টো রাজ্যপ্রদস্ত্বং হি রুষ্টো রাজ্যাপহারকঃ ॥ ৩৪ ॥
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।
ত্বয়াবলোকিতাঃ সর্ব্বে দৈন্যমাশু ব্রজন্তি তে ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মা শক্রো হরিশ্চৈব ঋষয়ঃ সপ্ত তারকাঃ।
বাহুদৃষ্ট্যা পতন্তীহ ত্বয়া চৈবাবলোকিতাঃ ॥ ৩৬ ॥
দেশাশ্চ নগরা-গ্রামাঃ পর্ব্বতাশ্চ বনানি চ।
রৌদ্রদৃষ্ট্যা ত্বয়া দৃষ্টা নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥
প্রসাদং কুরু মে সৌরে! বরার্থোঽহমুপস্থিতঃ। ৩৮।
এবং স্তুতস্তদা সৌরী রাজ্ঞা দশরথেন তু।
গ্রহরাজঃ শনির্বাক্যং হৃষ্টরোমাব্রবীদিদম্ ॥ ৩৯ ॥

শনিরুবাচ। তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র! স্তোত্রেণানেন সুব্রত।
দদামি তে বরং ব্রূহি স্বেচ্ছয়া রঘুনন্দন! ॥ ৪০ ॥

দশরথ উবাচ। প্রসন্নো যদি মে সৌরে! বরং দেহি মমেপ্সিতম্।
অদ্য প্রভৃতিতঃ সৌরে! পীড়া কার্য্যা ন কস্যচিৎ॥
জগত্যস্মিন্ ত্বয়া নাথ! দেবাদীনাং তথৈব চ॥ ৪১॥
শনৈশ্চর উবাচ। গ্রহাণাস্তু গ্রহেন্দ্রোঽহং গ্রহপীড়াং করোম্যহম্।
ন দেয়ং প্রার্থনীয়ন্তু কিন্তু ভক্ত্যা দদামি তে॥ ৪২॥
ত্বয়া প্রোক্তমিদং স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ।
পুরুষাশ্চ স্ত্রিয়শ্চৈব মন্তয়েনোপপীড়িতাঃ।
এককালং দ্বিকালং বা তেষাং শ্রেয়ো দদাম্যহম্॥ ৪৩॥
ন তেষাং জায়তে পীড়া যো মাং স্তোষ্যন্তি ভক্তিতঃ। ৪৪
মৃত্যুস্থানগতো বাপি জন্মস্থানগতোঽপি বা।
নবমে দ্বাদশে চৈব চতুর্থে চ দ্বিসপ্তকে।
পঞ্চমে বা স্থিতস্তস্য দদাম্যেকাদশং ফলং॥ ৪৫॥
যঃ পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শুচিঃ শান্তঃ সমাহিতঃ।
শমীপত্রৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য প্রতিমাং লৌহজাং মম॥ ৪৬॥
মদ্দিনে তু বিশেষেণ স্তোত্রেনানেন মানবঃ।
পূজয়িত্বা জপেৎ স্তোত্রং ভূত্বা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪৭॥
মাষোদনং তিলৈর্মিশ্রং দত্তাল্লৌহঞ্চ দক্ষিণাং।
কৃষ্ণাং গাঞ্চ বৃষং বাপি যত্নাদ্দত্তাদ্দ্বিজাতয়ে॥ ৪৮॥
সর্ব্বরোগবিনির্মুক্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে।
তস্য পীড়াং ন চৈবাহং করিষ্যামি কদাচন॥ ৪৯॥
গোচরে চাষ্টবর্গে বা বিষমস্থোঽরিসংস্থিতঃ।
জন্মর্ক্ষে চান্যলগ্নে বা দশাস্বন্তর্দ্দশাসু চ।
রক্ষামি সততং তস্য পীড়া মন্য গ্রহস্য চ॥ ৫০॥
অনেনৈব প্রকারেণ পীড়ামুক্তো নরো ভবেৎ।
এষ দত্তো ময়া তুভ্যং বর ইক্ষ্বাকুনন্দন!॥ ৫১॥
এবং বরন্তু সংপ্রাপ্য রাজা দশরথস্তদা।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং নমস্কৃত্য শনৈশ্চরং॥ ৫২॥
শনৈশ্চরাভ্যনুজ্ঞাতো রথমারুহ্য বেগবান্।
স্বস্থানং গতবান্ রাজা পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ॥ ৫৩॥

য ইদং প্রাতরুত্থায় শনিবারে পঠেন্নরঃ।
পূজয়িত্বা শনিং বাপি তস্য তুষ্যতি ভাস্করিঃ॥ ৫৪॥
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদো নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৫৫॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং কর্ত্তব্যং শনিপূজনং।
শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষেণ কর্ত্তব্য-মতিচাদরাৎ॥ ৫৬॥ ২॥

ইতি স্কন্দপুরাণে দশরথকৃতঃ শনৈশ্চরস্তবরাজ সমাপ্তঃ

ধ্যানং যথা কৃষ্ণমাল্যাম্বরধরং কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ভুজম্।
শূল-চাপ-শরান্ বাণং দধতং সৌরিমাশ্রয়ে॥

আদিত্যহৃদয়স্য বঙ্গানুবাদ

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়।

রাজা শতানীক, সুমন্ত মুনির নিকট প্রশ্ন করিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার শরণাগত, অতএব কি প্রকারে দ্বিজোত্তমগণ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবকে উপাসনা করেন, ইহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া বলুন। ১।

সুমন্ত বলিলেন—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুকে নতশিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পূর্ব্বকালে এই বিষয় অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ২।

হে মহারাজ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! সকল শাস্ত্রের গুহ্যাতিগুহ্য জ্ঞান এবং সচরাচর বাঙ্ময় তত্ত্ব আমি অবগত হইয়াছি। ৩।

কিন্তু ভগবৎ সূর্য্যদেবের বিষয় আমি পরিজ্ঞাত নহি অতএব হে মাধব! কি প্রকারে সূর্য্যদেবকে ভক্তি ও পূজা করিব, এইরূপ সূর্য্যভক্তি প্রদায়ক মন্ত্র আমাকে উপদেশ করুন। ৪।

হে মাধব! তোমার অনুগ্রহে আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি হে দেবেশ! ভক্তিপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেছি দয়াপ্রকাশ করিয়া বলুন। ৫।

ভগবান বলিলেন, পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলাম, এখন আমি যত্নসহকারে সূর্য্যদেবের বিবরণ বলিব হে পাণ্ডব তুমি শ্রবণ কর। ৬।

হে অর্জ্জুন! আমাকে যাহা প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা তুমি একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর আমি আদ্যন্ত সকলই বিশেষরূপে বর্ণন করিব। ৭।

অর্জ্জুন বলিল হে মহাযশস্বি সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আমি তোমাকে এই প্রশ্ন করিতেছি যে কি প্রকারে সনাতন দীপ্তিময় আদিত্যকে উপাসনা করিতে হয়। ৮।

ভগবান বলিলেন, হে পার্থ! তোমাকে ধন্যবাদ। যেহেতু বিভাবসুর পবিত্র উপাসনা-ক্রম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ৯।

হে মহাবাহো পাণ্ডব! তুমি বিশিষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। সেই আদিত্যের উপাসনা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলজনক, সর্ব্বপাপবিনাশক, সর্ব্বরোগপ্রণাশক এবং দীর্ঘায়ুজনক। ১০।

হে পার্থ! শত্রুনাশক, সংগ্রামে জয়প্রদ, ধনপুত্রাদিবর্দ্ধক আদিত্যহৃদয়নামক স্তব শ্রবণ কর। ১১।

যাহা শ্রবণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই, যাহা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিলোক বিখ্যাত এবং মুক্তিদায়ক। ১২।

হে অর্জ্জুন! প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেবদেব আদিত্যকে নমস্কার করিলে, নানাবিধ বিঘ্ন ধ্বংস হয়, এমন কি তাহার নাম স্মরণেও বিঘ্ন নষ্ট হয়। ১৩।

যে ব্যক্তি সহকারে প্রত্যহ সূর্য্যদেবকে আরাধনা করে এবং আদিত্য হৃদয় পাঠ করে কি শ্রবণ করে, তাহার রোগ হয় না এবং জীব হইতে কোন ভয় থাকে না। ১৪।

মস্তকে অর্ক, কপালে রবি, নেত্রদ্বয়ে সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে দিবাকর, নাসাতে ভানু, মুখে ভাস্কর, ওষ্ঠদ্বয়ে পর্জ্জন্য, জিহ্বা মধ্যে তীক্ষ্ণ, কণ্ঠে সুবর্ণরেতা, স্কন্ধে তীগ্মতেজা বাহুদ্বয়ে পূষা এবং পৃষ্ঠদেশে মিত্রকে চিন্তা করিবে। ১৫। ১৬।

দক্ষ হস্তে বরুণ, বাম হস্তে ত্বষ্টা, কুক্ষিদেশে উষ্ণ কর, হৃদয়ে ভানুমান্ আমাকে রক্ষা করুন। ১৭।

উদরে যমকে ও নাভিমণ্ডলে আদিত্যকে ধ্যান করিবে, কটিদেশে হংসকে ও উরুদ্বয়ে রুদ্রকে চিন্তা করিবে। ১৮।

জানুদেশে গোপতি, জঙ্ঘাদেশে সবিতা, পাদদ্বয়ে বিবস্বান্ গুল্ফদ্বয়ে প্রভাকর, বহির্দ্দেশে তমোনাশ, অন্তরে ভগাস্ত দেবতাকে, সর্ব্বাঙ্গে সহস্রাংশুকে, এবং দশদিকে অন্তরাখ্য দেবতাকে ধ্যান করিবে। ১৯। ২০।

এই প্রকার সূর্য্যদেবের স্থানে স্থানে চিন্তা করা দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য, যে ভক্তি সহকারে ইহা চিন্তা করে সে অন্তে পরমগতি লাভ করে। ২১।

কাম ও ক্রোধ কৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সর্প ভয় হয় না এবং সংগ্রামে ও পথে কোন ভয় নাই। ২২।

শত্রু সঙ্কটে চৌর সমাগমে কোনরূপ বিপদ হয় না। ত্রিসন্ধ্যা ইহা পাঠ করিলে, মহাপাপ নষ্ট হয় এবং বিস্ফোটকের ও তীব্র জ্বরের যাতনা দূর হয়। ২৩।

শিরোরোগ নেত্ররোগ প্রভৃতি সকল রোগ নাশ হয়, অতএব হে অর্জ্জুন ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ কর। ২৪।

আদিত্য শব্দার্থযুক্ত আদিত্য পরমেশ্বর, দেবাদিদেব জগতের অধিপতি আদিত্যদেবকে ব্রহ্মা এবং শিবও পূজা করেন। ২৫।

হে অর্জ্জুন আদিত্যান্তর্গত তেজ আমারই তেজ বলিয়া জানিবে যাহারা আদিত্যকে দর্শন করে, তাহারা আমাকে দর্শন করে ইহাতে সংশয় নাই। ২৬।

হে অর্জ্জুন! যে নর ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিযুক্ত হইয়া সূর্য্যদেবকে পূজা ও ধ্যান করে সে জন্ম জন্মান্তরেও দরিদ্র হয় না, এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে সূর্য্যলোকে বাস করে। ২৭।

হে পার্থ! আমি এই আদিত্য হৃদয় বলিলাম, যাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সূর্য্যলোকে বাস করা যায়। ভগবান্ আদিত্যকে বার বার নমস্কার। ২৮।

আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পূষা গভস্তিমান, সুবর্ণ, স্ফটিক, ভানু, স্ফুরিত, বিশ্বতাপন, হিরণ্যগর্ভ, ত্রিশিরা, তপন, ভাস্কর, রবি, মার্ত্তণ্ড, গোপতি, শ্রীমান্ কৃতজ্ঞ, প্রতাপবান্,

মাঘমাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্রে বেদাদি, বৈশাখে তপন নামে বিখ্যাত হও। জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্র মাসে যম, আশ্বিনে স্বর্ণরেতা, কার্ত্তিকে দিবাকর, মার্গশীর্ষে মিত্র, পৌষ মাসে সনাতন বিষ্ণু এই প্রকারে কাশ্যপের দ্বাদশাদিত্যরূপে বিখ্যাত হইয়াছ। ৫৫।

উগ্র এবং মহাত্ম বিষ্ণুরূপে তাপ জন্মাইতেছে, এক, দশ, শত, সহস্র প্রকারে বিষ্ণুরূপে তাপ জন্মাইয়া জগৎকে সৃজন ও সংহার করিতেছ। ৫৬।

তুমি বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, মহেন্দ্র, কাল, যম, বরুণ তুমি রাশি, নক্ষত্র, গ্রহের অধিপতি তুমি বিশ্বপ্রকাশক, তুমি বায়ু, অগ্নি, ধনাধ্যক্ষ, ঋতুকর্ত্তা এবং স্বয়ং প্রভু। ৫৭।

তুমিই দেবতাদিগের দেবতা তোমা দ্বারাই জগৎ পরিতৃপ্তি লাভ করে, জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষক এবং সংহারকর্ত্তা তুমিই। ৫৮।

তুমি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল তুমি সপ্তদ্বীপ সপ্তসাগর তুমিই পর্ব্বত সমূহ, দৈত্যদানব রাক্ষস এবং ধাতা বিধাতা বীজক্ষেত্র পরাগতিও তুমি, তুমি রশ্মি দ্বারা জীবদিগকে বর্দ্ধিত করিতেছ। ৫৯। ৬০।

তুমি যজ্ঞ তুমি স্বধা তুমি স্বাহা তুমি হ্রী শ্রীপুরুষোত্তম তুমি সর্ব্বদেবাত্মক তুমি দেবতা তুমিই সূক্ষ্ম, তুমি অব্যক্ত সনাতন, তুমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর তুমি পরমেষ্ঠী তুমি প্রজাপতি তুমি কালাত্মা তুমি সর্ব্বভূতাত্মা তুমি দেবাত্মা তুমি বিশ্বতোমুখ, তুমি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি সংসারভয়নাশক। ৬১। ৬২।

গভস্তিহস্ত ব্রহ্মণ্যদেব সর্ব্বদেব নমস্কৃত দারিদ্রব্যসননাশক শ্রীমান্ দিবাকর জগৎকে রক্ষা করুন। ৬৩।

যে প্রাজ্ঞব্যক্তি এই সকল নাম দ্বারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে আদিত্যকে স্তব করে, হে কৌন্তেয়! তাহার রোগভয় কোথা। ৬৪।

হে পার্থ! সে পাপ এবং ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়, এক সন্ধ্যা বা দ্বিসন্ধ্যা পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় সংশয় নাই। ৬৫।

ত্রিসন্ধ্যা জপ করিলে সে পরমপদ লাভ করে, তাঁহার দিবাকৃত পাপ দিনেই ক্ষয় হয় এবং রাত্রিকৃত পাপ রাত্রিতেই ক্ষয় হয়। ৬৭।

দদ্রুস্ফোটক কুষ্ঠ বিচর্চ্চিকা এবং জরাতিসার প্রভৃতি দুষ্টরোগ সকল, এই আদিত্য স্তব পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেই নষ্ট হইয়া যায় এবং শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে। ৬৮।

হে ধনঞ্জয়! যে নিজের প্রতিবিম্ব মস্তকবিহীন দর্শন করে তাহার নিশ্চয়ই সম্বৎসর মধ্যে মৃত্যু হয়। ৬৯।

হে পার্থ! যে প্রাতঃ স্নান করিয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে মহাত্মা ভানুর বারে ইহা পাঠ করে সে স্বর্ণের ন্যায় তেজোময় চক্ষু লাভ করে এবং কখনও সে অন্ধ হয় না সে পুত্রবান্ ধনবান্ এবং অরোগী হয়। ৭০। ৭১।

হে পার্থ! যে সূর্য্য নামবিভূষিত পবিত্র আদিত্য হৃদয় সমগ্র শ্রবণ করে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৭২।

হে পাণ্ডব! যে সিদ্ধিলাভ ইচ্ছা করে তার ইহা হইতে আর পরম সাধন নাই, হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা জপ কর অবশ্য মঙ্গল লাভ করিবে। ৭৩।

ব্রহ্মহা কৃতঘ্ন লোক পর্য্যন্তও যদি সংযত হইয়া পবিত্র আদিত্য হৃদয় পাঠ করে, তবে সেও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ৭৪।

সমাহিত হইয়া যে নিত্য ইহা পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে বাস করে। ৭৫।

যে নিত্য ভক্তি সহকারে ইহা পাঠ করে, সে কুবংশোদ্ভব হইলেও সদ্বংশীয় বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং তৎ অপুত্র পুত্র লাভ করে, কুরোগী রোগ মুক্ত হয়। ৭৬।

হে পার্থ! যে মানব রবিবারে নাভিমাত্র জলে থাকিয়া—ভক্তিপূর্ব্বক স্তব পাঠ করে, সে কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। ৭৭।

যে মানব উদয়াচলস্থ ভাস্করকে প্রণামকরতঃ ভক্তি সহকারে এই স্তব পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে দিবাকরের পবিত্র লোকে গমন করে। ৭৮।

হে পার্থ! যে সময়ে শত্রু দমন করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন পাদধূলি দ্বারা শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া বামপাদে চিত্র আক্রমণকরতঃ আদিত্য হৃদয় জপ করিবে। ৭৯।

ওঁ হিমমালী স্বাহা ওঁ হিমালী স্বাহা ওঁ অনিলীঢ় স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার জপ করিলে শত্রু রোগগ্রস্ত হয়, পাঁচবার জপ করিলে জন্ম রোগী হয়, এবং সাতবার জপ করিলে শত্রু রাক্ষসের প্রকৃতি লাভ করে। ৮০।

হে পাণ্ডব! রাক্ষস স্বভাবাপন্ন হইলে কি অবস্থা হয় তাহা শ্রবণ কর। গান করে, নাচে, নেঙ্টা হয়, আস্ফোটন করে, দ্রুত গমন করে, শৃগালের মত শব্দ করে, হাসে এবং ক্রন্দন করে। ৮১।

হে পার্থ! বিশেষ কি বলিব সাক্ষাৎ শিব শত্রু হইলেও এই প্রকার পীড়িত হয়, শৌচাচার পরিভ্রষ্ট মানব ত পীড়িত হইতেই পারে। ৮২।

পীড়িত ব্যক্তির নিশ্চয়ই দারুণ জ্বর হইবে, যদি তাহাকে অনুগ্রহ করিতে হয়, তবে হাতে জল লইয়া এইমন্ত্র জপ করিবে। ৮৩।

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ আদিত্যায় নমোনমঃ। ওঁ জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায়তে নমঃ। ওঁ দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ। এই মন্ত্রপূত জল দ্বারা স্নান করাইলে নিশ্চয়ই শুভ হইবে। ৮৪। ৮৫।

এই প্রকারে রক্ষার উপায় না করিলে অবশ্য তাহার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই, তোমাকে সমগ্র স্তব বলিয়াছি এখন পূজার নিয়ম শ্রবণ কর। ৮৬।

পবিত্র স্থান গোময় দ্বারা লেপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাগ্যত ও শুচি হইয়া

গোল অথবা চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া তদুপরি অষ্টদলী একটি পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ৮৭।

পূর্ব্বদিক্‌স্থিত দলে সূর্য্যকে, অগ্নি কোণে রবিকে, দক্ষিণে বিবস্বানকে, নৈঋত কোণে ভগকে, পশ্চিমে বরুণকে, বায়ুকোণে মিত্রকে, উত্তরে আদিত্যকে ঈশান কোণে বিষ্ণুকে, এবং মধ্যে ভাস্করকে চিন্তা ও পূজা করিবে। ৮৮। ৮৯।

দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা এই অষ্ট শক্তির পূজা অষ্টদলে এবং মধ্যে সর্ব্বতো মুখীশ্রী শক্তির পূজা করিবে। ৯০।

সর্ব্বশক্তিযুক্ত মঙ্গলজনক হংস বীজ পদ্ম মধ্যে অঙ্কিত করিবে, এই প্রকারে পূজা করিলেই পূজানুষ্ঠান হয়। ৯১।

হে ভারত! ইহার পর কি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর, পদ্ম হইতে সমুদ্ভূত মহা তেজোময় পদার্থকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে। ৯২।

হে ভারত! সকেশর পদ্ম করবীর পুষ্প, তিল, তণ্ডুল, জল, কুশ, চন্দন, রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক হাঁটুগেড়ে বসিবে। ৯৩।

পবিত্র শুক্লবস্ত্রধর উৎকৃষ্ট গন্ধ ভূষিত শঙ্খচক্রধারি যুগলহস্ত দ্বারা বরদায়ক, কিরীট ও কুণ্ডলের দীপ্তিতে যাহার মুখপদ্ম প্রদীপ্ত হইয়াছে, এবম্ভূত সূর্য্যদেবকে ধ্যান ও পূজা করিয়া শ্রীমান্ সর্ব্বফল লাভ করিতে পারে। ৯৪।

হে পাণ্ডব! হে গুড়াকেশ! সূর্য্য মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে পূজা করিবে, এবং মন্ত্রপূত অর্ঘ্য দান করিবে। ৯৫।

ওঁ বিষ্ণু কিলি কিলি কণ্টকেষ্ট সর্ব্বার্থ সাধনায় এহি এহি স্বাহা হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রুঁ হ্রুঁ হ্রঃ সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা, ওঁ হংসঃ লোকায় স্বাহা ওঁ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে স্বাহা ওঁ হ্রীঁ মার্ত্তণ্ডায় স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দিবে। ৯৬।

কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে, সূর্য্যদেবকে নমস্কার ভানুকে ও বৈশ্বানরতুল্য তেজস্বি সূর্য্যকে নমস্কার অস্তু আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর হে দেবাদিদেব! তোমাকে নমস্কার। ৯৭।

ভগবান ও বিশাল জাতবেদস স্বরূপ তোমাকে নমস্কার, হে ভানো! মন্ত্র ও অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে। ৯৮।

হে সহস্ররশ্মি তেজোরাশি জগৎপতি সূর্য্য! তুমি আগমন কর, হে দিবাকর! অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত কর। ৯৯।

অক্ষয় তেজঃ স্বরূপ ভগবান সূর্য্যকে নমস্কার, আদিত্যকে নমস্কার, শিবকে নমস্কার। ১০০।

তুমি সকল দিকে তাপ জন্মাইতেছ, তুমি উগ্ররশ্মি, তুমি জ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত তেজঃ সম্পন্ন, তুমি তিথি তুমি করণ তুমি মুহূর্ত্তাত্মক কালচক্র, তুমি দিবাকর সূর্য্য অতএব তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। ১০১।

আদিত্যকে শিব, এবং শিবকে আদিত্য বলিয়া জানিবে উভয়ের ভেদ নাই, শিব আর আদিত্য একই পদার্থ। ১০২।

উদয়ে ব্রহ্মরূপ, মধ্যাহ্নে শিবরূপ, অস্ত সময়ে বিষ্ণুরূপ, অতএব, দিবাকর ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মক। ১০৩।

জিত বৈশ্বানর ভগবান সূর্য্যদেবকে নমস্কার, হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার, আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ১০৪।

হিমঘ্ন, তমোঘ্ন, রক্ষোঘ্ন তোমাকে নমস্কার কৃতঘ্ননাশক সেই সূর্য্যদেবকে নমস্কার। ১০৫।

জয়, অজয়, বিজয়, জিতপ্রাণ, জিতাশ্রয়, মনোজব, জিতক্রোধ, সূর্য্যদেবের এই সপ্তাশ্ব। ১০৬।

হরিতবর্ণ অশ্ব এবং রথ, কনকময়াম্বুজরেণু পিঞ্জর, প্রত্যহ উদয়কালে নবকান্তি, হিরণ্যরেতা এবম্ভূত দিবাকরের শরণাপন্ন হইতেছি। ১০৭

হে কৌন্তেয়! যে ভক্তিযুক্ত চিত্তে এই স্তব পাঠ করে সর্পগণ তাহার বিঘ্ন করিতে পারে না, তাহার ব্যাধি হয় না নাগ ভয় নাই, কোন কালেও ভূতপ্রেতাদির ভয় নাই, অগ্নি এবং শত্রু হইতে ভয় নাই, রাজা হইতে ভয় নাই, সে ঘোরতর দুর্গতিকে অতিক্রমণ করিতে পারে এবং বহু পুত্র লাভ করে। ১০৮। ১০৯।

সিদ্ধিকামী সিদ্ধি লাভকরে কন্যাকামী কন্যালাভ করে, সহস্রাশ্বমেধ ও শতবাজপেয় যজ্ঞের ফল এবং সহস্র কোটি কন্যা দানের ফল লাভ করে। ১১০।

যে মানব এই আদিত্য হৃদয় সাতবার পাঠ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে সূর্য্য লোকে বাস করে। ১১১।

আদিত্য তুল্য দেবতা নাই, আদিত্য ভিন্ন গতি নাই, আদিত্যে সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব আদিত্য সাক্ষাৎ ভগবান এবং বিষ্ণু স্বরূপ। ১১২।

সহস্র কোটি গো দানে যে ফল হয়, যে আদিত্যকে শান্তচিত্তে স্তব করে, সে সেই সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারে। ১১৩।

যে আদিত্য হৃদয় দৈনিক পাঠ করে, তাহার সকল কার্য্যই সফল হয়। যে আদিত্য হৃদয় লিখিয়া আট জন ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ব্রহ্মলোকে ঋষি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানুষ হইলেও জাতিস্মরত্ব লাভ করে এবং পবিত্রাত্মা হয় সন্দেহ নাই। ১১৪। ১১৫।

যে মানব ভক্তিসহকারে আদিত্যকে দর্শন করে, সে আমাকেই (বিষ্ণুকে) দর্শন করে, যে আদিত্যকে দর্শন করিতে অক্ষম, সে আমাকেও দর্শন করিতে পারে না। ১১৬।

ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণ, লোকত্রয় এবং অগ্নিত্রয়ের কর্ত্তা তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তাও তুমি, তুমি তুরীয়াংশ তোমাকে বার বার নমস্কার। ১১৭।

জন্ম রহিত, লোকত্রয় পাবন, পুতাত্মা, রশ্মির অধিপতি সর্ব্ব লোকত্রয়াত্মক মহাকারুণিকোত্তম, সূর্য্যদেবকে নমস্কার। ১১৮।

বিবস্বান, জ্ঞানিগণের অন্তরাত্মা, জগতের প্রকাশক, জগতের হিতকারি, স্বয়ম্ভূ ত্রিগুণ-সহস্ররশ্মি, দেবোত্তম অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন, সূর্য্যদেবকে নমস্কার। ১১৯।

রুদ্রদেবগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্ময়, মহাত্মা মোক্ষপ্রদ, দিবসকারক, সূর্য্যদেব তোমাকে নমস্কার। ১২০।

যে সূর্য্যমণ্ডল জ্ঞানময়, পবিত্র, ত্রিলোকপাবন, ত্রিগুণাত্মক সকল তেজোময়, দিব্যরূপ, সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১২১।

জগতের একচক্ষুঃ স্বরূপ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ বেদত্রয়াত্মক সত্ত্ব-রজস্তমঃ—ত্রিগুণধারী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক সবিতাকে নমস্কার। ১২২।

যাহার উদয়ে জগজ্জাগরিত হয়, এবং সকল কার্য্যানুষ্ঠানের যোগ্যতা জন্মে; সেই ব্রহ্মাইন্দ্রবিষ্ণুরুদ্রবন্দিত রবি; আমাদের মঙ্গল প্রদান করুন। ১২৩।

সহস্র রশ্মি, সহস্রশাখান্বিত সত্তাত্মা, সহস্রযোগোদ্ভবভূতভাগী, সহস্র সংখ্যক যুগধারী সূর্য্যকে নমস্কার। ১২৪।

যে মণ্ডল দীপ্তিকর, বিশাল, রত্নপ্রভ, তীব্র, অনাদিরূপ, দারিদ্র্যদুঃখক্ষয়কারণ, সবিতার সেই শ্রেষ্ঠমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১২৫।

যে মণ্ডল সুরগণপূজিত, ব্রাহ্মণগণস্তুত, ভাবযুক্তের বিমুক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ দেবদেব সূর্য্যকে আমি প্রণাম করি, সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১২৬।

যে মণ্ডল জ্ঞানময়, জীবের আশ্রয়, ত্রিলোকের পূজনীয় ত্রিগুণাত্মক, সমস্ত তেজের বীজস্বরূপ, সবিতার সেই শ্রেষ্ঠমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১২৭।

যে মণ্ডল দুর্ম্মতিনাশক এবং জনের সুমতিদায়ক, সর্ব্বপাপ ক্ষয়ের কারণ সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১২৮।

যে মণ্ডল ব্যাধি বিনাশ করিতে সক্ষম, এবং ঋগ্, যজুঃ, সাম বেদ বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত, যৎ কর্ত্তৃক ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রকাশিত হইয়াছে, সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১২৯।

যে মণ্ডলকে বেদবিদগণ পবিত্র হইবার মানসে প্রার্থনা করেন, এবং মানব দৈবত অসুর সিদ্ধ যক্ষ যোগিগণ পবিত্র হইবার নিমিত্ত স্তব করেন, সবিতার সেই পরমারাধ্যমণ্ডল, আমাকে পবিত্র করুন। ১৩০।

যে মণ্ডল সর্ব্বজনকর্ত্তৃক পূজিত এবং যে মর্ত্তলোকে দীপ্তিপ্রদান করিতেছেন, যে কালের আদি অতএব অনাদিরূপ, সবিতার সেই আরাধ্য মণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১৩১।

যে মণ্ডল ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্বরূপ, যাহার নাম জনগণের পাপনাশক যে সকল কর্ম্মক্ষয়ের কারণ, সবিতার সেই আরাধ্য মণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১৩২।

যে মণ্ডল বিশ্বকর্ত্তার প্রসিদ্ধ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ে সক্ষম, যাহাতে সমস্ত জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১৩৩।

যে মণ্ডল সর্ব্বগত বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার জনুক, এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব, সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা যে স্থানে যাতায়াত করেন, সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১৩৪।

যে মণ্ডলের তত্ত্ব ব্রহ্মবিদগণ অবগত আছেন, এবং সিদ্ধচারণগণ যে মণ্ডলের যশোগান করিয়া থাকেন, মন্ত্রবিদগণ মন্ত্র দ্বারা যে মণ্ডলকে স্মরণ করেন, সবিতার সেই আরাধ্য-মণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১৩৫।

সুরাসুর বিপ্রগণ মুনিগণ যে মণ্ডলকে ধ্যান করেন, এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা যে মণ্ডলের তৃপ্তিসাধন করেন, সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। ১৩৬।

যে মণ্ডলের মাহাত্ম্য ব্রহ্মবিদগণ কীর্ত্তন করেন যে মণ্ডলে যোগীগণ যোগবলে গমন করিতে পারেন, সবিতার সেই আরাধ্যমণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন। সেই দেবদেব সূর্য্যকে প্রণাম করি। ১৩৭।

বিচিত্রভূষণবস্ত্রভূষিত, শঙ্খচক্রধারি, রক্তপদ্মাকৃতি, রবিমণ্ডলস্থ তপনীয় মূর্ত্তি সুরোত্তম অনন্ত অচ্যুত সূর্য্যদেবকে, বুদ্ধি দ্বারা ভজনা করি। ১৩৮।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পদ্মাসনোপবিষ্ট কেয়ূর ও কনকময় কুণ্ডলবিশিষ্ট, কিরীট ও হারযুক্ত, হিরণ্ময়বপু শঙ্খচক্রধারি নারায়ণ, সর্ব্বদাই সকলের আরাধ্য। ১৩৯।

এই প্রকারে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ, সুরশ্রেষ্ঠ প্রদীপ্ত নারায়ণস্বরূপ রবিকে ধ্যান করেন। ১৪০।

বেদবেদান্তি শরীর দিব্যদীপ্তিকর, রক্তোষ্ঠ, রক্তবর্ণ, রক্তাক্ষ, হরিদ্বর্ণ রবিকে ধ্যান করেন। ১৪১।

তুমি ভিন্ন আমার আশ্রয় নাই, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, অতএব হে দিবাকর! দয়া প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা কর। ১৪২।

যাহার রথ একচক্র, স্বর্ণভূষিত, এবং উৎকৃষ্ট, সেই পদ্মহস্ত দিবাকর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন। ১৪৩।

পদ্মাসন পদ্মগর্ভতুল্যপ্রভ, পদ্মিনীগণ নায়ক, সপ্তাশ্বযুক্ত রথোপরি সংস্থিত, দ্বিহস্তরবি আমাকে রক্ষা করুন। ১৪৪।

আদিত্য প্রথম নাম দ্বিতীয় দিবাকর, তৃতীয় ভাস্কর, চতুর্থ প্রভাকর, পঞ্চম সহস্রাংশু, ষষ্ঠ ত্রিলোচন, সপ্তম হরিদশ্ব, অষ্টম অহস্পতি, নবম দিনকৃত, দশম দ্বাদশ একাদশ ত্রয়ীমূর্ত্তি, সূর্য্য দ্বাদশ। ১৪৫। ১৪৬।

যে প্রাতঃকালে আদিত্যের দ্বাদশনাম পাঠকরে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এবং তাহার দুঃস্বপ্ন নষ্ট হয়। ১৪৭।

আদিত্যের দ্বাদশ নাম রক্ত কৌষ্ঠনাশক, নিশ্চয়ই দারিদ্র নষ্ট করে, সকল বিষয়ে সিদ্ধি-দায়ক, সকল কামনাপূরক। ১৪৮।

যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে অমলসচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, সে সুখ আয়ু আরোগ্য ও মোক্ষ লাভ করে। ১৪৯।

হে অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্রার্থবাচ্য দিবাকর! তোমাকে নমস্কার, ইষোত্বোর্জ্জেস্বরূপি তোমাকে নমস্কার, অগ্ন আয়াহি মন্ত্রার্থবাচ্য ও তুমি, হে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অধিপতি তোমাকে নমস্কার। ১৫০।

শন্নোদেবী মন্ত্রার্থবাচ্য তোমাকে নমস্কার, হে জগচ্চক্ষুঃ! তোমাকে নমস্কার, ধর্ম্মবিধাতা তোমাকে নমস্কার, বিশ্বরূপি তোমাকে নমস্কার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের দেবতা তোমাকে নমস্কার, ভাস্কর তোমাকে বারংবার নমস্কার,। ১৫১।

যাহারা প্রত্যহ এই প্রকারে আদিত্যকে নমস্কার করে, সহস্র জন্মান্তরেও তাহারা দারিদ্রতা লাভ করে না। ১৫২।

উদয়পর্ব্বতস্থ, পদ্মহস্ত, সকল জগতের চক্ষুঃস্বরূপ উত্তম রত্নদ্যুতি, তিমিরহস্তিকে নাশ করিতে সিংহস্বরূপ, পঙ্কজিনীগণের প্রকাশক, দেহশ্রেষ্ঠ সুন্দর, বিশ্বদীপ সদৃশ, ভাস্করকে আমি সর্ব্বতোভাবে বন্দনা করিতেছি। ১৫৩।

যে নারায়ণের আরাধ্য চরণারবিন্দদ্বন্দ বন্দনাপূর্ব্বক কৈবল্য মুক্তিদায়ক এই আদিত্য হৃদয় পাঠ করে, সে উত্তম পাঠ দ্বারা সনাতন বিষ্ণুর জরামরণরহিত স্থান প্রাপ্ত হয়। ১৫৪।

হে ভাস্কর! সুকার্য্য ও দুষ্কার্য্য সকলই তুমি সর্ব্বদা দর্শন করিতেছ, হে সর্ব্বদেব তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ওঁ শান্তি ওঁ ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে আদিত্য হৃদয় স্তব সমাপ্ত॥ ইতি॥

ওঁবিষ্ণু।

সূর্য্যোপনিষৎ ।

ভদ্রংকর্ণেভিঃ শৃনুয়াম দেবাঃ ।
ভদ্রংপশ্যেমাক্ষ ভির্যজত্রাঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাং সস্তনুভিঃ ।
ব্যশেমদেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ

১। ওঁ ওঁ অথ সূর্য্যাথর্বাঙ্গিরসং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ব্রহ্মাঋষিঃ। গায়ত্রীছন্দঃ। আদিত্যোদেবতা। হংসঃ সোহহমগ্নি নারায়ণযুক্তং বীজম্। হৃল্লেখাশক্তিঃ। বিয়দাদি সর্গসংযুক্তং কীলকম্। চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

২। ষট্স্বরারূঢেনবীজেন ষড়ঙ্গং রক্তাম্বুজ সংস্থিতং সপ্তাশ্বরথিনং হিরণ্য-বর্ণং চতুর্ভুজং পদ্মদ্বয়াভয় বরদহস্তং কালচক্র প্রণেতারং শ্রীসূর্য্যনারায়ণং য এবং বেদ সবৈ ব্রাহ্মণঃ।

৩। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ওঁ তৎসবিতুবরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো-য়োনঃ প্রচোদয়াৎ। সূর্য্য আত্মাজগতস্তস্থুষশ্চ সূর্য্যাদ্বৈ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

সূর্য্যাদ্‌যজ্ঞঃ পর্জন্যোঽন্নমাত্মা নমস্ত আদিত্য।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং কর্ম্মকর্ত্তাসি।
ত্বমেব প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং বিষ্ণুরসি।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং রুদ্রোঽসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষ মৃগসি।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং যজুরসি। ত্বমেবপ্রত্যক্ষ সামাসি।
ত্বমেব প্রত্যক্ষ মথর্বাসি। ত্বমেব সর্ব্বংছন্দোঽসি।
আদিত্যাদ্বায়ুর্জায়তে। আদিত্যাদ্ভূমির্জায়তে।
আদিত্যাদাপোজায়ন্তে। আদিত্যা জ্জ্যোতির্জায়তে।
আদিত্যা দ্ব্যোমদিশোজায়ন্তে। আদিত্যাদ্দেবাজায়ন্তে।
আদিত্যাদ্বেদাজায়ন্তে। আদিত্যোবা এষ এতন্মণ্ডলংতপতি।
অসাবাদিত্যোব্রহ্ম।

সূর্য্যোপনিষ

আদিত্যোহন্ত করণ মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাঃ।
আদিত্যো বৈব্যানঃ সমানোদানোহপানঃ প্রাণঃ।
আদিত্যো বৈশ্রোত্রত্বক চক্ষু রসনঘ্রাণাঃ।
আদিত্যো বৈবাক পাণিপাদ পায়ু পস্থাঃ।
আদিত্যো বৈ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ।
আদিত্যো বৈবচনাদানাগমন বিসর্গানন্দাঃ।
আনন্দময়ো জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময় আদিত্যঃ।
নমো মিত্রায় ভানবে মৃত্যোর্মাপাহি ভ্রাজিষ্ণবে বিশ্বহেতবে নমঃ।
সূর্য্যাদ ভবন্তি ভূতানি সূর্য্যেন পালিতানিতু,
সূর্য্যেলয়ং প্রাপ্নুবন্তিযঃ সূর্যসোহহমেবচ।
চক্ষুর্ণো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ণ উতপর্ব্বতঃ চক্ষুধাতাদ ধাতুনঃ।
আদিত্যায় বিদ্মহে সহস্রকিরণায় ধীমহিতন্নঃ সূর্য্য প্রচোদয়াৎ।
সবিতা পুরস্তাৎ সবিতা পশ্চাত্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতা ধরাত্তাৎ।
সবিতানঃ সুর্বতু সর্বভাতি সবিতানোরাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। ঘৃণিরিতিদ্বে অক্ষরে, সূর্য্যইত্যক্ষরদ্বয়ম।
আদিত্য ইতি ত্রীণাক্ষরাণি এতস্যৈব সূর্য্যস্যাষ্টাক্ষরোমনুঃ।
যঃ সদাহরহর্জপতি সবৈ ব্রাহ্মণো ভবতি সবৈ ব্রাহ্মণো ভবতি।
সূর্য্যাভিমুখোজপ্ত্বা মহাব্যাধিভয়াৎ প্রমুচ্যতে অলক্ষীর্নশ্যতি।
অভক্ষ্য ভক্ষণাৎ পূতো ভবতি। অগম্যাগমনাৎ পূতোভবতি।
পতিত সংভাষণাৎ পূতোভবতি অসৎ সংভাষণাৎ পূতোভবতি।
মধ্যাহ্নে সূর্য্যাভিমুখঃ পঠেৎ, সদ্যোৎপন্ন পঞ্চমহাপাতকাৎ প্রমুচ্যতে।
সৈষাং সাবিত্রীং বিদ্যাং ন কিঞ্চিদপিন কস্মৈচিৎ প্রশংসয়েৎ।
য এতাং মহাভাগঃ প্রাতঃ পঠতি স ভাগ্যবান জায়তে।
পশূন বিন্দতি বেদার্থং লভতে।
ত্রিকাল মেতজ্জপ্ত্বা ঋতু শতফলমবাপ্নোতি।
হস্তাদিত্যেজপতি স মহামৃত্যুংতরতি স মহামৃত্যুংতরতি য এবং বেদ॥
ইতি সূর্য্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

নমস্কার।

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাধেহিপবমান! অমৃতলোকে ॥ ৯ ॥ ১১৩। ৭ ঋগ্বেদ ॥

যে লোকে অজস্র অমৃতজ্যোতি ক্ষরিত হইতেছে, হে সবিতাদেব! সেই অমৃতলোকে আমাকে লইয়া চল ॥

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপস্নু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥১৭॥ ২অঃ শ্বেতশ্ব ॥

ভাস্করায় নমঃ, হর মোর তমঃ,
দয়া কর দিবাকর।
চারিবেদে কয়, ব্রহ্ম তেজোময়,
তুমি দেব পরাৎপর ॥
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে ॥

বিশ্বের কারণ, বিশ্বের লোচন,
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্ব দেবময়, সর্ব্ব বেদাশ্রয়,
আকাশ পাতাল ভূমি ॥

একচক্র রথে, আকাশের পথে,
উদয়গিরি হইতে।
যাহ অস্তগিরি, একদিনে ফিরি,
কে পারে শক্তি কহিতে ॥

অতি খরকর, পোড়ে মহীধর,
সিন্ধুর জল শুকায়।
পদ্মিনী কেমনে, হাসে হৃষ্টমনে,
তোমার তত্ত্ব কে পায় ॥

দ্বাদশ মুরতি, গ্রহগণ পতি,
সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা।
শনি, যম, মনু, তব অঙ্গ জনু,
যমুনা তোমার কন্যা॥
বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের সবিতা
তাই সে সবিতা নাম।
তুমি বিশ্বসার, মোরে কর পার,
করি হে কোটি প্রণাম॥

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

গায়ত্রী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যে শরীরে আছে।
নারায়ণ সর্ব্বদা সভয় তাঁর কাছে॥
ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিতে নারায়ণ।
ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে করেছেন ধারণ॥
হে ব্রাহ্মণ! আর কত মোহ নিদ্রা ঘোরে।
অস্মিতা অবিদ্যা শয্যা আলিঙ্গন করে॥
মোহ নিদ্রা অভিভূত আলস্যে মগন।
তোমার কি সাজে ভোগ শয্যায় শয়ন॥
উঠ জাগি! উঠ জ্ঞান নেত্র প্রসারিয়া।
জাগ্রত নয়নে তব দেখহ চাহিয়া।
অতীত মহিমা তব করিয়া স্মরণ।
বর্ত্তমান রূপ তব কর নিরীক্ষণ॥
কোথা ছিলে, কোথা এলে যেতেছ কোথায়।
কিবা ছিলে, কি হইলে, কি হতেছে হায়॥
সেই আত্মজ্ঞান ভুলি কি লাভ আশায়।
অমৃতের পুত্র! এবে ধাইছ কোথায়॥

আপনি মজিলে কিন্তু আহা মরি জলে।
জগতের চিত্রপট হতে নিলে তুলে॥
সন্ন্যাস অভয় বাণী বৈরাগ্যের ভাষা।
তাই দেখ জীব হৃদে দুরন্ত লালসা॥
ত্যাগ ধর্ম্ম ত্যজি মজি মোহ কুয়াশায়।
ভোগ, কীর্ত্তি, যশ, অর্থ, মানের আশায়॥
বুভুক্ষা পীড়িত, শীর্ণ দাঁড়ায়েছ এসে।
ধনীর দুয়ারে দীন ভিক্ষুকের বেশে॥
মনে কি পড়ে হে যবে সৃষ্টির ঊষায়।
ফুটেছিল তব হৃদে পূর্ণ মহিমায়॥
জগত-পাবনী বাণী প্রণব রাগিণী।
অক্ষর পরম ব্রহ্ম-যোনি সনাতনী॥
মনে পড়ে যেই দিন ত্রয়ীর ভাষায়।
গেয়েছিল তব হৃদে পূর্ণ মহিমায়॥
ভগবান নিত্য সত্য, সর্ব্ব মিথ্যা আর।
ঘোষিয়া এ মহা সত্য বিশ্বে দ্বারে দ্বার॥
ভেঙ্গে দিলে জগতের মোহের স্বপন।
"হস্ত আমলক" প্রায় সত্য নিরঞ্জন॥
দেখিলে দেখালে সেই পূর্ণ পরাপর।
নিত্য সত্য সনাতন অব্যয় অক্ষর॥
সামান্য সৈন্ধব খণ্ড মিশাইয়া জলে।
প্রচারিলে নিত্য সত্য আশ্চর্য্য কৌশলে॥
সলিলে সৈন্ধব সম সর্ব্ব জীবচয়।
পরব্রহ্ম মাঝে সদা লীন হয়ে রয়॥
শুনিয়া তোমারি মুখে এ সত্য মহান্।
নির্ভয় হইল যত মানব সন্তান॥
তুমিই অভয় বাণী করিলে ঘোষণ।
যত কিছু দৃশ্যাদৃশ্য সবি নারায়ণ॥

"সোঽহং" মন্ত্রের তানে শুনাইলে জীবে।
শাশ্বত স্বরূপ তব পরিপূর্ণ শিবে॥
নররূপে নারায়ণ ভূদেব ব্রাহ্মণ।
সকলে আশ্রয় চায় তোমার চরণ॥
পুণ্য ভূমি ধরণীর হৃদয় ভারতে।
হয়েছে তোমার দীক্ষা বিশ্ব হিতব্রতে॥
সর্ব্ব ভোগ পরিত্যাগী দয়ালু ব্রাহ্মণ।
তুমি যে বিশ্বের মর্ম্ম বিশ্বের জীবন॥
তুমি গুরু সর্ব্ব জীবে করাবে দর্শন।
সর্ব্বত্র রাজিত সেই এক নারায়ণ॥

উদ্বোধন বা জাগরণ।

রাত্রিরূপা জননীর অঞ্চল বাতাস।
জগতের মোহ নিদ্রা করিছে বিনাশ॥
অদূর অরুণ আভা গগন অঙ্গনে।
ঢালি ক্ষীণ হৈম প্রভা উষাদেবী সনে॥
বাড়াতেছে জ্যোতির্ম্ময় কণক অঙ্গুলি।
জাগাইতে ধরণীরে দেখ আঁখি মেলি॥
হে ব্রাহ্মণ! জেগে উঠ নেত্র প্রসারিয়া।
দেখ চারিদিকে সর্ব্ব বিশ্ব উচ্ছলিয়া॥
সমাগত পূত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সময়।
তন্দ্রামগ্ন থাকা এবে উচিত কি হয়?॥
পূরব গগনে হের, হের জীব তরুণ তপন।
করে নিত্য নিত্য নূতন পুলকে নূতন সৃজন॥
যেন বিধি নিজে প্রলয়ের শেষে আরোহি অম্বরে
সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগায় নির্জ্জীবে বিনাশী তিমিরে॥

খেচর ভূচর যত জলচর বন উপবন।
সরিৎ সাগর সকলেই লভিছে নূতন জীবন॥
এ ব্রহ্ম মূহুর্ত্তে কেন জীব তুমি আছ নিদ্রাবশে।
এ শুভ সুযোগ কেন ভ্রান্ত হয়ে ভজিছ আলস্যে॥
প্রত্যূষে প্রত্যহ নূতন জীবন তব করতলে।
মোহ মুগ্ধ হয়ে থেক না ঘুমিয়ে দেখ আঁখি মেলে॥
আনন্দে বিভোর স্থাবর জঙ্গম সবিতৃ পরশে।
জড়ভাব ত্যজি বিহগের প্রায় মজহ হরষে॥
শ্রান্ত ক্লান্ত তুমি, কিন্তু ভয় নাই রক্তিম তপন।
উঠিয়া আকাশে আশ্বাসিছে তোমা লভহ নব জীবন॥
লয়ে নব শক্তি বিস্মৃতির গর্ত্তে করিয়া প্রথিত।
পূর্ব্ব পাপ তাপ সাধ জীব তব জীবনের ব্রত॥
ত্যজি নিদ্রালস্য তমঃ ভোগ শয্যা সঙ্গ।
ভূত ভাবোদ্ভব কর বিসর্গ আসঙ্গ॥
মানস গঙ্গার জলে করিয়া গাহন।
হৃদয় মন্দিরে রচি অচল আসন॥
প্রীতির কুসুমদামে সাজায়ে অঞ্জলি।
জাতবেদা সবিতার পদে দেও ঢালি॥
ব্যাহৃতির সনে মন্ত্র প্রণব ঝঙ্কার।
বহির্ব্বিশ্বে সপ্ত স্তর করিয়া বিদার॥
লোকাতীত নিরঞ্জন নিত্য সত্যধামে।
উঠুক জাগিয়া সবে প্রতি গ্রামে গ্রামে॥
ছিন্ন করি জগতের মোহের বন্ধন।
পূর্ণ হ'ক সকলের নব জাগরণ॥
ধন্য হ'ক্ বিশ্ববাসী ব্রহ্মণ্যের ছায়ে।
আপন ক্ষুদ্রত্ব ঢালি মহত্ত্বের পায়ে॥
উদঘাটিয়া হিরণ্ময় পাত্র আবরণ।
দেখাও জগতে শুদ্ধ সত্যের চরণ॥

অরুণ কিরণ জালে বিশ্ববাসিগণ।
শাস্ত্রপূত জ্ঞান নেত্র করি উন্মীলন
দেখুক আনন্দ রসে হইয়া মগন।
বাহিরে ভিতরে সর্ব্বে এক নারায়ণ॥
যাহার অভাবে হায়, প্রপঞ্চক বিশ্বোদয়,
মরিচীকায় জল ভ্রম হয়।
পুনঃ যার জ্ঞান হ'লে, এই বিশ্ব যায় চলে,
স্ফুটালোকে রজ্জু সর্প ন্যায়॥
সেই আত্মজ্ঞান জ্যোতি, ভাস্বর নির্ম্মল অতি,
উপাসনা করি ভক্তিভরে।
প্রগাঢ় আনন্দময়, যাঁহার স্বরূপ হয়,
যোগিগণ যাহা ধ্যান করে॥
শান্তরসাস্পদচিত্তে হইয়া উদয়।
করে যাহা যোগিচিত্ত সান্দ্রানন্দময়॥
সে ব্রহ্ম জ্যোতির হউক নিরন্তর জয়।
যার জ্ঞানে দ্বৈত ভ্রম শীঘ্র পায় লয়॥

অধ্যাত্ম খণ্ড সমাপ্ত।

সবিতা

বিজ্ঞান খণ্ড ।

প্রথমোধ্যায়

চন্দ্র।

বহ্বর্থশ্চন্দ্র ইত্যেষ হ্লাদনে ধাতুরিষ্যতে।

শুক্লত্বেচামৃতত্বেচশীতত্বেচ বিভাব্যতে ॥৫৫॥৫৭ অঃ অনু ব্রহ্মাণ্ড ॥

চন্দ্র শব্দের বহু অর্থ; যাহা হইতে চন্দ্র শব্দ হইয়াছে সেই 'চদি' ধাতুর অর্থ আহ্লাদ, শুক্লত্ব, অমৃতত্ব ও শীতত্ব।

তাপময় সূর্য্যমণ্ডল হইতে আপময় সূর্য্যমণ্ডল নিঃসৃত হইয়াছে। চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্যতেজে তেজস্বী, সূর্য্য প্রকাশ দ্বারা চন্দ্র প্রকাশ হয় বলিয়া চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সূর্য্য রশ্মি দ্বারা চন্দ্র প্রভাবিশিষ্ট হইয়া যেরূপ আমাদিগের দৃশ্য গোচর হয়, পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্যের আলোক দ্বারা দীপ্ত হইয়া চন্দ্রলোকে দৃষ্ট হয়।

আমাদিগের দৃষ্টিতে যেরূপ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, চন্দ্রলোক বাসীদিগের দৃষ্টিতেও পৃথিবীর তদ্রূপ হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চন্দ্র মণ্ডল পৃথিবী হইতে প্রায়—১১৮৫০০ ক্রোশ অন্তর অবস্থিত।

চন্দ্র পৃথিবী গ্রহের উপগ্রহ। উহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্রের আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি সমান অর্থাৎ স্বীয় নাভিকে বেষ্টন করিতে তাহার যে সময় লাগে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেও তাহার সেই সময় লাগে, এইজন্য আমরা চন্দ্রের একপিঠ মাত্র দেখিতে পাই।

২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১½ সেকেণ্ডে চন্দ্র একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ইহার ব্যাস ১০৭৬½ ক্রোশ। পৃথিবী হইতে ইহাই ২১৮৮১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রতি ঘণ্টায় চন্দ্র ইং ১১৫০ ক্রোশ ভ্রমণ করে।

উহার মধ্যে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, যাহাকে সচরাচর কলঙ্ক কহিয়া থাকে, তাহা বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর ও নিম্ন স্থান। ঐ সকল নিম্ন স্থানের মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে না পারাতে এরূপ মলিন দেখায়। উহার যে সকল স্থান অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, সে সকল চন্দ্র মণ্ডলস্থ উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলও অতিশয় বন্ধুর ও পর্ব্বতাদিতে পরিপূর্ণ। আমাদের প্রায় একমাসে অর্থাৎ ২৭ দিন ১৯ দণ্ড ৫৮½ পল চন্দ্র মণ্ডলে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। প্রায় একপক্ষ দিবা ও প্রায় একপক্ষ রাত্রি।

পিতৃলোক বা চন্দ্রলোকবাসী প্রাণিগণ।

মনোর্হৈরণ্য গর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।

তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ মনু ॥

পিতৃগণই চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। হৈরণ্য গর্ভ মনু হইতে মরীচি প্রভৃতি যে সকল পুত্র উৎপন্ন হন, তাহাদিগের পুত্র পরম্পরাই পিতৃগণ বলিয়া অভিহিত। এই পিতৃগণের মধ্যে বিরাট্ পুত্র সোমসদগণ সাধ্যগণের, মরীচি পুত্র অগ্নিস্বাত্তাদি দেবগণের এবং অত্রিপুত্র বর্হিষদগণ দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সুপর্ণ বা কন্নরও মনুষ্যদিগের পিতৃগণ। ব্রাহ্মণগণের সোমপা, ক্ষত্রিয়দিগের হবির্ভুজ, বৈশ্যদিগের আজ্যপা এবং শূদ্রদিগের সুকালিন নামে পিতৃলোক। ভৃগুপুত্রেরা সোমপা নামে, অঙ্গিরা সন্তানগণ হবির্ভুজ বা হবিষ্মন্ত নামে, পুলস্ত্য পুত্রেরা আজ্যপা নামে এবং বশিষ্ঠের সন্তানগণ সুকালি নামে বিখ্যাত।

অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিস্বাত্ত ও সৌম্য ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

সাতটী পিতৃগণ আছে যথা,—(১) কব্যবাহ, (২) অনল, (৩) সোম, (৪) যম, (৫) অর্য্যমা (৬) অগ্নিস্বাত্তা এবং (৭) বর্হিষদ। প্রথম চারিটী মূর্ত্তিমন্ত, শেষের তিনটী শরীর শূন্য। ৬৩ অঃ—ধর্ম্ম-শিবপুরাণ।

মরীচ্যাদি ঋষি সকল হইতে পিতৃলোক জন্মিয়াছেন, পিতৃলোক হইতে দেব দানব সকল জন্মিয়াছেন, দেবতা হইতে এই চরাচর সমুদয় জগৎ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

চন্দ্রমধু।

অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি
ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষোঽয়মে স যোঽয়মাত্মেদমমৃত মিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বং ॥ ৭ ॥

৫ ব্রাহ্মণ ২অঃ—আরণ্যক ॥

এই চন্দ্র সর্ব্বভূতের মধু, এবং সর্ব্বভূতও এই চন্দ্রের মধু এবং এই চন্দ্রেতে প্রতিষ্ঠিত যে, তেজোময় ও অমৃতময় অধিদৈবত পুরুষ এবং চন্দ্রাধিষ্ঠিত মনেতে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ, এতদুভয়ই এই আত্মস্বরূপ, যে আত্মা তেজোময় অমৃতময় এবং এই সর্ব্বভূতময় ব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

চন্দ্রসুধা

পিতেব সূর্য্যো দেবানাং সোমোমাতেব লক্ষতে।
যথা মাতুঃ স্তনং পীত্বা জীবন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
পাত্বামৃতং তথা সোমাৎতৃপ্যন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ ॥ দেবী পুরাণ ॥

সূর্য্যই পিতা এবং সোমই দেবতাগণের মাতা। জন্তুগণ যেমন মাতার স্তন পান করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ চন্দ্রসুধা পান করিয়া দেবতাগণ জীবন ধারণ করেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণ চন্দ্রস্থিত সুধাপান করেন। কলাদ্বয় বিশিষ্ট চন্দ্র যে তিথিতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমা-নামক সূর্য্য কিরণে বাস করেন, সেই তিথির নাম অমাবস্যা,। সূর্য্য প্রবেশের পূর্ব্বে, চন্দ্রমা অহোরাত্র জলে বাস করিয়া, পরে লতা-সমূহে বাস করেন, তৎপরে সূর্য্যে গমন করেন।

যখন নিশাকর লতামধ্যে অবস্থান করেন, সেইকালে যে লতাচ্ছেদ করে বা একটি পত্রও পাতিত করে, সে ব্রহ্ম হত্যা নামক পাতক প্রাপ্ত হয়।

কলাত্মক কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জঘন্য চন্দ্রের শেষভাগ পিতৃগণ অপরাহ্নে পানের জন্য সেবন করেন। পরে দ্বিকলাবিশিষ্ট চন্দ্রের পঞ্চদশী যে কলা, সেই অমৃতাকলা পিতৃগণ পান করেন।

অমাবস্যার চন্দ্রকিরণ নিঃসৃত সুধাপান করিয়া সৌম্য, বর্হিষদ ও অগ্নিস্বাত্তা নামক পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করতঃ একমাস নির্ব্বাত থাকেন। এইরূপে চন্দ্রমা শুক্লপক্ষে পিতৃগণেরও শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা লতাসমূহের পোষণ করিয়া থাকেন।

শীতাংশু,—বীরুধ ও ওষধিগণকে নিষ্পন্ন করিয়া এবং প্রকাশ দ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করত মনুষ্য, পশু ও কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করিতেছেন।

ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চন্দ্রমাই মনোময়, অন্নময় ও অমৃতময় বলিয়াই "সুধাকর"।

ইন্দুকলা

স এষ ষোড়শ কলঃ পুরুষো ভগবান্ মনোময়োঽন্নময়োঽমৃতময়ো দেব পিতৃ মনুষ্য ভূতপশু পক্ষি সরীসৃপ বীরুধাং প্রাণাপ্যায়ন শীলত্বাৎ সর্ব্বময় ইতিবর্ণয়ন্তি ॥২২ অঃ—৫স্ক—ভাগবৎ ॥

ষোড়শ কলাবিশিষ্ট চন্দ্ররূপী ভগবান পরম পুরুষ মনোময়, অন্নময় এবং অমৃতময়। অধিকন্তু তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা, গুল্ম এ সকলের প্রাণকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন; ইহাতে ঋষিরা তাঁহাকে সর্ব্বময় বলিয়াও বর্ণন করেন।

ইন্দুকলা,—চন্দ্রের ১৬ ষোড়শ ভাগের ১ এক ভাগ।

ইন্দুকলার নাম যথা,—১শ্রী, ২ যশা, ৩ সুমনসা, ৪ রতি, ৫ প্রাপ্তি, ৬ ধৃতি, ৭ ঋদ্ধি,

৮ সৌম্যা, ৯ মরীচি, ১০ অংশুমালী, ১১ অঙ্গিরা, ১২ শশিনী, ১৩ ছায়া, ১৪ সম্পূর্ণমণ্ডলা, ১৫ তুষ্টি, ১৬ অমৃতা। এই ১৬টীর এক একটীকেই ইন্দুকলা বা চন্দ্রকলা বলে।

কালমাধবীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি পান করেন, দ্বিতীয় কলা পবন ও সূর্য্য, তৃতীয় কলা বিশ্বদেবগণ, চতুর্থ কলা বরুণ, পঞ্চম কলাব বষট্কার, ষষ্ঠকলা ইন্দ্র, সপ্তম কলা স্বর্গীয় ঋষিগণ, অষ্টম কলা বিষ্ণু ও অষ্টবসুগণ, নবম কলা যম, দশম কলা বায়ু, একাদশ কলা রুদ্রগণ ও উমা, দ্বাদশ কলা অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃগণ, ত্রয়োদশ কলা কুবের, চতুর্দ্দশ কলা শিব, পঞ্চদশ কলা ব্রহ্মা, ষোড়শ কলা সর্ব্বদাই জলে প্রবিষ্ট থাকে। এইজন্য অমাবস্যার দিনে চন্দ্র দেখা যায় না। ঐদিন চন্দ্র ওষধিতে পরিণত হয়। অনন্তর ঐ ওষধি গরুতে ভক্ষণ করে, তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃতের উৎপত্তি হয়, সেই দুগ্ধ ও ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞাদি করেন, সেই যজ্ঞের ফল অমৃত উৎপত্তি। ঐ অমৃতে পুনরায় চন্দ্রকলা পূর্ণ হয়।

অমাবস্যাতে ওষধি উৎপাটন নিষেধ, কেন না চন্দ্র ওষধিতে প্রবেশ করেন, এইজন্য অমাবস্যাতে ওষধি উৎপাটন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

চন্দ্রকক্ষা

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
দশ যোজন সাহস্রং প্রথমং তু মরুৎপথম্ ॥ ১ ॥
যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যং হি হংসাঃ সর্ব্ব গুণান্বিতাঃ।
অথ উর্দ্ধং তু গত্বা বৈ মরুৎ পথ মনুত্তমম্ ॥ ২ ॥
দশ যোজন সাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে।
তত্র সন্নিহিতা মেধাস্ত্রিবিধা নিত্যশঃ স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥
আগ্নেয়াঃ পক্ষিণো ব্রাহ্মাস্ত্রিবিধাস্তত্র তে স্থিতাঃ।
অথ গত্বা তৃতীয়ং তু বায়োঃ পন্থা ন মুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
নিত্যং যত্র স্থিতাঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ।
দশৈ বতু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈবচ ॥ ৫ ॥
চতুর্থং বায়ু মার্গং তু শাস্ত্রং গত্বা পরন্তপ।
বসন্তি যত্র নিত্যস্থা ভূতাশ্চ সবিনায়কাঃ ॥ ৬ ॥
অথ গত্বা সবৈ শাস্ত্রং পঞ্চমং বায়ু গোচরম্।
দশৈবতু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈবচ ॥ ৭ ॥
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠানাগাবৈ কুমুদাদয়ঃ।
কুঞ্জরা স্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুঞ্চন্তি শীকরম্ ॥ ৮ ॥

গঙ্গা তোয়েষু ক্রীড়ন্তি পুণ্যাং বর্দ্ধন্তি সর্ব্বশঃ।
ততো রবিকর ভ্রষ্টং বায়ুনা পেশলী কৃতম্ ৷ ৯ ॥
জলং পুণ্যাং প্রপততি হিমং বর্ষতি রাঘব!।
ততো জগাম ষষ্ঠং স বায়ুমার্গং মহাদ্যুতে ॥ ১০ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি দশৈ বতু স রাক্ষসঃ।
যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতি বান্ধব সৎকৃতঃ ॥ ১১ ॥
দশৈবতু সহস্রাণি যৌজনানাং তথোপরি।
সপ্তমে বায়ুমার্গে চ যত্রৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥
অতউর্দ্ধং তু গন্তারৈ সহস্রাণি দশৈবতু।
অষ্টমং বায়ুমার্গং তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৩ ॥
আকাশ গঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্য পথ সংস্থিতা।
বায়ুনা ধার্য্য মানাসা মহাবেগা মহাস্বনা ॥ ১৪ ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি।
অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥ ১৫ ॥
চন্দ্রমা স্তিষ্ঠতে যত্র নক্ষত্র গ্রহ সংবৃতঃ।
শতং শত সহস্রাণি রশ্ময়শ্চন্দ্র মণ্ডলাৎ ॥ ১৬ ॥
প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্ত্র সর্বসত্ব সুখাবহাঃ।
ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দহন্নিব ॥ ১৭ ॥
সতু শীতাগ্নিনা শীঘ্রং প্রদহে দ্রাবণং তদা।
তাসহং স্তস্য সচিবাঃ শীতাগ্নি ভয় পীড়িতাঃ ১৮ ॥
রাবণং জয় শব্দেন প্রহস্তোহথৈন মব্রবীৎ।
রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্ত্তাম ইতোবয়ম্ ॥ ১৯ ॥
চন্দ্র রশ্মি প্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশৎ।
স্বভাব এষ রাজেন্দ্র! শীতাং শোর্দহনাত্মকঃ ॥২০॥ উত্তরাকাণ্ড-রামায়ণ ॥

• অনন্তর মুনিবর প্রস্থান করিলে রাক্ষসাধিপতি দশানন বায়ুমার্গের দশ সহস্র যোজন উর্দ্ধে প্রথম কক্ষায় আরোহণ করিলেন, তথায় সর্ব্বগুণান্বিত হংসেরা নিয়ত অবস্থান করিতেছে। প্রথম কক্ষা অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব আরও দশ সহস্র যোজন উর্দ্ধে দ্বিতীয় কক্ষায় উত্থিত হইলেন; ত্রিবিধ মেঘ এই কক্ষায় স্থাপিত রহিয়াছে; এবং অগ্নিময় ত্রিবিধ রাজপক্ষী এই কক্ষায় অবস্থিতি করে। এই কক্ষা অতিক্রম করিয়া রাবণ তৃতীয় কক্ষায় আরোহণ করিলেন,

মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণ এই কক্ষায় অবস্থিতি করেন। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে চতুর্থ বায়ু মার্গে আরোহণ করিলেন; তথায় ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় নিত্য বাস করেন।

চতুর্থ কক্ষার পর রাবণ দশ সহস্র যোজন পরিমিত পঞ্চম কক্ষায় আরোহণ করিলেন, সরিদ্বরা গঙ্গা এবং শীকরবর্ষী কুমুদাদি কুঞ্জর সকল এই কক্ষায় অবস্থিতি করেন। এই সকল কুঞ্জর গঙ্গা সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে পুণ্য শীকর বর্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত শীকর রবি কিরণ যোগে ভ্রষ্ট ও বায়ু সম্পর্কে তবলী কৃত সুখকর হিম সলিল রূপে অভিবৃষ্ট হয়। কুমুদ প্রভৃতি দক নাগ সকল ঐ প্রবাহে সতত ক্রীড়া করিতেছে এবং পবিত্র জল শুণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। দশানন এই পঞ্চম কক্ষা অতিক্রম করিয়া দশ সহস্র যোজন পরিমিত ষষ্ঠ কক্ষায় উপস্থিত হইল। তথায় বিহঙ্গ রাজ গরুড় জ্ঞাতি বান্ধবে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পরে তথা হইতে দশগ্রীব আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিলেন; উহা সপ্তম বায়ুমার্গ। তথায় সপ্তর্ষিগণ বাস করিয়া আছেন। পরে রাবণ আরও দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া অষ্টম কক্ষায় উপস্থিত হইলেন, উহা অষ্টম বায়ুমার্গ।

আদিত্য পথবর্ত্তিনী ভীম রাবিণী মহাবেগা আকাশ গঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছেন, বায়ু তাঁহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহার পরই চন্দ্র মণ্ডল। উহার পরিমাণ অশীতি সহস্র যোজন। এই কক্ষায় চন্দ্রমা গ্রহ নক্ষত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন এবং গগন বিরাজী তারকা মালার মধ্যে পরম শোভাময় অধীশ্বর রূপে ব্যোম পথে বিচরণ করেন এবং পরম শোভনা স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ রশ্মিতে সকলের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করেন।

সর্ব্বসহ সুখাবহ অসংখ্য অসংখ্য রশ্মি চন্দ্র মণ্ডল হইতে বিনির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রীতিদান ও জগৎ আলোকিত করিতেছে।

রাম! ভগবান চন্দ্রমা রাবণকে দেখিবা মাত্র শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অমাত্যগণ শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া আর অবস্থিতি করিতে পারিল না। ইত্যবসরে প্রহস্ত রাবণকে জয় জয় রবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি। অতএব চলুন আমরা এইস্থান হইতে প্রতিগমন করি।

হে রাজেন্দ্র! চন্দ্রশীতাংশু, কিন্তু উহার প্রকৃতি স্বভাবতই দহনাত্মিক্। চন্দ্র কক্ষার পরিমাণ—৩২৪০০০ যোজন; মণ্ডলের পরিমাণ ৪৮০ যোজন। ব্যাস ১৮০০০ যোজন চন্দ্র মণ্ডল জলময় শুক্লবর্ণ। স্থিতিকাল মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত।

গতি—চন্দ্রের গতি ঘণ্টায় ২৩০০ মাইল। ২৭ দিনে—৭ ঘণ্টা—৪৩ মিনিট—১১ সেকেণ্ডে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বার্ষিক গতি সমাপণ করেন

চন্দ্ররথ।

চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। তাহার বাম ও দক্ষিণ ভাগে কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দশ অশ্ব যুক্ত থাকে। এই চন্দ্র সেই বেগবান ধ্রুবরূপ আধারের আকর্ষণে, নাগ বীথার আশ্রয় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে বিচরণ করেন

সূর্য্যের কিরণ সমূহের হ্রাস বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি, চন্দ্র কিরণেরও সেই প্রকার। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের অশ্বগণ জলগর্ভ সমুদ্ভব এবং একবার যুক্ত হইয়া এক কল্প পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে।

চন্দ্রের অশ্বের নাম—যযু, ত্রিমনা, বৃষ, রাজী, বল, বাম, তুরণ্য, হংস, ব্যোমী ও মৃগ।

৩

তরণি-কিরণ সঙ্গা দেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকর-দিশিচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তিঃ,
তদিতর-দিশিবালা-কুন্তল-শ্যামলশ্রীঃ—
ঘটইব নিজ মূর্ত্তি-চ্ছায়য়ৈ বাত পস্তঃ ॥ গোলাধ্যায় ॥

অমৃতকিরণ বর্ষি চন্দ্রমা স্বয়ং তেজোময় নহে, সূর্য্যের সম্মুখ দিকস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য রশ্মি প্রাপ্ত হইয়াই আলোকিত হইয়া থাকেন। পরন্তু রৌদ্রস্থিত ঘটের অর্দ্ধাংশ (যে অংশ সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে) যেমন সেই ঘটের নিজের ছায়া দ্বারা আবৃত হয়, তদ্রূপ চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের পশ্চাৎ দিকে স্থিত হয়, সেই অংশ বালা স্ত্রীর কেশের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ থাকে।

যে কাল বিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি, আধার স্বরূপা যে মহামায়া যিনি দেহীদিগের দেহ ধারিণী হইয়া সংস্থিতা আছেন এবং যিনি চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগ পরিমিত চন্দ্রের দেহধারিণী অমানাম্নী মহাকলা নামে বিখ্যাত, নিত্যাক্ষয়োদয়ারহিতা তাহার নামও তিথি অর্থাৎ অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশীকলার নাম তিথি।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, চন্দ্রমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ নিয়তই সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রকাশিত থাকে ও অপরদিক তিমিরাবৃত থাকে, এজন্য চন্দ্রমণ্ডলের একদিক ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান ও অপর দিকে নিয়ত তিমিরাবৃত থাকে। যখন সেই সমস্ত প্রকাশিত ভাগ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাহাকে পূর্ণচন্দ্র নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং সেই দৃশ্য অংশের ন্যূনাধিক্যানুসারে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি উক্ত করা যায়। অমাবস্যার পর যখন শুক্ল দ্বিতীয়ার চন্দ্র পশ্চিম দিকে উদয় হয়, তখন চন্দ্রের দীপ্তিমান রেখা চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদনন্তর, প্রতিদিন চন্দ্রের পশ্চিমাংশ ক্রমশঃ এক কলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ হয়, তৎপরে যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন

চন্দ্রমণ্ডলের এক এক কলা পশ্চিমাংশ হইতে প্রতিদিন হ্রাস হইতে থাকে; পূর্ণচন্দ্র এইরূপে হীন কলেবর হইয়া অমাবস্যার সময়ে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে দিন দিন তিথির যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে ততই দূরগামী হইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে অপসরণ করে এইরূপে চন্দ্রমণ্ডল যত পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয়, ততই উহার দীপ্তিমান অংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ পায়। চন্দ্র পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে যত পূর্ব্বদিকে গমন করে, ততই চন্দ্রমণ্ডলের পূর্ব্ব ভাগের প্রদীপ্ত অংশ ক্রমশঃ পৃথিবীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। এই নিমিত্ত শুক্লপক্ষে চন্দ্রমণ্ডল পশ্চিম দিকে দিন দিন পৃথিবীর সম্বন্ধে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে।

এইরূপে তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা।

তিথিতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ।

কৃষ্ণপক্ষে উষ্ণতা ও শুক্লপক্ষে শৈত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধিও উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত শৈত্যের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। শীতোষ্ণতার এই হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় বিনা অত্যাচারেও স্বভাবতঃই কিছু অধিক পরিমাণ কফ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। নাড়ীতে এই প্রকার কফসঞ্চারনিবন্ধন পাচিকা শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং শরীরে কফোৎপত্তি লক্ষণ ও আংশিক প্রকাশিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন তিথির সহিত মনুষ্য শরীর সম্বন্ধ বদ্ধ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কোন তিথিতে কোন ধাতু হয় ত অতিশয় উষ্ণ হয়, কোন ধাতু অতিশয় স্নিগ্ধ হয়, কেহ বা অতিশয় উগ্র, কেহ ঈষদুষ্ণ, কেহ বা অতিশয় চঞ্চল এবং কেহ ঈষৎ চঞ্চলভাব ধারণ করে। ভিন্ন ঋতুতে ও মানব শরীরে এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা ঋতু তিথি ব্যতিক্রমেই সংঘটিত হয় ইহা দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, যে তিথিতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, সেই তিথিতে শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া তদ্‌বিপরীত দ্রব্যই ব্যবহার করিবে, তাহা হইলেই ধাতু সাম্য হইবে। বিপরীত হইলেই ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। এই সব কারণেই অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে লঘু আহারের ব্যবস্থা। রবি ও চন্দ্রের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ বশতঃ এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের ও নিখিল জীবগণের প্রলয়োদ্ভব-ক্রিয়া প্রতিনিয়তই সাধিত হইতেছে। চন্দ্রের সম্বন্ধবশতঃ দ্রব্য বিশেষের ইষ্টানিষ্ট গুণোৎপত্তি হইয়া থাকে। ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ অদ্ভুত বিজ্ঞান বুদ্ধিবলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, মনুষ্যগণের মঙ্গলার্থেই ঐ সমস্ত বিধি নিষেধ ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বাহ্য বিজ্ঞান এখনও তেমন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে আমাদের ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণের যুগযুগান্তরের জ্ঞান-যোগসিদ্ধ গবেষণালব্ধ সত্যের মূলদেশ স্পর্শ করিতে পারে।

তিথিতত্ত্বে নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবস্থা।

তিথির নাম—	ধাতু বিপর্য্যয়—	নিষিদ্ধ দ্রব্য।
(১) প্রতিপদ—	শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণ রসাশ্রিত হয়, এই জন্য—	কুষ্মাণ্ড বা কুমড়া নিষিদ্ধ
(২) দ্বিতীয়া—	পৈত্তিক ধাতু অতীব উষ্ণ হয় এবং বায়ুও রুক্ষ হয় —	বৃহতী
(৩) তৃতীয়া—	শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু ক্রূর ভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রূরতায় ধমনীতে অতিশয় শারীরিক রক্ত স্রোত প্রবাহিত হয়।	—পটল।
(৪) চতুর্থী—	শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উভয় ধাতুই রুক্ষ হয়, সেই সঙ্গে বায়ুও ক্রূরভাব ধারণ করে। এতদুভয় ধাতুর রুক্ষতায় এবং বায়ুর ক্রূরতায় মলাধারস্থ মল যথাযথরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না, তাই বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়। ধাতুত্রয়ের উক্ত বিকার নিবন্ধন কোষ্ঠ সমুচিত পরিষ্কার না হওয়ায়, মলাধারে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় এবং উদ্বেগও অসুখোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে।	—মূলা।
(৫) পঞ্চমী—	পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হয়।—	বেল।
(৬) ষষ্ঠী—	শৈত্যের ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।—	নিম
(৭) সপ্তমী—	রক্ত এবং পিত্ত উভয়ই তরল হয়—	তাল।
(৮) অষ্টমী—	পাকস্থলী দুর্ব্বল হয়, সুতরাং অগ্নিমান্দ্য হয়।—	নারিকেল।
(৯) নবমী—	শ্লেষ্মা উষ্ণ হয় ও সেই সঙ্গে বায়ুও কুপিত হয়।—	লাউ।
(১০) দশমী—	অম্লের সহিত ক্রূর পিত্তও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।—	কলমী শাক।
(১১) একাদশী—	শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরোৎপাদক রসের সঞ্চারে নাড়ী ভারাক্রান্ত হয়-	সিম।
(১২) দ্বাদশী—	রক্ত এবং ক্রূরশ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বায়ু ক্রূরভাব ধারণ করে—	পুঁইশাক।
(১৩) ত্রয়োদশী—	বায়ু মন্দগামী এবং রক্ত অত্যন্ত গাঢ় হয়। বায়ু মন্দগামী হইবার জন্য সেই গাঢ় শোণিত যথোপযুক্তরূপে মানব শরীরে চালিত হইতে পারে না, স্থানে স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে, সেইজন্য দূষিতভাব ধারণ করে	—বেগুন।
(১৪) চতুর্দ্দশী—	অপান বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় 'আনাহ' (কোষ্ঠবদ্ধ ও মূত্ররোধ রোগ) এবং উদরও স্তম্ভিত হইবার সম্ভাবনা।	মাসকলাই
(১৫) অমাবস্যা ও পূর্ণিমা	চন্দ্রের ষোড়শ কলায় ক্রিয়াকাল পূর্ণতা লাভ করায়, শৈত্যের পর উষ্ণতা এবং উষ্ণতার পর শৈত্যের সঞ্চার হয়।	—মাংস

স্ত্রীলোকের ঋতুর কারণ।

কুজেন্দু হেতুঃ প্রতিমাস মার্ত্তবং
গতেতু পীড়র্ক্ষ মনুষ্ণ দীধিতৌ,
অতোঽন্যথাস্থে শুভপুংগ্রহে
নরেণ সংযোগ মুপৈতি কামিনী ॥

স্ত্রীগণের প্রতি মাসে যে ঋতু হয়, চন্দ্র ও মঙ্গল উভয় গ্রহই তাহার কারণ হইয়া থাকেন। চন্দ্র জল ও মঙ্গল অগ্নি, এই উভয়ের মিশ্রণে স্ত্রীগণের শরীরে পিত্তের উৎপত্তি হয়; ঐ পিত্ত যে রক্তকে সঞ্চালিত করিয়া নিঃসারিত করে তাহাই ঋতু বলিয়া কথিত হয়। চন্দ্র যদি মঙ্গল গ্রহ কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হয়েন, তবেই তৎকালে স্ত্রীগণ গর্ভ গ্রহণের যোগ্য ঋতু মত হইয়া থাকে; এতদ্ বিপরীতে হয় না। এইজন্যই সকল ঋতুতে পুং সংযোগ হইলেও স্ত্রীগণের গর্ভ সঞ্চার হয় না।

(বন্ধ্যা, বৃদ্ধা, রোগিণী ও অল্প বয়স্কা স্ত্রীগণের সম্বন্ধে উক্ত যোগবিচার্য্য নহে)

স্ত্রীগণের ষোড়শ দিন ঋতুকাল কেন?

স্ত্রীলেকের ষোড়শ দিন ঋতু কেন হয়? চন্দ্রের গতি অতি দ্রুত এইজন্য প্রথম তিন চারি দিনই চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টির তেজ অধিক থাকে, এবং তজ্জন্য প্রথম তিন চারি দিনই রজঃস্রাব অধিক হয়, ক্রমশঃ দৃষ্টির তেজ হ্রাস হওয়ায় রজস্রাবও হ্রাস হইতে থাকে এবং ষোড়শ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ ষোড়শ দিনে চন্দ্রমঙ্গলের এক রাশিতে সহাবস্থান হইয়া থাকে, তখন চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি কিছুই থাকে না। কদাচ চারি পাঁচ দিন পরেও স্ত্রীগণের রজঃস্রাব অধিক হয়, ইহার কারণ এই, মঙ্গল তখন শীঘ্রগতি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের প্রতি সমান দৃষ্টিতে তেজঃ বর্ষণ করে।

চন্দ্র ও ধ্রুব সংযম।

চন্দ্রে তারা ব্যূহ জ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥
ধ্রুবে তদ্গতি জ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥ বিভূতি পাদ ॥

চন্দ্রে চিত্ত সংযম করিলে তারকামণ্ডলের তত্ত্ব প্রতিভাত হয়। ধ্রুব তারায় সংযমী হইলে তারাগণের গতি জানা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূর্য্য গ্রহণয় নক্ষত্র।

আধুনিক মতে সূর্য্য গ্রহণয়, নক্ষত্র, আমাদের কথায় আছে—

'দশচক্রে ভগবান ভূত', এও দেখি দশ ভূতের চক্রে ভগবান সৌরীগ্রহ নক্ষত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। যিনি সৌর জগতের সম্রাট, কত নক্ষত্ররূপী মহারাজাদি যাহার অধীন, তিনি কি না নক্ষত্র; এই পাগল বুদ্ধি নির্ণয় করে সূর্য্য সৌরমণ্ডল, জোনাকী করে সূর্য্য প্রকাশ। এ বুদ্ধির আশ্চর্য্যতা আছে, কেননা এই সসীম মানব বুদ্ধি কোন দিন সূর্য্যকে জোনাকী বলিবে, সেই দিন আগত প্রায়। ফলতঃ সূর্য্যের অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বড় অনেক নক্ষত্র আছে।

যে সমস্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্র হইতে মিট্ মিট্ করিয়া আলো আইসে ও অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, সেই সমস্ত নক্ষত্রগণ অতি দূরস্থ এবং তাঁহারা এক একটী সূর্য্য।

নক্ষত্র সকল নিকটবর্ত্তী দেখা যায় বটে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, উহারা এত দূরে অবস্থিত যে, কোন ক্রমেই উহাদের দূরত্ব পরিমাণ করা যায় না, কোন নক্ষত্রই দ্বাবিংশতি নিখর্ব্ব যোজনের কম দূরে স্থিত নহে। ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সহিত গ্রহগণের তুলনা করিলে, গ্রহগণ একটী রেণুর মত ও বলিয়া বোধ হইবেক না।

ধ্রুব নক্ষত্র—২০১০০০০০০০০০০০যোজন এবং সপ্তর্ষির অন্তর্গত দ্বিতীয়টী ১৬৮৫০০০০০০০০০০০ যোজন দূরে অবস্থিত নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র সকল যখন এত দূরবর্ত্তী, তখন হরিতালীর অন্তর্গত নক্ষত্র সকল যে কতদূরে অবস্থিত, তাহা কে পরিমাণ করিবে? অভিজিৎ নামক নক্ষত্রয়ের প্রধানটী ১৪৩০০০০০০০০০০০০ দূরে স্থিত।

যে আলোক প্রতিপলে ২০২৭৫২০ ক্রোশ চলে, সেই আলোক অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে প্রায় ২১ বৎসর লাগে এমত কত নক্ষত্র আছে, যাহার আলোক পৃথিবীতে আসিতে ১০ লক্ষ বৎসর অতীত হয় সে সকল নক্ষত্র কোথায়?

নভোমণ্ডলে যে সকল যুগল নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী দেখায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের অন্তর ১১০০০০০০০০০০০ যোজনেরও অধিক। নক্ষত্র সকলের সংখ্যা করিতে মানবের সেরূপ শক্তি নাই, অবয়বাদির পরিমাণ করিতে ও তাহাদের সেইরূপ ক্ষমতা নাই, এক একটী নক্ষত্র এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্যস্বরূপ। অনেক নক্ষত্র সূর্য্যাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃহৎ; সুতরাং ভগবান ভাস্কর নক্ষত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। প্রত্যেক নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহাদি সংযুক্ত এক একটী জগতের কেন্দ্র। ব্রহ্মাণ্ডে যত নক্ষত্র বিদ্যমান আছে, জগৎ সংখ্যা সুতরাং তত হইতেছে।

সূর্য্য যে জগতের কেন্দ্র তাহাকে সৌরজগৎ এবং নক্ষত্র যে জগতের কেন্দ্র তাহাকে নক্ষত্র জগৎ কহে।

সূর্য্যের কিরণ উত্তপ্ত নয়।

সূর্য্যাচন্দ্র মসোর্দিব্যে মণ্ডলে ভাস্করে খগে।
জ্বলত্তেজোময়ে শুক্রে বৃত্ত কুম্ভ নিভে শুভে।। ৫৬।।
ঘন তোয়াত্মকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।
ঘন তেজোময়ং শুক্লং মণ্ডলং ভাস্করস্যতু।। ৫৭।।
বিশন্তি সর্ব্ব দেবাস্তু স্থানাণ্যেতানি সর্ব্বশঃ।
মন্বন্ত রেষু সর্ব্বেষু ঋক্ষ সূর্য্য গ্রহাশ্রয়াঃ।। ৫৮।। ৫৭।। অঃ অনু-ব্রহ্মাণ্ড।।

সূর্য্যমণ্ডল ঘন উজ্জ্বল তেজোময়, শুক্র গোলাকার কুম্ভসদৃশ, তাহাতে ঘন তোয়াত্মক চন্দ্রমণ্ডল সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাতে সকল দেবগণ প্রবেশ করেন; মন্বন্তরে ঋক্ষ গ্রহাদিও সেই স্থানে অবস্থান করেন।

সূর্য্যমণ্ডলকে যাদৃশ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত মনে করা যায়, প্রকৃত তাহা নহে। আমরা উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে যতই আরোহণ করিতে থাকি, ততই অধিক শীতল বোধ হইতে থাকে, এবং সূর্য্য কিরণের উষ্ণতাও তদনুসারে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবীতে সূর্য্যরশ্মি যাদৃশ উষ্ণ বোধ হইয়া থাকে, পৃথিবীর উর্দ্ধে তদ্রূপ উষ্ণ বোধ হয় না। যদি উষ্ণতা সূর্য্যরশ্মির স্বাভাবিক গুণ হইত, তাহা হইলে পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীর যত উর্দ্ধে যাওয়া যাইত, ততই অধিক উষ্ণ বোধ হইত, কারণ ভূপৃষ্ঠ হইতে পর্ব্বতের উপরিভাগ সূর্য্যের অতি নিকট, তাহা যখন হয় না, তখনই বোধ হইতেছে সূর্য্যরশ্মি উত্তপ্ত নয়। বস্তুতঃ এই সমস্ত কারণবশতঃ ইহাই সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় যে, পৃথিবীতে বা পৃথিবীর সন্নিকটে এমন কোন পদার্থ আছে যে, তাহার সহিত সংযোগ হইলে সূর্য্যরশ্মির উষ্ণতা উদ্ভব হইয়া থাকে।

ঐ পদার্থ কি? তাহা 'প্রবহ বায়ু'। এই প্রাবহ বায়ু আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সূর্য্যরশ্মি প্রাবহ বায়ুর সহিত মিলিত হইলে উষ্ণতার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং প্রবহনের গাঢ়তা ও বিরলতানুসারে উষ্ণতার আধিক্য ও ন্যূনতা ঘটে। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী প্রবহন বায়ু বিলক্ষণ গাঢ়, এজন্য পৃথিবীর নিকট সূর্য্যরশ্মি বিলক্ষণ উষ্ণ বোধ হয়; আর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে যত উর্দ্ধে যাও, প্রবহন বায়ু অপেক্ষাকৃত বিরল; এজন্য তত্তৎ স্থলে সূর্য্যরশ্মি অপেক্ষাকৃত অল্প উষ্ণ বোধ হয়।

উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে সূর্য্যরশ্মি আলোকময় বটে, কিন্তু উষ্ণগুণবিশিষ্ট নহে। সূর্য্য হইতে কিরণ নির্গত হয় বটে, কিন্তু উত্তাপ নির্গত হয় না। প্রবহ বায়ুর জন্যই সূর্য্যকিরণ উত্তপ্ত হয়, উহা দ্বারাই সূর্য্যমণ্ডল তেজোময় লক্ষিত হয়, ঐ পদার্থই প্রভাকরের কিরণের কারণ এবং উহাই আলোকের নিদানভূত।

কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীতে সূর্য্যের যেরূপ তেজঃ অনুভূত হয়, সূর্য্যলোকে সেরূপ নহে; তথায় তাহা সহজে সহনীয়। সূর্য্যের নিজস্ব রূপ "তপ্ততাম্রবর্ণ"। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—হনুমান সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত সূর্য্যের নিকট ব্যাকরণ ও বেদপাঠ করিতেন. সুতরাং সূর্য্যকিরণ আমরা যত উষ্ণ মনে করি তত নয়। এই সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবির একটি সুন্দর বর্ণনা আছে, তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

যশোদা গোপালকে গোপালনে পাঠাইতেছেন এবং সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন

যশোমতী স্তব।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিসত্যং জনার্দ্দনং
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং ॥
অচ্যুত কেশব বিষ্ণু হরিসত্য আর।
জনার্দ্দন হংস নারায়ণ নাম সার ॥
এই অষ্ট নাম সুখে মুখে উচ্চারিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট অঙ্গে স্পর্শন করিয়া ॥
রক্ষা বান্ধি করি পরে করে আর কাজ।
দীপশিখা আনিবারে যায় গৃহমাঝ ॥
নির্ব্বাণ দীপের শিখা আনিয়া সত্বরে।
কৃষ্ণের কপালে দিয়া কাচ বন্ধি করে ॥
কাচবন্ধি শুভবন্ধি মনোমন্ত্র পুরে।
ডানি ভূত প্রেতিনীর ভয় যাবে দূরে ॥
অনন্তর কৃষ্ণ রাম করাঙ্গুলী ধরি।
ছাড়িয়া দিলেন রাণী দন্তাঘাত করি ॥
তাহার কারণ কথা করহ শ্রবণ।
যে ভাবেতে দন্তঘাত করেন তখন ॥
মায়ে দন্তাঘাত করে শরীরেতে যার।
অন্যে দন্ত বসাইতে অঙ্গে নারে তার ॥
এইরূপে নানাবিধ রক্ষণ বাঁধিয়া।
কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করে কৃষ্ণেরে স্মরিয়া ॥
নাহি জানে নন্দরাণী কৃষ্ণ কোন জন।
আপন সন্তান বোধে বান্ধয়ে রক্ষণ ॥

বৃদ্ধা বৃদ্ধা গোয়ালিনী তথা বস্ত ছিল।
সবাকার পদধূলি কৃষ্ণ মাথে দিল॥
বিনয় বচনে রাণী সকলেরে কয়।
গোঠে যায় রাম কানু ভাল যেন রয়॥
সবে মিলি রাম কৃষ্ণে কর আশীর্বাদ।
কোন স্থলে কভু যেন না ঘটে বিষাদ॥
আশীর্ব্বাদ করে গোপী পদধূলি দিয়া।
স্বর্গে থাকি সুরগণ উঠে শীহরিয়া॥
সবে বলে ধন্য ধন্য কিবা পুণ্যোদয়।
গোপী পদ ধূলি কৃষ্ণ মস্তকেতে লয়॥
এইরূপে দেবগণ বলয়ে সকলে।
এখানে শুনহ পুনঃ রাণী যাহা বলে॥
ক্ষৌণীং জীর্জ্জতি শুষ্যতি ক্ষিতি রুহং শুষ্যতি নিরাশ
এষাষমলিনী দিবাকর করদান মাবিন্দতি॥
উর্দ্ধে চাহি নন্দরাণী দৃষ্ট করি ভানু।
বলে দেব রক্ষা কর বনে যায় কানু॥
তুমি সর্ব্ব মূলাধার দেব দিনপতি।
তোমার মণ্ডলে যত দেবের বসতি॥
দেবের দেবতা তুমি মহা প্রভাকর।
তোমার প্রতাপে দীপ্ত হয় চরাচর॥
কিন্তু প্রভু তব কর প্রখর প্রচণ্ড।
উত্তাপেতে ত্রিভুবন করে লণ্ড ভণ্ড॥
তব প্রতি প্রীতি যার আছে দিনমণি।
তারে উত্তাপিত কভু না কর আপনি
তোমার তাপের এই গুণটী প্রবল।
কারে কর সন্তাপিত কারে বা শীতল॥
প্রখর প্রবর করে পৃথিবী পাঠায়।
সুন্দর সরস তরু সন্তাপে শুখায়॥

শোষণ করয়ে যত জলাশয় জল।
কিন্তু নলিনীরে করে আনন্দ প্রবল ॥
শীতল তাহার অঙ্গ অবশ্যই হয়।
নহে কেন প্রফুল্লিত হবে মহাশয় ॥
ইথে বুঝি তব তাপ শীত উষ্ণ আছে।
কারে করে সন্তাপিত স্নিগ্ধ কারো কাছে ॥
অতএব নিবেদন করি তব পায়।
নাদিও প্রখর তাপ গোপালের গায় ॥
এই ভিক্ষা কৃপা করি দেহ দিনমণি।
সতত শীতল রাখ মোর নীলমণি ॥
অনন্তর কহে রাণী মেঘে আবাহিয়া।
ওহে জলধর তুমি রেখ ছায়া দিয়া ॥
পর উপকার রস তোমাতে যেমন।
ত্রিভুবনে কোন জন না দেখি এমন ॥
সূর্য্য তাপ সহ্য করি আপন শরীরে।
ছায়া দিয়া সুশীতল কর পৃথিবীরে ॥
অধিকন্তু নিজগুণে করি বরিষণ।
জল দানে জগতের জুড়াও জীবন ॥
তোমার চরণে করি কোটী নমস্কার।
গোঠে রেখ ছায়া-দিয়া গোপালে আমার ॥

গ্রীষ্মকালে সূর্য্য কিরণ উত্তপ্ত বোধ হয় কেন ?

প্রজ্বলিত দীপ শিখার উপরিভাগে হস্তার্পণ করিলে অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয়, কিন্তু যদি দীপ শিখার পার্শ্বভাগে হস্ত লইয়া যাওয়া যায়, তাহাতে তত উত্তপ্ত বোধ হয় না। এই অনুভব দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, তেজোময় ও আলোকময় পদার্থের পরমাণু সকল যে দিকে লম্বভাবে পতিত হয়, কেবল সেই দিকেই তাহার প্রাচুর্ভাব অধিক হয়, পার্শ্বদিকে তিরশ্চীনভাবে পতিত হওয়াতে তাহার অনেক লাঘব হইয়া থাকে। এই কারণ হইতেই অনুমান করা যায় যে, সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কালে ও অরুণোদয় সময়ে সূর্য্যকিরণ তিরশ্চীনভাবে পতিত হওয়াতে তাহা তত উত্তপ্ত বোধ হয় না; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হওয়াতেই অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয়, গ্রীষ্মকালে সূর্য্যরশ্মির উত্তপ্ততা দুই কারণে ঘটিয়া থাকে, প্রথম

সূর্য্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় ; দ্বিতীয় গগনমণ্ডলে সূর্য্যদেব অধিককাল স্থিতি করেন। পরন্তু যে সময়ে এই দুই অবস্থার বৈপরীত্য হয়, তখন হেমন্তকালের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে দ্বিতীয় প্রহরের সময় সূর্য্যকে ঠিক মস্তকোপরি দেখিতে পাওয়া যায় ; এই কারণে সূর্য্যকিরণ প্রখর বোধ হয় ; কিন্তু পৌষ ও মাঘ মাসে সূর্য্যকে দক্ষিণাংশে হেলান বোধ হয় ; সুতরাং এই সময়ে সূর্য্য কিরণ তীক্ষ্ণ বোধ হয় না। এবম্প্রকারে সূর্য্যগতির পরিবর্ত্তনই ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ হয়। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বসন্ত ও শরৎকালের প্রকাশ হয়। এই দুই সময়ে সূর্য্য ঠিক আমাদিগের মস্তকোপরি অথবা নিতান্ত দক্ষিণাংশে গমন করে না। এজন্য তখন অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্ম বোধ হয় না। এই দুই কাল সর্ব্বপ্রকারেই রমণীয়। পৃথিবীর গতি বৈষম্যই, সূর্য্যরশ্মির তিরশ্চীন ও লম্বভাবে পতিতের কারণ। এবং এই জন্যই ঋতু সকলের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ও প্রত্যাগমন হইয়া থাকে।

সূর্য্যতাপ শক্তি কোথায় পায় ?

যে শক্তি প্রভাবে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত এ অসীম জগৎকে কিরণরাজি দ্বারা সূর্য্যদেব উদ্ভাষিত করিতেছেন, সেই প্রভাশক্তি তিনি কোথা হইতে পান ? যাঁহার প্রভায় জগৎ প্রভাবান্বিত, সেই প্রভা সূর্য্যদেব কোথা হইতে প্রাপ্ত হইতেছেন ? গীতা বলিয়াছেন,— "প্রভাস্মিশশি সূর্য্যয়োঃ"।

হে শশধর রজনীকালে নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া স্বকীয় সুশীতল প্রভায় বসুন্ধরা মধুরালোককীর্ণ ও সুস্নিগ্ধ করিয়া থাকেন, এবং যে দিবাকর প্রতিদিন আকাশ প্রদেশ হইতে প্রচণ্ড প্রভায় দিঙমণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, আমাকেই তাহাদিগের প্রভা বলিয়া জানিবে।

"জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতি" ব্রহ্মজ্যোতিঃ সূর্য্যাদিরও প্রকাশক অর্থাৎ বিষ্ণুজ্যোতি আদিত্যাদি জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ পদার্থেরও জ্যোতিস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার জ্যোতিতে আদিত্যাদি অবভাষিত ও জ্যোতিষ্মান। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি"

ইহার ভাবার্থ,—যাঁহার তেজ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া সূর্য্য তাপ দান করেন, তাঁহার জ্যোতি সমস্ত বিশ্বকে উজ্জ্বল করিতেছে।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নি।
তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ কঠ॥

তথায় সূর্য্য আলোক দানে সমর্থ হয় না, চন্দ্র তারকাও আলোক দানে অক্ষম, বিদ্যুৎ সমূহও আলোকোৎপাদন করে না, অগ্নিও না, তাঁহারই আলোকে সূর্য্য আলোকিত এবং তাঁহারই প্রভায় প্রভাবশালী।

যদাদিত্য গতং তেজোজগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজোবিদ্ধি মামকম্॥

আদিত্যাদি বাহ্যজগতে আলোক বিকীরণ করিয়া থাকে, কিন্তু পরব্রহ্ম সর্ব্বলোকের আলোক তাঁহার আলোকেই সূর্য্যদেব পুষ্ট হন।

বিষ্ণুঋক যজুঃ, সাম লক্ষণাত্রয়ীরূপা যে সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা শক্তি আছে, সূর্য্যই সেই শক্তি স্বরূপ, এই সূর্য্যই তাপ প্রদান করেন ও উপাসিত হইয়া জগতের পাপ বিনষ্ট করেন। এই শক্তিই বিষ্ণু; তিনি জগতের স্থিতি ও পালনের জন্য ঋগ, যজুঃ ও সামরূপে সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। মাসে মাসে যিনি সূর্য্য হন, তাঁহাতেই সেই ত্রয়ীময়ী পরমা বিষ্ণুশক্তি অবস্থিতি করেন। ঋক সকল পূর্ব্বাহ্নে তাপ প্রদান করেন; বৃহদ্রথ স্তরাদি যজুঃ সকল মধ্যাহ্নে ও সাম সকল সায়াহ্নে তাপ প্রদান করেন। বিষ্ণুঋক যজুঃ সাম স্বরূপা ত্রয়ী মূর্ত্তিই সূর্য্যরূপে অবস্থিতা। সেই অচিন্তনীয়া প্রভাবা বিষ্ণু শক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই বৈষ্ণবী শক্তি কেবল যে সূর্য্য মাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী তাহা নহে, কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিন জনেই সেই ত্রয়ীময়ী শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত, সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মাঋগময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু যজুর্ম্ময় রুদ্র জগতের অন্তের জন্য, বেদান্তর পাঠে প্রতিবন্ধস্বরূপ অশুচিময় সামস্বরূপ অবস্থিত। সেই ত্রয়ীময়ী সাত্বিক বিষ্ণুশক্তি, সপ্তগণে অধিষ্ঠিত হইয়া সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই বিষ্ণু শক্তির অধিষ্ঠানেই সূর্য্য অতিশয় প্রকাশ পান, ও সমস্ত জগতের অখিল অন্ধকার বিনাশ করেন। শক্তিরূপধারী বিষ্ণু উদিত হন না বা অস্তগমনও করেন না, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর আর সপ্তগণই যথাসময়ে উদয় ও অস্তগমন করেন। সেই বিষ্ণুশক্তির প্রভাবে সূর্য্য অহোরাত্রের কারণরূপে, পিতৃ, দেব ও মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসাধন করতঃ পরিবর্ত্তন করিতেছেন। যে মাসে সূর্য্যরথে যেরূপ মুণি ঋষি রাক্ষসাদির অধিষ্ঠান, সূর্য্য সেই সেই মাসে, সেই সেই তেজে যুক্ত হইয়া তদ্রূপ তাপ প্রদান করেন, বর্ষণ করেন, দীপ্তি করেন, বাত সঞ্চালিত এবং বাত সৃজন করেন। ইহারা ভূতবর্গের অশুভ ও দুষ্ট মানবের শুভ নাশ করেন এবং ভূত বর্গকে বিনাশজনক কার্য্য হইতে রক্ষা করেন।

এই মহান শক্তি হইতে কোন মাসে, কিরূপ তাপ, বর্ষণ, বিদ্যুৎনাদ, ঝড়াদি পৃথিবীতে নানা নৈসর্গীক পরিবর্ত্তনের শক্তি সঞ্চারিত হয়; তাহা সূর্য্যব্যুহে দ্রষ্টব্য।

সূর্য্য-ব্যুহ।

কতমআদিত্যা ইতি দ্বাদশবৈ মাসাঃ সংবৎ সরস্যৈত
আদিত্যা, এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি, তে যদিদং
সর্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ৫ ॥ ৯ ব্রাহ্মণ—৩ অঃ—আরণ্যঃ

আদিত্য কে? এবং তাহার নাম ও রূপ কিরূপ? বৎসরের অবয়ব যে দ্বাদশ মাস তাহাই আদিত্য; যেহেতু এই দ্বাদশ মাসই প্রাণীগণের আয়ু ও কর্ম্ম ফল সকল প্রতি নিয়ত আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিতেছে; সেই হেতু ইহার নাম আদিত্য।

অনাদ্য বিদ্যয়া বিষ্ণোরাত্মনঃ সর্ব্বদেহিনাং।
নির্গতোলোক তন্ত্রোঽয়ং লোকেষু পরিবর্ত্ততে॥ ২৬॥
এক এবহিঁ লোকানাং সূর্য্য আত্মাদি কৃদ্ধরিঃ।
সর্ব্ববেদ ক্রিয়ামূল মৃষিভির্বহুধোদিতঃ॥ ২৭॥
কালোদেশঃ ক্রিয়া কর্ত্তাকরণং কার্য্যমাগমঃ।
দ্রব্যং ফলমিতি ব্রহ্মন্নবধোক্তোঽ জয়া হরিঃ॥ ২৮॥
মধ্বাদিষু দ্বাদশসু ভগবান্ কালরূপধৃক্।
লোক তন্ত্রায়চরতি পৃথগ্দ্বাদশভির্গণৈঃ॥ ২৯॥ ১১ অ১২স্ক ভাগবৎ॥

সর্ব্বদেহীর আত্মাস্বরূপ বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন লোক যাত্রা প্রবর্ত্তক এই সূর্য্য ইহ লোকেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জগদাত্মা আদিকর্ত্তা নারায়ণ সূর্য্য একমাত্র হইয়াও লোকদিগের সমুদায় বেদোক্ত ক্রিয়ার মূলরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপাধি বশত বহুরূপে কীর্ত্তিত হয়েন। সেই নারায়ণ সূর্য্য মায়া দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য মন্ত্র, দ্রব্য ও ফল রূপে কীর্ত্তিত হয়েন। কালরূপধারী ভগবান্ আদিত্যলোক যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত, চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশগণের সহিত বিচরণ করেন।

প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে, আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা, এক শত অশীতি মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এই সূর্য্য রথে বৈশাখ মাসে ;—

(১) বৈশাখ বা মাধব মাসে অর্য্যমা নামক সূর্য্য, পুলহ ঋষি, ওজ নামক যক্ষ, প্রেহেতি রাক্ষস, পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরা, নারদগন্ধর্ব্ব, কচ্ছ নীরনাগ, ইঁহারা বৈশাখ মাসে বিচরণ করেন।

(২) জ্যৈষ্ঠ বা শুক্র মাস—মিত্র নামক সূর্য্য, অত্রি ঋষি, পৌরুষেয় রাক্ষস, তক্ষক-নাগ, মেনকা নামক অপ্সরা, হা হা নামে গন্ধর্ব্ব ও রথস্বন যক্ষ, ইহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে বিচরণ করেন।

(৩) আষাঢ় বা শুচি মাস—বরুণ নামে সূর্য্য, বশিষ্ঠ ঋষি, রম্ভানাম্নী অপ্সরা, সহজন্য রাক্ষস, হুহু নামে গন্ধর্ব্ব, শুক্র নামে নাগ ও চিত্রস্বন যক্ষ, এই সপ্তগণ আষাঢ় মাসে বিচরণ করেন।

(৪) শ্রাবণ বা নভমাস ইন্দ্র নামা সূর্য্য, অঙ্গিরা ঋষি, প্রম্লোচা অপ্সরা, বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব, শ্রোতা নামে যক্ষ, এলাপত্র নাগ, চর্য্য নামে রাক্ষস ; এই সপ্তগণ শ্রাবণ মাসে বিচরণ করেন।

(৫) ভাদ্র বা নভস্য মাস—বিবস্বান্ নামে সূর্য্য ভৃগু ঋষি, উগ্রসেন গন্ধর্ব্ব, ব্যাঘ্র নামা রাক্ষস, আসারণ যক্ষ, অনুম্লোচা অপ্সরা ও সঙ্খপাল নাগ, এই সপ্তগণ ভাদ্র মাসে বিচরণ করে।

(৬) আশ্বিন বা ইষ মাস—ত্বষ্টা নামক সূর্য্য, জমদগ্নি ঋষি, কম্বলাশ্ব নাগ, ব্রহ্মাপেত্র রাক্ষসগণ শতজিৎ যক্ষ, ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্ব্ব ও ঘৃতাচী অপ্সরা, এই সপ্ত আশ্বিন মাসে বিচরণ করে।

(৭) কার্ত্তিক বা উর্জ্জ মাস—বিষ্ণু নামে আদিত্য, বিশ্বামিত্র ঋষি, অশ্বতর নাগ, বিশ্বাচী অপ্সরা, সূর্য্য বর্চ্চ গন্ধর্ব্ব, সত্যজিৎ যক্ষ মখাপেত রাক্ষস; ইঁহারা কার্ত্তিক মাসে বিচরণ করে।

(৮) অগ্রহায়ণ বা সহমাস—অংশুনামা সূর্য্য, কশ্যপ ঋষি, তার্ক্ষ্য যক্ষ, চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব, উর্ব্বশী অপ্সরা, বিদ্যুচ্ছত্রু রাক্ষস ও মহাশঙ্খ নাগ ইহারা অগ্রহায়ণ মাসে বিচরণ করে।

(৯) পৌষ বা সহস্য মাস—ভগনামা সূর্য্য, ক্রতু ঋষি; স্ফূর্জ নামক রাক্ষস, অরিষ্টনেমি গন্ধর্ব্ব, পূর্ব্ব চিত্তি অপ্সরা, উর্ণ নামে যক্ষ, কর্কোটক নাগ, এই সপ্ত পৌষ মাসে বিচরণ করে।

(১০) মাঘ বা তপ মাস—পূষানামে সূর্য্য, গৌতমঋষি, ধনঞ্জয় নাগ, বাতনামা রাক্ষস, সুরুচি যক্ষ, সুষেণ গন্ধর্ব্ব, তিলোত্তমা অপ্সরা, ইহারা মাঘমাসে বিচরণ করে।

(১১) ফাল্গুন বা তপস্য মাস—পর্য্যন্য সূর্য্য ভরদ্বাজ ঋষি, ঐরাবত নাগ, বিশ্বনামা গন্ধর্ব্ব, শ্যেনজিৎ অপ্সরা, ঋতুনামে রাক্ষস সত্যজিৎ যক্ষ, ইঁহারা ফাল্গুন মাসে বিচরণ করে।

(১২) চৈত্র বা মধু মাস—ধাতা নামে আদিত্য, পুলস্ত্য ঋষি, হেতি রাক্ষস, বাসুকি নাগ, রথকৃৎ যক্ষ, তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব, কৃতস্থলী, অপ্সরা, ইহারা চৈত্রমাসে বিচরণ করে।

ঋষিগণ, ঋক্, যজু ও সাম মন্ত্র দ্বারা ইঁহার স্তব করেন, গন্ধর্ব্বেরা ইঁহার গুণগান করেন ইঁহার অগ্রে অগ্রে অপ্সরাগণ নৃত্য করেন, নাগগণ ইঁহার রথকে দৃঢ়তর বন্ধন করেন, যক্ষেরা ইঁহার রথ যোজন করেন, এবং বলশালী রাক্ষসেরা ইঁহার রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়েন। ষষ্টিসহস্র নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষি বালিখিল্য নিত্যসেবী ঋষিগণ অভিমুখ হইয়া ইঁহার রথের অগ্রে অগ্রে স্তব করিতে করিতে গমন করেন।

মাসে মাসে যথাক্রমে সাতজন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদিত্য ও ঋষি প্রভৃতি বিষ্ণু শক্তি দ্বারা বৰ্দ্ধিত তেজ হইয়া দ্বাদশ মাসে এই লোকের সর্ব্বত্র বিচরণ করত, হিম, উষ্ণ ও বারিবর্ষণ করেন ও লোকদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে শুভবুদ্ধি প্রদান করেন।

এবং হ্যনাদি নিধনো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

কল্পে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যূহলোকামবত্যজঃ॥

অনাদি অনন্ত ভগবান্ হরি এইরূপে কল্পে কল্পে স্বীয় আত্মাকে বিভাগ করতঃ লোক সকলকে প্রতি পালন করেন।

এতা স্তগবতো বিষ্ণো রাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ।
স্মরতাং সন্ধ্যয়োর্ন্‌ণাং হয়ন্ত্যংহো দিনে দিনে॥১১ অঃ ১২ স্কন্ধ॥

ভগবান্ আদিত্যের এই সকল বিভূতি যে ব্যক্তি প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, দিনে দিনে তাঁহার পাপ নষ্ট হয়।

দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি।

উপরোক্ত দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হইল কি প্রকারে?

সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে না পারাতে, ত্বষ্টা বিবস্বানকে শানযন্ত্রে আরোপণ করত তদীয় তেজ পাতন করিলেন।

মার্ত্তণ্ডের তেজ তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধগামী ছিল। বিভাকর তাদৃশ রূপ সম্পন্ন থাকায়, অসহ্য ছিলেন। সূর্য্যতেজ পাতিত হওয়ায়, সূর্য্যদেব অতি মনোহর রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন; তদবধি সূর্য্যদেবের মুখ লোহিতবর্ণ লইল।

শান শোধন সময়ে মার্ত্তণ্ডের মুখ হইতে যে মুখ রাগ পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইতে তদীয় মুখ সম্ভব দ্বাদশ আদিত্য সম্ভূত হন।

দ্বাদশ আদিত্য যথা, ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

বিশ্বকর্ম্মা সকল দেবতার অস্ত্র সূর্য্যতেজ দ্বারা নির্ম্মাণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সূর্য্য রশ্মির কার্য্য (৫৯ অং লিঙ্গ পুরাণ মতে)

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ আদিত্য প্রতি মাসে এক একজন সূর্য্যরূপী হইয়া যে যে মাসে যত রশ্মিতে তাপ দান করেন।

(১) বৈশাখ মাসে ধাতা অষ্ট সহস্র রশ্মিতে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র নব সহস্র রশ্মিতে তাপ দান করেন। (৩) আষাঢ় মাসে অর্য্যমা দশ সহস্র রশ্মিতে। (৪) শ্রাবণ মাসে বিবস্বান্ দশ সহস্র রশ্মিতে। (৫) ভাদ্রমাসে ভগ একাদশ সহস্র রশ্মিতে। (৬) আশ্বিন মাসে পর্য্যাঙ্গ নব সহস্র রশ্মিতে। (৭) কার্ত্তিক মাসে ত্বষ্টা অষ্ট সহস্র রশ্মিতে। (৮) অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র সপ্ত সহস্র রশ্মিতে। (৯) পৌষ মাসে বিষ্ণু ষট সহস্র রশ্মিতে। (১০) মাঘ মাসে বরুণ পঞ্চ সহস্র রশ্মিতে। (১১) ফাল্গুন মাসে পূষা ষট্ সহস্র রশ্মিতে। (১২) চৈত্রমাসে অংশু সপ্ত সহস্র রশ্মিতে তাপ দিয়া থাকেন।

সহস্রাংশুর কোন অংশু দ্বারা কি কি কার্য্য সাধিত হইতেছে ?

সহস্রাংশু সূর্য্য নিয়ত সহস্র কিরণে নদী সমুদ্র, কূপ দীঘিকা, কৃত্রিম সরিতের জল, অধিক কি স্থাবর জঙ্গম মেঘাদির সমস্তই জলই শোষণ করিয়া তাপ দিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যের সহস্র রশ্মির কিয়দংশ শীতপ্রদ, কিয়দংশ উষ্ণতাস্রাবী ও কিয়দংশ বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে—

(১) বিচিত্র মুর্ত্তি চারিশত কিরণে বৃষ্টিবর্ষণ করে ; তাহাদের কতকগুলির নাম ভজন, কতকগুলির নাম মাল্য, কতকগুলির নাম কেতন, কতকগুলির নাম পতন এবং অন্যান্য সকলের নাম অমৃত।

(২) তিনশত কিরণে শীত বর্দ্ধন করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম রেশা, কতকগুলির নাম মেঘ, কতকগুলির নাম বাৎস্য, কতকগুলির নাম হলাদিনী। ঐ তিনশত রশ্মির সমগ্রের নাম চন্দ্রভা।

(৩) তিন শত রশ্মি উষ্ণতা জন্মাইয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম পীতাভ, কতকগুলির নাম শুক্ল, কতকগুলি ককুভ ও অবশিষ্ট গুলির নাম বিশ্বভুত। ইহাদিগের সকলের নাম শুক্ল।

(৪) বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তিনশত রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন।

(৫) বর্ষা ও শরৎকালে চারিশত রশ্মিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

(৬) হেমন্ত ও শীতকালে তিনশত রশ্মি দ্বারা হিম বর্ষণ করেন।

সূর্য্যের যে যে রশ্মি যে যে গ্রহকে উদ্ভাবিত করে।

পূর্ব্বে যে ভাস্করের সহস্র রশ্মির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রহযোনি সপ্ত রশ্মি শ্রেষ্ঠ। সপ্ত রশ্মি যথা, সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বব্যচাঃ, সন্নদ্ধ, সর্ব্বাবসু, স্বরাট, এই তাহার নাম।

(১) সুষুম্ন নামক সূর্য্য রশ্মি দক্ষিণ রাশি চন্দ্রকে দ্যুতি দান করে এবং ঐ রশ্মি ঊর্দ্ধ অধঃ পার্শ্বকে দীপিত করিয়া থাকে।

(২) হরিকেশ নামক রশ্মি নক্ষত্রগণকে প্রকাশমান করে।

(৩) দক্ষিণদিকস্থ বিশ্বকর্ম্মা নামে রশ্মি বুধ গ্রহকে দীপ্তি দান করিয়া থাকে।

(৪) পশ্চাতে স্থিত বিশ্বব্যচাঃ নামক রশ্মি শুক্রগ্রহকে প্রকাশমান করিয়া থাকে।

(৫) সন্নদ্ধ নামে পঞ্চম রশ্মি মঙ্গলগ্রহকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

(৬) সর্ব্বাবসু নামক ষষ্ঠ রশ্মি বৃহস্পতিকে প্রকাশিত করে।

(৭) সপ্তম স্বরাট নামক রশ্মি শনিকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে।

নক্ষত্র নামের কারণ।

এই প্রকারে সূর্য্যেরই প্রভাবে নক্ষত্র, গ্রহ, তারকাগণ আকাশে দ্যুতিমান হইয়া লোকের নয়নগোচর হয় এবং এই অখিল বিশ্বও সেই সূর্য্যেরই প্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন ও পাইয়া থাকেন, সেই নক্ষত্রগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই নক্ষত্র নাম ধারণ করিয়াছেন।

সূর্য্য কলঙ্ক।

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ।

তেনাস্মিন্ শ্যামিকা জাতা শাতনোচিযস্তথা ॥ মার্কণ্ডেয়ে ॥

বিশ্বকর্ম্মা অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন; যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল, সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল অর্থাৎ সূর্য্যের মধ্যে যে কাল রং দেখা যায়, তাহা কলঙ্ক। যে যে দেশে সূর্য্য বিম্ব দেখা যায়, সেই সেই দেশাধীপের বিপদ জানিতে হইবে। মেঘ সকল প্রভূত বারিবর্ষণ করে না, নদী সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন স্থানে নামমাত্র শস্য জন্মে।

সূর্য্য রথ।

ভাস্করের রথের বিস্তার নব সহস্র যোজন এবং ইহার ঈষাদণ্ড অষ্টাদশ সহস্র যোজন তাহার অক্ষ দেড় কোটী সপ্ত নিযুক্ত যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক তাহাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই ত্রিনাভি বিশিষ্ট সংবৎসর (পরিবৎসরাদি পাঁচটি অরশলাকা) বিশিষ্ট, বসন্তাদি ঋতুরূপ ছয় নেমি প্রান্তবলয় বিশিষ্ট সেই অক্ষয় (সংবৎসরময়) চক্রে সমুদায় কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে।

সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্দ্ধ পঞ্চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। অক্ষের যাহা পরিমাণ তাহাই সেই উভয় দিকে তুল্য পরিমাণ বিশিষ্ট যুগার্দ্ধ পরিমাণ। হ্রস্ব (পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়) অক্ষ রথের যুগার্দ্ধের সহিত বায়ু রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাচলে, সেই চক্র সংস্থিত।

সাতটি ছন্দ সূর্য্যের অশ্ব যথা, গায়ত্রী, বৃহতি পংক্তি, উষ্ণিক, জগতী ত্রিষ্টুপ ও অনুষ্টুপ। সূর্য্যের রথ মুহূর্ত্তের মধ্যে চৌত্রিশ লক্ষ আটশত যোজন পথ ভ্রমণ করে।

দিবস সূর্য্য চক্রের নাভি, ঋতু সমূহ তাহার পঞ্চ অয়ন এবং ছয় ঋতু তাহার ছয়নেমি। অব্দ রথ নীড়, অয়নদ্বয় দুইটি কুবর, মুহূর্ত্ত সমুদয় বন্ধুর সমূহ, কলা সমূহশম্যা, কাষ্ঠা সমূহ-ঘোণ, ক্ষণ সমূহ ঈশাদণ্ড, নিমেষ সমূহ অনুকর্ষ, লব সমূহ ঈষা, রাত্রি বরূথ, দিনমান উন্নত ধ্বজ, অর্থ ও কাম যুগ ও অক্ষ কোটি, সপ্তছন্দ সপ্তঅশ্ব। সূর্য্য গোলাকার, উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।

সূর্য্যের ব্যাস ৮৮৭০০০ মাইল পরিধি পরিমাণ প্রায় ২৭০০০০০ মাইল, সূর্য্য ২৫ দিন ৮ঘণ্টা ৯মিনিটে স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করে। এই প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার পদার্থ পৃথিবী হইতে প্রায় ৯৫৩৬৮ ৪৬০ মাইল অন্তরে থাকিয়া স্বকীয় দীপ্তি দ্বারা এই সৌর জগতের অন্তর্গত সমস্ত গ্রহকে আলোকময় করিতেছেন। সকল অপেক্ষা সূর্য্যের আয়তন অতিশয় বৃহৎ। উহার আয়তন সমুদায় গ্রহের আয়তন সমষ্টির অপেক্ষা প্রায় ৭৩৮ গুণ অধিক। যাবতীয় গ্রহগণকে একত্রিত করিলেও সূর্য্যের প্রকাণ্ড মূর্ত্তির ৫০০শত ভাগের এক ভাগের অধিক হইবে না।

সূর্য্য এত বৃহৎ যে পৃথিবীর তুল্য ১৪০০০০০ চতুর্দ্দশ লক্ষ লোক উহার গর্ভ মধ্যে নিবিষ্ট থাকিতে পারে। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩৮৪৪৭২গুণ বড়। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল, ইহা আধুনিক বিজ্ঞান।

সূর্য্য কতদূর উপরে উঠিলে দেখিতে পাওয়া যায়?

লেখায়াবস্থিতঃ সূর্য্যো যত্র যত্রতু দৃশ্যতে।
ঊর্দ্ধ গত সহস্রন্তু যোজনানাং সদৃশ্যতে॥

যে যে স্থলে সূর্য্য রেখা দ্বারা অবস্থিত হন, সেই সকল স্থলেই তিনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সহস্র যোজন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যের বর্ণ।

(১) গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ হয়। (২) বর্ষাকালে শ্বেতবর্ণ হয়। (৩) শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালে তাম্র বর্ণ হয়েন। (৪) বসন্তকালে কপিল বর্ণ হয়েন। উদ্ভিদে যে নানাপ্রকার বর্ণ দেখা যায়, সূর্য্যই তাহার উৎপাদক। সূর্য্যাংশু তিন অংশ বিশিষ্ট

যথা ;— রক্ত, পীত ও নীল। এই তিন বর্ণ একত্র হইয়া রাম ধনুকের ন্যায় নানা প্রকার বর্ণের সৃষ্টি করে। উদ্ভিদগণেরও রক্ত ও পীতের সমযোগে পিচ্ছিল বর্ণ, পীত ও নীল বর্ণের যোগে হরিদ্বর্ণ এবং নীল ও রক্তের যোগে বেগুণে বর্ণ হয়।

সূর্য্য রক্ত বর্ণ দেখায় কেন ?

শুক্লচ্ছায়োঽগ্নিরাপশ্চ কৃষ্ণচ্ছায়া চমেদিনী।
বিদূরভাবাদর্কস্য উদ্যতস্য বিরশ্মিতা,
রক্তাভাবো বিরশ্মিত্বা দ্রক্তত্বাচ্চা প্যনুষ্ণতা॥

অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্লবর্ণ এবং পৃথিবীর ছায়া কৃষ্ণবর্ণ। উদয়কালে অতিশয় দূরস্থিত বলিয়া সূর্য্যের কিরণ লক্ষিত হয় না, রশ্মির অভাবে রক্ত বর্ণ দেখায়, এবং রক্তবর্ণতা জন্য তাহাতে উষ্ণতাও থাকে না।

দিনমান বৃদ্ধি ও রাত্রিমান হ্রাসের কারণ।

সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে পশ্চিম দিকে গমন করে, তাহাতে একদিন হয়। ভাস্কর রাত্রিকালে মন্দগতিতে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্রে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে পরিভ্রমণ করেন এবং দিবাতে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে নক্ষত্র সকলে পরিভ্রমণ করে। উত্তরায়ণ সময়ে ধ্রুবগ্রহ সূর্য্যের রথ চক্রের কাষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুবদ্ধ পাশদ্বয়ের আকর্ষণ করেন, উহাই সূর্য্যের আরোহণ ; তখন অভ্যন্তর মণ্ডলের প্রবেশ হইতে থাকায় সূর্য্যের গতিমান্দ্য হয়, সেইজন্য বহুকালে অল্পভূমি অতিক্রম করিয়া থাকেন ; উহাতেই দিনমান বৃদ্ধি ও রাত্রিমাণ হ্রাস হইয়া থাকে।

রাত্রিমান বৃদ্ধি ও দিনমান হ্রাসের কারণ।

দক্ষিণায়ণের উপক্রমে ধ্রুব গ্রহ পূর্ব্বোক্ত পাশ শিথিল করিয়া দেন বলিয়া অবরোহণ সঙ্ঘটিত হয় উহাতে বহির্মণ্ডলেই সূর্য্যের প্রবেশ হওয়ায়, গতির শীঘ্রতা ঘটিয়া থাকে, তাহাতেই সূর্য্যদেব অতি বিস্তীর্ণ ভূমি অল্পকাল মধ্যে গমন করিয়া থাকেন। দক্ষিণায়ণে সূর্য্য দ্বাদশ মুহূর্ত্তে পৃথিবী চক্র ভ্রমণ করেন এবং একদিনে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্রে সঞ্চরণ করেন ও অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে রাত্রিতে সমস্ত নক্ষত্রে বিচরণ করেন ; তাহাতে দিনমাণ অল্প ও রাত্রিমান অধিক হয়।

দিন রাত্রি সমানের কারণ।

বিষুব সংক্রান্তিদ্বয়ে যখন পাশ সমান ভাবে থাকে, তখন সূর্য্যের মধ্য মণ্ডলে প্রবেশ নিবন্ধন দিবা রাত্রির পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। পৃথিবী স্বকীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে ১০ আশ্বিন কন্যা ও তুলা রাশির মধ্য স্থলে এবং ১০ চৈত্র মীন ও মেষ রাশির মধ্য স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পৃথিবীর যে অংশে রাশিচক্রের সহিত বিষুব রেখার মিলন

হইয়াছে, সেই অংশ তখন সূর্য্যের সম সূত্র পাতে ঐ দুই রাশির ঠিক সম্মুখবর্ত্তী হয়, এই সময়ে পৃথিবীর বিষুব রেখার উপর সূর্য্যের রশ্মি ঠিক সোজা হইয়া পড়ে, এইজন্য পৃথিবীর সকল স্থানেই তৎকালে দিন রাত্রি সমান হয়।

দিবা ও রাত্রি সমান কোন সময়ে হয়।

শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে যখন সূর্য্য মধ্যম গতি অবলম্বন করিয়া, শ্বেত দ্বীপের উত্তর দিকে অবস্থিত শৃঙ্গবান নামক পর্ব্বতের বিষুবত নামক শৃঙ্গ আশ্রয় করেন, সেই সময়ে দিবা ও রাত্রি সমান হয়, বিষুবকালে দিনমান ও রাত্রিমান সমান হইয়া থাকে।

দিবা ও রাত্রিমান পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত কোন সময়ে হয়।

মেষ ও তুলা রাশির শেষ ভাগে সূর্য্যোদয় হইলে দিবা ও রাত্রিমান উভয়ই পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে

অহোরাত্র।

যখন ধ্রুব পূর্ব্বোক্ত পাশদ্বয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আকর্ষণ করেন, তখন সূর্য্য অভ্যন্তর হইতেই নিজ মণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। আর যখন ধ্রুব ঐ রজ্জুদ্বয়কে ছাড়িয়া দেন, তখন সূর্য্য বাহিরে থাকিয়াই মণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্যদেব মণ্ডল সমূহকে ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে যে একবার পরিভ্রমণ করেন, তাহাই অহোরাত্র।

সূর্য্যের অহো রাত্রি গতি।

সূর্য্য মাঘ মাসে দক্ষিণ কাষ্ঠায় গমন করে এবং মাঘের শেষ দিনে কাষ্ঠার অন্ত সীমায় উপস্থিত হয়। (৯০১৪৫০০০) নয় কোটি একলক্ষ পঞ্চ চত্বারিংশৎ হাজার যোজন পথ পরিভ্রমণ করেন, অহো রাত্র সূর্য্যের গতি এই প্রকার জানিবে, এইজন্য সূর্য্যের নাম 'আশুগ'। তৎপরে দক্ষিণ কাষ্ঠা হইতে প্রতি নিবৃত্ত সূর্য্য বিষুবস্থ হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর দিকে গমন করেন। সেই বিষুব মণ্ডলের পরিমাণ (৩০১০০০৮১) তিনকোটি একশত সহস্র একাশীতি যোজন। শ্রাবণ মাসে সূর্য্যদেব উত্তর দিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ শাক দ্বীপের উত্তর দিক সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর দিকের মণ্ডলের পরিমাণ (১৮০০০০০৫৮) অষ্টাদশ কোটি অষ্ট পঞ্চাশৎ যোজন।

সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি।

সূর্য্য গগন মধ্যে ভ্রমণ করিবার সময়ে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিংশত ভাগ গমন করে। এই মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমান (১৩১০০০) এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি কহে।

সৌর মাস।

ত্রিশ অহো রাত্রে এক সৌর মাস পরিগণিত হয়, এক ষষ্ঠি অহোরাত্রকে এক অমু কহে।

সৌর দিন।

সমুদয় ভুবন পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের এক শত তিরাশী দিন অতিবাহিত হয়। এই দিন সৌব, সৌম্য, নক্ষত্র ও সাবন নাম দ্বারা পুরাণে অভিহিত আছে।

সূর্য্য হইতে নক্ষত্রের উৎপত্তি।

গ্রহাগ্নিঃ স্থত্য সূর্যাত্তু কৃৎস্ন নক্ষত্র মণ্ডলে,

বার শ্যান্তে বিশত্যর্কং ধ্রুবেণ পরিবেষ্টিতম্॥

সূর্য্য গ্রহ হইতে সমুদয় নক্ষত্র মণ্ডল নিঃসৃত হইলে, তাহারা পুনর্ব্বার ধ্রুব পরিবেষ্টিত সূর্য্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

সূর্য্য মণ্ডল নিবিড় তেজোময়, বিবস্বান্ অগ্নিময় সৌর স্থানের অধিকারী।

নক্ষত্র নামের দ্বারা মাসের নাম করণ হইয়াছে।

(১) কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক। (২) আর্দ্রা বা মৃগশিরা হইতে অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ। (৩) পুষ্যা হইতে পৌষ। (৪) মঘা হইতে মাঘ। (৫) পূর্ব্ব ফল্গুণী ও উত্তর ফল্গুণী হইতে ফাল্গুণ। (৬) চিত্রা হইতে চৈত্র। (৭) বিশাখা হইতে বৈশাখ। (৮) জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ। (৯) পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া হইতে আষাঢ়। (১০) শ্রবণা হইতে শ্রাবণ। (১১) পূর্ব্ব ও উত্তর ভাদ্র পদ হইতে ভাদ্র। (১২) অশ্বিনী হইতে আশ্বিন।

(১) আদিত্য সমস্ত গ্রহের আদি। (২) শুক্র তারাগণের আদি। (৩) ধূমবানকেতু, কেতুগণের আদি। (৪) গ্রহগণের আদি ধ্রুব। (৫) নক্ষত্র গণের আদি ধনিষ্ঠা। (৬) অয়নের আদি উত্তরায়ণ। (৭) পঞ্চবিধ বৎসরের মধ্যে সংবৎসর আদি। (৮) শিশির ঋতু ঋতুগণের আদি। (৯) মাসের আদি মাঘ মাস। (১০) পক্ষের আদি শুক্ল পক্ষ। (১১) তিথির আদি প্রতিপৎ। (১২) মুহূর্ত্তের আদি রৌদ্র মুহূর্ত্ত। (১৩) অহোরাত্র বিভাগের মধ্যে দিবসই প্রথম।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রহ ও রাশি চক্রের গতির কারণ।

ভূমেরুপরি সপ্ত বায়ু।

সিদ্ধান্ত শিরোমণৌ—

ভুবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ স্যাদুদ্বহ স্তদনুসংবহ সংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোঽপিসুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মাদ্বাহ্য পরাবহ ইমে
পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥

পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে সাত প্রকার বায়ু অবস্থিত। প্রথম বায়ুর নাম আবহ, দ্বিতীয় প্রবহ, তৃতীয় উদ্বহ, চতুর্থ সংবহ, পঞ্চম সুবহ, ষষ্ঠ পরিবহ এবং সপ্তম পরাবহ। মানুষকে যেমন ভূতে পায়, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে ৭ সাতে পাইয়াছে। পঞ্চ ভূতাত্মক মনুষ্য যেমন আগন্তুক একটী ভূত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তেমনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত ভূত কর্ত্তৃক প্রবল রূপে আক্রান্ত হইয়া আছে। ঐ সপ্ত ভূতের সংখ্যা বহু প্রকার যথা,—সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত বায়ু, সপ্তর্ষি মণ্ডল, সপ্ত পদার্থ, সপ্ত পদী, সপ্ত ধাতু, সপ্ত স্বর, সপ্ত গ্রহ, সপ্তাচল সপ্ত জিহ্বা, সপ্ত শলাকা, সপ্ত নাড়ী, সপ্তাশ্ব, সপ্ত গাই ইত্যাদি। অনুসন্ধান করিলে আরও সপ্ত পাওয়া যাইতে পারে। এখন বলিতে পারা যাইতে পারে এই সাতের পরিবর্ত্তে ৬ বা ৮ কেন হইল না? ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? যাহা হউক সপ্ত গ্রহই গোল বাধাইয়াছেন, গ্রহগণই উহার এক মাত্র কারণ। যেহেতু ত্রিকালবিৎ আর্য্য ঋষিগণ সপ্ত গ্রহকেই ঐসমস্ত সপ্তের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিবিষ্ট চিত্তে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে অনুভূত হয় যে কেবল মানব জীবন নহে, ব্রহ্মাণ্ড স্থিত যাবতীয় জীবে, যাবতীয় দ্রব্যে ও যাবতীয় স্থানে সপ্ত গ্রহের অনির্ব্বচনীয় রূপ প্রত্যক্ষ অধিকার বিরাজ করিতেছে, গ্রহগণের প্রবল আক্রমণে সকলেই আক্রমিত, গ্রহের হাত এড়াইবার কাহারও উপায় নাই। সু ও কু গ্রহের আক্রমণে সকলকেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে নিরন্তর দেখা যাইতেছে।

ভূমের্ব্বহির্দ্বাদশ যোজনানি ভূ বায়ুরত্রাম্বুদ বিদ্যুদাদ্যম্।
তদূর্দ্ধ গো যঃ প্রবহঃ স নিত্যং প্রত্যগ্ গতি স্তস্যাতু মধ্য সংস্থা ॥
নক্ষত্র কক্ষা খচরৈঃ সমেতো যস্মাত স্তেন সমাহতোঽয়ম্।
ভপঞ্জরঃ খেচর চক্রযুক্তো ভ্রমত্যজ স্রংপ্রবহানিলেন ॥
যাম্যোত্ত চক্রে লঘু পূর্ব্ব গত্যা খেটাস্ত তস্যা পর শীঘ্র গত্যা।
কুলাল চক্র ভ্রমি বাম গত্যা যান্তো ন কীটা ইব ভান্তি যান্তঃ ॥

রাশি চক্র কিরূপে ও গ্রহগণ কোন্ দিকে কেন গমন করিতেছেন? উপরোক্ত সপ্ত প্রকার বায়ুর মধ্যে আবহ নামা ভূবায়ু পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। মেঘও বিদ্যুৎ প্রভৃতি ঐ আবহ বায়ুর মধ্যেই অবস্থিত। পৃথিবী হইতে দ্বাদশ যোজন উর্দ্ধ পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত ঐ আবহ বায়ুর উর্দ্ধ ভাগে যে প্রবহ নামা বায়ু বিদ্যমান আছে, উহা নিরন্তর পশ্চিমাভিমুখে মধ্য গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নক্ষত্র কক্ষা, গ্রহ কক্ষা ও গ্রহ নক্ষত্রাদি খেচর সমূহ যুক্ত রাশি চক্র, ঐ প্রবহ কর্ত্তৃক (সমাহত) সম্যক্ আঘাত প্রাপ্ত অত তাড়িত হইয়া (অজস্র) নিরন্তর অতি দ্রুতবেগে পশ্চিমাভিমুখে পরিভ্রমণ করিতেছে, গ্রহগণ, রাশিচক্রে (লঘু গতি দ্বারা) ধীরে ধীরে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছেন; আর রাশি চক্র শীঘ্র গতি দ্বারা অতি দ্রুত গতিতে পশ্চিমাভিমুখে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু আমরা সূর্য্যাদি গ্রহদিগকে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেই দেখিতেছি। যেমন অতি বেগে পরিভ্রমিত কুম্ভকার চক্রের উপরিস্থিত একটা কীট, ধীরে ধীরে সেই চক্রাবর্ত্তনের বিপরীত দিকে গমন করিলেও তৎকালে তাহাকে সেই চক্রাবর্ত্তনের দিক অভিমুখেই গমন করিতে দেখা যায়; তদ্রূপ পশ্চিমাভি মুখে অতিবেগে পরিভ্রমিত রাশি চক্রে তদুপরিস্থিত পূর্ব্বাভিমুখে গমনশীল সূর্য্যাদি গ্রহদিগের পশ্চিম দিক গমনই উপলব্ধি হইয়া থাকে। মেঘ সমূহ প্রবহ বায়ু দ্বারা পরিচালিত, আবহ বায়ু দ্বারা সূর্য্য মণ্ডল ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। চন্দ্র মণ্ডলে উদ্বহ, নক্ষত্র মণ্ডলে সংবহ, গ্রহ মণ্ডলে বিবহ, সপ্তর্ষি মণ্ডলে পরিবহ এবং ধ্রুব লোকে পরাবহ।

গ্রহ ও রাশি চক্রের গতির কারণ।

মাধ্যাকর্ষণ।

ভ্রমন্ত চক্র চক্রান্তর্গগনে গগনেচরৈঃ।
কৃতা ধৃতা ধরাকেন যেন নেয় মিয়াদধঃ॥

মহাকাশে নক্ষত্র পুঞ্জ ও গ্রহসমূহযুক্ত ভ্রমণশালী ও চক্রান্তর্গতা শূন্যমার্গে স্থিতা এই যে পৃথিবী কাহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রহিয়াছে? অথবা ইহা শূন্যে অবস্থিত হইয়া কেনই বা নিম্নে পতিত হইতেছে না?

মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহাদের স্ব স্ব কক্ষায় নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, মাধ্যাকর্ষণই তাহাদিগকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে।

আকৃষ্ণেন রজসাবর্ত্তমানোনিবেশয়ন্ন মৃতং।
হিরন্ময়েন রথেন সবিতা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ঋগ্বেদ॥

আকর্ষণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলিতেছেন, আকর্ষণ শক্তিযুক্ত সর্ব্ব পরিচালক রজো গুণ যাহার বর্ত্তমান আছে, সেই সূর্য্যদেব অমর লোক সকলকে সন্নিবিষ্ট রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়

রথের দ্বারা ভুবন সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন। পদার্থমাত্রেরই আকর্ষণ আছে। অণুতে অণুতে, জড়ে জড়ে, চেতনে চেতনে, জড়ে চৈতনে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

অনন্ত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে মহাশক্তি বলে আকৃষ্ট হইয়া সুশৃঙ্খল ভাবে বদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মে গতি করিতেছে, তাহারই নাম মহাকর্ষণ, কেহ তাহাকে কৈন্দ্রিক শক্তি বলে, শাস্ত্রে তাহাকে বিষ্ণু শক্তি বা বৈষ্ণবী শক্তি বলে।

এই অশেষ জগৎকে যে, শক্তি ধারণ ও গ্রহণ করিতেছেন, সেই শক্তিরই নাম তটস্থা বা বৈষ্ণবী শক্তি বা মহাকর্ষণ। মহাকর্ষণ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, ঐ মহাকর্ষণের কণিকাংশের অন্তর্গত যে পার্থিবাকর্ষণ তাহারই নাম মাধ্যাকর্ষণ অর্থাৎ যে বল পৃথিবীর মুখে বেগোৎপাদন করে, তাহারই নাম মাধ্যাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ সকল পদার্থেই সমান বেগ উৎপাদন করে, পদার্থ যত দূরেই থাক, মাধ্যাকর্ষণ সেখানেও প্রভাবশালী। পৃথিবী সূর্য্য হইতে কত দূরে আছে, তথাপি সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী ঋজু পথে যাইতে পারে না, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয় বেড়ায়। চন্দ্র যে কত দূরে আছে, সেখানেও পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ এড়াইতে পারে না। চন্দ্র সোজা পথে যাইতে চায়, মধ্যাকর্ষণ তাহাকে পৃথিবীর অভিমুখে আনিতে চায়; ফলে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, পৃথিবীর আকর্ষণ না থাকিলে চন্দ্র সোজা পথে আপন বেগে চলিয়া যাইত, পৃথিবীর চারিদিকে ক্রমাগত ঘুরিতে পারিত না। আবার চন্দ্রের যদি আপন বেগ না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র এত দিনে পৃথিবীতে পড়িয়া যাইত; চন্দ্র আসিয়া পৃথিবীকে ধাক্কা দিলে বড় সহজ ব্যাপার ঘটিত না। ভাগ্য ক্রমে চন্দ্রের আপন বেগ এত অধিক যে, উহা একেবারে পৃথিবীতে পড়িতে পায় না; আবার মাধ্যাকর্ষণ ও সামান্য নহে, তাই পৃথিবীর পার্শ্ব ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারে না। এই পতনের অবিরাম চেষ্টায় ফলে চন্দ্র সোজা না চলিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এবম্প্রকারে গ্রহ উপগ্রহ সমস্তই মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে ঘুরিতেছে।

মাধ্যাকর্ষণের ফল।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সকল পদার্থই ভুপৃষ্ঠে পতিত হয়। উৎক্ষিপ্ত পদার্থের বেগ ক্রমে কমিয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই পদার্থ মাত্রেই ভার যুক্ত বোধ হয়। মাধ্যাকর্ষণের কল্যাণেই তুলাদণ্ড দ্বারা জিনিষের পরিমাণ এবং পরিদোলক দ্বারা সময়ের নিরূপণ হয়। আকর্ষণ প্রভাবেই গ্রহগণের দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত গতি জন্মে। যে গ্রহ সূর্য্য হইতে যত দূরে অবস্থিত, তাহার গতিবেগ তত মন্দ, সেইজন্যই কক্ষের সর্ব্বাংশে গ্রহের গতি সমান বেগ শালী নহে।

সূর্য্যলোকের মাধ্যাকর্ষণ।

আম্বাদীনাং সংঘাতাৎদ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যতে।

তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্ট শক্তি রেবাস্থ সংযোগে কারণ ভাব মাপদ্যতে॥ জৈনদর্শন॥

অণুদিগের পরস্পর সংঘাতে দ্বিঅণু ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এ স্থলে অণুদিগের মধ্যে অবস্থিত আকৃষ্ট শক্তিই আস্থ সংযোগে কারণতা প্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক পদার্থেরই কেন্দ্র হইতে আকর্ষণ শক্তি নির্গত হয়, তাহাকেই কৈন্দ্রিক আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ বলে, প্রত্যেক অণু যখন আকর্ষণ শক্তির আধার, তখন যে পদার্থে অণু সমষ্টি অধিক, তাহার কলেবর হ্রস্ব হইলেও তাহার আকর্ষণী শক্তি অধিক। এবং দুইটি পদার্থের মধ্যে যেটি অধিক অণু বিশিষ্ট, তাহা অপরটিকে টানিয়া আত্মসাৎ করে। দূরত্ব অনুযায়ী ও আকর্ষণের তারতম্য হয়, সৌর জগতে সূর্য্যই বৃহৎ, সুতরাং সূর্য্যেই অনুরাশির সমষ্টি অধিক; সেই জন্য সমস্ত সৌরজগৎ ইহা দ্বারা আকৃষ্ট রহিয়াছে। সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবী অপেক্ষা ৩৫০০০০ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক; অতএব সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক ভারী। কিন্তু ভারী হইলেও সৌর পরমাণু পার্থিব পরমাণু অপেক্ষা লঘু, কেননা উহা তৈজস বলিয়া লঘু।

চন্দ্রালোকের মাধ্যাকর্ষণ।

যে বস্তু যে পরিমাণে ভারী হয়, তাহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ষষ্ঠাংশের একাংশ মাত্র অর্থাৎ পৃথিবীতে যে বস্তু ছয় সের ভারী, চন্দ্র মণ্ডলে তাহা এক সের বই ভারী হইবে না। ধরাতল বাসী প্রাণী হইতে চন্দ্র লোক বাসী প্রাণীর শরীর লঘু এইজন্য হব্য কব্য রূপ লঘু আহারেই তৃপ্তি থাকেন।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ।

নাস্যাধারঃ স্বশক্তৈ ববিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতী হাস্য পৃষ্ঠে।

নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্য দৈত্যং সমস্তাৎ॥

এই পৃথিবীর অন্য কোন আধার নাই। ইনি আপনার আকর্ষণ শক্তিতেই আপনি আকাশে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে দৈত্যদানব ও মানবাদি সমস্তই ইহার পৃষ্ঠে স্থিতি করিতেছে।

ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞ কবিরবি কুজেজ্যাকি নক্ষত্র কক্ষা
বৃত্তৈর্বৃত্তোবৃতঃ সন্ মৃদনিল সলিল ব্যোম তেজোময়োঽয়ং।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈ বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতী হাস্যপৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজ মনুজাদিত্য দৈত্যং সমন্তাৎ॥

সিদ্ধান্ত শিরোমণি॥

পঞ্চ ভূতময় এই গোলাকার ভূমিখণ্ড চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্র কক্ষাবৃত্তে আবৃত হইয়া, অন্য আধারের অপেক্ষা না করিয়া নিজ শক্তি বলে নিয়তই আকাশ পথে অবস্থিতি আছে, আর সেই শক্তি প্রভাবেই দেব দৈত্যাদি সহ বিশ্ব সংসার অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহীতয়াযৎ খস্থং গুরুস্বাভি মুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্য তেতৎ পততী বভাতি সমে সমন্তাৎক পতত্বিয়ংখে॥ গোলাধ্যায়॥

পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, সেই শক্তি বলে শূন্য মার্গে ক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; বাস্তবিক তাহাকে পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। পৃথ্বী স্বয়ং চতুষ্পার্শ্বস্থ সমান আকাশের কোথায় পড়িবে? বাস্তবিক বিশাল আকাশের ঊর্দ্ধাধঃ নাই, স্বভাবতঃই দণ্ডায়মান মনুষ্যের মস্তক দিক্ উচ্চ এবং পাদদেশ নিম্ন বলিয়া অভিহিত। এই গোলাকার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বসতি আছে, সকল স্থানের লোক ঐ এক কথা বলিলে আকাশের কোথায় উচ্চ বা নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে এবং ধরিত্রীই বা কোথায় পতিত হয়?

যথোষ্ণতার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কেকঠিনত্বমশ্মনি।
মরুচ্চলা ভুরচলা স্বভাবতো যতো বিচিত্রাবত বস্তু শক্তয়ঃ॥

সূর্য্যাগ্নিতে উষ্ণতা, চন্দ্রে শীতলতা জলে প্রবাহ, পাষাণে কঠিনতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা স্বাভাবিক; তদ্রূপ পৃথিবী স্বভাবতঃই 'অচলা' যেহেতু বস্তু শক্তি অতি বিচিত্র, এক 'অচলা' শব্দ দ্বারাই পৃথিবীর নিরাধারত্ব প্রতিপাদন হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কাল সংস্থান।

সূর্য্যই কালাবয়ব।

উৎসংহায়াস্থাদৃতুঁ রদর্ধরর মতিঃ সবিতাদেব আগাৎ ॥২। ৩৮।৪ ঋক্‌বেদ ॥

বিরামহীন ও ঋতু বিভাগকারী জ্যোতিমান সূর্য্য যখন আবার উদিত হয়েন, তখন মানব শয্যা ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করে, সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা কাল বিভাগ হয়।

দিবাকরঃ স্মৃতস্তস্মাৎ কালস্তং বিদ্ধি চেবয়ম্।
চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক ॥

সূর্য্যকেই কাল বলা যায়, তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতকে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন।

যঃ সৃজ্য শক্তি মুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোহভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূত ভেদঃ।
কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্ব্বিত ন্বং
স্তস্মৈ বলিং হরত বৎসর পঞ্চকায় ॥ ১৫ ॥ ১১ অঃ ৫স্ক ভাগ ॥

যে মহাভূত বিশেষ তেজোমণ্ডল রূপী সূর্য্য পুরুষের মোহ নিবৃত্তি অর্থাৎ আয়ুরাদি ক্ষয় প্রদর্শন দ্বারা বিষয়াশক্তি নিবারণার্থ কার্য্য রূপে আত্ম শক্তি দ্বারা বহু প্রকার বর্দ্ধিত অর্থাৎ কার্য্যাভিমুখী করিতেছেন এবং যাহা হইতে সকাম পুরুষদিগের স্বর্গাদি ফল বিস্তার হইতেছে, তিনি এই অন্তরীক্ষে ধাবমান, অতএব পঞ্চ বৎসরের প্রবর্ত্তক সেই কালাত্মা ঈশ্বরের পূজাকর। চন্দ্র, গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং তারায় উপলক্ষিত যে কাল চক্র তত্রস্থ কালাত্মা ঈশ্বর সূর্য্য, পরমাণু অবধি সম্বৎসর পর্য্যন্ত কাল দ্বারা দ্বাদশ রাশ্যাত্মক এই ভুবনময় কোষ পর্য্যটন করিয়া থাকেন।

লোকানা মন্তকৃৎ কালঃ কালোহন্যঃ কলনাত্মকঃ।
সদ্বিধা স্থূল সূক্ষ্মত্বামূর্ত্তশ্চা মূর্ত্ত উচ্যতে ॥

কাল দ্বিবিধ,—এক মূর্ত্ত আর এক অমূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, চেতনা চেতন পদার্থ সমূহের অন্তকারী যে কাল, উহা অমূর্ত্ত বা সূক্ষ্ম অনাদি অনন্ত মহাকাল, অন্য কাল কলনাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানযোগ্য, উহার আদি ও অন্ত আছে বলিয়া উহাকে খণ্ড কাল বলে।

সংবৎসরাত্মনোভগবানাদিত্যোগতি বিশেষেণাক্ষি-নিমেষ-কাষ্ঠা-কলা
মুহূর্ত্তাহোরাত্র পক্ষ মাসর্ত্ত্বয়ন বৎসর যুগ প্রবিভাগং করোতি ॥ সুশ্রুত ॥

ভগবান সূর্য্য গতি বিশেষ দ্বারা কালের সংবৎসর রূপ দেহকে অক্ষি, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ এই সকল অংশে বিভক্ত করেন।

কালসংস্থান

মহদহঃ কিমহো রজনী তনুর্দিনমণৌগণ কোত্তর গোলগে,

ননুতনুর্দিবসোমহতী নিশাবদবিচক্ষণ। দক্ষিণ দিগগতে ॥

ভবতি কিং দ্যুনিশং দ্যু নিবাসিনাং দ্যুমণিবর্ষমিতঞ্চ সুরদ্বিষাম।

পিতৃষু কিং শশিমাস-মিতং তথা যুগ সহস্র যুগং দ্রুহিণস্য কিম্ ॥

জ্যোতিষকল্পবৃক্ষ ॥

হেগণকাচূড়ামণি! দিনমণি সূর্য্য যখন উত্তরায়ণে অবস্থিতি করেন, তখন দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হইবার কারণ কি? এবং ভাস্কর দক্ষিণায়নবর্ত্তী হইলে, দিনমানের হ্রাস রাত্রিমানের বৃদ্ধিই বা কেন হয়? এবং এক সৌর বৎসরে সুরগণের ও অসুরগণের এক অহোরাত্র হয় কেন, কেনই বা এক চান্দ্রমাসে পিতৃগণের অহোরাত্র নিরূপিত হয়? এবং দুই সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়, ইহার কারণ কি? শুন কারণ কি।

সৃষ্টিকাল

গ্রহর্ক্ষ´দেবদৈত্যাদি সৃজতোঽস্য চরাচরম।

কৃতাদ্রি বেদাদিব্যাব্দাঃ শতঘ্নাবেধ সোগতাঃ ॥ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ॥

কল্পারম্ভ হইতে দিব্যমানে ৪৭৪০০০ বর্ষ গত হইলে, গ্রহ, নক্ষত্র, দেব, দৈত্য, মানব, দানব, রাক্ষস পর্ব্বত, বৃক্ষাদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভচক্রে গ্রহগতি আরম্ভ হইয়াছে।

ষন্মাসাবধি সূর্য্যদর্শন

মেরৌ মেষাদি চক্রার্দ্ধে দেবাঃ পশ্যন্তি ভাস্করম্।

সকৃদেবোদিতং তদ্বদসুরাশ্চতুলাদিগম্ ॥ জ্যোতিষ কল্পবৃক্ষে ॥

পৃথিবীর কোন স্থানে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হয়। সুমেরু পর্ব্বতস্থিত দেবগণ, মেষাদি চক্রার্দ্ধে অর্থাৎ মেষ সংক্রমণের আরম্ভ ১লা বৈশাখ হইতে তুলা—সংক্রমণের ১লা কার্ত্তিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূর্য্যকে দেখিয়া থাকেন। সুমেরুপর্ব্বত ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের ছয় মাস নিরন্তর সূর্য্যদর্শন হয় বলিয়া, আমাদিগের ছয়মাসে দেবতাদিগের ও সুমেরুসন্নিহিত প্রদেশবাসীদিগের এক দিবা হয়; তদ্রূপ তুলাসংক্রমণের পর ১লা কার্ত্তিক হইতে মেষ সংক্রমণের ১লা বৈশাখের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ছয়মাস, সূর্য্য অস্তগত থাকেন; ঐ ৬ মাসে দেবগণের এক রাত্রি হয়। এই জন্যই আমাদিগের এক বর্ষে দেবগণের ও সুমেরু পর্ব্বত সন্নিহিত প্রদেশস্থ মনুষ্যদিগের এক অহোরাত্র হয়।

দিনরাত্রির কারণ

পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক সূর্য্যের দিকে থাকে, সেই অর্দ্ধেক আলোকময় হয়, সুতরাং তাহাতে দিবা এবং অপরার্দ্ধ অন্ধকারময় থাকে ; তাহাতে রাত্রি হয়। আহ্নিকগতিক্রমে যখন যে ভাগ সূর্য্যাভিমুখে আইসে, পৃথিবীর সেই ভাগে দিন, এবং তাহার বিপরীতভাগে রাত্রি হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতিই দিবারাত্রির কারণ, যে ধ্রুব ব্যাসের উপর পৃথিবীর আহ্নিক গতি হয়, তাহা পৃথিবীর গতিকালে সম্পূর্ণ লম্বভাবে না থাকিয়া কিঞ্চিৎ তির্য্যগভাবে স্থিতি করে। এই কারণে দিবা রাত্রিমানের ন্যূনাধিক্য এবং শীত'গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদ হইয়া থাকে।

পৃথিবীর তির্য্যগ্‌ভাবে গতি হওয়া প্রযুক্ত সূর্য্যের যে পরপর এক এক রাশিতে স্থিতি অনুভব হয়, তাহাকে সূর্য্যের রাশিচক্র ভ্রমণ কহে

ঋতু

গ্রীষ্মঋতু—সূর্য্য যখন যে স্থানে সমসূত্রপাতে অর্থাৎ লম্বভাবে কিরণপাত করে, তখন সেই স্থান অধিক উষ্ণ হয়, ও তথায় সূর্য্য অধিকক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তথায় গ্রীষ্মঋতু ও দিবামান অধিক হয়।

শীতঋতু—সূর্য্যকিরণ যে স্থানে যত অধিক তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয়, সেই স্থান তত অল্প উষ্ণ এবং তথায় তত অল্পক্ষণ সূর্য্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং সেইস্থানে শীতঋতু ও দিবামান ছোট হয়।

বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত ঋতু শীত গ্রীষ্মেরই অন্তর্গত।

অয়ন

কাল অর্থাৎ বৎসর সূর্য্যচক্র কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটী অয়ন হয়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দুই অয়নে দেবতাদের অহোরাত্র হয়, উত্তরায়ণ দিন ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি।

উত্তরায়ণ

উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হয়, ইহার কারণ এই যে এই উত্তরায়ণ দিবসে সূর্য্যের মন্দ গতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীঘ্র গতি হয়, এই হেতু দিবা বড় ও রাত্রি ছোট হয়। উত্তরায়ণকালে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু হয়। এই সময়ে সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ হইয়া থাকে ; তাহাতে তিক্ত কষায় ও কটু এই তিন রসই বলবান হয় এবং প্রাণিদিগেরও বল ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। সূর্য্য মকরস্থ হইলেই উত্তরায়ণ বলিয়া উক্ত হয়।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ অর্থাৎ বড়দিন হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ।

দক্ষিণায়ণ

দক্ষিণায়ণে দিবসের হ্রাস ও রাত্রির বৃদ্ধি হয় ; ইহার কারণ এই যে, এই দক্ষিণায়ণে দিবসে সূর্য্যের শীঘ্র গতি হয়, তাহাতে নিশাভাগে মন্দ গতি হয়, এই হেতু দিবা ছোট ও রাত্রি বড়, সূর্য্য কর্কট রাশিস্থ হইলেই দক্ষিণায়ণ বলিয়া উক্ত হয়। দক্ষিণায়ণ সময়ে বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতু হয়, এই সময়ে চন্দ্র তেজপুঞ্জ হন, সেই জন্য এই সময়ে অম্ল, লবণ ও মধুর এই তিন রসের ওষধি সকল আম্র কাঁটালাদি বিশেষরূপে জন্মে। প্রাণি মাত্রই ক্রমশঃ বলবান হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয়মাস দক্ষিণায়ণ।

কাল সংস্থান।

ইন্দ্রের পুরীর নাম বস্বৌক সারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী সুখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী। সূর্য্য দক্ষিণায়নে এ সকল পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্র বানের ন্যায় শীঘ্র গমন করে। সূর্য্য যে দ্বীপে বা বর্ষে মধ্যাহ্নে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহার সমান সূত্রে দ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে তাহারও সম্মুখবর্ত্তী হন। যেখানে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শ্ব দ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমসূত্র পাতে হয়, দিক্ বিদিক্ সমুদয় এই নিয়ম, যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে অদৃশ্য হন, সেই তাহার অস্ত বলিয়া কথিত হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় অস্ত নাই। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারো পুরে থাকিয়া সেই পুর তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ দুই কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্ব রশ্মির দ্বারা আলোকময় করেন এবং মধ্যাহ্ন কালে অগ্ন্যাদি কোণ ও কোণে থাকিয়া কোণ সম্মুখস্থ দুই কোণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ যখন ইন্দ্রালয়ে মধ্যাহ্ন কাল তখন চন্দ্র লোকস্থ দিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশান কোনস্থ দিগের তৃতীয় প্রহর অগ্নি কোনস্থ দিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয় অর্থাৎ যম পুরে উদয়। এইরূপ যখন মধ্যাহ্নে দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করেন তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নি কোণে তৃতীয় প্রহর, নৈঋত কোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিম দিকে উদয়। যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয়, তখন দক্ষিণে অস্ত, নৈঋত কোণে তৃতীয় প্রহর, বায়ু কোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়।

যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন, তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ু কোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশান কোণে প্রথম প্রহরে হয়, ইন্দ্র লোকে উদয়। যখন অগ্নি কোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্র-পুরীতে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈঋত কোণে উদয়। সূর্য্য যখন অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন, সেই সময় সংযমন নামক যমপুরে উদয় এবং সুখা বা বারুণী পুরীতে উদিত হওয়ার ন্যায় দেখায়। যে সময়ে বরুণ পুরীতে উদিত হয়, সেই সময়ে বিভানামক কুবের পুরীতে অর্দ্ধ রাত্রও মহেন্দ্র পুরীতে সূর্য্যাস্ত হয় এবং সেই সময়েই দক্ষিণ পূর্ব্বদিক সমূহে অপরাহ্ন হইয়া থাকে। যৎকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাহ্ন, উত্তর দিকে

শেষ রাত্রি এবং উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া অভিহিত হয়। সুখা নামক বারুণী পুরীতে মধ্যাহ্ন কালও উপস্থিত হইলে, বিভাবরী সোম নামক পুরীতে সূর্য্যের উদয়, সেই সময়ে অমরাবতীতে অর্দ্ধরাত্রি, সোমপুরী ও বিভাবরীতে মধ্যাহ্ন কাল এবং যমপুরীতে সূর্য্যাস্ত হয়। মহেন্দ্র পুরীতে সূর্য্য উদিত হইলে, সংযমনী পুরীতে অর্দ্ধরাত্র ও বরুণ পুরীতে অস্তকাল।

বৎসর।

কোন কোন পণ্ডিতদিগের মত এই যে, যখন শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, সেই কালে সৌর মাস এবং চান্দ্র মাস এই উভয়ই এক কালে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই সম্বৎসর বলে; তাহাতেই সৌর মানে ছয় দিন বৃদ্ধি এবং চান্দ্র মানেও ছয় দিন হ্রাস হয়, এইরূপে দ্বাদশ দিন ব্যবধান ক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের অগ্র পশ্চাৎ ভাবে গতি হয়, এইরূপ ব্যবধানের তারতম্য প্রযুক্ত পাঁচ বৎসর গত হয়, তন্মধ্যে দুই মল মাস পরে, ষষ্ট সংবৎসর হইয়া থাকে।

সম্বৎসর পাঁচ প্রকার যথা,—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এববৎসর, তাহার বিবরণ এই যে.—

(১) সম্বৎসর—যাবৎকালে সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি ভোগ হয়, তাহার নাম সম্বৎসর।

(২) পরিবৎসর—বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগকাল পরিবৎসর।

(৩) ইদাবৎসর—ত্রিংশৎ সূর্য্যোদয়ে যে সাবান মাস হয় তাহার দ্বাদশ মাসে ইদাবৎসর।

(৪) অনুবৎসর—চন্দ্রের দ্বাদশ রাশি ভোগাত্মক কালের নাম অনুবৎসর।

(৫) বৎসর—নক্ষত্র সম্বন্ধীয় মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর।

(৬) সৌরবৎসর—দ্বাদশ সৌর মাসে বা ৩৬৫ দিন ৩০ পল ২২ বিপল ও ৩০ অনুপল এক সৌর বৎসর হয়।

(৭) সৌরমাস—সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশি গমনে যে সময় লাগে, তাহাকে সৌর মাস কহে। সৌরমাস সকল সমান নয়; কোন মাস ২৮ দিন, ৩০, ৩১, ৩২ দিন, কোন প্রতি চতুর্থ বৎসরে চৈত্র মাস ৩১ দিন হইয়া থাকে।

(৮) চান্দ্রমাস—ত্রিশ চান্দ্র দিনে এক চান্দ্র মাস হয়। চন্দ্র একবার আবর্ত্তন করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে চান্দ্র মাস কহে। উহার আবর্ত্তন ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে হইয়া থাকে। ঐ কাল নক্ষত্র দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এই নিমিত্ত উহাকে নাক্ষত্র চান্দ বা মুখ্য চান্দ মাস কহে। শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ মাস।

(৯) গৌণ চান্দ্র মাস—এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হইতে অপর পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত

যে কাল হয়, তাহাকে সৌর চান্দ্র বা গৌণ চান্দ্র মাস কহে, উহার মানে ২৯ দিন ১১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট।

(১০) চান্দ্র দিন—তিথিকেই চান্দ্র দিবস বলে অর্থাৎ এক তিথির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহার নাম চান্দ্র দিন।

(১১) সাবন মাস—৩০ সাবন দিনে এক সাবন মাস হয় বা ৩০ দিনের মাস সাবন মাস।

(১২) সাবন দিন—সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সময় অর্থাৎ আমাদের অহো-রাত্রকে সাবন দিন বলে।

(১৩) নাক্ষত্র মাস—ত্রিশ নাক্ষত্র দিনে এক নাক্ষত্র মাস হয়। চন্দ্রে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগ কাল নাক্ষত্র মাস।

(১৪) নাক্ষত্র দিন—৬০ দণ্ডে বা এক অহোরাত্রে নাক্ষত্র দিন হইয়া থাকে। পৃথিবীর স্বীয় নাভির উপর একবার বেষ্টন করিতে যে কাল লাগে, তাহাকে নাক্ষত্রিক দিবারাত্রি কহে। উহার পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪০৯ সেকেণ্ড।

(১৫) স্ফুটকাল—স্ফুট বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪ সেকেণ্ড, পঞ্জিকার বৎসর ৩৬৫ দিনে গণনা হয়। অবশিষ্ট যে ৫ ঘণ্টা প্রভৃতি সময় থাকে, তাহার যোগে প্রতি চতুর্থ বৎসরে ১১মিনিট কম একদিন অধিক হয়। এই নিমিত্ত প্রতি চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিনে ধরা হয়। এরূপ করাতে প্রতি চতুর্থ বৎসরের প্রকৃত সময়ের ১১মিনিট অধিক ধরা হয়। ঐ দোষ পরিহারের নিমিত্ত প্রতি বৎসরে ১ দিবস ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ প্রতি শতাব্দী চতুর্থ বৎসর হইলেও ৩৬৬ দিনে না ধরিয়া ৩৬৫ দিনে ধরিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও ভুল থাকে বলিয়া প্রতি চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ একদিন ত্যাগ করা হয় না।

তাহা হইলে এই নিয়ম হইতেছে যে, প্রতি চতুর্থ অব্দ ও প্রতি চতুর্থ শতাব্দী সকল ৩৬৬ দিনে এবং অবশিষ্ট অব্দ ও শতাব্দী সকল ৩৬৫ দিনে হয়।

বিষুবানকাল

প্রাক্-পশ্চিমাশ্রিতারেখা প্রোচ্যতে সম মণ্ডলম।
উন্মণ্ডলঞ্চ বিষুবন্মণ্ডলং পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ জ্যোতিষ-কল্পবৃক্ষ ॥

বিষুবরেখা কাহাকে বলে? উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুর সমদূরবর্ত্তী পূর্ব্ব পশ্চিম স্থান হইতে আকাশ মণ্ডলের মধ্যভাগে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, সমস্ত গোলকব্যাপ্ত যে মণ্ডলাকার রেখার কল্পনা করা যায়, উহাকেই সমমণ্ডল উন্মণ্ডল ও বিষুব মণ্ডল (বিষুব রেখা) কহে। এই বিষুবরেখার উত্তর দিকে মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত ছয়টী রাশি এবং দক্ষিণদিকে তুলা হইতে মীন পর্য্যন্ত ছয়টি রাশি তির্য্যক্‌ভাবে গোলাকারে রাশি চক্রের উপর অবস্থিত আছে। যে সময়ে সূর্য্য কৃত্তিকার চতুর্থাংশে অবস্থান করেন, সেই সময়ে চন্দ্র বিশাখার

চতুর্থাংশে গমন করেন। সূর্য্য যে সময়ে বিশাখার তৃতীয়াংশে গমন করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার শেষভাগে অবস্থিতি করেন। মহর্ষিগণ সেই সময়কে 'বিষুবান' কাল বলেন। সূর্য্য ও চন্দ্রদ্বারা এই বিষুবানকাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই সময়ে দানধ্যান করিলে ফলাতিশয় জন্মে। যে সময়ে সূর্য্য এই বিষুবরেখার মধ্যাগত হন, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই (অর্থাৎ যে সকল স্থানে নিত্য সূর্য্য দর্শন হয় তথায়) দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হইয়া থাকে, প্রতি ৬৬ বৎসর ৮ মাস অন্তরে এক দিন করিয়া পিছাইয়া এক এক অংশভোগে বিষুবারম্ভণ হয়, ঐ দিন সর্ব্বত্রই দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। বর্ত্তমান সময় ১০ আশ্বিনে এবং ১০ চৈত্রে বিষুবারম্ভণ জন্ম দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পরে ৯ই আশ্বিন দিন রাত সমান হইবে। এক্ষণে বিষুবরেখার বিলোম গতি হইতেছে।

বিষুব দুইটী—অশ্বিনি নক্ষত্রের প্রারম্ভে মেষ রাশিতে যে বিষুবারম্ভণ হয় তাহার নাম 'মহাবিষুব'। আর চিত্রা নক্ষত্রের শেষোর্দ্ধে তুলা রাশির প্রারম্ভে সূর্য্যের যে বিষুবস্পর্শ হয় তাহাকে জলবিষুব বলে। যে দিন, দিনরাত্রি সমান হইবে, সেই দিন যদি কোন কাষ্ঠ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যোত্তাপে মাটিতে পোতা যায় বা নিজে দণ্ডায়মান হওয়া যায়, তবে তাহার ছায়া পতিত হইবে না. ইহা একটি প্রমাণ।

অর্দ্ধোদয় কাল

অর্দ্ধস্য সমৃদ্ধস্য পুণ্যস্য উদয়োযত্র।

পৌষমাসের অমাবস্যায় রবিবার ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণানক্ষত্র হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, এই যোগ দিবাভাগে হইয়া থাকে, রাত্রিতে কদাচ হয় না, অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান করিলে পরম পুণ্যলাভ হয়। এই সময়ে গঙ্গার জল ভিন্নভাব ধারণ করে।

অম্বুবাচী বা বর্ষাকাল

যে সময়ে সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকে, সেই স্থিতিকালের নাম 'অম্বুবাচী'। সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রে গমন করিলে বর্ষাকালেও উপস্থিত হইবে। ঐ সময়ে পৃথিবী ভিতরে ভিতরে রজস্বলা হয়। এই সময়ে বিধবারা অগ্নিস্পর্শ করে না এবং অগ্নি পক্ব জিনিষ খায় না। অম্বুবাচী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

আষাঢ়

আষাঢ় মাসে ধান্য বপন করিবার প্রশস্ত সময়। এই মাসের কোন সময়ে ধান্য বপন করিলে শস্যের শুভাশুভ ঘটে তাহা কৃষি পরাশরে লিখিত আছে যথা, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিনে বাতাস পূর্ব্বদিকে বহিলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, ঐ বাতাস অগ্নিকোণে গেলে শস্যের হানি হয়, দক্ষিণদিকে গেলে বৃষ্টি বন্ধ হয়। নৈঋত কোণে গেলে ধান্যাদি শস্যের হানি হয়,

পশ্চিমদিকে গেলে জল হয়, বায়ুকোণে গেলে ঝড় হয়। উত্তরদিকে গেলে সকল পৃথিবী ধান্যাদি শস্যে পরিপূর্ণ হয়। ঈশান কোণে গেলেও প্রচুর শস্য জন্মে। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে যদি বায়ুবর্ষণ (প্রচণ্ড বাতাস) হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় দেবরাজও বৃষ্টিবর্ষণ করেন, সেদিন যদি বাতাস না হয় জলও হয় না। ঐ সময়ে সূর্য্যের মণ্ডল দেখা যায়।

বসন্তকাল

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চরম্যাঃ
সর্ব্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে ॥ (ঋতু সংহার) ॥

শুধু কবির বর্ণনা নয় বা কবির কল্পনা নয়, সত্য সত্যই বসন্তের খর মধুর মোহন মহিমায় প্রকৃতির পরম রমণীয়তা প্রকট হইয়া উঠে। শীতের ঘোর কুজ্ঝটিকা অপনোদনের কালে, যখন সূর্য্য উত্তরায়ণে তরতর বেগে অগ্রসর হইতেছেন, যখন বসন্তের প্রথম নীলাভ গগনপটকে শ্যামল স্নিগ্ধরূপে মণ্ডিত করিতেছে, যখন নব কিশলয় বিকাশে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকল নব-জীবনের দ্যোতনা করিতেছে, যখন হৈমজাড্য পরিত্যাগ করিয়া দ্বিরেফ কুল গুন্ গুন্ গুঞ্জনে প্রথম বসন্ত কুসুমের মধু আহরণে ব্যস্ত হইয়াছে, তখন পার্থিব জগতের যেদিকে তাকাও, বসন্তে সকলই সুন্দর সকলই রম্য সকলই প্রিয় দর্শন।

এমন মানব মানবী নাই, এমন কীট পতঙ্গ নাই, এমন তরুলতাও দৃষ্টিপথে পড়ে না যাহারা বসন্ত সমাগমে প্রহর্ষ প্রফুল্লতার স্নিগ্ধ সৌম্যমাধুরী মাখিয়া, কি যেন কি এক উন্মাদনার কিছু না কিছু আত্মতৃপ্তি আত্ম প্রসাদের সুখশান্তি সলিলে সিক্ত হইয়া থাকে। বলিতে কি, বসন্ত প্রকৃতির এমনি মহিমা।

চির রুগ্ন, চির ভগ্ন, চির বিষাদমগ্নেরও মনে একালে অল্প বিস্তর হাসির ভাব ভাসাইয়া উঠায়। যুবক যুবতীর ত কথাই নাই, বাসন্তী প্রকৃতির প্রমোদ প্রবর্ত্তনায় অতি বড় বৃদ্ধ ব্যক্তিকেও আত্মহারা করিয়া তুলে। শীতের সে কঠোর স্পর্শ নাই, গ্রীষ্মের প্রখরতারও পূর্ণ অধিকার অপ্রতিষ্ঠ। আকাশও দিঙমণ্ডল প্রসন্ন, দিবস নাতিশীতোষ্ণ, প্রদোষ পরম রম্য, যামিনী প্রমোদিনী। উষা মধুর হাসিনী, জল নির্ম্মল, স্থল সুগম, স্থলে স্থলপদ্ম ও জলে জলপদ্ম প্রস্ফুটিত, চূতাঙ্কুর মুকুলিত, দ্রুমদল নবোদ্গত স্নিগ্ধ পল্লবে উদ্ভাসিত, বনস্থলী মধুকর নিকরের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত, মলয়াগত সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত। স্নিগ্ধ মধুর তরুলতাকুল নানা-জাতীয় প্রচুরতর কুসুমভারে অবনত। কুসুম সমূহের সৌন্দর্য্যচ্ছটায় বন, উপবন, উদ্যান আমোদিত। লতায় পাতায়, ফলে, ফুলে মুকুলে বাসন্তী বনভূমি নবীন সাজে নবীন বেশে সদাই হাস্যময়ী। চন্দ্রের দুগ্ধ স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, বিহঙ্গের কলকূজন, কোকিলের কাকলী, মলয়ের

মৃদুমন্দ হিল্লোল, কুসুমের সৌরভ, অশোকের শোকহরসুষমা, সকলই একালে মনঃপ্রীণন। তাই ভারতের প্রাচীন কবিরা বসন্তে সকলই কান্ত, সকলই রম্য এবং সকলই সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী

কালাত্মা সূর্য্যই বসন্তাদি ঋতুরূপে বিহার করিয়া থাকেন। এই ভারতবর্ষই বসন্ত ঋতুর মাধুরী মহিমার পূর্ণ লীলাভূমি একমাত্র আর্য্য জগতেই মদনোৎসব বা বসন্তোৎসবাদি বসন্ত ঋতুর অনুগুণ অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত। বাসন্তী পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমীতেই মদনোৎসবের সূচনা! এই তিথি হইতে দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হোলির উৎসব চলিয়া থাকে।

যে শক্তির প্রণোদনে কুটস্থ চৈতন্য শব্দ রূপ ধারণ করেন, সেই শক্তিরই নাম বাণী, বিদ্যা, সরস্বতীর এই শক্তিময়ী প্রভাবে সৃষ্টির বিকাশ, একে বহুত্বের ভাণ অহং মমেতির উদ্ভব। এই শক্তি ময়ীর প্রভাবে এক প্রণবই জগদাকারে আকারিত, ঐ শক্তিময়ীর প্রভাবে শব্দ জ্যোতিঃই সৌরজ্যোতিঃরূপে আবির্ভূতঃ। ঐ শক্তিই সপ্তবর্ণ সমন্বিতা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতীরূপে সপ্তবর্ণা, গুণে তিনি সপ্ত স্বরাবাগবাদিনী। এই জন্যই সরস্বতী জ্ঞানদা, বরদা ও সারদা, উহারই সপ্তস্বরের ঝঙ্কারে ছয় রাগের বিকাশ হয়, সপ্ত বর্ণের বিকাশে জগদ্রূপের বিস্তার ঘটিয়াছে।

হে দেবি! তুমি এই মহামোহ—বিমূঢ় প্রদেশে জ্ঞান দাও, বিদ্যা দাও, বুদ্ধি ও সুমতি দাও, সংযম, সন্ন্যাস, সাধনা ও ব্রত দাও।

হে আর্য্য! এস আমরা সকলে মিলিয়া দেবীর চরণে প্রণতি হই, আর সঙ্গে সঙ্গে যে বসন্তে শ্রী দেবী আগমনে জগৎ শ্রীসম্পন্ন হয়, সেই বসন্তনাথ শ্রী সূর্য্যের চরণে—"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণভাস্বতে বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করি।

ভীষ্মাষ্টমী

শ্রীপঞ্চমীর পরের অষ্টমীতেই ভীষ্মাষ্টমী।

পিতৃরীত্যা ভীষ্ম তর্পণং কার্য্যম্।

মন্ত্রস্তু—বৈয়াঘ্র পদ্মগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে॥

প্রার্থনা মন্ত্রস্তু—ভীষ্মঃ শান্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

ফলস্তু—শুক্লাষ্টম্যাস্তুমাঘস্য দদ্যাদ্ভীষ্মায় যোজলং।
সম্বৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥
গোস্বামীমতে অদ্যারভ্য দ্বাদশী পর্য্যন্তং ভীষ্মতর্পণং কার্য্যম্।

ভীষ্ম পঞ্চ কঞ্চ।

মনুষ্যকাল

সংবৎসর শতং নৃণাং পরমায়ু নিরূপিতং ॥ ১২ ॥ ১১ অঃ ৩ক্ক ভাগ ॥
নরাগজাবিশে শ, শকুন হাজার বানর পাঁচ শ ॥

মনুষ্য, হস্তী ১২০ বৎসর আয়ু। শকুনী হাজার ও বানর পাঁচশত বৎসর আয়ু। শত ত্রুটি পরিমিত যে কাল তাহাকে বেধ বলে, তিন বেধে এক লব, তিন লবে এক নিমেষ, তিন নিমেষে এক ক্ষণ, পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু, পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়ী বা দণ্ড, দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত, ছয় বা সাত দণ্ডে এক প্রহর, চারি প্রহরে এক দিন, চারি প্রহরে এক রাত্রি, আট প্রহরে এক অহোরাত্র. পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় মাসে এক অয়ণ, দুই অয়ণে বা বার মাসে এক বৎসর।

মনুষ্যেরা কালকে প্রধানতঃ দিবা, রাত্রি, মাস ও বৎসরে বিভক্ত করিয়াছেন। সাধারণতঃ ত্রিশ অহোরাত্রে মাস, বার মাসে বৎসর।

পিতৃদিন

সকৃদুদগত মব্দার্দ্ধং পশ্যন্ত্যর্কং সুরাসুরাঃ।
পিতরঃ শশিগাঃ পক্ষং স্ব দিনঞ্চ নরাভুবি ॥ জ্যোতি-ক ॥

সুর ও অসুরগণ যেমন উদিত সূর্য্যকে ৬ মাস ধরিয়া দেখেন, তদ্রূপ পিতৃগণ চন্দ্রলোকবাসী বলিয়া এক পক্ষ নিরন্তর সূর্য্যকে দেখিয়া থাকেন। নরগণ প্রতিদিন সূর্য্যকে উদিত ও অস্তমিত দেখে, চন্দ্রলোকবাসীরা শুক্লপক্ষে উদিত ও কৃষ্ণপক্ষে অস্তমিত দেখে অর্থাৎ পিতৃলোকের শুক্লপক্ষ দিন, কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি।

দিব্যবর্ষ বা দেবদিন

সুরা সুরাণামন্যোন্য মহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ।
তৎষষ্টিঃ ষড়্গুণাদিব্যং বর্ষমাসুরমেবচ ॥ জ্যোতি-ক ॥

সুমেরু পর্ব্বতস্থ দেবগণের যেরূপ ছয়মাস সূর্য্য দর্শন হয়, কুমেরু পর্ব্বতস্থিত অসুরগণের ও তৎসন্নিহিত বাসীদিগেরও তদ্রূপ; কেবল বিশেষ এই যে. দেবগণের যখন দিবা অসুরগণের তখন রাত্রি এবং অসুরগণের যখন দিবা, দেবগণের তখন রাত্রি। ৩৬০ দিব্য অহোরাত্রে দেবাসুরের এক বর্ষ হয় অর্থাৎ উত্তরায়ণ দিবা দক্ষিণায়ণ রাত্রি। এক মন্বন্তর ইহাদের আয়ুষ্কাল।

সপ্তর্ষি ও ধ্রুবের অহোরাত্র

বর্ষণে চৈবদেবানাং মতঃ সপ্তর্ষি বাসরঃ।

সপ্তর্ষিণাঞ্চবর্ষেণ ধ্রৌবশ্চ দিবসঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৫ ॥

৩৯ অঃ কুমারী খণ্ড—স্কন্দপুরাণ

দেবগণের এক বৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক অহোরাত্র। সপ্তর্ষিগণের এক বৎসরে ধ্রুবের এক আহোরাত্র।

মনুর অহোরাত্র

দিব্যমব্দং শতগুণং দিব্যমব্দ সহস্রকং।

মুনিভিশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞৈরহোরাত্রং মনোস্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥ ৪৮অঃ

অবন্তিক্ষেত্র স্কন্দপু ॥

দিব্য শতগুণ অব্দ ও দিব্য অব্দ সহস্র তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক মনুর এক অহোরাত্র কথিত হইয়াছে। দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক অব্দ হয়।

মন্বন্তর—সত্যের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা—১২৯৬০০০, দ্বাপর—৮৬৪০০০ কলি—৪৩২০০০ বৎসর। এই চারি যুগের সমষ্টির ৭৩ গুণ মনুর ও ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল ও রাজত্ব কাল। দেব পরিমাণে দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রাধিক অষ্ট লক্ষ বৎসর এবং মনুষ্য পরিমাণে ত্রিংশৎ কোটি সপ্তষষ্ঠি লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর।

মন্বন্তর জীবি—দেবতারা মন্বন্তর জীবী।

যুগান্ত জীবী—পিশাচাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস পন্নগাঃ।

যুগমাত্রং তু জীবন্তি ঋতে মৃত্যুং বধেনতে ॥ ২ ॥ ৫৯ অঃ— বায়ু পু ॥

পিশাচ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগাদিকে কেহ অকস্মাৎ বধ না করিলে উহারা যুগমাত্র জীবিত থাকেন।

কল্পান্ত জীবী—মুনি মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্প জীবী। মহর্লোকস্থ প্রাণিদিগের আয়ু সহস্র কল্প। জন লোকের আয়ুষ্কাল দুই সহস্র কল্প। তপোলোকস্থ জীবের আয়ুষ্কাল চারি সহস্র কল্প। সত্যলোকস্থ দেবতাদের আয়ুষ্কাল ব্রহ্মার সমতুল অর্থাৎ ইহারা মহাপ্রলয় জীবী।

কল্প

ব্রহ্মার দিনের নাম কল্প। ৩০ ত্রিশ দিনে মাস, এজন্য ৩০ ত্রিশকল্প। ত্রিশকল্প যথা,—(১) ভবোদ্ভব, (২) তপোভব্য, (৩) ঋতু, (৪) বহ্নি, (৫) বরাহ, (৬) সাবিত্র, (৭) আসিক (৮) গান্ধার, (৯) কুশিক, (১০) ঋষভ, (১১) খড়্গ, (১২) গান্ধারীয়, (১৩) মধ্যম (১৪) বৈরাজ'

(১৫) নিষাদ, (১৬) মেঘবাহন, (১৭) পঞ্চম, (১৮) চিত্রক, (১৯) জ্ঞান, (২০) প্রকৃতি, (২১) মীন, (২২) দংশ, (২৩) বৃংহক, (২৪) শ্বেত, (২৫) লোহিত, (২৬) রক্ত, (২৭) পীতবাসা, (২৮) শি, (২৯) প্রভু, (৩০) সর্ব্বরূপ। এই ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস। ৩৯ অঃ—কুমারী স্কন্দ পুরাণ॥

পূর্ব্বার্দ্ধ—ব্রহ্মার ৫০ বৎসর আয়ুকালের নাম পূর্ব্বার্দ্ধ।

পরার্দ্ধ বা দ্বিপরার্দ্ধ—ব্রহ্মার ৫০ বৎসর পরের কালকে পরার্দ্ধ বা দ্বিপরার্দ্ধকাল বলে। ব্রহ্মার পূর্ব্বার্দ্ধ বা ৫০ বৎসর আয়ু গত হইয়াছে। দ্বিপরার্দ্ধের বর্ত্তমান কল্পের বক্রী অর্দ্ধ আয়ুর প্রথম দিবস। এই কল্পে ছয়টি মনু ও ছয়টি ইন্দ্রগত হইয়াছেন। এক্ষণে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকার।

যস্মা দ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধ ধিষ্ণ্য
মধ্যাসিতঃ সকললোক-নমস্কৃতং যৎ।
তেপেতপো বহু সবোঽবরুরুৎ সমান
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায়তুভ্যং॥ ১৮॥ ৯অঃ ৩স্ক ভাগ॥

দ্বিপরার্দ্ধ কালস্থায়ী সর্ব্বলোক নমস্কৃত।
এই সত্যলোকে বসি হয়েছি যে কালে ভীত॥
যাহাকে করিতে বশ, কত তপঃ আরাধনা॥
করিয়াছি কত যজ্ঞ, কত ব্রত উপাসনা॥
সেই কালরূপী তুমি যাগাদির অধিষ্ঠাতা।
করি নমস্কার তোমা, তুমি এ বিশ্বের ধাতা॥

কালসংস্থান।

ব্রহ্মদিন।

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত মহর্যদ্ ব্রহ্মণোবিদুঃ।
রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্র বিদোজনাঃ॥ গীতা॥

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিনবিদিত।
রাত্রিযুগ সহস্রান্ত, জানেদিবা রাত্রিবিত॥

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দ্দশ মনুর ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের রাজত্বকাল শেষ হয়।
ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ ইন্দ্রের, এক বৎসরে ৫৪০০০ ইন্দ্রের বিনাশ হয়।

ব্রহ্মার অহোরাত্র ৮০০০০০,৬৪০০০০০০০ আট পদ্ম চৌষট্টি কোটি। এবম্প্রকারে ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর। মনুষ্য পরিমাণে চতুঃ ষষ্ঠি কোট্যাধিক অষ্টপদ্ম পরিমিত বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়।

দৈনন্দিন প্রলয় বা ব্রহ্মনিশা।

চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নে ব্রহ্মণোদিনমুচ্যতে।
তাবতী ব্রহ্মণোরাত্রি সাচ ব্রাহ্মী নিশা নৃপ॥
কালরাত্রিশ্চসাজ্ঞেয়া বেদেষু পরিকীর্ত্তিতা।
এবং সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয়ো মহাতপা॥
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্ব্বেলোকাদগ্ধাশ্চ তত্রৈব।
উত্থিতেনৈব সহসা সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিনা॥
চন্দ্রার্ক ব্রহ্মপুত্রাশ্চ ব্রহ্মলোকং গতাদ্রুতং।
ব্রহ্মরাত্রে ব্যতীতেতু পুনশ্চ স সৃজে বিধিঃ॥
তস্য ব্রাহ্মী নিশায়াঞ্চ ক্ষুদ্র প্রলয় উচ্যতে।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব তত্রদগ্ধা নরাদয়ঃ॥ ব্রহ্মবৈ॥

ব্রহ্মনিশার নাম দৈনন্দিন প্রলয়। ব্রহ্মনিশায় সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নি দ্বারা মহর্লোকের নিম্ন স্থান পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়। চন্দ্র, সূর্য্য এবং ব্রহ্মপুত্রেরা তখন দ্রুতগতিতে ব্রহ্মলোক আশ্রয় করে। আমাদের সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা যেমন নিশা হয়, ব্রহ্মলোকের সেরূপ হয় না। উহারা কার্য্যব্রহ্ম বা জন্যঈশ্বর। উহাদের কার্য্যশক্তি বিরামের নামই নিদ্রা। ব্রহ্মনিশায় ব্রহ্ম ভুবন চতুষ্টয় ব্যতীত আর সমস্তই একার্ণবশায়ী হয়, সুতরাং কার্য্যব্রহ্মদের কার্য্যশক্তি স্থগিত থাকে, তখন তাঁহারা যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়, উহাই তাঁহাদের নিশা, তাহা সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। আমাদের সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা যেরূপ আয়ু নির্ণয় হয়, ব্রহ্ম নিশানুযায়ী ও ব্রহ্মলোক বাসীদের আয়ু নির্ণয় হয়।

সূর্য্যায়ু।

আব্রহ্ম কীট সকলেরই সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা আয়ু নির্ণীত হয়, কিন্তু সূর্য্যের আয়ু কিসের দ্বারা নির্ণীত হয়? সাবয়বী পদার্থ মাত্রই পরিণামী ও ধ্বংশশীল, সূর্য্যও যখন সাবয়বী তখন উনিও পরিণামী ও ধ্বংশশীল, সুতরাং তাঁহারও একটা আয়ুষ্কাল আছে। ভগবান সৌরীর আয়ুষ্কালের উর্দ্ধে আর কেহরই আয়ুষ্কাল নাই। ভগবান সৌরী নিজেই মহত্তত্ব, সুতরাং মহত্বের যাহা আয়ুষ্কাল, ভগবান সূর্য্যেরই তাহাই আয়ুষ্কাল অর্থাৎ মহা প্রলয়জীবী।

প্রথম পৌরাণিক সেই যুগ আসিতেছে, যে যুগে মনুষ্য এত খর্ব্বাকৃতি হইবে যে, তুলসীপত্র ছত্র হইবে।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে কত সময়ে আলোক আসে।

আলোকের বেগ এত প্রবল যে তাহা সচরাচর লক্ষিত হয় না। পণ্ডিতেরা বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ইহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী ৯৫০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত; এই হিসাবে পৃথিবীতে সৌর কিরণ পতিত হইতে প্রায় ৮ আট মিনিট সময় লাগে।

দেশান্তর ভেদে সময় নির্ণয়।

কলিকাতায় দিবা ইং ১২ টার সময় যে যে স্থানে যত সময় হয়।

স্থান	ঘ	মি	সে
(১) হুগলী	১২	০	২৮
(২) কৃষ্ণনগর	১২	০	৪৫
(৩) দিনাজপুর	১২	১	১৬
(৪) জলপাইগুড়ি	১২	১	৩৭
(৫) নাটোর	১২	২	৪৪
(৬) রঙ্গপুর	১২	৩	২০
(৭) যশোহর	১২	৩	২৪
(৮) পাবনা	১২	৩	৪৫
(৯) কুচবিহার	১২	৪	৩০
(১০) খুলনা	১২	৪	৫২
(১১) ফরিদপুর	১২	৬	৩
(১২) ধুবড়ি	১২	৬	৪০
(১৩) বাখরগঞ্জ	১২	৮	৪
(১৪) বরিশাল	১২	৮	১২
(১৫) গোয়ালপাড়া	১২	৮	১৬
(১৬) ঢাকা	১২	৮	১৮
(১৭) ময়মনসিংহ	১২	৮	২২
(১৮) দারজিলিং	১২	৯	০
(১৯) কুমিল্লা	১২	১১	২০
(২০) ত্রিপুরা	১২	১১	৫২
(২১) শ্রীহট্ট	১২	১৪	১৭
(২২) চট্টগ্রাম	১২	১৪	৩৯
(২৩) নৈহাটী	১২	৪	৪৪
(২৪) শিবসাগর	১২	২৪	৫৭
(২৫) ডিব্রুগড়	১২	২৬	১৮
(২৬) রেঙ্গুন, মাণ্ডালে	১১	৩১	১৬
(২৭) মালদহ	১১	৫৯	৫১
(২৮) বহরমপুর	১১	৫৯	৪৫
(২৯) মুরসিদাবাদ	১১	৫৯	৩৫
(৩০) ডায়মণ্ডহারবার	১১	৫৯	২৯
(৩১) কাটোয়া	১১	৫৯	৭
(৩২) রামপুরবোয়ালিয়া	১১	৫৯	১
(৩৩) বর্দ্ধমান	১১	৫৮	৯
(৩৪) রামপুরহাট	১১	৫৭	৪৭
(৩৫) পাণ্ডুয়া, শিউরী	১১	৫৬	৫২
(৩৬) পুর্ণিয়া	১১	৫৬	৩৮
(৩৭) মেদিনীপুর, (৩৮) গড়বেতা, (৩৯) বিষ্ণুপুর	১১	৫৬	০
(৪০) ঘাটাল	১১	৫৭	০
(৪১) নওয়াহমকা	১১	৫৪	৪৪
(৪২) রাণীগঞ্জ	১১	৫৫	৮
(৪৩) বাঁকুড়া	১১	৫৫	০
(৪৪) ভাগলপুর	১১	৫৪	৪৫

স্থান	ঘ	মি	সে
(৪৫) বাকেশ্বর	১১	৫৪	২৮
(৪৬) দেওঘর	১১	৫৩	২৩
(৪৭) ভদ্রক	১১	৫২	৪৯
(৪৮) মুঙ্গের	১১	৫১	৩৬
(৪৯) দারভাঙ্গা (৫০) কুলিয়া	১১	৫০	১০
(৫১) কটক্	১১	৫০	২
(৫২) পুরী	১১	৫০	০
(৫৩) বেহার	১১	৪৮	৫০
(৫৪) মজফরপুর	১১	৪৮	১২
(৫৫) হাজারীবাগ	১১	৪৮	১০
(৫৬) রাঁচি	১১	৪৭	৫৬
(৫৭) পাটনা	১১	৪৭	১৫
(৫৮) লোহারডাঙ্গা	১১	৪৫	২৮
(৫৯) আরা	১১	৪৫	২৪
(৬০) গয়া	১১	৪৫	১২
(৬১) সম্বলপুর	১১	৪১	১২
(৬২) গাজীপুর	১১	৪০	০
(৬৩) গোরক্ষপুর	১১	৩৯	৩৬
(৬৪) বারানসী	১১	৩৮	৪৭
(৬৫) সুলতানপুর	১১	৩৮	৩০
(৬৬) অযোধ্যা	১১	৩৬	২৪
(৬৭) জনকপুর	১১	৩৩	৫৪
(৬৮) এলাহাবাদ	১১	৩৩	১২
(৬৯) লক্ষ্ণৌ	১১	২৯	৩৬
(৭০) ফরাক্কাবাদ	১১	২৮	২৪
(৭১) কনোজ	১১	২৫	১২
(৭২) কাঞ্চী	১১	২৪	২৪
(৭৩) আর্কট	১১	২৩	৩৬
(৭৪) রামেশ্বর	১১	২৩	১২
(৭৫) তাঞ্জোর, নাগপুর	১১	২২	২৪
(৭৬) সাগর	১১	২০	৪৮
(৭৭) ঝান্সী (৭৮) ত্রিচিনপল্লী	১১	১০	২৪
(৭৯) মথুরা	১১	১৮	

স্থান	ঘ	মি	সে
(৮০) গোয়ালীয়র (৮১) হরিদ্বার	১১	১৮	২৪
(৮২) আগ্রা	১১	১৮	০
(৮৩) অমরাবতী	১১	১০	৪৮
(৮৪) ভূপাল	১১	১৫	১২
(৮৫) দিল্লি,ভরতপুর (৮৬) মাঙ্গালোর	১১	১৪	৪৮
(৮৭) আলিগর	১১	১৪	২৪
(৮৮) ত্রিবাঙ্কুর	১১	১০	১২
(৮৯) মহীশূর, কোচিন	১১	১২	২৪
(৯০) বিজয় নগর	১১	১২	০
(৯১) পাতি আলা	১১	১১	৪৮
(৯২) জয়পুর (৯৩) সোলাপুর	১১		৪৮
(৯৪) বিজাপুর	১১	৮	৪৮
(৯৫) আরঙ্গাবাদ	১১	৭	২৪
(৯৬) এলোরা (৯৭) দেবগিরী	১১		২৪
(৯৮) শ্রীনগর	১১	৬	
(৯৯) অমৃতসর	১১	৫	১২
(১০০) কোলাপুর	১১	২	৪৮
(১০১) সেতারা	১১	২	৮
(১০২) পুনা, গোয়া	১১		১২
(১০৩) উদয়পুর	১১		৪৮
(১০৪) বিকানীর	১১		১২
(১০৫) যোধপুর	১০	৫৮	০
(১০৬) থানা, ব্রোচ	১০	৫৭	৩৬
(১০৭) বোম্বাই	১০	৫৭	১৭
(১০৮) বরদা	১০	৫৬	৪৮
(১০৯) আহাম্মাদাবাদ	১০	৫৬	০
(১১০) পেশোয়ার	১০	৫৮	৩২
(১১১) সোমনাথ	১০	২৫	০
(১১২) মুলতান	১০	৫	৬
(১১৩) জুনাগর	১০	৪৭	৩৬
(১১৪) দ্বারকা	১০	৪০	২৪
(১১৫) হায়দ্রাবাদ সিন্ধুদেশ	১০	৩৯	১২

ষষ্ঠাধ্যায়।

জ্যোতিষ্কসংস্থান।

সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, নদী ও পর্ব্বত সমবেত ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত হয়। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমণ্ডল সেই পরিমাণ।

ধ্রুবসংস্থান।

বর্ষাঘর্ম্মো হিমং রাত্রি সন্ধ্যাচৈব দিনং তথা
শুভাশুভং প্রজানাঞ্চ ধ্রুবাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥

বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, সন্ধ্যা, দিন এবং প্রজাদিগের শুভাশুভ প্রভৃতি ধ্রুব হইতে হইয়া থাকে। ধ্রুবমণ্ডলে পরিবহ বায়ু প্রবাহিত হয়।

আকাশে তারাপুঞ্জময় যে শিশুমারাকৃতিরূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছভাগে ধ্রুব অবস্থিত সপ্তর্ষি মণ্ডলের একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুবমণ্ডল বিরাজিত। সেই ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করতঃ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। নক্ষত্রগণও সেই ভ্রমণশীল ধ্রুবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল ভ্রমণশীল সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণও অন্যান্য গ্রহগণ বাত-সমূহরূপ-বন্ধন-রজ্জু দ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ রহিয়াছে। ধ্রুব নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট। নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট; সেই মেঘ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই বৃষ্টি দ্বারা দেবতা ও লোকসকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়; কারণ সেই জল পান দ্বারা বর্দ্ধিত গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন আহুত ঘৃত দেবতাদের তৃপ্তি এবং পরিপুষ্টির কারণ হয়; সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এবম্প্রকারে সর্ব্বপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষণ পরম্পরা বৃষ্টির কারণ হয়।

বিষ্ণুপদসংস্থান।

ধ্রুবনক্ষত্র ও দীপ্তিমান ভাস্কর যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, দেবযানের উর্দ্ধে ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে দীপ্তিমৎ স্থান শোভা পাইতেছে, তাহাই অমলাত্মক সকলের আধারভূত লোকত্রয়ের বৃদ্ধির কারণ বিষ্ণুর পরমপদ বা—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"।

কালপুরুষসংস্থান।

রাশিসকল বিষ্ণুরূপী কালপুরুষের মস্তকাদি অঙ্গবিভাগে কল্পিত হইয়া থাকে ; যথা,— মেষরাশি কালপুরুষরূপী বিরাট্ পুরুষের মস্তক, বৃষরাশি মুখ, মিথুন বাহুদ্বয়, কর্কট হৃদয়, সিংহ উদর, কন্যা কটিতুলা বস্তি (তলপেট), বৃশ্চিক গুহ্য ও লিঙ্গ, ধনু উরুদ্বয়, মকর জানুদ্বয়, কুম্ভ জঙ্ঘাদ্বয় এবং মীনরাশি পদদ্বয়।

শিশুমারসংস্থান (দেবীভাগবত)

গ্রহর্ক্ষতারাময় মাধিদৈবিকং
পাপাপহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্॥
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং
নশ্যেত তৎকাল জমাশু পাপম্॥ ১৩॥ ২৩অঃ—৫স্ক—ভাগ॥

ঐ ভগবান গ্রহ নক্ষত্রাদি স্বরূপ, সকল দেবতার অধিষ্ঠাতা এবং যাঁহারা ত্রিকালে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদের পাপনাশক। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে নমস্কার বা স্মরণ করেন, তাঁহার তৎকালিক পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন উর্দ্ধে যে শিশুমারাকৃতি বিষ্ণুর পরমপদ রহিয়াছে, ধ্রুব, ইন্দ্র, বহ্নি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম নক্ষত্রগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন।

ঐ জ্যোতিশ্চক্র শিশুমারের আকার কুণ্ডলের ন্যায় ও অগ্রভাগ অধোমুখে আছে ও ইহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, অগ্রের নিম্নেই প্রজাপতি ব্রহ্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং পুচ্ছের নিম্নভাগে অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম্ম, কশ্যপ ও বিধাতা অবস্থান করেন, কটিদেশে সপ্তর্ষিগণ বিরাজ করেন। ঐ জ্যোতিশ্চক্র দক্ষিণাবর্ত্তভাবে কুণ্ডলাকার হইয়াছে। অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ উত্তরায়ণ নক্ষত্র ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে ও পুষ্যাদি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ দক্ষিণায়ন নক্ষত্র বামপার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। ঐ কুণ্ডলাকৃতি জ্যোতিশ্চক্রের উত্তর পার্শ্বে ঐ সকল নক্ষত্র সমসংখ্যায় অবয়ব স্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অজবীথি আকাশ গঙ্গার উদরে ও পৃষ্ঠদেশে আছে।

পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা উভয়ে যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ কটিস্থানে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা যথাক্রমে পশ্চিমস্থিত দক্ষিণ বাম চরণদ্বয়ে ও অভিজিত ও উত্তরাষাঢ়া উভয়ে ক্রমিক দক্ষিণ ও বাম নাসায় অবস্থিত আছে। ঐরূপ শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামনেত্রে অবস্থান করিতেছে। ধনিষ্ঠা ও মূলা উভয়ে দক্ষিণ ও বামকর্ণে রহিয়াছে এবং মঘা প্রভৃতি দক্ষিণায়নগামী অষ্ট নক্ষত্র ঐ জ্যোতিশ্চক্রের বামপার্শ্বস্থিত অস্থিসমূহে যথাক্রমে রহিয়াছে। ঐরূপ মৃগশিরা প্রভৃতি উত্তরায়ণগামী নক্ষত্র সমুদয় দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিসমূহে প্রতি লোমক্রমে বিরাজ করিতেছে।

শত ভিষা ও জ্যেষ্ঠা দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে রহিয়াছে। অগস্তি উত্তানপাদ উত্তর হনুতে, যম দক্ষিণ হনুতে, মঙ্গল মুখে, শনি উপস্থে, বৃহস্পতি ককুদেশে, সূর্য্য বক্ষস্থলে, নারায়ণ হৃদয়ে ও চন্দ্রমা মনে অবস্থান করিতেছেন। অশ্বিনী কুমারযুগল স্তনযুগলে, শুক্রাচার্য্য নাভিস্থলে, বুধ প্রাণ ও অপানে, রাহু গলদেশে, কেতু সর্ব্বাঙ্গে, ও অন্যান্য তারাগণ রোমকূপ সমুদয়ে বিরাজ করিতেছেন।

এই জ্যোতিশ্চক্র ভগবান বিষ্ণুর সর্ব্বদেবময় শরীর। শিশুমার নারায়ণ বক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। শিশুমার সকল গ্রহগণেরও ধ্রুবের আধার।

এই শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে, দিবাকৃত সমুদয় পাপ নষ্ট হয়।

কূর্ম্ম সংস্থান, (৫৮ অঃ মার্কণ্ডেয়ে)।

প্রাঙ্মুখো ভগবান্ দেবো কূর্ম্মরূপী ব্যবস্থিতঃ।
আক্রম্য ভারতং বর্ষং নবভেদ মিদং প্রিয়ে॥ ১৯ ॥ ১১ অঃ প্রভাস
প্রভাসাহি স্কন্ধ॥

আকাশে দেবজনার্দ্দন কূর্ম্মরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা শুভাশুভ ফল সংঘটন হইতেছে। ভগবান হরি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে নবধা আক্রমন করত পূর্ব্বমুখে অবস্থান্ করিতেছেন।

নক্ষত্র সকল নবভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে।

কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা এই নক্ষত্রত্রয় কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে।

আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা মুখে অবস্থিতি করিতেছে।

অশ্লেষা, মঘা ও পূর্ব্বফল্গুণী নক্ষত্র পূর্ব্ব দক্ষিণ পাদে অবস্থান করিতেছে।

উত্তরফল্গুণী, হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্র কূর্ম্মের দক্ষিণ দিকে বিরাজমান।

স্বাতী, বিশাখা ও অনুরাধা কূর্ম্মের অপর দক্ষিণ পদে অবস্থান করে।

জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া কূর্ম্মের পুচ্ছদেশে অবস্থিত।

উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা কূর্ম্মের বামপদে সংস্থিত।

শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তর ভাদ্রপদ কূর্ম্মরূপী ভগবানের বাম কুক্ষি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত।

রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী কূর্ম্মের পূর্ব্ব উত্তর পদে অবস্থিত।

কূর্ম্মের রাশি সংস্থান।

সেই অচিন্ত্যাত্মা নারায়ণের উপরেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রত্যেক নক্ষত্র—সংস্থিত দেবতা সকল তাহার উপরই অবস্থিত। তাঁহার মধ্যে অগ্নি, পৃথিবী ও চন্দ্র বিদ্যমান আছেন।

মেষাদি তিন রাশি তাঁহার মধ্যস্থলে অবস্থিত।
মিথুনাদি দুই রাশি তাঁহার মুখে বিদ্যমান।
কর্কট ও সিংহ রাশি তাঁহার পূর্ব্ব দক্ষিণ চরণে অবস্থান করিতেছে।
সিংহ, কন্যা ও তুলা এই রাশিত্রয় তাঁহার কুক্ষির উপরে বিরাজিত।
তুলা ও বৃশ্চিক রাশি তাঁহার দক্ষিণ পশ্চিম পদে বিদ্যমান।
বৃশ্চিক ও ধনুরাশি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে;
ধনু ও মকরাদি তিন রাশি তাঁহার বায়ব্য চরণে।
কুম্ভ ও মীনরাশি তাঁহার উত্তর কুক্ষিতে।
তাঁহার পূর্ব্বোত্তর চরণের উপর মীন ও মেষরাশি আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অবতার সংস্থান।

রামোঽবতার সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য যদু নায়কঃ।
নৃসিংহোভূমি পুত্রস্য বুদ্ধঃ সোম সুতস্য চ॥
বামনোবিবুধেজ্যস্য ভার্গবো ভার্গবস্য চ।
কূর্ম্মো ভাস্কর পুত্রস্য সৈংহিকেয়স্য শূকরঃ॥
কেতোর্মীনাবতারশ্চ যোচান্যেতেঽপি খেটজাঃ॥ পরাশর সংহিতা॥

ভগবান পরাশর বলিয়াছেন,—গ্রহগণের অংশ হইতেই শ্রীরামাদি অবতারের উদ্ভব হইয়াছে; অর্থাৎ সূর্য্যাংশ হইতে রামাবতার, চন্দ্র হইতে বলরামাবতার, মঙ্গল হইতে নৃসিংহাবতার, বুধ হইতে বুদ্ধাবতার, বৃহস্পতি হইতে বামনাবতার, শুক্র হইতে পরশু রামাবতার, শনি হইতে কূর্ম্মাবতার, রাহু হইতে বরাহবতার, কেতু অংশ হইতে মীনাবতারের উদ্ভব হয়। অন্যান্য দেবতাগণ ও গ্রহাংশ সম্ভূত হইতেছে।

অবতারের শক্তি সংস্থান।

ঐশি শক্তির ভেদবশতঃ প্রকৃতি দশরূপে বিভক্তা। অবতারেতে তাঁহার পূর্ণাক্রিয়া শক্তি বিরাজিত।

কৃষ্ণরূপে কালী শক্তি বা কালী প্রকৃতি বিরাজিত, বলরামে তারা প্রকৃতি অবস্থিত, কূর্ম্মে বগলা, মীনে ধূমাবতী, নৃসিংহে ছিন্নমস্তা, বরাহে ভৈরবী, যামদগ্ন বা পরশুরামে সুন্দরী ব ষোড়শী প্রকৃতি, বামনে ভুবনেশ্বরী, বুদ্ধে কমলা প্রকৃতি, দুর্গা (মাতঙ্গী) প্রকৃতি কল্কী অবতাররূপে প্রকাশিতা।

যিনি ভগবতী তিনিই কালী, যিনি ভগবান তিনিই কৃষ্ণ; এই জন্যই ব্রজধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কালীরূপ্ ধারণ করিয়াছিলেন।

সপ্তমাধ্যায়

গ্রহণ।

গ্রহণের নাম গ্রহণ। একে অন্যকে গ্রহণ করিলে তাহার নাম হয় গ্রহণ।

প্রাচীন মতে গ্রহণ যথা :—সূর্য্যের অধোভাগে অযুত যোজন অন্তরে রাহুমণ্ডল অবস্থিত আছে। ঐসিংহিকাতনয় রাহু তথায় নক্ষত্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়কেই পীড়ন করিয়া থাকে। উহার অধোদেশে যে সূর্য্য বিম্ব অযুত যোজন সন্তাপ দিতেছেন ও দ্বাদশ সহস্র যোজন যে চন্দ্র মণ্ডল আছে, ত্রয়োদশ সহস্র যোজন পরিমিত রাহু ঐ উভয় মণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। রাহু যখন মণ্ডলাকৃতি পৃথিবীর ছায়া ধারণ করে, তাহারি নাম গ্রহণ। ঐ রাহু পূর্ণিমা ও অমাবস্যারূপ পর্ব্ব সময়েই চন্দ্র ও সূর্য্যকে দূর হইতেই আচ্ছাদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই নাম গ্রহণ।

আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত এই যে, রাহু ও কেতু প্রকৃত পক্ষে কোন জ্যোতিষ্কই নহে। চন্দ্র সূর্য্য পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় যে স্থলে আসিলে গ্রহণ হয়, সেই দুই স্থানকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাহু ও কেতু নাম দিয়াছেন।

যে দুই স্থানে চন্দ্রের গমনীয় পথের সহিত বিষুব রেখার সংযোগ তাহার উত্তর দিকের যোগ স্থানের নাম রাহু ও দক্ষিণ দিকের যোগ স্থানের নাম কেতু বলিয়া থাকে নামে রাহু ও কেতু গ্রহ, কিন্তু রাশি চক্রে তাহাদিগের স্থান নাই। আধুনিক জ্যোতির্বিদগণের মত আদর করিলে, প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়। মাধ্যান্দিনী শ্রুতি বলিতেছেন,—

"স্বর্ভানুর্হবা আসুরঃ সূর্য্যং তমসা বিব্যাধ"।

অর্থাৎ রাহু অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে ব্যথিত করে।

এই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য ভাস্করাচার্য্য বলেন যে চন্দ্র গ্রহণ সময়ে রাহু পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকে এবং সূর্য্য গ্রহণ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে।

গ্রহণ দুই প্রকার,—সূর্য্য গ্রহণ ও গ্রহ বা উপগ্রহ গ্রহণ।

কোন গ্রহ বা উপগ্রহ দ্বারা সূর্য্য আবৃত হওয়ার নাম সূর্য্যগ্রহণ। সূর্য্য আবৃত হওয়া হেতুতে কোন গ্রহ বা উপগ্রহের ছায়া অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহে পতিত হওয়ার নাম গ্রহ বা উপগ্রহ গ্রহণ। সুতরাং যখন একটী গ্রহ বা উপগ্রহে সূর্য্য গ্রহণ হয়, তখন সে গ্রহ বা উপগ্রহ দ্বারা আবৃত হওয়াতে ঐরূপ সূর্য্য গ্রহণের উৎপত্তি হয়। সেই গ্রহ বা উপগ্রহে প্রথমোক্ত গ্রহ বা উপগ্রহের গ্রহণ হইয়া থাকে, কেন না তথায় সূর্য্য গ্রহণ হওয়াতে সূর্য্যের আলোক পতিত হয় না। এই নিমিত্ত যখন পৃথিবীতে সূর্য্য গ্রহণ দৃষ্ট হয়, তখন চন্দ্রলোকে পৃথিবী গ্রহণ হইয়া থাকে এবং যখন চন্দ্রলোকে সূর্য্য গ্রহণ হয় তখন পৃথিবীতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে।

গ্রহ বা উপগ্রহ গ্রহণের মধ্যে চন্দ্রগ্রহণই আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই ; কিন্তু অন্যান্য গ্রহের গ্রহণ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু উহারা আবৃত হওয়ার নিমিত্ত যখন সূর্য্য গ্রহণ হয়, তখন সূর্য্যমধ্যে একটি কালচিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে অবনী মণ্ডলে চন্দ্রগ্রহণ হয়, সেই সময়ে চন্দ্রলোকে সূর্য্য গ্রহণের উৎপত্তি হয়।

সূর্য্যগ্রহণ।

দেব্যুবাচ—যদ্যেবং ভগবান্ সূর্য্যঃ সর্ব্ব তেজস্বিনাং বরঃ।
স কথং গ্রস্যতে দেব সৈংহিকেয়েন রাহুনা ॥ ১৮১ ॥
ঈশ্বর উবাচ—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্ব পাপ প্রণাশনম্।
কারণং গ্রহণস্যাপি ভ্রান্তের্ব্বিচ্ছেদ কারকম্ ॥ ১৮২ ॥
রাহুরাদিত্য বিম্বস্যাধস্তাত্তিষ্ঠতি ভামিনি।
অমৃতার্থী বিমানস্থো যাবৎ সংস্রবতেঽমৃতম্ ॥ ১৮৩ ॥
বিম্বেনান্তরিতো দেবি আদিত্য গ্রহণং হি তৎ।
ন কশ্চিদ্ গ্রসিতুং শক্ত আদিত্যো দহতি ধ্রুবম্ ॥ ১৮৪ ॥
১৭অঃ—প্রভা—স্কন্দ ॥

দেবি কহিলেন—হে দেব! সূর্য্য যদি সর্ব্ব তেজস্বীদিগের প্রধান হইল, তবে সিংহীকানন্দন রাহু তাহাকে গ্রাস করেন কিরূপে?

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! রাহু ক্ষরিত অমৃত পানার্থী হইয়া রথারোহণে রবিমণ্ডলের অধোভাগে অবস্থান করে। সেই রাহু দ্বারা সূর্য্যবিম্ব আবৃত হইলে তাহাকেই গ্রহণ বলা যায় ; নচেৎ আদিত্যকে প্রকৃতপক্ষে গ্রাস করিতে কেহ সক্ষম হয় না। গ্রাসোদ্যত ব্যক্তিকে আদিত্য নিশ্চয়ই দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে সম-সূত্রপাতে আইসে, তখন চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য আবৃত সূর্য্য গ্রহণ হয়। চন্দ্র যখন ঠিক মধ্যস্থলে আইসে, তখনই সর্ব্বগ্রাস হয়। কিঞ্চিৎ পার্শ্ব দিয়া গমন করিলে আংশিক গ্রাস হয়। চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া সূর্য্যকে আবৃত করে, তখন সূর্য্যের সমুদয় অংশ অদৃশ্য হয়। আর যখন পৃথিবী হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে আবৃত করে, তখন সূর্য্যের সমুদয় অংশ অদৃশ্য না হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময় বলয়াকার দৃষ্ট হয়। এই গ্রহণকে মাধ্যগ্রাস কহে। যখন ঐ ছায়ার একপার্শ্ব দিয়া গমন করে, তখন উহার সমুদয় অংশ ছায়াতে আবৃত হওয়াতে আংশিক গ্রাস হয়। এইরূপে স্থানভেদে সর্ব্বগ্রাস, আংশিক গ্রাস ও গ্রহণের অভাব হইয়া থাকে। গ্রহণ এককালে পৃথিবীর সমুদয় অর্দ্ধেকে দৃষ্টি-গোচর হয় না। যখন একদেশে গ্রহণ দৃষ্ট হয়, তখন অন্য দেশে দৃষ্ট না হইতে পারে অমাবস্যা ব্যতিরেকে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিতে পারে না, সুতরাং ঐ তিথি ভিন্ন অন্য কোন তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হয় না অর্থাৎ অমাবস্যা ব্যতীত অন্য কোন তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হয় না।

চন্দ্রগ্রহণ।

চন্দ্র ও পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সমসূত্রপাতে স্থিত হয়, অর্থাৎ যখন পৃথিবী মধ্যস্থানে ও চন্দ্র সূর্য্য দুই দিকে থাকে, তখন সূর্য্যকিরণে পৃথিবীতে ছায়া জন্মে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ হয়। ঐ ছায়া প্রবেশকেই চন্দ্রগ্রহণ কহে। যখন চন্দ্র ছায়ার মধ্যস্থল দিয়া গমন করে, তখন উহার সমুদয় অংশ ছায়াতে আবৃত হয়, সুতরাং সর্ব্বগ্রাস হইয়া থাকে। আর যখন ঐ ছায়ার এক পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তখন উহার সমুদয় অংশ ছায়াতে আবৃত না হওয়াতে আংশিক গ্রাস হয়।

পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে পূর্ণিমা ব্যতীত অন্য কোন দিনে চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে না। কিন্তু সকল পূর্ণিমাতে গ্রহণ হয় না, তাহার কারণ কেবল চন্দ্রের গতির বিভিন্নতা মাত্র।

গ্রহের গ্রহণ।

রবি সোম বা সূর্য্য চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনিগ্রহেরও গ্রহণ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সকল গ্রহণ মানবমণ্ডলীর নয়নগোচর হয় না।

ভূগ্রহণ।

পৃথিবী ও চন্দ্রের নিজ জ্যোতি নাই, সূর্য্যালোকেই তাহাদের জ্যোতি; উহাদের আকারও প্রায় গোলপিণ্ড, সুতরাং সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ সূর্য্যাভিমুখে থাকে, তৎ বিপরীত পৃষ্ঠদিকে একটি সূচ্যাকার ছায়া প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই ছায়ায় যখন পৃথিবী মজ্জিত হয়, তখন চন্দ্রলোকের বা অন্য গ্রহলোকের দর্শকগণ ভু-গ্রহণ দর্শন করে এবং আমরা সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করি অর্থাৎ আমরা চন্দ্রবিম্বের কৃষ্ণ পৃষ্ঠ সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়া সঞ্চালিত দেখি। যখন দর্শকের চক্ষু চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রস্থ না হয়, তখন চন্দ্র সূর্য্যের কিয়দংশমাত্র আচ্ছাদন করে, তাহাকেই খণ্ডগ্রহণ বলে।

অতএব অমাবস্যায় ভূকেন্দ্র হইতে চন্দ্রসূর্য্যের দূর এবং চন্দ্রপাত স্থান হইতে চন্দ্রের দূরভেদে সূর্য্য গ্রহণের নানাভেদ ঘটিয়া থাকে।

দশ প্রকার গ্রহণ।

গ্রাসের অবস্থাভেদে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দশ প্রকার হইয়া থাকে যথা,—

সব্য, অপসব্য, লেহ, গ্রসন, নিরোধ, অবমর্দ্দ, আরোহ, আঘ্রাত, মধ্যতম ও তমোন্ত্য।

(১). সব্যগ্রহণ—রাহু সব্যগত হইয়া অর্থাৎ বামভাগে থাকিয়া চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করিলে তাহার নাম সব্যগ্রহণ।

(২) অপসব্যগ্রহণ—রাহু অপসব্য অর্থাৎ দক্ষিণে থাকিয়া গ্রাস করিলে তাহা অপসব্য গ্রহণ।

(৩) লেহ—রাহু জিহ্বার ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলকে লেহন করিলে সেই গ্রহণকে লেহ বলে.

(৪) গ্রসন—চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের এক পাদ, অর্দ্ধ বা ত্রিপাদগ্রস্ত হইলে তাহার নাম গ্রসন।

(৫) নিরোধ—চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া রাহু মধ্যস্থলে পিণ্ডীকৃতের ন্যায় অবস্থান করিলে তাহাকে নিরোধগ্রহণ বলে।

(৬) অবমর্দ্দন—রাহু চন্দ্র বা সূর্য্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া অধিককাল অবস্থিতি করিলে তাহার নাম অবমর্দ্দন।

(৭) আরোহগ্রহণ—রাহু বর্ত্তুলাকারে গ্রহমণ্ডলের আবরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইলে তাহাকে আরোহ বলে।

(৮) আঘ্রাত—বাষ্পযুক্ত নিশ্বাস বায়ুতে দর্পণের মধ্যভাগ যেরূপ মলিন হয়, রাহুগ্রস্ত গ্রহমণ্ডলের একদেশ সেইরূপ মলিন হইলে, তাহাকে আঘ্রাত কহে।

(৯) মধ্যতম—চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগ রাহুগ্রস্থ, আর চারিধার বিতমস্ক অর্থাৎ পরিষ্কার থাকিলে তাহাকে মধ্যতম বলে।

(১০) তমোন্ত্যগ্রহণ—গ্রহণ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের শেষ সীমা অতিশয় অন্ধকার এবং মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইলে তাহাকে তমোন্ত্যগ্রহণ বলে।

দশ প্রকার মোক্ষ।

পূর্ব্বে যে গ্রাসভেদে দশ প্রকার গ্রহণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ মোক্ষও দশ প্রকার হয়, যথা,—

দক্ষিণ হনুভেদ, বাম হনুভেদ, দক্ষিণ কুক্ষিভেদ, বাম কুক্ষিভেদ দক্ষিণ পায়ুভেদ, বাম পায়ুভেদ, সংমর্দ্দন, জরণ, মধ্যবিদারণ ও অন্তবিদারণ।

(১) দক্ষিণ হনুভেদ—চন্দ্রগ্রহণে অগ্নিকোণে মোক্ষ হইলে দক্ষিণ হনুভেদ বলে।

(২) বাম হনুভেদ—পূর্ব্বোত্তর কোণে মোক্ষ হইলে বাম হনুভেদ মোক্ষ বলে।

(৩) দক্ষিণ কুক্ষিভেদ—দক্ষিণপার্শ্বে মোক্ষ হইলে দক্ষিণ কুক্ষিভেদ বলে।

(৪) বাম কুক্ষিভেদ—রাহু উত্তর পথে অবস্থিতি করিলে বাম কুক্ষিভেদ নামক মোক্ষ হয়।

(৫) দক্ষিণ পায়ুভেদ—নৈঋত কোণে মোক্ষ হইলে দক্ষিণ পায়ুভেদ বলে।

(৬) বাম পায়ুভেদ—বায়ুকোণে মোক্ষ হইলে বাম পায়ুভেদ মোক্ষ বলে।

(৭) সংমর্দ্দন মোক্ষ—রাহু চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের পূর্ব্বভাগ গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়া যদি পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায়, তবে তাহা সংমর্দ্দন নামক মোক্ষ বলে।

(৮) জারণ মোক্ষ—পূর্ব্বদিকে গ্রহণ আরম্ভ হইয়া পশ্চিমদিকে মোক্ষ হইলে জারণ মোক্ষ বলে।

(৯) মধ্য বিদারণ—মধ্যস্থল প্রথম প্রকাশিত হইলে মধ্যবিদারণ মোক্ষ বলে।

(১০) অন্তবিদারণ মোক্ষ—অন্তবিদারণ নামক মুক্তিতে চন্দ্রমণ্ডলের শেষ সীমায় নির্ম্মলতা ও মধ্যভাগে অতিশয় অন্ধকার থাকে।

চন্দ্রগ্রহণে যে দশ প্রকার মোক্ষের কথা বলা হইল, সূর্য্যগ্রহণেও সেই দশ প্রকার অবশ্য ঘটে। কিন্তু চন্দ্রের যে স্থলে পূর্ব্বদিকের উল্লেখ আছে, সূর্য্য বিষয়ে সেই স্থলে পশ্চিমদিকের কল্পনা করিতে হইবে।

গ্রহণের সহিত পৃথিবী ও মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ।

খ গোলের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সহিত প্রাণিবর্গের অনির্বচনীয় সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি ও অবস্থা পরিবর্ত্তনে মানব প্রভৃতি প্রাণিগণের অবস্থা পরিবর্ত্তন ও শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বেত্তারা সেই সকল শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। গ্রহণ হেতু মানবের মঙ্গলামঙ্গল দুই সংঘটিত হয়। বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে যে,—

ব্রহ্মা, চন্দ্র, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও যম এই সাতটী দেবতা যথাক্রমে পর পর গ্রহণের অধিপতি হইয়া থাকেন। অধিপতি অনুসারে গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়।

অধিপতি	ফল
(১) ব্রহ্মা—	ব্রাহ্মণ ও পশুর বৃদ্ধি
(২) মঙ্গল—	আরোগ্য ও শস্য বৃদ্ধি
(৩) চন্দ্র--	পণ্ডিতগণের পীড়া ও অনাবৃষ্টি
(৪) ইন্দ্র—	রাজবিরোধ, শারদীয় শস্যের বিনাশ
(৫) কুবের—	ধনীগণের অর্থনাশ ও দুর্ভিক্ষ
(৬) বরুণ—	রাজার অমঙ্গল ও অপর লোকের মঙ্গল ও শস্যবৃদ্ধি
(৭) অগ্নি—	অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ ও শস্যনাশ
(৮) যম—	মহামারী

ইহা ছাড়া অন্য সময়ে গ্রহণ হইলে ক্ষুধা ও অনাবৃষ্টি ইত্যাদি সংঘটিত হয়।

গ্রহণ	ফল
(১) সব্যগ্রহণ—	জগৎ জলপ্লুত, আহ্লাদিত ও ভয়শূন্য
(২) অপসব্য—	রাজা ও তস্করের পীড়া এবং প্রজানাশ
(৩) লেহ—	প্রাণীমণ্ডলের আহ্লাদ ও প্রভূত বারিবর্ষণ
(৪) গ্রসন—	গর্ব্বিত রাজগণের ধননাশ ও গর্ব্বিত দেশগুলির পীড়া
(৫) নিরোধ—	সমস্ত প্রাণীর আহ্লাদ বৃদ্ধি
(৬) অবমর্দ্দন—	রাজগণের বিনাশ, প্রধান প্রধান দেশের ধ্বংশ ও অন্ধকারের ভয় হয়।
(৭) আরোহ—	রাজগণের পরস্পর বিরোধ ও ভয়।
(৮) আঘ্রাত—	সুবৃষ্টি ও সকল বিষয়ের বৃদ্ধি।
(৯) মধ্যতম—	মধ্যদেশের বিনাশ ও উদরাময় রোগের বৃদ্ধি।
(১০) তমোন্ত্যগ্রহণ—	মূষিক, শলভ প্রভৃতি ঈতি ও ভয়ানক চোরের উৎপত্তি।

মোক্ষফল।

(১) দক্ষিণ হনুভেদ—	শস্যনাশ, মুখরোগ রজপীড়া ও সুবৃষ্টি হয়।
(২) বামহনুভেদ—	রাজা ও রাজপুরুষের ভয়, মুখরোগও দুর্ভিক্ষ।

গ্রহণ	ফল
(৩) দক্ষিণ কুক্ষিভেদ—	রাজপুত্রের পীড়া ও দক্ষিণ দেশেস্থ শত্রুগণের অভিযোগ।
(৪) বামকুক্ষিভেদ—	স্ত্রীলোকের গর্ভ বিপত্তি ও মধ্যমরূপ শস্য।
(৫) দক্ষিণ পায়ুভেদ—	সাধারণরূপ গুহ্যপীড়া ও সুবৃষ্টি।
(৬) বামপায়ুভেদ—	গুহ্যপীড়া, সুবৃষ্টি ও রাজমহিষীর বিপদ।
(৭) সংমর্দ্দনমোক্ষ—	জগতের মঙ্গল ও শস্যের শ্রীবৃদ্ধি।
(৮) জরণমোক্ষ—	মানবগণ ক্ষুধায় কাতর ও শস্যভয়ে উদ্বিগ্ন হয়।
(৯) মধ্যবিদারণ—	প্রাণীগণের মানসিক কোপ সুচারু বৃদ্ধি ও সুভিক্ষ হয়।
(১০) অন্তবিদারণ মোক্ষ—	মধ্যদেশের বিনাশ ও শারদীয় শস্যের ক্ষয় হয়।—

গ্রহ গ্রহণের ফল।

(১) মঙ্গলের গ্রহণ হইলে—অবন্তীদেশ, কাবেরী ও নর্ম্মদার তটস্থ দেশ এবং গর্ব্বিত নরপতি সকলের বিনাশ হয়।

(২) বুধের—অম্বুবেদী, সরযূ নেপাল, পূর্ব্ব সাগর ও শোণ প্রভৃতি দেশের স্ত্রী রাজা, যোদ্ধা, পণ্ডিত ও বালকগণের বিনাশ হয়।

(৩) বৃহস্পতির—বিদ্বান, রাজমন্ত্রী, হস্তী ও অশ্বের বিনাশ হয় এবং সিন্ধু নদীর নিকটস্থ বা উত্তরদিগাশ্রিত ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়।

(৪) শুক্রের—দাসেরক, কৈকেয় যৌধেয়, আর্য্যাবর্ত্ত ও শিবি প্রভৃতি দেশ, স্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পীড়া হয়।

(৫) শনির—মরুভব পুষ্কর সৌরাষ্ট্রদেশীয় লোকগণ, পদাতিক, অর্ব্বুদাদি অন্ত্যজাতি এবং গোমন্ত ও পারিপাত্র পর্ব্বতস্থ ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়।

(৬) সূর্য্য কিম্বা মঙ্গলের নবাংশ গ্রহণ হইলে-গ্রহণ সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে।

ফল।

(৭) বুধ বা শনির নবাংশ গ্রহণ হইলে—আকাশমণ্ডল মলীন ও অল্প বর্ষণ হয়।

(৮) বৃহস্পতির নবাংশ গ্রহণ হইলে—আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকে।

(৯) বর্ষাকালে শুক্র কিম্বা শনির নবাংশ গ্রহণ হইলে—গ্রহণের সময় ভয়ানক জলপাত হয়; অপর কালে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদিত থাকে।

(১০) চন্দ্রগ্রহণের পর পক্ষান্তে সূর্য্যগ্রহণ হইলে—প্রজাগণের অনীতি ও দম্পতির পরস্পর শত্রুতা জন্মে।

(১১) সূর্য্যগ্রহণের পর পক্ষান্তে চন্দ্রগ্রহণ হইলে—ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞফল গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু প্রজারা সর্ব্বদাই আহ্লাদিত থাকে।

গ্রহণ মুক্তিকালের সপ্তাহ মধ্যে

(১) পাংশুপাত হইলে—দুর্ভিক্ষ। (২) নীহারপাতে—রোগ ভয়। (৩) ভূমিকম্পে—শ্রেষ্ঠ নরপতির বিনাশ। (৪) উল্কাপাতে—মন্ত্রী নাশ। (৫) নানাবর্ণের মেঘ হইলে—ভয়। (৬) মেঘের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন হইলে—গর্ভনাশ। (৭) বিদ্যুৎ হইলে—রাজা ও দংষ্ট্রীজাবের পীড়া। (৮) পরিবেশ হইলে—রোগ ভয়। (৯) দিগ্দাহ হইলে—রাজ ভয় ও অগ্নিভয়। (১০) প্রবল রুক্ষ বায়ু বহিলে—চৌর ভয়! (১১) নির্ঘাত, ইন্দ্রধনু বা দণ্ডদর্শন হইলে—ক্ষুদ্র ও শক্রচক্রে অমঙ্গল।

কিন্তু গ্রহণের পর সাতদিনের মধ্যে সুন্দররূপ বৃষ্টিপাত হইলে কোনরূপ অশুভ ঘটে না এবং সুভিক্ষ হয়।

গ্রহ যুদ্ধ ও তাহার ফল

ব্রহ্মাণ্ড একটী যুদ্ধক্ষেত্র। পদার্থে পদার্থে, পশুতে পশুতে, দানবে দানবে, মানবে মানবে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই রহিয়াছে ও গ্রহেরাও তাহার মধ্যে একজন। গ্রহে গ্রহেও যুদ্ধ হইয়া থাকে। এই গ্রহযুদ্ধ গণনা নিরূপণ করিতে হইলে সূক্ষ্ম গণিত শিক্ষা ব্যতীত হয় না। সূর্য্য সিদ্ধান্তে ইহার বিস্তার বর্ণনা আছে। উহাদ্বারা কোনদেশের কিরূপ সাধারণ শুভাশুভ ফল হইবে এবং কোন দেশের রাজার কিরূপ যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইবে তাহা নিরূপিত হয়।

এই গ্রহ যুদ্ধ হইতে মানবগণের ও বহুবিধ শুভাশুভ ফলাফল সংঘটিত হইতেছে। মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী তারা গ্রহের কোন দুইটী উপর্য্যুপরি অবস্থিত হইলে তাহাদের কিরণ স্পর্শাদি হইয়া থাকে। গ্রহগণ পরস্পর অনেক দূরে অবস্থিত, কোনকালেই তাহাদের যোগ হয় না, কিন্তু সময় বিশেষে উপর্য্যুপরিভাবে অবস্থিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে ভূতলস্থ দর্শকবৃন্দ উভয় গ্রহকে যুক্ত বলিয়া মনে করে। শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই গ্রহযোগ বা অবস্থা বিশেষে গ্রহযুদ্ধ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে চন্দ্রের সহিত উক্ত তারা গ্রহগণের মিলনের নাম 'সমাগম'; আর সূর্য্যের সহিত সকল গ্রহের মিলনকে 'অস্তমন' কহে।

অবস্থাভেদে গ্রহযুদ্ধ চারি প্রকার হয় যথা,—উল্লেখ, ভেদ, অংশুবিমর্দ্দন ও অপসব্য।

(১) উল্লেখযুদ্ধ—কেবল প্রতিবিম্বরূপে গ্রহদ্বয়ের স্পর্শ হইলেও তাহাকে উল্লেখযুদ্ধ বলে।

ফল—অমাত্য পীড়া, শস্ত্রভয়, মন্ত্রিবিরোধ ও দুর্ভিক্ষ।

(২) ভেদযুদ্ধ—উভয় গ্রহের মানের যোগ ফলের অর্দ্ধ হইতে গ্রহদ্বয়ের অন্তর অধিক হইলে অর্থাৎ পরস্পর বিম্ব ভেদ করিয়া গমন করিলে তাহাকে ভেদযুদ্ধ বলে।

ফল—ধনক্ষয়, বৃষ্টিনাশ এবং সুহৃদ ও কুলীনগণের ভেদ।

(৩) অংশুবিমর্দ্দন যুদ্ধ—উভয় গ্রহের কিরণের সংঘট বা যোগ হইলে তাহার নাম অংশুবিমর্দ্দন যুদ্ধ।
ফল—ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ও রাজবিরোধ; শস্ত্রযুদ্ধ, রোগ, প্রজাবর্গ ক্ষুধাকুল ও অবমর্দ্দন।

(৪) অপসব্য যুদ্ধ—গ্রহদ্বয়ের অন্তরংশ অর্থাৎ ষাইট কলার ন্যূন হইলে তাহাকে অপসব্য যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধ আবার দুই প্রকার, এক ব্যক্ত আর এক অব্যক্ত।

(ক) গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটী অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিম্ব হইলে তাহাদের অপসব্য যুদ্ধ মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এই কারণে তাহার নাম ব্যক্ত।

(খ) গ্রহদ্বয়ের মধ্যে কোনটিই অণু না হইলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং অব্যক্ত। ফল—রাজ বিনাশ।

পরাজিত গ্রহের লক্ষণ—গ্রহযুদ্ধের পর যে গ্রহটি অব্যক্ত, ক্ষুদ্রবিম্ব, দীপ্তিশূন্য, বিবর্ণ, কম্পিত, রুক্ষ, প্রতিনিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী, ক্ষুদ্র অন্য গ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত তাহাকে পরাজিত জানিবে।

জয়ী গ্রহের লক্ষণ—গ্রহ যুদ্ধেরপর যে গ্রহকে ইতর গ্রহবিম্ব হইতে স্থূল, দীপ্তিমান ও উত্তর দিকে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জয়যুক্ত বলিয়া জানিবে। গ্রহের জয় ও পরাজয় যে দিকে সংস্থিত বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ত নহে; তেজস্বী পৃথুবিম্ব বলবান গ্রহ উত্তর বা দক্ষিণ যে দিকেই অবস্থিত হউক না কেন, তাহাকে জয়ী বলিয়া জানিবে।

গ্রহযুদ্ধ

গ্রহের পরাজয় ও ফল।

(১) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক মঙ্গল গ্রহের পরাজয় হইলে—বাহ্লীক, যায়ী ও অগ্নিজীবীগণের পীড়া ও ম্লেচ্ছ, শূদ্র, ত্রিগর্ত্ত ও পার্ব্বতীয় জনসমূহের পীড়া ও ভূমিকম্প।

(২) বুধ কর্ত্তৃক মঙ্গল—শূরসেন, কলিঙ্গ ও সাল্যদেশের পীড়া।

(৩) শনি কর্ত্তৃক মঙ্গল—পৌরগণের জয়লাভ, প্রজাগণের অবসাদ ও বিনাশ।

(৪) শুক্র কর্ত্তৃক মঙ্গল—কোষ্ঠের ব্যায়াম, ম্লেচ্ছ ও ক্ষত্রিয়গণের পরিতাপ।

(৫) মঙ্গল কর্ত্তৃক বুধ—বৃক্ষ, নদী, তাপস, অশ্মকদেশীয় নরপতি এবং উত্তরদিকবাসী যাজ্ঞিকগণের সন্তাপ।

(৬) শনি কর্তৃক বুধ—ম্লেচ্ছ, শূদ্র, চৌর, ধনশালী, পুরবাসী, ত্রিগর্ত ও পার্ব্বতীয় জনসমূহের পীড়া ও ভূমিকম্প এবং নাবিক, জলজ, ধনী ও গর্ভিণীগণের বিনাশ।

(৭) শুক্র কর্তৃক বুধ—অগ্নিকোপ, শস্য, মেঘ ও যাটিগণের বিনাশ।

(৮) শুক্র কর্তৃক বৃহস্পতি—কুলুত, গান্ধার, কৈকেয় মদ্র, শাল্ব, বৎস্য ও বঙ্গগণ, গোসমূহ ও শস্যের বিনাশ।

(৯) মঙ্গল কর্তৃক বৃহস্পতি—মধ্যদেশ, নরপতিগণ ও গোসমূহের ক্ষয়।

(১০) বুধ কর্তৃক বৃহস্পতি—ম্লেচ্ছ, সত্য ও শস্ত্র জীবীগণ এবং মধ্য দেশের বিনাশ।

(১১) শনি কর্তৃক বৃহস্পতি—আর্জুনায়ণ, বসতি, যৌধেয়, শিবি ও ব্রাহ্মণগণের

(১২) বৃহস্পতি কর্তৃক শুক্র—শ্রেষ্ঠ কারীব বিনাশ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, অনাবৃষ্টি, কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, মৎস্য, মধ্যদেশ শূরসেনগণ ও নপুংসকগণের ঘোরতর পীড়া।

(১৩) মঙ্গল কর্তৃক শুক্র—বলমুখ্যগণের বধ ও রাজগণের যুদ্ধ।

(১৪) বুধ কর্তৃক শুক্র—পার্ব্বতীয় দেশের পীড়া, দুগ্ধের হানি ও অল্পবৃষ্টি।

(১৫) শনি কর্তৃক শুক্র- গণশ্রেষ্ঠ, শস্ত্রজীবী, ক্ষত্রিয়গণ ও জলজের পীড়া।

(১৬) শুক্র কর্তৃক শনি--মহার্ঘতা, সর্প, পক্ষী ও মানীগণের পীড়া।

(১৭) বুধ কর্তৃক শনি-- টঙ্কণ, অন্ধ্র, ওড়, কাশী ও বাহ্লীক দেশবাসীর পীড়া।

(১৮) বৃহস্পতি কর্তৃক শনি—অঙ্গদেশ, বণিক, বিহঙ্গ, পশু ও সর্পগণের সন্তাপ।

অষ্টমাধ্যায়

ভুবনকোষ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশোভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি,
দিশোহস্য স্রক্তয়োদ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ
কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥

১ ॥ ১৫ খ—৩ অঃ—ছান্দো ॥

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকোশকে আশ্রয় করিয়া আছে, অন্তরীক্ষ ঐ কোশের উদর এবং ভূমি উহার মূল, পরন্তু কদাচ ঐ কোষ জীর্ণ হয় না, কিম্বা বিনাশ পায় না অর্থাৎ প্রবাহরূপে নিত্য। উহা ত্রৈলোক্যাত্মক সহস্র যুগ পর্য্যন্তস্থায়ী। দিক সকল উহার কোন এবং স্বর্গ তাহার উর্দ্ধ ছিদ্র। ঐ ব্রহ্মকোষ বসুনিধান, প্রাণিগণের কর্ম্মফলরূপ রত্ন এই ব্রহ্মকোষে নিহিত থাকে। অখিল ভুবনই এই কোষের অন্তর্গত।

এই যে দেদীপ্যমান তেজোমণ্ডল যাহাকে আমরা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল বা সূর্য্য নাম দিয়া উল্লেখ করিতেছি, সেই সূর্য্যালোক যতদূর উর্দ্ধাধো গতি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় ততদূরই ভুবন কোষ। এই ভুবন কোষ সপ্তলোক সমষ্টি যথা,—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। ভুবন কোষের প্রস্তার অর্থাৎ বিন্যাস পরিপাটী এইরূপ :—

(১) ভুলোক

প্রথম ভুলোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক। অবীচি স্থান অর্থাৎ সব্ব নিম্নে অবস্থিত যে নরক স্থান তাহারি নাম অবীচি এই অবীচি হইতে মেরু পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভুলোক অর্থাৎ পৃথিবী লোক। এই অবীচি স্থানটী পৃথিবীর অন্তর্গত, পরন্তু তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নীচ বা নরক। অবীচিই নিম্নতম বা প্রথমতম নীচ নরক। তদূর্দ্ধে যথাক্রমে আরও ছয়টী নরক স্থান আছে তত্তাবতের নাম মৃত্তিকা স্থান, জলস্থান, অগ্নিস্থান, বায়ু স্থান, আকাশ স্থান, ও অন্ধকারময় মহাকাশস্থান এই সকল স্থানকেই শাস্ত্র লেখকেরা অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিবার স্বরূপ উপনরকও অনেক আছে। এ সমস্তই কোটী কোটী যোজন বিস্তৃত। এ সমস্ত ভোগস্থান। মনুষ্য লোকে যে যেমন দুষ্কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ কর্ম্মানুযায়ী শরীর ধারণ করিয়া নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করে। ইহা স্থূল পাপের ভোগস্থান। এই সব পাপের বিচারের জন্য সূক্ষ্ম বিচারকারী চতুর্দ্দশটী বিচারক রহিয়াছেন। আমাদের ন্যায় স্থূলদর্শী প্রকৃতির লোক ইহার বিচারক নয়।

যাঁহারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন তাঁহারাই ইহার বিচারক। এই সকল নরক স্থান অতিক্রম করিলে অর্থাৎ প্রোক্ত স্থানের উর্দ্ধে যথাক্রমে—

"অতল, বিতল, সুতল, তল; } এই সপ্তবিধ পাতাল লোক আছে।
তলাতলাতল, রসাতল, বা মহাতল }

অতল শুভ্রবর্ণ, বিতল হিঙ্গুলের ন্যায়, সুতল পীতবর্ণ, তল কৃষ্ণবর্ণ, তলাতল সিকতাময় রসাতল শিলাময়, মহাতল লোহিতময়। এই সমস্তই ভোগ স্থান।

এই সমস্ত পাতালে সূক্ষ্ম,°তৈজস নানাবিধ শরীরই বিবিধ শরীর ধারণ করিয়া স্বর্গাধিক বিবিধ সুখভোগ করিতেছেন। দৈত্য, দানব ও নাগাদি নানাবিধ প্রাণী এই পাতাল লোকে বাস করে। এই সব স্থানে অসংখ্য নানাবিধ শোভাশালী পর্ব্বত, নদী, সরোবর, অট্টালিকা, নগর শোভা পাইতেছে।

তমোধ্বংশকারী নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় মণি-মাণিক্য শোভা বিস্তার করিতেছে। এই পাতাল তলে দিবাকর রশ্মি কেবল প্রভা বিস্তার করে, উত্তাপ বিকীরণ করে না। চন্দ্রের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয়, শীতের কারণ হয় না। স্বর্গলোকবাসী দেবতাদের ন্যায় পাতাল লোকবাসী দৈত্য দানবদের ও ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি। দেবতাদের ন্যায় ইহারাও মন্বন্তর স্থায়ী। গোমাতা সুরভি পাতালেই নিরন্তর বাস করেন। তাঁহার দুগ্ধ শ্রাবীত হইয়া অসংখ্য ক্ষীরোদার্ণবের সৃষ্টি করিতেছে সর্ব্ব নিম্নে সঙ্কর্ষণ দেব সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন। এই সমস্তই দৃশ্য পৃথিবীর অন্তর্ভূত।

এই পৃথিবীতে প্রধানতঃ সাতটী মহাদ্বীপ ও সাতটী মহাসমুদ্র বিরাজ করিতেছে।

কক্ষা—ভ চক্রের কক্ষার পরিমাণ—২৫৯৮৯০০১২ যোজন।

ব্রহ্মাণ্ড কক্ষার পরিমাণ—১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০ যোজন।

গতি—পৃথিবী ঘণ্টায় ৬৮০০০ হাজার মাইল গমন করে।

৩৬৫ দিন—৫ ঘণ্টা—৪৮ মিনিট—৪৮ সেকেণ্ডে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বার্ষিক গতি সমাপন করে।

দূর—সূর্য্য হইতে পৃথিবী ৯৫০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

সূর্য্য যতগুণ বড়—১৩৯৫৫১।

(২) ভুবলোক।

দ্বিতীয়ভুর্ব্বলোক। পাতাল স্থান সমাপ্ত হইলে পৃথিবীলোক অর্থাৎ ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান ভুবর্লোক বলিয়া কথিত হয়।

পূর্ব্বদিক সীমা।

প্রথম কালোদক সাগর, তাহার পর লোহিত সাগর, এই সাগরের মধ্যে নানা রত্ন বিভূষিত এক পর্ব্বতের মধ্যে সুধা ধবলিত গরুড়ের বাস ভবন আছে। ইহার পর গোশৃঙ্গ

পর্ব্বত। তাহাতে নানাপ্রকার রাক্ষসগণ বাস করে। গোশৃঙ্গ অতিক্রম করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণি-মুক্তার আকরীভূত পাণ্ডুরমেঘ সঙ্কাশ দুর্দ্ধর্ষ ক্ষীরোদ সাগর দৃষ্টি গোচর হয়। ঐ ক্ষিরোদ সাগরের মধ্যস্থলে নানাবিধ পর্ব্বতে নানাপ্রকার দেবজাতি বাস করিতেছে। ঐ ক্ষিরোদ সাগর অতিক্রম করিলে ঘৃতোদ সাগর। ঐ ঘৃতোদ সাগরের বিবিধ পর্ব্বতে বিবিধ দেবজাতি বাস করিতেছে। ঘৃতোদ সাগর অতিক্রম করিলে পর দেব নিলয় শ্রীমান উদয় পর্ব্বত দৃষ্টি গোচর হইবে। ঐ উদয় শৈল অতিক্রম করিলে, দশ যোজন বিস্তৃত শত যোজন সমুন্নত আর এক সুদৃঢ় সুবর্ণ পর্ব্বত দৃষ্টি গোচর হয়; উহার নাম সৌমনস পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বত রাজের এক অতি বিশাল অত্যুন্নত মহাশৃঙ্গ আছে। ঐ শৃঙ্গের মরীচিপ বৈখানস নামক বালিখিল্য মুনিগণ বাস করেন। ঐ শৃঙ্গে পূর্ব সন্ধ্যা সূর্য্যদেবেরই তেজ দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়া রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাকালে ভগবান পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রথমপাদ ঐ শৃঙ্গেই অর্পণ করিয়া তৎপশ্চাৎ সুমেরু শিখরে দ্বিতীয়পাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দেবদিবাকর যৎকালে জম্বুদ্বীপের উত্তরদিক অবলম্বন করেন, তৎকালে ঐ সুবর্ণশৃঙ্গেই অবস্থিত হইয়া প্রাণিগণের দৃশ্য হইয়া থাকেন। ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলে সন্দর্শন নামক এক দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপ ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গেরই কিরণ জালে আলোকিত হইয়া থাকে। তাহার পর নিবরচ্ছিন্ন নিবিড় অন্ধকার; চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোকমাত্র নাই; দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাহার পর আর গমন করা যায় না; তাহার পরই অসীম অনন্ত বিশ্ব।

দক্ষিণদিক সীমা।

দক্ষিণে লবণোদ। লবণ সমুদ্র পার হইলেই মহেন্দ্র পর্ব্বত। ঐ মহেন্দ্র পর্ব্বত পার হইলে যে দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহাই লঙ্কাদ্বীপ। ঐ লঙ্কাদ্বীপ পার হইলে কাঞ্চনগিরি সাগর ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। উহার এক কাঞ্চনশৃঙ্গে দিবাকর এবং রজতশৃঙ্গে চন্দ্রমা অবস্থিতি করেন। কাঞ্চনগিরি অতিক্রম করিলে বিদ্যুদ্বান নামক পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। বিদ্যুদ্বান অতিক্রম করিলে উষীরবীজ নামে এক পর্ব্বত আছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মনুষ্যেরা যমালয়ের উত্তর-বর্ত্তী ঐ উষীরবীজ পর্ব্বত ও উহার পৃষ্ঠজাত বিবিধ সুবর্ণ পাদপসকল দর্শন করিয়া থাকে। উষীরবীজ পর্ব্বত পার হইলে কুঞ্জর নামে এক পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। ঐ কুঞ্জর পর্ব্বতে মহর্ষি অগস্ত্যদেব বাস করেন। ঐ অগস্ত্য বাসভবনের কাঞ্চনময় দিব্য তোরণ এক যোজন বিস্তৃত ও শত যোজন উন্নত; উহা নানা মণিরত্নে বিভূষিত। সেই পর্ব্বতেই ভোগবতী নামে দুরধিগম্য নাগপুরী বিদ্যমান আছে; উহার রথ্যাসকল সুপ্রশস্ত এবং তোরণ সকল তপ্ত কাঞ্চনে বিনির্ম্মিত। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাবিষধর ঘোররূপী মহা সর্পসকল সেই পুরী রক্ষা করিতেছে। মহা-তেজা সর্পরূপ বাসুকী সেই পুরীতেই বাস করেন। কুঞ্জর পর্ব্বত অতিক্রম করিলে বৃষভ নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে পদ্মক, গোশীর্ষ হরিশ্যাম এবং অনল শিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল কান্তি

আর এক প্রকার দিব্য চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃষ পর্ব্বতে মহর্ষি তৃণাঙ্কুরের আশ্রম। ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলে পর, অগম্য সুদারুণ পিতৃলোকের রাজধানী যমলোক। উহার পর অগম্য, সূর্য্যের আলোক নাই, নিরবিচ্ছিন্ন নিবিড় ঘোর অন্ধকার, তারপর অসীম অনন্ত বিশ্ব।

পশ্চিম সীমা।

পশ্চিমে সাগর। সাগরের মধ্যে পারিপাত্র পর্ব্বত, উহার পর চক্রবান নামক পর্ব্বত। পুরাকালে কৃষ্ণ ঐ পর্ব্বতে পঞ্চজন ও হয়গ্রীব দানব সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও চক্র আহরণ করেন। চক্রবাণের পর বরাহ পর্ব্বত। তাহার পর সুমেরু, তারপর কাঞ্চনপর্ব্বত, তারপর সাবর্ণিমেরু। ঐ সাবর্ণি মেরুর এক দেশে সূর্য্য সঙ্কাশ দ্যুতিমান মহর্ষি সাবর্ণি বাস করেন। ইহার পর অস্তশৈল। ঐ অস্তাচল বাড়বাগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং নিরন্তর তেজো-শিখা বিকিরণ করিতেছে। ঐ শৈলে বরুণদেবের নানাবিধ শোভাসম্পন্ন ভবন আছে দিবাকর প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় কিরণজাল দ্বারা জীবলোকে অন্ধকার দূরীকরণপূর্ব্বক ঐ পর্য্যন্ত যাইয়াই অস্তগমন করেন। ইহার পর ভাস্করের আর আলোক নাই, অসীম অনন্ত বিশ্ব সমুদ্র।

উত্তর দিক নির্দ্দেশ।

উত্তরে উত্তর সাগর। তাহার তীরে বহুকেতু নামে এক মহা পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতে একটি দিব্য হ্রদ আছে ঐ সরোবরের তীরে কাঞ্চনময় শরবন বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ শরবনে নিরন্তর অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐ শরবনে কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন। ঐ স্থান অতিক্রম করিলে শৈলোদা নামক এক নদী আছে, তাহার পারে বাঁশবন রহিয়াছে। ঐ বাঁশ বাহিয়া ঐ নদী পার হওয়া যায়। ইহার পরই উত্তর কুরু প্রদেশ। উত্তর কুরুর অধিবাসী সকল হৃষ্টপুষ্ট বালষ্ঠ। তথায় অতি শীত বা অতি গ্রীষ্ম নাই ; সর্ব্বত্র সর্ব্ব কাম ফলপ্রদ পাদপ সকল সুপুষ্পিত রহিয়াছে। কাঞ্চনময় সুবিশাল রত্নপর্ব্বত সকল চারিদিকে শোভা সম্পাদন করিতেছে। তত্রত্য ভূমি পাণ্ডুর বর্ণ, ধূলি বিবর্জ্জিত, সুরস ও সুগন্ধযুক্ত। তথায় নদী সকলের বালুকা সুবর্ণময়। তথায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা দ্বারা স্ত্রী পুরুষের পরিধানোপযোগী নানাবর্ণের বিবিধ বসন ও বিচিত্র আস্তরণ শোভিত শয্যা সকল উৎপাদন করে। আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহাতে বিবিধ গন্ধদ্রব্য ফলিয়া থাকে। উত্তর কুরুর উত্তরে সাগর ঐ সাগরে সোমগিরি নামে সুমহান সুবর্ণ পর্ব্বত অবস্থিতি করিতেছে। যাঁহারা ইন্দ্রলোকে ও ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন, তাঁহারা আকাশতলে আরোহন করিয়া ঐ পর্ব্বত দেখিতে পান। সোম-গিরির পর শ্যামগিরি, তাহার পর দুর্গশৈল, তাহার পর মহাপুমান পর্ব্বত। তাহা পর আর সূর্য্যের আলোক নাই ; অপার অনন্ত জগৎ সমুদ্র।

ভারত সীমা।

ভা=প্রভা বর্ষতীতি ভারতবর্ষ।

যে বর্ষে—জ্ঞান প্রভা, বিজ্ঞান প্রভা যোগপ্রভা, জ্যোতিষপ্রভা, বেদান্ত দর্শন সাহিত্যাদির প্রভা প্রচুররূপে বর্ষিত হয় তাহাই ভারতবর্ষ।

ভারতং নাম যদ্বর্ষং দাক্ষিণাত্যং ময়োদিত্যং।
দক্ষিণাপরতো যস্য পূর্ব্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথাগুণঃ ॥১৩॥
তদেতদ্ভারতং বর্ষং সর্ব্ব বীজং বরাননে।
তৎকর্ম্ম ভূমির্ণান্যত্র সম্প্রাপ্তি পুণ্য পাপয়োঃ ॥১৪॥
দেবানামপি দেবেশি সদৈবৈষ মনোরথঃ।
অপি মানুষ্য মাপ্স্যামো ভারতে প্রত্যুতক্ষিতৌ ॥১৫॥

১১ অঃ প্রভাস ক্ষেত্র মাহা স্কন্ধ।

পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগস্থ এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় সমুদ্র অবস্থিত আর উত্তরদিকে ধনুঃকের গুণের ন্যায় পূর্ব্ব পশ্চিম সাগর ব্যাপী হিমগিরি বিরাজিত।

অয়ি বরাননে! এই ভারতবর্ষই সুখ দুঃখ হেতু কর্ম্মনিচয়ের বীজ স্বরূপ। উহাই কর্ম্ম ভূমি; অন্য কোন ভূমিতেই পাপ পুণ্য লাভ হয় না।

অয়ি দেবেশি! "আমরা কি ক্ষিতিতলে ভারতবর্ষে মানুষরূপে জন্মিতে পারিব? দেবগণও সতত এইরূপ মনোরথ করিয়া থাকে।

অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তি মস্মাৎ প্রজাতিবৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকং চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা দ্বিজাঃ ॥৪॥
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যং চান্তে চ গচ্ছতি।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে ॥৫॥১৯ অঃ ব্রহ্ম পুঃ ॥

কর্ম্মানুযায়ী ভারতবর্ষ হইতেই তির্য্যগ, দেব, মানব, স্বর্গ, মোক্ষ, নরক, মধ্যও অন্ত গতিলাভ হয়।

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তুতে ভারত ভূমি ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গভূতে
ভবন্তিভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥২৪॥৩অঃ ২অংশ বিষ্ণু পুঃ ॥

দেবগণ এইরূপ গীত গান করিয়া থাকেন, যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্য।

যে ভারতে দেবগণ মানব লীলায়।
সুরপুরী পরিহরি করিত আলয়॥
যে ভারতে মহাবল দনুজের দল।
সুর শরাঘাত জ্বালা করিত শীতল॥
যে ভারতে সৌরকুল মহাবীরগণ।
রাক্ষস দানবে রণে করিত দমন॥
দিলীপ সগর রঘু দশরথ বীর।
যে ভারতে রিপুদল করিত অস্থির॥
যে ভারতের বীর বৃন্দের সমর কৌশল।
দেখিত বিমানে বসি দেবতা সকল॥
সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষ দল॥
আজি জনমিয়া ধরা করে রসাতল॥ হেমচন্দ্র॥

দূত উবাচ—

পরতীরং গতো দেবি বসু রাজারি শাসনঃ।
তত্র গন্তু মশক্যেত জলযানৈর্বিনা শুভে॥২৯॥
তানি যানানি সর্ব্বানি গৃহীতানি পরে তটে।
দূত বাক্যে ন সারাজ্ঞী বিষণ্ণা কামপীড়িতা॥৩০॥৯৭ অঃ

রেবাখণ্ড স্কন্দ পুঃ॥

দূত কহিল,—দেবি রাজা বসু শত্রুশাসনার্থে সাগরের পরতীরে গমন করিয়াছেন। হে শুভে! জলযান ব্যতীত কেমন করিয়া তাহার নিকট গমন করিব। বিশেষতঃ সাগরপারোপযোগী যে সকল জলযান ছিল, তৎসমস্ত পরপারে নীত হইয়াছে।

লোকালোক নির্ণয়।

আলোকান্তঃ স্মৃতোলোকো লোকান্তো লোক উচ্যতে।
লোকপালাঃ স্থিতাস্তত্র লোকালোকস্য মধ্যতঃ॥

আলোক ও আলোকের মধ্যস্থানে লোকালোক অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আলোকের গতি হয় এবং যে পর্য্যন্ত আলোকের গতি হয় না, তাহারই মধ্যস্থানে লোকালোক পর্ব্বত অবস্থিতি করে লোকালোকের মধ্য প্রদেশে লোকপালগণ অবস্থান করেন। ইহাঁরা নিরভিমান, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জ্ঞান শূন্য এবং তপস্যা ও শাস্ত্র চিন্তাদি দ্বারা বিনষ্ট ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। আলো ও অন্ধকারের চতুর্দ্দিকে লোকপালগণ অবস্থিতি করিয়া সকল জীবেরই

শুভাশুভ চিন্তা করেন। সেই ব্রহ্মচর্য্যধারী, সাবিত্র্যুপাসক, মর্য্যাদান্বিত, প্রজাভিলাষী, মঙ্গলাকাঙ্খী লোকপালমুনিদিগের নাম যথা;—সুধানা বৈরাজ, কর্দ্দম, শঙ্কপ, হিরণ্য লোমা, পর্জ্জন্য কেতুমান ও জাতনিশ্চয়। পূর্ব্বে যে পৃথিবীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল উহা লোকালোক পর্ব্বতের দ্বারাও সীমাবিশিষ্ট। লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আর সূর্য্যের রশ্মি প্রকাশিত হয় না। লোকালোক শৈল পর্য্যন্তই সূর্য্যের গতির সীমা। ইহার পরই ঘোর অন্ধকার।

সুমেরু ও কুমেরু।

সর্ব্বেষামুত্তরে মেরু র্লোকালোকস্তু দক্ষিণে।

সমুদায়ের উত্তরদিকে সুমেরু এবং দক্ষিণদিকে কুমেরু বা লোকালোক পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে। এই দৃশ্যমান মণ্ডলাকারে অবস্থিত সূর্য্য ও চন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় প্রভা দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই পৃথিবীর বিস্তার ৫০ কোটি যোজন। ইহার মেরু চতুষ্পার্শস্থ স্থানগুলিও এবম্বিধ প্রমাণ বিশিষ্ট। ঋষিগণ যোজনাগ্র হইতে সেই পৃথিবীর আবধি বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। মেরুর মধ্যস্থান হইতে প্রতিদিকে এই পৃথিবীর আবধি বিস্তার ১১ কোটি ১ লক্ষ ৮৯ হাজার যোজন এবং পৃথিবীর আবধি বিস্তার ৫০ হাজার যোজন এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর মেরুর প্রত্যেক দিকে ৩ কোটি ১ লক্ষ ৭৯ হাজার যোজন বিস্তীর্ণা। এই বিস্তার অপেক্ষা পৃথিব্যণ্ডের মণ্ডলাকার পরিধি ত্রিগুণ বিস্তৃত। যোজনাগ্রের পরিমাণ ১১ কোটি ১ লক্ষ ৩৭ হাজার যোজন। তারকা সন্নিবেশের যেরূপ মণ্ডলাকার পরিধি, এই ভূসন্নিবেশের ও সেইরূপ মণ্ডলাকার পরিধি জানিবে। এইরূপ স্বর্গ প্রভৃতি লোকসমূহ পৃথিবীর ন্যায় সমান বিস্তার পরিমাণ ও মণ্ডলাকার পরিধিবিশিষ্ট। এই লোক সমুদয় ছত্রের মত মণ্ডলাকার, ক্রমে উপরিভাগে অবস্থিত; ইহাতে বহুবিধ প্রাণিগণ অবস্থান করে।

সুমেরু পৃথিবীর মধ্যস্থান। ঐ সুমেরুতেই জ্যোতিঃ চক্র উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়, অন্য কুত্রাপি এইরূপ প্রতিফলিত হয় না। তাই আর্য্য ঋষিগণ মানসের শিখর প্রদেশে সুমেরু শৈলে বসিয়া জ্যোতিঃ চক্র গণনা করিতেন।

জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণ বিষয়ে চক্ষুঃ, শাস্ত্র, জল, লেখ্য এবং গণিত এই পাঁচটি হেতু।

(১) সুমেরু পর্ব্বতের তিন শৃঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মনোহর সভা বিদ্যমান আছে এবং অন্যান্য শৃঙ্গে দেবদৈত্য ও গন্ধর্ব্বেরা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকে বিহার করিয়া থাকেন।

(২) সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ও মানসের শিখর প্রদেশে শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম সুবর্ণময় বস্বোকসারা নামক মহেন্দ্র ভুবন।

(৩) সুমেরুর পশ্চিমদিকে ঐ মানসের শিখর দেশে বরুণের সুখানামক মনোহরপুরী আছে।

(৪) মেরুর উত্তর দিকে মানসের শিখর প্রদেশে কুবেরের বিভাবরী নামক পুরী আছে।

(৫) মেরুর দক্ষিণ দিকে মানসের শিখর প্রদেশে সংযম নামক সূর্য্য নন্দন যমের আবাস স্থান রহিয়াছে।

মানসের উত্তর পৃষ্ঠে লোকপালগণ ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও লোক রক্ষার জন্য চারিদিকে অবস্থান করেন।

ঐ লোকপালগণের উপরিভাগে কাষ্ঠাগত সূর্য্য যে প্রকারে গমন করে তাহা শ্রবণ কর। দক্ষিণ দিক আক্রমণ কালে সূর্য্য নিঃক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় গমন করেন, এবং জ্যোতিশ্চক্র অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত গমন করেন। সূর্য্য যে দ্বীপে বা বর্ষে মধ্যাহ্নে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহার সমান সূত্রে দ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে তাহারও সম্মুখবর্ত্তি হন। যেখানে মধ্যাহ্ন হয় তাহার পার্শ্বদ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমসূত্র পাতে হয়। দিকবিদিক সমুদয়েরই এই নিয়ম। যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহাই সূর্য্যোদয় এবং যেখানে অদৃশ্য হন সেই তাহার অস্ত বলিয়া কথিত হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যে উদয়াস্ত নাই, রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত হয়।

ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া, সেই পুর, তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ দুই কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন এবং মধ্যাহ্ন কালে অগ্ন্যাদি কোণ ও কোণে থাকিয়া, কোণ সম্মুখস্থ দুইকোণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ যখন ইন্দ্রালয়ে মধ্যাহ্ন কাল, তখন চন্দ্রলোকস্থ দিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশান কোনস্থ দিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নি কোণস্থ দিগের প্রথম প্রহর দক্ষিণস্থ দিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয় অর্থাৎ যমপুরে উদয়। এইরূপ যখন মধ্যাহ্নে দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করেন তখন ইন্দ্র পুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈঋত কোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিম দিকে উদয়।

যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্নকাল, তখন দক্ষিণে অস্ত, নৈঋত কোণে তৃতীয় প্রহর বায়ু কোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন, তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ু কোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশান কোণে প্রথম প্রহর, ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নি কোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরীতে তৃতীয় প্রহর যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈঋত কোণে উদয়। সূর্য্য যখন অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন, সেই সময় সংযম নামক যমপুরে উদয় এবং সুখা বা বারুণী পুরীতে উদিত হওয়ার ন্যায় দেখায়; যে সময়ে বরুণ পুরীতে উদিত হয়, সেই সময়ে বিভা নামক কুবের পুরীতে অর্দ্ধ রাত্রি ও মহেন্দ্র পুরীতে সূর্য্যাস্ত হয় এবং সেই সময়েই দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক সমূহে অপরাহ্ন হইয়া থাকে। তৎকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাহ্ন, উত্তর দিকে শেষ রাত্রি এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া অভিহিত হয়। সুখা

নামক বারুণী পুরীতে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, বিভাবরী নামক সোম পুরীতে সূর্য্যের উদয় হয়, সেই সময়ে অমরাবতীতে অর্দ্ধ রাত্রি, সোমপুরী ও বিভাবরীতে মধ্যাহ্ন কাল এবং যম পুরীতে সূর্য্যাস্ত হয়। মহেন্দ্র পুরীতে সূর্য্য উদিত হইলে, সংযমনী পুরীতে অর্দ্ধ রাত্রি ও বরুণ পুরীতে অস্ত কাল।

ভদ্রাশ্বে পরিগঃ কুর্য্যাৎ ভারতেতু দয়ং রবিঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতু মালেতু কুরাবস্ত ময়স্তদা॥
ভারতাদিষু বর্ষেষু তদ্ব দেব পরিভ্রমণ।
মধ্যোদয়ার্দ্ধ রাত্র্যস্ত—কালাৎ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্॥

যে সময়ে ভদ্রাশ্বে মধ্যাহ্নে মস্তকোপরি সূর্য্য, তখন ভারতবর্ষে সূর্য্য লক্ষোদয়গত কুরুবর্ষে অস্তগত এবং কেতু মালে রাত্র্যর্দ্ধ হইয়া থাকে।

তদ্রূপ ভারতাদিবর্ষে সূর্য্য পরিভ্রমণ দ্বারা উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্তমন ও রাত্র্যর্দ্ধাদি করত প্রদক্ষিণ করেন।

যখন আর্য্য খণ্ডে মধ্যাহ্ন সূর্য্য, তখন অনার্য্য খণ্ডে রবি উদয় গত হন।

(৩) স্বর্লোক

ভূপৃষ্ঠ হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষ লোক। এই অন্তরীক্ষ লোকে ভূদেব ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধ মুনিগণ ও রাক্ষস পিশাচাদি গন্ধর্ব্ব কিন্নর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণিগণ বাস করে। এই পর্য্যন্ত আবহ বায়ুর স্থান। ঐ সূর্য্যলোকে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বহু বহু প্রাণী বাস করে এবং বহু বহু দেব বিমানে তাহারা বিচরণ করে। এই সূর্য্যমণ্ডল প্রবহ বায়ুর স্থান। অন্তরীক্ষস্থ গ্রহতারাদি এক মন্বন্তর কাল একভাবে প্রকাশ পায়, সঞ্চরণ করে, শেষে পতিত হয়। ইহারা এক মন্বন্তর কাল জীবি।

(ক) রাহু ও কেতু

সূর্য্যের অযুত যোজন নিম্নে রাহু ও কেতুর স্থান।

রাহু, কেতু, ধূম, পরিধি ও চাপ এই পঞ্চ অপ্রকাশ গ্রহ। আধুনিক মতে ইহারা কোন গ্রহ নয়, তাহা ভুল সিদ্ধান্ত; কেন না আর্য্য বিজ্ঞান বহু পূর্ব্বে ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও বাসস্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এই রাহু গ্রহ চন্দ্র পর্ব্বে সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করিতেছে এবং সৌর পর্ব্বে চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যে গমন করিতেছে।

রাহুর রথ

রাহুর রথ ধূসরবর্ণ, তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ আটটী অশ্বযুক্ত আছে।

কেতুর রথ

কেতুর রথ পলাল হইতে উৎপন্ন, ধূমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, বায়ুবেগশালী আটটী অশ্ব-যুক্ত রহিয়াছে। ইহাদের অঙ্গ কেবল ধূম্রবর্ণ নহে, মধ্যে মধ্যে লাক্ষোরসের ন্যায় অরুণ বর্ণও আছে, অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র ও নবগ্রহের রথ বায়ু রজ্জু দ্বারা ধ্রুব নক্ষত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। যত সংখ্যক তারা আছে, তত সংখ্যক বায়ুরজ্জু আছে। এই বায়ুরজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে এবং ধ্রুবকেও ভ্রমণ করাইতেছে।

উদয়—রাহু ও কেতু পৃষ্ঠোদয় গ্রহ।

• গ্রহ—রাহু ও কেতুর গ্রহভূত সন্তাপক অন্ধকারময়।

ব্যাস বা বিষ্কম্ভ—রাহু ও কেতুর ব্যাস চন্দ্র সূর্য্যের সমতুল।

গ্রহই গৃহ অর্থাৎ দেবতাদের গৃহ বলিয়া ইহাদের নাম গ্রহ।

ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। এই ভারতবর্ষে পুণ্যাচরণ ফলে গ্রহাধিপত্য লাভ হয়।

গ্রহদিগের বার্ষিক গতি অয়নমণ্ডলের উত্তরদিকে অর্দ্ধেক ও দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধেক।

সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া গতি করিতেছে।

সূর্য্য হইতে ধ্রুব ও মহেন্দ্র লোকের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ লক্ষ যোজন। যে স্থান তাহা স্বর্গলোক। তাহার বিন্যাস এইরূপ—

(খ) সূর্য্যের ঊর্দ্ধে বৈবস্বত নামে লোক আছে। তথায় শত সংখ্য বিমানে পরিশোভিত শুচি দিব্য ব্যক্তিগণ বিচরণ করেন।

(গ) বৈবস্বত লোকের ঊর্দ্ধে সোমলোক অর্থাৎ সূর্য্য হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল। এই লোকে যাগকর্ত্তা, অন্নদাতা, হিরণ্যপ্রদাতা ক্ষত্রিয়গণ সুখে অবস্থান করেন। এই চন্দ্রমণ্ডল অনুবহ বায়ুর স্থান।

(ঘ) সোমলোকের ঊর্দ্ধে ঋষিদিগের সমুজ্জ্বল লোক অবস্থিত। তথায় যাযজুক ব্রাহ্মণগণ শত বিমানে শোভিত হইয়া গমন করেন। তথাকার লোক সমুদয় দিব্য বসনধারী ও অলঙ্কৃত হইয়া সঞ্চরণ করেন। ঐ স্থানেই আকাশ গঙ্গা ও সমুদয় গ্রহ অবস্থান করিতেছেন।

(ঙ) উহার ঊর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডল এক লোক আছে। যে বীরগণ মহারণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই তথায় বাস করেন। এই লোকে দাক্ষায়ণীগণ বাস করেন। দাক্ষায়ণীরা নিজ নিজ নামের নক্ষত্রে জন্মিয়াছে।

ঋষিগণ ও নক্ষত্রগণ এক রশ্মি সম্পন্ন। সেই সমস্ত সুকৃতীদিগের আশ্রয় স্থানে তাঁহাদিগের বর্ণানুসারে শুক্লবর্ণ, নিবিড় জলময় এবং কল্পারম্ভেই নির্ম্মিত।

(চ) চন্দ্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে ২৭ সাতাইশ নক্ষত্র লোক।

(ছ) বুধ—নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধ। ইহা বিবহ বায়ুর স্থান। বিবিধ জীব এই স্থানে বাস করে। বুধ সূর্য্য হইতে তিন কোটী ষাট লক্ষ মাইল দূরে রহিয়াছে। অষ্ট আশী দিনে সে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। বুধ বাসী প্রাণীগণের বৎসর ৮৮ দিনে অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর বুধের প্রায় চারি বৎসর সমান।

বুধের রথ—বায়ু ও অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত এবং বায়ুবেগশালী পিঙ্গলবর্ণ আটটী অশ্বযুক্ত থাকে।

গ্রহ—মনোহর রশ্মিযুক্ত বুধ গ্রহ জলময় এবং শ্যামবর্ণ, পঞ্চরশ্মিযুক্ত।

বিস্তার বা বিষ্কম্ভ — বুধের বিস্তার, বক্র ও সৌরিমণ্ডলের এক পাদহীন। তারা নক্ষত্র বপুষ্মান যাহারা আছেন তাঁহারা সকলেই বুধের সমতুল।

কক্ষার পরিমাণ—১০৪৩২০৯ যোজন।

গতি—বুধের গতি ঘণ্টায়—এক লক্ষ ৭০ হাজার মাইল।

৮৭দিন—১৯ ঘণ্টা—১৫ মিনিট—৪৩ সেকেণ্ড সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বার্ষিক গতি সমাপন করে।

ব্যাসার্দ্ধ—৩১২৩।

সূর্য্য হইতে দূর—৩৬০০০০০০ মাইল।

সূর্য্য যত গুণ বড়—৪৮৯৫৭৫১

সৃষ্টিকাল—কল্পারম্ভ।

প্রলয় কাল—কল্পান্ত।

উদয়—বুধ মস্তক দ্বারা উদিত হয়েন বলিয়া শীর্ষোদয় সংজ্ঞক।

বুধের স্থান—মূলাধারচক্রে

(জ) শুক্র—বুধের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শুক্র গ্রহ। বিবহ বায়ুর স্থান। এই সব স্থান নানা রত্নে পূর্ণ ও নানাপ্রকার প্রাণী বাস করে।

শুক্র ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময়ে পৃথিবী হইতে আড়াই কোটি মাইল তফাতে আসিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫ দিনে বা বারমাসে বা এক বৎসরে, কিন্তু শুক্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে মাত্র সাড়ে সাত মাসে অর্থাৎ শুক্রের বৎসর সাড়ে সাত মাসে।

রথ—শুক্র গ্রহের রথ অতি প্রকাণ্ড, তাহাতে বরূথ, অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ ও পতাকা আছে এবং তাহাতে পৃথিবী সম্ভূৎপন্ন দশ অশ্বযুক্ত রহিয়াছে।

ব্যাস—ভার্গবের ব্যাস চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ।

ব্যাসার্দ্ধ—৭৭০২।

কক্ষার পরিমাণ—২৬৬৪৬৩৭ যোজন।

সূর্য্য হইতে দূর—৬৪০০০০০০।

সূর্য্য যতগুণ বড়—৪০১৮৪৯।

গতি—ঘণ্টায় ৮০ হাজার মাইল। ২২৪ দিন—১৬ ঘণ্টা—৪৯ মি—১০ সেকেণ্ডে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বার্ষিক গতি সমাপন করে।

গৃহ—শুক্র স্থান ষোড়শ রশ্মিযুক্ত শুক্লবর্ণ ও জলময়।

উদয়—শুক্র মস্তক দ্বারা উদিত হন বলিয়া শীর্ষোদয় গ্রহ।

সৃষ্টিকাল—কল্পারম্ভ।

প্রলয়কাল—কল্পান্ত।

মনুষ্যদেহে অবস্থান—স্বাধিষ্ঠান চক্রে।

(ঝ) মঙ্গল—শুক্রের দুইলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে মঙ্গল। বিবহ বায়ুর স্থান আমাদের দুই বৎসরে মঙ্গলের এক বৎসর। এই স্থানে ও নানাপ্রকার প্রাণি বাস করে।

রথ—মঙ্গলের রথ প্রকাণ্ড অষ্টকোণ কাঞ্চন নির্ম্মিত এবং শ্রীমান, তাহাতে বহ্নি সম্ভব পদ্মরাগের ন্যায় অরুণ বর্ণ অষ্ট অশ্বযুক্ত রহিয়াছে।

ব্যাস—বৃহস্পতি হইতে এক পাদহীন।

ব্যাসার্দ্ধ—৪১৯৮।

কক্ষা—কক্ষার পরিমাণ—৮১৪৬৯০৯ যোজন।

সূর্য্য হইতে দূর—১৪২০০০০০০।

সূর্য্য যতগুণ বড়—২৬৮০১৩৭।

গতি—ঘণ্টায় ৫৫২২৩ মাইল। ৬৮৬ দিন—২৩ ঘণ্টা—১ মি—৪৫ সেকেণ্ডে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বার্ষিক গতি সমাপন করে।

গৃহ—মঙ্গল স্থান রক্তবর্ণ ও নব রশ্মিযুক্ত।

উদয়—পৃষ্ঠোদয়।

সৃষ্টিকাল—কল্পারম্ভ।

প্রলয়কাল—কল্পান্ত।

মনুষ্যদেহে অবস্থান—মণিপুর চক্রে।

(ঞ) বৃহস্পতি—মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বৃহস্পতি। বিবহ বায়ুর স্থান। নানা জীব বাস করে। বৃহস্পতি বার বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ বৃহস্পতির বার বৎসরে আমাদের এক বৎসর।

রথ—কাঞ্চন নির্ম্মিত রথে আটটী পাণ্ডর বর্ণশালী অশ্বযুক্ত রহিয়াছে।

বিষ্কম্ভ বা ব্যাস—ভার্গবের একপাদ কম।

ব্যাসার্দ্ধ—৯১৫২২।

কক্ষা—৫১৩৭৫৫৬৪ যোজন।

সূর্য্য হইতে দূর—৪৮৫০০০০০০।

সূর্য্য যতগুণ বড়—১০৪৭৮৭।

গতি—ঘণ্টায় ২৯৮৯৪ মাইল। ৪৩৩০ দিন—১৪ ঘণ্টা—২৭ মি—১১ সেকেণ্ডে
সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বার্ষিক গতি সমাপন করে।

গৃহ—বৃহস্পতি স্থান ষোড়শ রশ্মি সম্পন্ন হরিদ্রাবর্ণ এবং বৃহৎ।

উদয়—পৃষ্ঠ ও শীর্ষ। উভয়ের দ্বারা উদিত হন বলিয়া উভয়োদয় সংজ্ঞক।

সৃষ্টিকাল—কল্পারম্ভ।

প্রলয়কাল—কল্পান্ত।

মনুষ্যদেহে অবস্থান—বিশুদ্ধ পদ্ম।

(ট) শনি—বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনি। বিবহ বায়ুর স্থান। নানা প্রাণীর বাস। শনি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ত্রিশ বৎসর লাগে, সুতরাং শনির ত্রিশ বৎসর আমাদের একবৎর সমান।

রথ—আকাশ সম্ভব বিচিত্রবর্ণ অশ্ব লৌহ নির্ম্মিত রথকে বহন করে।

ব্যাস—বৃহস্পতি হইতে এক পাদহীন।

ব্যাসার্দ্ধ—৭৬০৬৮।

কক্ষা—১২৭৬৬৮৫৫ যোজন।

সূর্য্য হইতে দূর—৮৯০০০০০০০০।

সূর্য্য যতগুণ বড়—৩৫০১৬।

গতি—ঘণ্টায় ২২০৭ মাইল। ১০৭৫৯ দিন—১ ঘ—৫১ মি—১১ সে—সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বার্ষিক গতি সমাপন করে।

গৃহ—শনৈশ্চর গৃহ অষ্ট রশ্মিময় ও কৃষ্ণবর্ণ।

উদয়—পৃষ্ঠোদয়।

সৃষ্টিকাল—কল্পারম্ভ।

প্রলয়কাল—কল্পান্ত।

মনুষ্যদেহে অবস্থান—অনাহত চক্র।

(ঠ) সপ্তর্ষিমণ্ডল—শনির এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল, পরাবহ বায়ুর বাসস্থান। মহর্ষি মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু ও বশিষ্ঠ সশিষ্য এখানে বাস করেন।

(ড) ইন্দ্রলোক—সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনেক উর্দ্ধে ইন্দ্রলোক। অসংখ্য দেবতার বাস। ছয় শ্রেণীর দেবজাতি বাস করেন—(১) ত্রিদশ, (২) অগ্নিষাত্ত, (৩) যাম্য, (৪) তুষিত, (৫) অপরিনির্ম্মিত বশী এবং (৬) পরিনির্ম্মিত বশী।

(চ) ধ্রুবলোক—সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুবলোক। পরিবহ বায়ুর স্থান। নানাজীবের বাসস্থান।

(ণ) রুদ্রলোক—ধ্রুবলোকের লক্ষ যোজন উর্দ্ধে রুদ্রলোক। উহা লক্ষ যোজন বিস্তৃত। ঐ রুদ্রলোকে বিচিত্র ভবন ও বিবিধ আশ্রম রহিয়াছে। বিবিধ রত্নগৃহ এবং হীরক নির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র মনোহর পদার্থে বিরাজিত। ঐ সমস্ত গৃহ মণি, মাণিক্য ও মুক্তাময় দর্পণে পরিপূর্ণ। নানাবিধ জীব বাস করে।

ধ্রুবলোকের উর্দ্ধ হইতে কল্পবাসী জীবগণের বাসস্থান।

(৪) মহর্লোক

ধ্রুবলোক হইতে এক কোটী যোজন উর্দ্ধে মহর্লোক। উহা কৃত ও অকৃত লোকের মধ্যস্থল। ইহা ব্রহ্ম ভুবন চতুষ্টয়ের প্রথম ভুবন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়, অন্য চারিটি তদ্রূপ নয়। এই তিনটি বৈবিক সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টি এইজন্য ইহা কৃতলোক, অন্য চারিটী প্রাকৃতিক সৃষ্টি এই জন্য ইহার নাম অকৃতলোক, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। দৈনন্দীন প্রলয়ে মহর্লোক সঙ্কর্ষণাগ্নি দ্বারা উত্তাপিত হওয়া হেতু জনশূন্য হয়, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না। এই মহর্লোকে পাঁচ শ্রেণীর দেবজাতি বাস করেন। তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নাম যথাক্রমে—(১) কুমুদ, (২) ঋষভ, (৩) প্রতর্দ্দন, (৪) অজনাভ, (৫) প্রচিতাভ। ইহাঁরা সঙ্কল্পসিদ্ধ অর্থাৎ মহাভূত বা সূক্ষ্মভূত সকল ইহাঁদের নিকট সম্পূর্ণরূপে বশীভূত। ইহাঁরা যখন যাহা ইচ্ছা করেন মহাভূত সকল তন্মুহূর্ত্তে তাহা তাহাদের নিকট অর্পণ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার প্রভাবেই মহাভূতসকল তত্তাদাকারে পরিণত হয়। মহর্লোকবাসীদের দেহ মাতৃপিতৃ সংযোগাধীন উৎপন্ন নহে, পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মের প্রভাবেই সমুৎপন্ন। ধর্ম্মের তেজেই সুসংস্কৃত ও পবিত্র ভৌতিক অণু সকল ইহাদের সেই পবিত্রতম দেহই উৎপাদন করিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের সেই নির্ম্মল, লঘু ও সূক্ষ্মতম ঔপপাদিক দেহকে অনির্ম্মল অর্থাৎ মলিন দেহ মনুষ্যেরা দেখিতে পায় না। ইহাঁরা অস্মাদাদির ন্যায় আহার করেন না, ভোগ্য বস্তুর ধ্যান ও পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হন। ইহাঁদের আয়ু সহস্র কল্প। এইস্থানে ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসীগণ বাস করেন।

(৫) জনলোক

মহর্লোক হইতে এক কোটি যোজন উর্দ্ধে জনলোক। ইহা ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় ভুবন। এই লোকে চারি প্রকার দেবজাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম (১) ব্রহ্ম পুরোহিত (২) ব্রহ্ম কায়িক (৩) ব্রহ্ম মহাকায়িক এবং (৪) অমর। ইহারা সকলেই মহাভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া অপার আনন্দে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা দুই সহস্র কল্পজীবি। এই স্থানে অমলচিত্ত সনন্দাদি বাস করেন।

(৬) তপোলোক

জনলোক হইতে অর্দ্ধ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে তপোলোক। এই লোকে তিন প্রকার দেবজাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে—(১) অভাস্বর, (২) মহা-ভাস্বর এবং (৩) সত্যমহাভাস্বর। মহাভূতং ইন্দ্রিয় ও মূলা প্রকৃতি ইহাঁদের বশীভূত আছে। ইহাদের আয়ুষ্কাল চারি সহস্র কল্প। ইহাঁরা সকলেই ধ্যানতৃপ্ত ও অব্যাহত জ্ঞানসম্পন্ন এবং দাহ বর্জিত। অবীচি হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত ইহাঁরা জ্ঞাত আছেন, কেবল সত্যলোক বিষয়ে ইহারা অনভিজ্ঞ।

(৭) সত্যলোক

তপোলোক হইতে এগার কোটী যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক। এই সত্যলোকে ব্রহ্মা নিয়ত বাস করেন। এ স্থানে চতুর্ব্বিধ দেব জাতি বাস করিতেছেন। তাঁহাদের জাতির নাম— (১) অচ্যুত, (২) শুদ্ধ নিবাস, (৩) সত্যভা এবং (৪) সংজ্ঞা সংজ্ঞী অথবা অকৃত ভবন্যাস, স্বপ্রতিষ্ঠ, উপরিস্থ ও প্রধান বশী। ইহাদের আয়ু ও ক্ষমতা ব্রহ্মার সমতুল্য অর্থাৎ ইহারা সকলেই মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন এবং ব্রহ্মার ন্যায় নূতন নূতন সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

(ক) শিবলোক

শিবলোক, ব্রহ্ম লোক হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহা সত্য লোকেরই প্রকোষ্ঠ। ব্রহ্মলোক হইতে শিবলোকের অনেক বৈলক্ষণ্য পরিদৃশ্যমান হয়। শিবলোকের দক্ষিণ ভাগে বৈকুণ্ঠ পুরী, বাম ভাগে গৌরীলোক এবং অধোভাগে ধ্রুবলোক। শিবলোক পারিজাত বৃক্ষের বন শ্রেণীর দ্বারা শোভিত, নানাবিধ পুষ্পোদ্যান দ্বারা বেষ্টিত, বিবিধ কমল নিকরে সরোবর শোভা পাইতেছে। তাহার অভ্যন্তর স্থানসমূহ উৎকৃষ্ট মণিসমূহ দ্বারা শোভিত, রাজপথ সকল অতি রমণীয়। শিবলোকে মরকতাদি মণি নির্ম্মিত বহু কোটী গৃহ বিরাজমান রহিয়াছে। গৃহ সকল নানাবিধ চিত্র বস্ত্র দ্বারা চিত্রিত। কল্পবৃক্ষ সমূহে শিবলোক আবরণ করিয়াছে। মধুলোভ-মুগ্ধ মধুপ-সমূহের মধুর ধ্বনি দ্বারা মোহিত এবং নূতন পল্লবোপরি বিরাজমান পুংস্কোকিলগণের কুহু কুহু কলরব দ্বারা আচ্ছন্ন।

(খ) বিষ্ণুলোক

শিবলোকের ঊর্দ্ধে ও ব্রহ্মলোক হইতে কোটী যোজন অন্তরে বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। উহার গৃহসকল বিচিত্র রত্ন নির্ম্মিত। রাজমার্গ সকল পদ্মরাগ ইন্দ্র নীলমণি দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। শিশুমার উহার রাজধানী। নানাপ্রকার শক্তিশালী নানাবিধ কোবিদগণ বৈকুণ্ঠকে অলঙ্কৃত করিতেছে। বিষ্ণুলোক সত্যলোকেরই অন্তর্গত।

(গ) গোলোক

গোলক ধাম বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎ কোটী যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত। কেন্দ্র স্থনের নাম গোলক। সমস্ত সৃষ্টি শক্তি যে কেন্দ্র হইতে উদগত হয় তাহার নাম গোলক গোলকেরই অপর নাম ব্রহ্মপুর। ইন্দ্র ও প্রজাপতি শ্রী ব্রহ্মপুরের দ্বার গোপী বা রক্ষক। বিভু বিজ্ঞান ঐ পুরের সভাস্থান। বুদ্ধি প্রভৃতি ঐ সভার মধ্যবেদি। অমিত বল প্রাণ সভাস্থ মঞ্চ। স্বয়ং প্রকৃতি তেজোময়ী প্রতিচ্ছায়া। জীবসমূহ পুষ্প ও বসনাবলি। জগজ্জননী শ্রুতিসকল ও শ্রুতি বুদ্ধি সকল সাধারণ স্ত্রী উপাসনা উহার নদী। যিনি ব্রহ্মলোকের ঈদৃশ মহিমা বিদিত হয়েন তিনিই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠ হইতে গোলোকধামে যাইতে পথে সর্ব্বকাম বিনাশিনী 'আর' নামক হ্রদ বা বিরজা নদী। ঐ নদীর শোভা অতি আশ্চর্য্য। ঐ নদীর পরপারে শতশৃঙ্গ নামক পর্ব্বত বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতে নানাপ্রকার বৃক্ষ এবং পদ্মরাগ ইন্দ্র নীলমণির আকর রহিয়াছে। কোনস্থানে মরকত মণির আকর, কোনস্থানে স্যমন্তক মণির আকর, কোন স্থানে রুচক মণির আকর, কোন স্থানে অমূল্য পীতবর্ণ মণিশ্রেণীর আকর, কোন স্থানে কৌস্তভ মণির আকর, কোন স্থানে রমণীয় বিহার স্থান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের শিখর দেশে মনোহর রাসমণ্ডল রচিত রহিয়াছে। ঐ গোলোক হইতে গঙ্গা ও সুরস্বতী আগমন করিয়াছেন। ঐ গোলোকে শত শত পুষ্পোদ্যান ও শত শত মণি মাণিক্যের হর্ম্ম রহিয়াছে। ঐ গোলক ধামে অক্ষয় বট বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ অক্ষয় বট পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ ও দশ যোজন উন্নত, উহা সহস্র সহস্র স্কন্ধ সংযুক্ত, অসংখ্য শাখা সমন্বিত, রত্নময় বেদিমণ্ডলে পরিশোভিত ও সুপক্ক ফলে সমাকীর্ণ। রাজপথ সকল কুঙ্কুমাক্ত রম্ভাস্তম্ভ সংরোপিত এবং তাহাতে সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত শ্রীখণ্ডের পল্লবমালা বিরাজিত রহিয়াছে; দধি, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প, দুর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে।

রাগ মার্গে গোপ গোপীরা ক্রীড়াসক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। রত্নময় প্রকার সকল সুবর্ণ কলসে শোভিত রহিয়াছে।

সূর্য্য সংযম

ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥২৭॥ বিভূতি—পাতঞ্জল দর্শন।

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।

মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥২০॥১৫অঃ –১১স্ক ভাগবৎ॥

ঐ যে দেদীপ্যমান তেজোমণ্ডল যাহাকে আমরা মার্ত্তণ্ড মণ্ডল বা সূর্য্য নাম দিয়া উল্লেখ করিতেছি যোগী উহাতে সুষুম্না নাড়ী সংযুক্ত করিয়া সমাহিত হন অর্থাৎ চক্ষুকে সূর্য্যেতে এবং সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযোগ করিয়া ধ্যান করেন; সেই ধ্যান প্রভাবে যোগী এক স্থানে

অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যালোকে আলোকিত সমগ্র ভুবনকোষ বা কথিত প্রকারের সপ্ত মহালোক ও তদন্তর্গত জীবাজীব বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। যাহারা যোগী নহেন, সূর্য্য সংযম জানে না, তাহারা উডুম্বর মশকের ন্যায় বা কূপ মণ্ডুকের ন্যায় জন্মস্থান মাত্র জানিতে পারেন, অন্য কিছুই জানিতে পারে না।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং।

তত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ভূতাতীত, সহস্রার।

স্থান—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, দ্বিদল, সহস্রসার।

১। তোমারি বিভূতি এ মহীমণ্ডলে,
ব্যাপিয়া রয়েছ অতলে পাতালে।
তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বস্ব তোমাতে
ভূঃ রূপে তুমি নাথ বিরাজ জগতে॥

২। এ সংসারে যাহা রসের আধার,
জীবের জীবন জীবনের সার।
যে বারি ব্যাপিয়া রয়েছে বিশ্বেতে
ভুবঃ রূপে তুমি নাথ বিরাজ তাহাতে॥

৩। যে মহৎ তেজ স্বর্গলোক হ'তে,
ক্ষরিতেছে সদা জলেতে স্থলেতে।
তুমিই সে তেজ সে তেজ তোমাতে
স্বঃ রূপে তুমি নাথ বিরাজ তাহাতে॥

৪। প্রাণরূপে যাহা সদাই বহিছে,
প্রতি অণু মাঝে সদা বিরাজিছে।
সকলেরই নাশ যার অভাবেতে
মহঃ রূপে তুমি নাথ বিরাজ তাহাতে॥

৫। নাহি স্পর্শ, রূপ, রস, শব্দ মাত্র সার,
গন্ধহীন বিশ্বব্যাপী নাহিক আকার।
তোমারি ধ্বনি সদা বহিছে ব্যোমেতে
জনঃ রূপে তুমি নাথ বিরাজ তাহাতে॥

৬। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অতীত,
সেই স্থান, যথা তব মূর্ত্তি বিভাসিত।
দেখিছে তাপস যাহা তপঃ প্রভাবেতে,
তপঃ রূপে তুমি নাথ বিরাজ তাহাতে॥

৭। অচিন্ত্য, অব্যক্ত তাহা কে পারে বর্ণিতে,
যে গিয়াছে ফিরে নাই সে ধাম হইতে।
যে জেনেছে সেই জ্ঞানে পারে না বলিতে,
সত্যঃ রূপে তুমি নাথ বিরাজ তাহাতে॥

নিরাকার মহাপুরুষে করেছি ধ্যানে আকার কল্পনা।
বাক্যের অতীত নিখিল গুরুকে স্তোত্রে করেছি জল্পনা॥
তীর্থে তীর্থে তার খুঁজেছি আবাস বুঝি নাই তিনি নিখিল ব্যাপী।
ক্ষম দয়াময় দাসে জগদীশ মূঢ় আমি এই ত্রিপাপে পাপী॥

নবমাধ্যায়

আবহ বিজ্ঞান

স্রষ্টাভানু মহাতেজা বৃষ্টীনাং বিশ্বদৃগ্বিভুঃ।
সোঽপি সাক্ষাদ্বিজ শ্রেষ্ঠাশ্চেশানঃ পরমঃ শিবঃ॥
স এব তেজস্তোজস্তু বলং বিপ্রা যশঃ স্বয়ম্।
চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোমৃত্যুরাত্মামন্যু বিদিগ্দিশঃ॥
সত্য মৃতং তথা বায়ুরম্বরং খচরশ্চসঃ।
লোকপালো হরি ব্রহ্মা রুদ্রঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥
সহস্র কিরণঃ শ্রীমানশ্চ হস্তঃ সুমঙ্গলঃ।
অর্দ্ধনারী বপুঃ সাক্ষাৎ ত্রিনেত্রস্ত্রিদশাধিপঃ॥
অস্যৈবেহ প্রসাদাৎতু বৃষ্টির্ণানা ভবাদ্বিজাঃ।
সহস্রগুণ মুৎস্রষ্ট মাদত্তে কিরণৈর্জলম্॥
জলস্য নাশো বৃদ্ধির্বানাস্তে বাস্য বিচারতঃ।
ধ্রুবে নাধিষ্ঠিতোবায়ু বৃষ্টিং সংহরতে পুনঃ॥
গৃহাগ্নিঃ সৃত্য সূর্য্যাৎ তু কৃৎস্নে নক্ষত্র মণ্ডলে।
চারস্যান্তে বিশতর্কে ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতা॥ ৫৪ অঃ · লিঙ্গ॥

বৃষ্টি সমূহের সৃজন কর্ত্তা মহাতেজাঃ ভানু। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা এবং তিনিই সাক্ষাৎ শিব। হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! তিনি তেজঃ স্বরূপ, বল স্বরূপ, যশঃ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, মৃত্যু, আত্মা, মন্যু, দিক্-বিদিক, সত্য, ঋত, বায়ু, অম্বর, খচর, লোকপাল, হরি, ব্রহ্মা, রুদ্র, সাক্ষাৎ মহেশ্বর প্রভৃতির স্বরূপ! তাঁহার সহস্র কিরণ এবং অষ্টহস্ত মঙ্গলময়। তিনি অর্দ্ধনারীবপু সাক্ষাৎ ত্রিলোচন স্বরূপ। হে দ্বিজগণ! ইহারই প্রসাদে বৃষ্টিসমূহ বিভিন্নরূপে পরিণত হয়। রবি সহস্র সহস্র গুণরাশি পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত কিরণ দ্বারা জলরাশি গ্রহণ করেন। ইহার বিচার ক্রমে জলের বৃদ্ধি বিনাশ নাই। বায়ু ধ্রুবসহ মিলিত হইয়া বৃষ্টিকে বিনাশ করে এবং সূর্য্যগ্রহ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলেও ধ্রুবসহ মিলিত হইয়া চার সমীপে প্রবেশ করে।

মেঘ।

মেঘ অর্থাৎ সলিল সমূহের 'মেহন' অর্থাৎ সিঞ্চন হয় যাহা হইতে তাহাই মেঘ। মেঘ সমূহ সলিল রাশির আধার। মেঘ হইতে হিমোৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু যেরূপ

তাপ সহকারে লঘু হয়, জলও তদ্রূপ তাপ সহকারে লঘু হইয়া বাষ্প হয়। বাষ্প ঊর্দ্ধে উঠিয়া শীতল বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘন হয়, তাহাকেই মেঘ কহে। মেঘ প্রায় দুই ক্রোশের অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। কোন কোন মেঘ দেড় ক্রোশ এবং কোন কোন মেঘ অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ঊর্দ্ধে থাকিয়া বারিবর্ষণ করে। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া দেখিলে উপরে কিছুমাত্র মেঘ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু নিম্নে প্রভূত মেঘ ও বারিবর্ষণ দৃষ্ট হয়। মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতি আবহ বায়ুর মধ্যেই ঘটিয়া থাকে।

মেঘগর্জ্জন

এই জগতের সেই মেঘ সমূহের গর্জ্জন বায়ব্য, বৈদ্যুত ও পাবকোদ্ভব এই তিনরূপ হয় অর্থাৎ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া মেঘ গর্জ্জন করে এবং বিদ্যুৎ ও পাবকের দ্বারা তাড়িত হইয়াও গর্জ্জন করে।

মেঘের প্রকার।

মেঘ তিন প্রকার যথা—কাষ্ঠাবাহ, বৈরিঞ্চ্য এবং পক্ষ সম্ভূত।

(১) কাষ্ঠাবাহ বা আগ্নেয় মেঘ—অগ্নি সমূহের কাষ্ঠ সহ সংযোগ হইলে অগ্নি হইতে যে ধূম রাশি উদ্গত হয়, সেই ধূম সম্ভূত মেঘ কাষ্ঠাবহ।

(২) বৈরিঞ্চ্য বা ব্রহ্মজমেঘ—বিরিঞ্চির উচ্ছাস বায়ুতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাই বৈরিঞ্চ্য মেঘ।

(২) পক্ষ সম্ভূত বা ব্রহ্মজমেঘ—ইন্দ্র পর্ব্বত সমূহের পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহাই পক্ষজমেঘ।

মেঘের স্থান।

(১) কাষ্ঠাবাহ মেঘের নাম জীমূত, তাহারা আবহ বায়ুর স্থানে অবস্থান করে।

(২) বৈরিঞ্চ্য মেঘ সকল প্রবহ বায়ুর অধিকৃত স্থানে অবস্থান করে।

(৩) পক্ষজাতি পুষ্কর প্রভৃতি মেঘ নিঃশব্দে জল বর্ষণ করে; কিন্তু সেই মেঘ সমূহ যখন গভীর গর্জ্জনে দিক্‌দিগন্ত কম্পিত করে, তখন সেই সেই কার্য্যে অল্প জল বর্ষণ করে এবং বহু সময় শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়।

(৪) জীবক নামক মেঘ অতি ক্ষীণ এবং বিদ্যুতের ধ্বনি শূন্য, কেবল গর্জ্জন মাত্রেই তাহার চরিতার্থতা, ধরা পৃষ্ঠ হইতে ইতস্ততঃ এক ক্রোশের মধ্যেই ইহার অবস্থিতি।

(৫) জীমূত মেঘ সকল পর্ব্বতের উপরিভাগে ধরা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরেই অবস্থান করে; আবহ নামক বায়ুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে।

(৬) বিদ্যুত গুণযুক্ত মেঘ ধরা পৃষ্ঠ হইতে যোজন মাত্র ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া পৃথিবী তলে বৃহত্তোয়রাশি প্রদান করে।

(৭) পক্ষজ ও বরুণ মেঘ পর্ব্বতে বর্ষণ করে। তাহারা জগতের নাশের নিমিত্ত রাত্রিকালে বর্ষণ করিয়া থাকে পক্ষজ ও পুষ্কর প্রভৃতি মেঘ যে সময়ে জল বর্ষণ করে, তখন সমস্ত জগৎ জল রাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহাতে স্বয়ং বিষ্ণু শয়ন করেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় মন্বন্তর প্রলয়ে বিষ্ণু হৃদয় শিশুমার পর্য্যন্ত জল প্লাবিত হয়; শিশুমারকে জলের উপর ভাসিতেছে এইরূপ দেখা যায়, তাহারি নাম প্রলয়ে নারায়ণ নারশায়ী হন।

(৮) আগ্নেয়, শ্বাসজ, পক্ষজ, জলদ সমূহের ধূমের ন্যায় আপ্যায়ন।

(৯) পৌণ্ড্র মেঘ বৃষ্টিকারী।

(১০) বৈদ্যুতীক মেঘ শীত শস্য প্রদানকারী অর্থাৎ ইহার শব্দ শ্রবণে ভূমিতে অঙ্কুর উৎপত্তি হয়। মেঘ সমূহের পুণ্ডদেশে পতিত শীকর সমূহ অতি শীতল।

(১১) গাঙ্গেয় মেঘ—গঙ্গা জল সম্ভূত শীকরের নাম গাঙ্গেয় মেঘ। ইহা পরাবহ বায়ুর দ্বারা সমাকুলিত হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে। পর্ব্বত সমূহ, নদী সমূহ, দিগগজ ও মেঘ সমূহের পৃথক যে জল রাশি পরাবহ বায়ু দ্বারা সমাকুলিত করে, সেই জল নগ সমূহে গমন করিয়া থাকে। পরাবহ বায়ু অম্বিকা গুরুকে আনয়ন করে। অপর বৃষ্টির শেষভাগ মেনকাপতি হিমালয়কে অতিক্রম করিয়া বস্তু সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত গমন করেন।

মেঘের গর্ভ (বরাহমিহির ও বৃহৎ সংহিতা মতে)

মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় মেঘেরও গর্ভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের পর মেঘের গর্ভ হয়, এই মত বহু সম্মত নহে। গর্গাদি মুণিগণের মতে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া যে দিন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়ায় সঙ্গত হয়, সেই হইতেই মেঘের গর্ভ লক্ষণ জানিবে। চন্দ্র যে নক্ষত্রে যাইলে মেঘের গর্ভ হয় চন্দ্রের বশে ১৯৫ এক শত পঁচাণব্বই দিনে ঐ গর্ভ প্রসবকাল প্রাপ্ত হয়। শুক্লপক্ষজ গর্ভ কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ জাতগর্ভ শুক্লপক্ষে; দিবাজাত গর্ভ রাত্রিকালে ও রাত্রিজাত গর্ভ দিবাভাগে এবং সন্ধ্যা জাত গর্ভ বিপরীত সন্ধ্যায় প্রসবকাল প্রাপ্ত হয়। যে গর্ভ অগ্রহায়ণ ও পৌষের শুক্ল পক্ষে জন্মে, তাহার ফল মন্দ অর্থাৎ অল্প বর্ষণ হইয়া থাকে। পৌষ কৃষ্ণ পক্ষ জাত গর্ভ শ্রাবণের শুক্ল পক্ষে বর্ষণ করিবে। মাঘের শুক্ল পক্ষ জাত গর্ভ সকল শ্রাবণের কৃষ্ণ পক্ষে বর্ষণ করিবে। মাঘের কৃষ্ণ পক্ষের গর্ভ ভাদ্রের শুক্ল পক্ষে, ফাল্গুণের শুক্ল পক্ষ জাত গর্ভ ভাদ্রের কৃষ্ণ পক্ষে, ফাল্গুণের কৃষ্ণ পক্ষজাত গর্ভ আশ্বিনের শুক্ল পক্ষে বারি বর্ষণ করেন চৈত্রের

শুক্ল পক্ষ জাত গর্ভ আশ্বিনের কৃষ্ণ পক্ষে ও চৈত্রের কৃষ্ণ পক্ষ জাত গর্ভ কার্ত্তিক শুক্লে বারি প্রদান করে।

পূর্ব্ব দিকের মেঘ পশ্চিম দিকে ও পশ্চিমের মেঘ পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়; অবশিষ্ট দিক সকলেও এইরূপ বিপর্য্যয় ভাব ঘটিয়া থাকে। ঈশান কোণের ও পূর্ব্ব দিকের আকাশ বিমল ও আনন্দদায়ক হইয়া অনেক জল বর্ষণ করে বহুতর শুক্ল মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া স্নিগ্ধ হয়। অগ্রহায়ণ ও পৌষে মেঘ সকল সন্ধ্যা রাগে রঞ্জিত ও সমমণ্ডল হইলেও অগ্রহায়ণে অতিশয় শীত এবং পৌষে অতিশয় হিমপতি হইলে গর্ভ পুষ্ট হয় না। যদি মাঘে প্রবলচন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ তুষারের ন্যায় কলুষিত এবং অত্যন্ত শীতল হয়, তবে মেঘযুক্ত সূর্য্যের উদয় ও অস্ত শুভকর। যদি ফাল্গুনে বায়ু রুক্ষ ও প্রচণ্ড হয় মেঘ সঞ্চয় স্নিগ্ধ, পরিবেশ অসম্পূর্ণ, সূর্য্য অগ্নির ন্যায় পিঙ্গল ও তাম্রবর্ণ হয়, তবে তাহা শুভ দায়ক। যদি বৈশাখ মাসে মেঘ, বায়ু, জল ও বিদ্যুৎ হয়, তবে সেই গর্ভ হিতকর, মুক্তা, রৌপ্য, তমাল, নীলোৎপলবা অঞ্জনের ন্যায় দ্যুতিমান অথবা জলচর প্রাণীর আকার সম্পন্ন মেঘসকল প্রভূত পরিমাণে বর্ষণ করে। আর যদি গর্ভ সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ কিরণে সন্তপ্ত ও মন্দবায়ু বিশিষ্ট হয়, তবে প্রসব সময়ে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই জল বর্ষণ করিয়া থাকে। বজ্র পাত, উল্কা, পাংশু বর্ষণ, দিগ্‌দাহ, ভূমিকম্প গন্ধর্ব্বনগর, কীলক কেতু, গ্রহযুদ্ধ, নির্ঘাত, রুধিরাদি বৃষ্টি, পরিঘ, ইন্দ্রধনু, রাহুদর্শন এই সকল উৎপাত দ্বারাও অন্য তিন প্রকার উৎপাত দ্বারা গর্ভ নষ্ট হয়।

ঋতু স্বভাবজাত লক্ষণে গর্ভ বৃদ্ধি হইল, তাহার বিপরীত লক্ষণে তাহার বিপর্য্যয় ঘটে। সকল ঋতুতেই পূর্ব্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ পূর্ব্বাষাঢ়, উত্তরাষাঢ় ও রোহিণী নক্ষত্রে গর্ভ হইলে বহু পরিমাণে জল প্রদান করে। শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতি ও মঘাযুক্ত গর্ভ শুভদায়ক ও বহু দিবস জলদান করে। উহারা ত্রিবিধ উৎপাতে আহত হইলে বিনাশ করে। যখন চন্দ্র ঐ পাঁচটি নক্ষত্রের একটিতে থাকে, তখন অগ্রহায়ণ হইলে বৈশাখ পর্য্যন্ত ছয়মাসে যথাক্রমে ৮, ১৬, ২০ ও ২৪ দিন অবিরাম বর্ষণ করে। চন্দ্র বা সূর্য্য ক্রূর গ্রহযুক্ত হইলে গর্ভ সকল করকর, অশনি ও মৎস্য বর্ষণ করে। শুভ গ্রহযুক্ত অথবা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সেই গর্ভ বহু বৃষ্টি প্রদান করে। যদি গর্ভকালে অকারণে অতি বৃষ্টি হয় তবে আর গর্ভ হয় না। গর্ভ পুষ্ট হইলেও যদি গ্রহের উপঘাতাদি দ্বারা বর্ষণ না হয়, তবে প্রসব কালে আপনার করকামিশ্র জল প্রদান করে, যেরূপ ধেনুগণের বহুকাল ধৃত দুগ্ধ কঠিন হয়, সেইরূপ অনেক দিন অতীত হইলে জল কঠিন হয়। যে গর্ভ পাঁচ প্রকার নিমিত্ত দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সেই গর্ভ শত যোজন ব্যাপিয়া বর্ষণ করে এই নিমিত্ত সকলের এক একটীর অভাব হইলে শত যোজনের অর্দ্ধ হানি হইয়া বৃষ্টি হয়। যে গর্ভে পবন, জল, বিদ্যুৎ গর্জ্জন ও মেঘ এই পঞ্চ নিমিত্ত থাকে, তাহাতে অধিক বৃষ্টি হয়।

ঝড়

তেজই বায়ু পরিচালনের কারণ। তেজ দ্বারা বায়ু উত্তপ্ত হইয়া গতিশীল হয়। তেজের দ্বারা বায়ু উত্তপ্ত হইলে তথাকার বায়ু অধিক পরিমাণে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, সুতরাং সেই স্থান পূরণ করিতে প্রচুর পরিমাণ শীতল বায়ু আবশ্যক করে। তাহাতে বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইয়া ঝড় হয়। যে পর্য্যন্ত সেই স্থানের উত্তাপ নষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত ঝড় বহিতে থাকে। তেজের ন্যুনাধিক্যই বায়ু গতির মৃদুতা ও আধিক্যের কারণ।

শীতল বায়ু সহকারে বাষ্প ঘন হইয়া যেমন মেঘ হয়, সেইরূপ মেঘ সকল আরও শীতল বায়ু সহকারে ঘন হইয়া জলধারারূপে পরিণত হয়, তাহাকেই বৃষ্টি কহে। উপরিস্থ ভ্রম্যমান বায়ুর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে মেঘসকল যে স্থানে যাইয়া শীতল হয় ও বায়ুর সহিত সংলগ্ন হয়, সেইস্থানেই বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। পর্ব্বত শিখর অতিশয় শীতল এই নিমিত্ত তথায় যে সকল মেঘ গমন করে, তাহা প্রায়ই বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এই কারণে পর্ব্বতে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। যে স্থান হইতে যত অধিক বাষ্প উত্থিত হয় সেই স্থানে তত অধিক মেঘ সঞ্চিত হয়; সুতরাং তথায় তত অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং সমুদ্র ও জলাভূমিতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়, এই কারণে ঐ ঐ স্থানে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে।

রামধনু

বৃষ্টিধারা সকলে সূর্য্যের আলোক লাগিয়া নানাপ্রকার বর্ণের উৎপাদন করে। বহুসংখ্যক জলবিন্দু একত্রিত হইয়া ধনুর আকার হয়, তাহাকেই লোকে রামধনু বা ইন্দ্রধনু কহে। ইহা সূর্য্যের বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের আলোকেও রামধনু হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনু ন্যায় উজ্জ্বল হয় না। মুখে কতক জল লইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে থুথু করিয়া ফেলিলেই রামধনুর সৃষ্টি হয়।

শিলা

যেমন বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ ও মেঘ জল বৃষ্টি হয়, সেইরূপ বৃষ্টি বিন্দু সকল অধিকতর হিম সহকারে কঠিন হইয়া শিলা হয়। বারি বর্ষণ সময়ে যদি বায়ু অধিক শীতল হয়, তবে সেই শীতল বায়ু জল বিন্দু সকলে লাগিয়া শিলা বর্ষণ হয়।

হিম শিলা

যে বাষ্প শীতল হইয়া শিশির হয়, তাহা অধিক শীতল হইলে বরফ আকারে পতিত হয়; তাহাকেই হিম শিলা কহে। শীত প্রধান দেশেই হিম শিলা পতিত হয়। আমাদের দেশে বায়ু সেরূপ শীতল হয় না, এই কারণে আমাদের দেশে হিম শিলা পতিত হয় না। কিন্তু উচ্চ পর্ব্বতের উপর. বায়ু সেরূপ হিম হওয়াতে, তথায় হিমশিলা পতিত হয়।

শিশির ও কুজ্ঝটিকা

যে সকল বাষ্প অধিক উর্দ্ধে উঠিতে না উঠিতে শীতল হইয়া যায়, তাহা শিশির ও কুজ্ঝটিকা রূপে পরিণত হয়। যে সকল পদার্থে বিকিরণ শক্তি প্রবল তাহাতেই অধিক শিশির সঞ্চিত হয় যথা ঘাস, কেশ ইত্যাদি। যাহাতে বিকিরণ শক্তি কম তাহাতে অল্প শিশির সঞ্চিত হয়, যথা—থাল, ঘটি বাটি ইত্যাদি। যে সকল পদার্থে বিকিরণ শক্তি প্রবল, তাহা হইতে শীঘ্র তেজঃ বহির্গত হয়, সুতরাং শীঘ্র শীতল হয়, তদুপরি শীতকালে শীতল বায়ু প্রভাবে বাষ্প ঘন হইয়া শিশির জন্মে। বৃষ্টির ন্যায় শিশির আকাশ হইতে পড়ে না, উহা পদার্থের উপরেই জন্মে।

বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত

পদার্থ মাত্রেই তাড়িত আছে। মেঘে মেঘে ঘর্ষণে তাড়িৎ উৎপত্তি হয়। ঐ তাড়িৎ বহির্গমন সময়ে অতি প্রখর জ্যোতিঃ ও ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, তাহাকেই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি কহে। যেমন এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে তাড়িত পরিচালিত হয়, সেইরূপ পৃথিবী হইতে মেঘে এবং মেঘ হইতে পৃথিবীতে তাড়িত প্রবাহ চালিত হইয়া থাকে। সে সময়েও ঐরূপ জ্যোতিঃ ও শব্দ হইয়া থাকে। তাড়িত প্রবাহের আঘাতকে বজ্রাঘাত কহে।

জোয়ার ভাটা

চন্দ্র সূর্য্যই জোয়ারের কারণ। বিশ্বের সকল পদার্থই পরস্পর আকর্ষণ গুণে রহিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর স্থল ও জল উভয় ভাগকে সমান আকর্ষণ করে। কিন্তু স্থলভাগের যোগাকর্ষণ প্রবল হওয়াতে তাহা বিচলিত হয় না। জলের যোগাকর্ষণ অল্প, এই নিমিত্ত তাহা স্ফীত হইয়া উঠে। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে থাকায় পৃথিবীতে চন্দ্রের আকর্ষণ সৌরাকর্ষণ অপেক্ষায় ছয়গুণ অধিক। এই নিমিত্ত চন্দ্রাকর্ষণ সৌরাকর্ষণকে প্রতিহত করে বলিয়া আমরা সৌর জোয়ার দেখিতে পাই না। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের ঠিক নিম্নে থাকে, সেই অংশ চন্দ্রের অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, তথায়

চন্দ্রের অধিক আকর্ষণ হয়, সুতরাং সেই ভাগ অধিক স্ফীত হইয়া জোয়ার উৎপাদন করে। পৃথিবী আহ্নিকগতিক্রমে ভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং প্রত্যেক স্থানই প্রত্যহ এক একবার চন্দ্রের নিম্নে আসিতেছে, তন্নিমিত্ত সকল স্থানেই জোয়ার হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে স্থান চন্দ্র হইতে যতদূর চন্দ্রের আকর্ষণও সেই স্থানে তত অল্প, সেই কারণে সেই সেই স্থানে ভাঁটা হয়। যে স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নে থাকে, তাহার বিপরীত স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এই নিমিত্ত তথায় জল নত হইয়া পড়ে। নত হইয়া পড়া ও স্ফীত হইয়া উঠা একই প্রকার ফলপ্রসূ। এই নিমিত্ত চন্দ্রের ঠিক নিম্নে ও তাহার বিপরীত স্থানে এককালে জোয়ার হয় এবং তন্নিমিত্তই দিবা রাত্রিতে দুইবার করিয়া জোয়ার হইয়া থাকে, অর্থাৎ চন্দ্র যখন আমাদের মস্তকোপরি থাকে, তখন আমাদের একবার জোয়ার হয় এবং আমাদের পাদ বিপক্ষ স্থানের উপরে যখন চন্দ্র যায় তখন একবার জোয়ার হয়। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ের গতি নিমিত্ত চন্দ্র পৃথিবীর নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিতে ২৪ ঘণ্টা ৫০½ মিনিট লাগে; এই নিমিত্ত অদ্য যে সময়ে জোয়ার হয়, কল্য তাহার ৫০½ মিনিট পরে জোয়ার হইবে এবং প্রথম জোয়ারের ১২ ঘণ্টা ২৫¼ মিনিট পরে দ্বিতীয় জোয়ার হইবে। পৃথিবী ও চন্দ্রের গতি যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে কখন কখন চন্দ্র পৃথিবীর অধিক নিকটবর্ত্তী হয়; সেই সময়ে জোয়ারের অত্যন্ত তেজ হয়।

কটাল

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সৌরাকর্ষণ চন্দ্রাকর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হয়। কিন্তু যদি চন্দ্রসূর্য্য একদিকে থাকিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করে, তাহা হইলে উভয়ের আকর্ষণ মিলিত হইয়া প্রবল জোয়ার উৎপাদন করে। অমাবস্যার দিনে চন্দ্র ও সূর্য্য একদিকে থাকে, তাহাতেই অমাবস্যার দিনে জোয়ারের এত তেজ হইয়া থাকে। ইহাকে লোকে কটাল কহে। যে কারণে চন্দ্রের নিম্নবর্ত্তী স্থানের পাদ-বিপক্ষ স্থানে জোয়ার হয়, সেই কারণে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর বিপরীতদিকে থাকিলে জোয়ারের তেজঃ বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই পূর্ণিমার দিনে কটাল হইয়া থাকে

বাণ

সাগরের জোয়ার নদী মধ্যে কিয়দ্দূর গিয়া থাকে। নদী হইতে জোয়ারের জল নির্গমন-কালে যদি সমুদ্রে কটাল হয়, তবে উভয় জল সম্মুখীন ও পরস্পর প্রতিহত হইয়া জলময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, তাহাকেই বাণ কহে।

কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার জোয়ার ভাটার সময়।

তিথি	জোয়ার আরম্ভ		ভাটা আরম্ভ	
	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	ঘ মি	ঘ মি	ঘ মি	ঘ মি
১ প্রতিপদ	১০—৫৬	১১—১	৩—৪৬	৩—৫১
২ দ্বিতীয়া	১১—৪৪	১১—৪৯	৪—৩৪	৪—৩৯
৩ তৃতীয়া	১২—৩২	১২—৩৭	৫—২২	৫—২৭
৪ চতুর্থী	১—২০	১—২৫	৬—১০	৬— ৫
৫ পঞ্চমী	২— ৮	১—১৩	৬—৫৮	৭— ৩
৬ ষষ্ঠী	২—১৬	৩— ১	৭—৪৬	৭—৫১
৭ সপ্তমী	৩—৪৪	৩—৪৯	৮—৩৪	৮—৩৯
৮ অষ্টমী	৪—৩২	৪—৩৭	৯—২২	৯—২৭
৯ নবমী	৫—২০	৫—২৫	১০—১০	১০—১৫
১০ দশমী	৬— ৮	৬—১৩	১০—৫৮	১১— ৩
১১ একাদশী	৬—৫৬	৭— ১	১১—৪৬	১১—৫১
১২ দ্বাদশী	৭—৪৪	৭—৪৯	১২—৩৪	১২—৩৯
১৩ ত্রয়োদশী	৮—৩২	৮—৩৭	১—২২	১—২৭
১৪ চতুর্দ্দশী	৯—২০	৯—২৫	২—১০	২—১৫
পূর্ণিমা বা অমাবস্যা	১০— ৮	১০—১৩	২—৫৮	

শাম্ব পঞ্চাশিকা।

বরাহ পুরাণে ১৭১ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"ততঃ শাম্বো মহাবাহুঃ কৃষ্ণাজ্ঞপ্তো যযৌ পুরীম্।
মথুরাং মুক্তিফলদাং রবেরারাধনোৎসুকঃ।"

অনন্তর মহাবাহু শাম্ব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সূর্য্যদেবের আরাধনা জন্ম ব্যাকুল হইয়া মুক্তিপ্রদ মথুরাপুরীতে গমন করিলেন।

তথায় তিনি সবিতৃদেবের আরাধনা করেন। এবং

"শাম্ব পঞ্চাশকৈঃ শ্লোকৈঃ বেদগুহ্য পদাক্ষিরৈঃ।
যৎ স্তুতোঽহয়ং ত্বয়া বীর তেন তুষ্টোঽস্মি তে সদা।"

পঞ্চাশৎ শ্লোকে সবিতৃদেবের বেদগুহ্য স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। সবিতৃদেব বলেন "হে শাম্ব! তুমি যে অতি রহস্যময় শব্দ দ্বারা পঞ্চাশৎ শ্লোকে আমার স্তব করিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি।" ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, শ্রীকৃষ্ণ পুত্র সাম্ব পঞ্চাশৎ শ্লোকে সবিতৃদেবের স্তব করেন, তাহাই "শাম্ব পঞ্চাশিকা" নামে খ্যাত। "বরাহ পুরাণে" যদিও শ্লোকগুলির উল্লেখ নাই। তথাপি পুরাণের পূর্ব্বোক্ত বচনের দ্বারা শাম্ব ই ইহার প্রণেতা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কাশ্মীর দেশের বিখ্যাত "রাজানক ক্ষেমরাজ" এই "শাম্ব পঞ্চাশিকার" টীকা রচনা করেন। যদিও অনেকে এই বিখ্যাত স্তোত্রের টীকা করিয়াছেন কিন্তু আচার্য্য অভিনব গুপ্ত শিষ্য "রাজানক ক্ষেমরাজের" টীকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনিই "চিৎভার্ণু" নমস্কারের পর প্রারম্ভে সূচনা করিয়া বলেন "ভগবান শ্রীবাসুদেবের পুত্র শাম্ব সমস্ত বেদ রহস্যবিৎ পরমযোগী; জগতের লোকগণের রোগ দরিদ্রাদি মুক্ত এবং পরম পদ প্রাপ্তি করাইবার জন্ম এই সর্ব্ব হিতকর স্তোত্র রচনা করেন। দুই চারিটী শ্লোক মাত্র আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ইহাতে কি গভীর বেদ গুহ্য রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

শব্দার্থত্ব বিবর্ত্তমান পরম জ্যোতিরূপে গোপতে
রুদগীথোঽভ্যুদিতঃ পুরোঽরুণতয়া যস্য ত্রয়ী মণ্ডলম্।
ভাব্যদ্বর্ণ পদক্রমেরিততমঃ সপ্তস্বরাশ্বৈরিয়ং
দ্বিষ্যাস্যন্দন মুন্নয়ন্নিব নমস্তস্মৈ পরব্রহ্মণে। ১।

ওমিত্যন্তর্নদতি নিয়তং যঃ প্রতি প্রাণি শব্দো,
বাণা যস্মাৎ প্রসরতি পরা শব্দ তন্মাত্রগর্ভা।
প্রাণাপানৌ বহতি চ সমৌ যো মিথো গ্রাসসক্তৌ,
দেহস্থং তং সপাদি পরমাদিত্যমাদ্যং প্রপদ্যে। ২।

যস্ত্বক্‌চক্ষুঃ শ্রবণরসনাঘ্রাণপাণ্যঙ্ঘ্রি, বাণী,
পায়ূপস্থ স্থিতিরপি মনোবুদ্ধ্যহংকার মূর্ত্তিঃ।
তিষ্ঠত্যন্তর্বহিরপি জগদ্ভাসয়ন্ দ্বাদশাত্মা,
মার্ত্তণ্ডং তং সকল করণাধারামকং প্রপদ্যে। ৩.

ময়ূর ভট্ট।

সংস্কৃত সাহিত্যে ময়ূরভট্ট প্রণীত "সূর্য্যশতক" একখানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ষষ্ঠ শতাব্দির শেষে বৃদ্ধ ভোজপতির সভায় ময়ূরভট্ট একজন সভাসদ ছিলেন। বিখ্যাত জৈন কবি "মানতুঙ্গাচার্য্য" "ভক্তামার স্তোত্রে" এবং প্রবন্ধ চিন্তামণি গ্রন্থে, ময়ূরভট্টের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। "অহো প্রভাবো বাক্‌দেব্যা যন্মাতঙ্গ দিবাকরঃ। শ্রীহর্ষস্যাভবৎসভ্যঃ সমো বাণ ময়ূরয়োঃ।" উপরিলিখিত কবিগণ সকলেই শ্রীহর্ষদেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ময়ূরভট্ট বাণভট্টের শ্বশুর ছিলেন। কোন সময়ে ময়ূরভট্ট কন্যা, স্বামী বাণভট্টের সহিত যৌন কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন সময়ে ময়ূরভট্ট কন্যার ব্যবহারে ক্ষুন্ন হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করেন। কন্যা পিতার এই অযথা আক্রমণে, পিতাকে অভিসম্পাৎ প্রদান করেন। কন্যার অভিসম্পাদ্ শীঘ্রই ফলিয়া যায়। ময়ূরভট্ট কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হন। এই রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞগণের পরামর্শে 'সবিতৃ' দেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। ঐকান্তিকভাবে তিনি কায়মনবাক্যে সাধনা করিয়া তিনি রোগমুক্ত হন। সবিতৃদেবের তিনি এক শত শ্লোকে মহিমা বর্ণনা করেন। পাঁচটি শ্লোক রচনার পরই তিনি আরোগ্যলাভ করেন। এই শত শ্লোকে তিনি সবিতৃদেবের সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেন সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে ময়ূরভট্ট একখানি মাত্র "কোষকাব্য" করিয়া যেরূপ কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তিনি যদ্যপি অন্যান্য কবিগণের ন্যায় কোন "আখ্যানবস্তু" অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য রচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ মধ্যে পরিগণিত হইতেন।

তাঁহার "সূর্য্য শতকের" সামান্যমাত্র পরিচয় এস্থলে সন্নিবেশিত করিতেছি—প্রথম শ্লোকটি এই সমস্ত স্তোত্রটি "স্রগ্ধরা" নামে দীর্ঘ ছন্দে রচিত

জম্ভারাতীভ কুম্ভোদ্ভবমিত দধতঃ সান্দ্রসিন্দুর রেণুং,
রক্তাঃ সিক্তা ইবৌঘৈরুদয় গিরিতটী ধাতু ধারা দ্রবস্য।
আয়ান্ত্যা তুল্যকালং কমল বনরুচেবারুণা বো বিভূত্যৈ,
ভূয়াসুর্ভাসয়ন্তো ভুবনমভিনবা ভানবো ভানবীয়াঃ। ১।

নমস্কার।

যুজেবাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি।
বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ॥
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥৫॥ ২ অঃ শ্বেত॥
অবিক্রিয়ং নত্য মনন্তমাদ্যং।
গুহাশায়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যং॥
মনোগ্র যানং বচসা নিরুক্তম্।
নমামহে দেববরং বরেণ্যং॥১৫॥৫ অঃ—৫স্কন্ধ॥

জয় জগদীশ, মহীশ অধীশ,
মহদীশ মহাত্মান।
অনাদি মহান, সর্ব্ব শক্তিমান,
নিত্য সত্য সনাতন॥
জয় পরমেশ, অনন্ত মহেশ,
হৃষিকেশ ভগবান।
পরমাত্মা রূপ, চৈতন্য স্বরূপ
চিদানন্দ মহাপ্রাণ॥
জয় জ্যোতির্ম্ময়, জ্যোতিষ্ক নিচয়,
প্রভাকর প্রভাকর।
যাহার নিদেশে, ভ্রমি কক্ষদেশে,
বিতরিছে যাঁর কর॥
জয় জগন্নাথ, জগজন তাত,
জগবন্ধু দীনাশ্রয়।
জয় আত্মারাম, চির শান্তিধাম,
জয় জয় জগন্ময়॥
তুমি বিশ্বপাতা, নিয়তি বিধাতা,
মাতা পিতা গুরুজন।
শিক্ষা দীক্ষা দাতা, কলত্র দুহিত্রা,
তুমি প্রেম প্রস্রবণ॥

তুমি বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শর্ম্মা,
সদাশিব শুভঙ্কর।
সর্ব্বভূতময়, সর্ব্বভূতাশ্রয়,
স্বভাবের চিত্রকর ॥

এ ভব ভবন, তোমার রচন;
তুমি দেব দয়াময়।
এ বিশ্ব বিভূতি, তোমারি প্রকৃতি,
তুমি প্রভু সর্ব্বময় ॥

আকাশ অনিল, অনল সলিল,
তেজ হতে সমুদয়।
অবনী অম্বর, যত চরাচর;
চন্দ্র আদি গ্রহচয় ॥

তোমা হ'তে সব, হয়েছে উদ্ভব,
তোমাতে বিলয় পায়।
তুমিও সবাতে, আছ অলক্ষিতে,
মণিতে সূত্রের প্রায় ॥

তরু গুল্ম লতা, তৃণ শস্য তথা,
ফল মূল পত্র সহ।
জীবের লাগিয়া, যতন করিয়া,
যোগাইছ অহরহ ॥

পীড়ায় ঔষধি, বৈদ্য নিরবধি,
ঘুচাতে ব্যাধির জ্বালা।
বিলাস ব্যসন, বস্ত্র অগণন,
ভরিয়ে রেখেছ ডালা ॥

চর্ব্ব্য চূষ্য পেয়, লেহ্য উপাদেয়,
ভক্ষ্য নানাবিধতায়।
করিয়া প্রস্তুত, রয়েছ প্রস্তুত.
কে কোথা কখন চায় ॥

এত দয়া কার,   দয়ার আধার,
তুমি ভিন্ন এ সংসারে।
তাই ভক্তিভরে,   পূজিতে তোমারে
মনে বড় সাধ করে॥

কেমনে পূজিব,   কি দিয়ে পূজিব,
কোথা পাই উপচার।
যা কিছু আমার,   সকলই তোমার,
জানিয়া রেখেছি সার॥

দেহ প্রাণ মন,   ভাবিয়ে আপন,
করি সদা অহঙ্কার।
এ বড় আশ্চর্য্য,   মনের মাৎসর্য্য,
মায়া যার মূলাধার॥

তাই বলি মন,   মায়ার বন্ধন,
অহমিকা পরিহরি।
এস এক মনে   বিভুর চরণে,
সব সমর্পণ করি॥

দূরে যাবে মায়া,   মোহ ভ্রম ছায়া,
এ জগৎ বিভুময়।
দেখিব দেখাব,   মাতিব মাতাব,
বলি বিভু জয় জয়॥   শ্রীকুঞ্জ॥

শ্রুত আছে শ্রুতিগণে নাহি পায় সীমা।
আমি কি বুঝিব প্রভু তোমার মহিমা॥
নমি আমি বিশ্ব গুরু সূর্য্য নারায়ণ।
আকাশ উপরে স্থিত জ্যোতি নিরঞ্জন॥
প্রণমামি সর্ব্বগামী সত্য সনাতন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অনন্য কারণ।
আপনার অঙ্গ হতে সৃজিলা অবনী।
আপনি পালনকর্ত্তা নাশেন আপনি॥

জগৎ যাঁহার, যিনি জগৎ স্বরূপ।
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের হন কর্ত্তা রূপ॥
স্বাধীন সম্রাট্‌ যিনি নবগ্রহ রূপী।
স্মরণে যাঁহার রূপ মুক্ত হয় পাপী॥
পাপ পুণ্য বিচারের যিনি হন কর্ত্তা।
নবগ্রহরূপে দণ্ড পুরস্কার দাতা॥
ধাতা পাতা তুমি দেব জীবের চেতন।
বিশ্ব প্রকাশক জ্যোতি করহ ধারণ॥
জ্ঞানীগণ জ্ঞান নেত্রে করি দরশন।
আনন্দ সাগরে নিত্য হতেছে মগন॥
তেজ বিনা কোন কার্য্য না হয় সাধন।
তেজ বলে জীবগণ হয় সচেতন॥
আদি শক্তি ব্রহ্ম জ্যোতি পূর্ণ স্বপ্রকাশ।
বিভার বিভায় হয় তিমির বিনাশ॥
বিতরিছ প্রভাকর কর মনোলোভা।
প্রভাতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
তরুণ তপন হর তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি মোহিত মানস॥
আদি তুমি দেব দেব হও জ্যোতির্ম্ময়।
আদিত্য নামেতে খ্যাতি তুমি মৃত্যুঞ্জয়॥
দিন পতি হয়ে তুমি হও দীনপতি।
দিন গতে হও দীন, তবু দীন গতি॥
হে দেব! নলিনী প্রাণ সরোজ বান্ধব
অপূর্ব্ব মহিমা তব ওহে স্তবধর॥
প্রাণ হয়ে প্রাণিগণে কর প্রাণ দান।
মর্ত্ত জীবে কর তুমি অমৃতত্ব দান॥
শ্রুতির সংবাদ দেখি বিরাট্‌ রূপেতে।
সকল ধরহ তুমি আপন দেহেতে॥

তুমি পশু, তুমি পক্ষী, তুমি জলচর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি ভূচর খেচর॥
রক্তবর্ণ রবিরূপে প্রভাতে উদয়।
জাগাইছ জগজনে দূরি তমচয়॥
ত্রিরূপেতে ব্যক্ত হয়ে আছ জগময়।
তব বিশ্বে সর্ব্ব রূপে তুমি সর্ব্ব ময়॥
অজ্ঞান আঁধারে পথ দেখিতে না পাই।
জ্ঞান ময় তব পদে জ্ঞান ভিক্ষা চাই॥
দিব্য চক্ষু খুলে মোর দেও ভগবান।
হেরিয়ে তোমার জ্যোতি জুড়াই পরাণ॥
ঘোরতম তম মসি নাশ সর্ব্বক্ষণ।
সত্য পথ জীবগণে করাহ দর্শন॥
পরাণে প্রকাশ হও পিতঃ! স্বপ্রকাশ
চির জনমের তমঃ হউক বিনাশ॥
জগতের জন্মদাতা পিতা তব নাম।
কর ক্রোড়ে পুত্র বলে লও নিজ ধাম॥
জাব আমি তব পাশে দ্বার খুলে দেও।
আশু সারি আসি দেব কোলে তুলে লও॥
আনন্দ-নিলয় দ্বার জীবনিকেতন।
খুলে দেও দিব্য ধাম বিশ্রাম ভবন॥
নমঃ নমঃ দীনবন্ধু অজ্ঞান তারণ।
তোমার কৃপায় হয় পাপের দহন॥
পুণ্যময় তব রাজ্য পাতক বারণ।
নাশ দেব রোগ শোক জনম মরণ॥
ত্রিগুণ নাশক তুমি ত্রিতাপ বারক।
অথচ ধারক তুমি ত্রিগুণ পোষক॥
থাক হৃদে থাক তুমি কর কর দান।
খর কর দানে কর অঘ বিনাশন॥

নমঃ নমঃ [illegible] [illegible] আকর।
বুদ্ধি দেও বুঝিবারে 'আমার আকর'
নাশ নাশ তম নাশ ওহে জ্ঞান করী।
ভাঙ্গ ভাঙ্গ দণ্ড ভণ্ড কর সব অরি॥
গর্জ্জ গর্জ্জ তর্জ্জ তর্জ্জ অশুভ নাশন।
শুভ দৃষ্টি কর মোরে ওহে ত্রিলোচন॥
প্রণমামি তব ভর্গ ওহে জনার্দ্দন।
ভর্গদানে কর মোর দুরীত খণ্ডন॥
খরতর বরকর হত অখ অগণন্।
ভগ দগ্ধ মগ হর ভব ভয় শমনম্॥
খর্ব্ব খর্ব্ব কর গর্ব্ব নীচতা তস্কর।
দেখাও বিমল সত্য জ্যোতিঃ মনোহর।
অসত্য ভাঙ্গিয়া দেও খোল সত্য দ্বার।
সত্যেতে মণ্ডিত কর হৃদয় সবার।
দেখাও সত্যের জ্যোতিঃ সেই সত্য পথ।
যাহাতে মণ্ডিত হলে পূরে মনোরথ॥
নিবেদন হে দেবেশ! করি তব পায়।
জ্যোতিঃ জ্বেল যেই দিন ত্যজিব ধরায়॥